বারট্রাণ্ড রাসেল রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

গল্প সংগ্রহ

সম্পাদনা ও ভাষান্তর

পৃথ্বীরাজ সেন

মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির

১৫বি, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

প্রেসিডেন্সী কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগের
বিভাগীয় প্রধান

ডক্টর অচিন্ত্য কুমার মুখোপাধ্যায়কে
তাঁর স্নেহধন্য ছাত্রের
সশ্রদ্ধ নিবেদন

প্রাক্-কথন

যাঁর অনন্য মনীষার দৃপ্ত বিচ্ছুরণে আলোকিত হয়েছে বিংশশতাব্দী, যিনি আত্মলব্ধ চেতনার নব মূল্যায়ণে উজ্জীবিত করেছেন মানবসত্তাকে, সেই বিতর্কিত মহান ব্যক্তি বারট্রাণ্ড রাসেলের অবিস্মরণীয় রচনাবলীর বঙ্গানুবাদ করার দুঃসাহসিক সারস্বত প্রয়াসে নিবেদিত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

ইতিপূর্বে রাসেলের অমর সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ ভাষান্তর হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে ও বিক্ষিপ্তভাবে অনেকে এই দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অজিতকৃষ্ণ বসুর নাম। তিনি রাসেলের কয়েকটি গল্প অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর রচনাবলী সযত্নে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি।

সুদীর্ঘ তিন বছরের পরিশ্রমে এই রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। আবার প্রায় দশ বৎসর পর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল। আশা করছি, বাংলার বিদগ্ধ সমাজ ও চিরন্তন সাহিত্যানুরাগী পাঠক মহল এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে সম্যক উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন।

সমকালীন প্রকাশনা শিল্পে যখন ব্যবসায়ী লোভী চোখের ছায়া পড়েছে, তখন শুধুমাত্র একক প্রচেষ্টায় এই জাতীয় মহৎ উদ্যোগে আত্মনিবেশ করে মৌসুমী সাহিত্য মন্দিরের প্রকাশক, শ্রীপ্রশান্ত তালুকদার শ্রদ্ধার আসনে আসীন হয়েছেন।

পরিশেষে উল্লেখ করছি, আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা শ্রীঅশোককুমার সেনের নাম। দূর শৈশব থেকে যিনি অনন্ত নিদ্রাবিহীন রাত্রিবাহিত নিরলস আলোচনায় আমার মননে রাসেল চেতনার উন্মেষ ঘটান এবং সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি, স্বনামধন্য অধ্যাপকদের, যাঁদের স্নেহ-ছায়ায় অতিবাহিত হয়েছে প্রেসীডেন্সী কলেজের বুদ্ধিদৃপ্ত মুহূর্তগুলো, যাঁরা আমাকে রাসেল অনুবাদে সহায়তা করেছেন।

অনুবাদ প্রসঙ্গে আমার একটি বিনীত স্বীকারোক্তি আছে। কোন কোন অংশে রাসেল প্রদত্ত শব্দের যথার্থ প্রতিশব্দ চয়নে সাহিত্যরসের হানি হতে পারে, এই আশঙ্কায় আমি মূল-ভাবটি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি।

সমগ্র পাঠক সমাজের কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা আহ্বান করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

নমস্কারান্তে
পৃথ্বীরাজ সেন

বারট্রাণ্ড রাসেল প্রসঙ্গে

অবতরণিকা ঃ

এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী হিসেবে অনেকে চিহ্নিত করেন বারট্রাণ্ড রাসেলকে। কেননা, মানব জ্ঞানের বিবিধ শাখাতে তাঁর অনায়াস পদচারণা আমাদের বিস্মিত করে। দর্শনের গূঢ়তত্ত্ব থেকে দুরূহ বিজ্ঞান, সাহিত্যের অঙ্গন থেকে সমাজ-বিদ্যার সূত্র, এ-সবই ছিল তাঁর অনায়াস আয়ত্তে।
প্রকৃতপক্ষে একজন মনীষীর পক্ষে একটিমাত্র পার্থিব জীবনে এতগুলো বিষয়ে আলোকপাত করাটা সত্যিই বিরলতম ঘটনা। মানব জিজ্ঞাসার যে শাখাতেই তিনি মন দিয়েছেন সেটিই হয়েছে পল্লবিত। এর অন্তরালে ছিল রাসেলের অসাধারণ ধী-শক্তি ও অসামান্য মেধা।

জীবন কথা ঃ

এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী বারট্রাণ্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেলের জন্ম হয় ১৮৭২ সালের ১৮ই মে, মন্মথ শায়ারের (Monmothshire) ট্রেলাক (Trelleck) গ্রামে। তিনি ছিলেন লর্ড জন রাসেলের নাতি এবং ভাইকাউন্ট অ্যাম্বারলির দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর দাদু লর্ড জন রাসেল ছিলেন ইংলণ্ডের লিবারেল দলের প্রধানমন্ত্রী।
রাসেলের পিতা জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্লামেণ্টে তাঁর আসনটি হারান। তাঁর মাও ছিলেন উদারনৈতিক। মাত্র দু'বছর বয়সে রাসেল হারালেন তাঁর মাকে, চার বছরে বাবার মৃত্যু হল। তিনি ঠাকুরমার কাছে বড় হয়ে ওঠেন।

জন্ম মুহূর্তে ডাক্তার বলেছিলেন, অদ্ভুত শিশু! কেননা, এ-ধরণের ছেলে বড় একটা চোখে পড়ে না। তাই নামকরণের সময় ঠাকুরমার ইচ্ছে ছিল, নাম দেওয়া হবে—গালাহাদ। কিন্তু দিদিমা রেগে গিয়ে ঈশ্বরের দিব্যি করে বললেন যে, এই নাম দিলে সেটা পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়াবে কৌতুকের খোরাক। অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে রাসেলের নাম দেওয়া হয় বারট্রাণ্ড।

তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলেন পিতামহী লেডি রাসেল। ঐ ভদ্র-মহিলা ছিলেন সমস্ত সংস্কারের উর্দ্ধে। বলা যেতে পারে, উনিই নিজের হাতে রোপিত করেন আগামী দিনের মহীরূহ।

শিশু-বয়েস থেকে তিনি নাতির মনে ধর্মের প্রলেপ দেবার চেষ্টা করেন। বাইবেলের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। সর্বদা তিনি নাতির কানের কাছে বলতেন বাইবেলের বিখ্যাত উক্তি—Though shalt not follow a multitude to do evil.

এই উক্তিটি রাসেল কোনদিন ভুলতে পারেন নি। জীবনের সায়াহ্নে এসেও তাঁর কানের কাছে সর্বদা বাজত শিশুকালে শোনা ঐ শব্দ ক'টি।

লেডি রাসেল তৎকালীন ইংলণ্ডের অনেক প্রথাগত ধারণাকে ভেঙে চূর্ণ করে দেন। বৃটিশ রাজতন্ত্রকে সমালোচনা করে আইরিশদের সায়ত্ত্ব শাসনের অধিকারকে সমর্থন করে তিনি বক্তৃতা দিতেন। ঐ বাড়ীর আবহাওয়ায় এক দিকে ছিল প্রাচীন নীতিবোধের অনুশাসন, অন্যদিকে উদার মতবাদের মুক্ত হাওয়া। সেই পরিবেশে রাসেলের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়।

রাসেলের বাবা ছিলেন যুক্তিবাদী। তাঁর বন্ধু ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। ছেলেদের শিক্ষার জন্যে তিনি দু'জন নিরীশ্বরবাদী শিক্ষককে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই শিক্ষার পরিণতি দেখে যাবার মতো সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে রাসেল পিতামহের পেমব্রাকের বাড়িতে চলে আসেন।

জীবন-সায়াহ্নকালে দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, আমার ছেলেবেলা ছিল সত্যই দুর্দশাগ্রস্ত। জন্মের এক বছর পরই বাবা দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। আমার কাকা উন্মাদ হয়ে যান। দিদি রাচেলের বয়স যখন দু'বছর তখন মা ডিপথেরিয়ার সংক্রামণে আক্রান্ত হন। দাদা ফ্রাঙ্কেরও ডিপথেরিয়া আক্রমণে জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। রাচেল ও মা একই রোগে মারা যান। তারপর বাবা প্রায় ১৮ মাস জীবিত ছিলেন। ফ্রাঙ্ক কাঁদছিলেন—আমি যেন কেমন চুপ করে দাঁড়িয়ে পরপর সব দেখছিলাম।

১৮ বছর বয়েস অবধি রাসেল পিতামহর লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করেন। তাঁর দাদা ফ্রাঙ্ক তাঁকে শেখাতেন জ্যামিতির দুরূহ তথ্যাবলী। তখন থেকেই

তিনি ইউক্লিডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১১ বছর বয়েস থেকে বীজগণিত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। কিন্তু জ্যামিতির সম্পাদ্যগুলি তাঁকে হতাশ করত এবং গ্রীক অথবা লাতিন ভাষার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

১৫ বছর বয়েসে কিশোর রাসেলের মনে এই চিন্তার উন্মেষ হয় যে জীবন এবং মৃত্যু ডাইনামিক্স (Dynamics) সূত্রদ্বারা পরিচালিত। ১৭ বছর বয়েসে তিনি সর্বপ্রথম শেলীর কবিতার সঙ্গে পরিচিত হন। তখন থেকে জীবনের শেষদিন অবধি তিনি ছিলেন শেলীর মুগ্ধ-পাঠক। শেলীর কবিতা তাঁকে নিঃসঙ্গ মুহূর্তে দিত উষ্ণ সাহচর্য এবং দুঃখের আঁধার রাতে জ্বেলে দিত আশার প্রদীপ।

ছোট বয়েস থেকে ধর্ম সম্পর্কে রাসেলের মনে নানা অদ্ভুত ধারণার অবতারণা হয়। এর মূলে ছিল কয়েকটি ঘটনা। যেমন, একবার মাদার শিপটন রাসেলের সামনে বলে ওঠেন : ১৮৮১ সালের শেষে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই বছরই কোন একটি দিনে আকাশ ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল। ঝড় বইতে শুরু করল। সবাই ভাবলো, এই বুঝি বা প্রলয়। কিন্তু কিছুই ঘটল না। এমনকি ধীরে ধীরে ১৮৮১ খৃঃ কেটে গেল। সেই পৃথিবী সেই পৃথিবীই রয়ে গেল। তখন বালক রাসেলের মনে প্রথম সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হল। তাই বোধহয় আজও তিনি সন্দেহবাদী বলে পরিচিত।

১৫ বছর বয়েস থেকে তিনি ক্রিশ্চান ধর্ম সম্পর্কে নানা সন্দেহ তুলতে থাকেন। তাঁর মনে হয় বাইবেলের সব কথা ঠিক নয়। তখনও অবশ্য ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিল। এরপরে জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে। তিনি পরিণত হন চরম নিরীশ্বরবাদীতে। জীবনের শেষ দিন অবধি ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর এই সংশয় বজায় ছিল। ১৮৯০ সালে রাসেল গেলেন ক্রেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে। ওখান থেকে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে ট্রাইপোস পান, ১৮৯৩ সালে তিনি হলেন সপ্তম র‍্যাংলার। দু'বছর বাদে দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ সম্মানসহ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে ঐ কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন।

এখানে তিনি সহপাঠীদের মধ্যে পান আগামী দিনের বিখ্যাত মানুষদের। যাঁদের মধ্যে ছিলেন—Sanger, Crompton Davies, Moore, Keynes, Mctaggart, Lytton Strachey, Lowes Dickinson, Trevelyans, Whitehead.

১৮৯৫ সালে রাসেল জার্মানীতে গিয়ে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ভায়ারট্রাসের কাজের সঙ্গে পরিচিত হন। কিছু দিন তিনি জ্যামিতির ওপর অধ্যাপনা করেন।

রাসেলের জীবনে এই সময় ঘটল এক বিরাট পরিবর্তন। ১৯০০ সালে প্যারিসে

দর্শনের আন্তর্জাতিক অধিবেশন বসে। ওখানে গিয়ে তিনি পিয়ানোর গণিত সম্পর্কীয় তর্কবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি The Principles of Mathematics নামে যে যুগান্তকারী গ্রন্থটি লেখেন তাঁর মূল নিহিত আছে পিয়ানোর বক্তৃতামালায়। ১৯০২ থেকে ১৯১০ সাল অবধি দীর্ঘ আট বছর ধরে হোয়াইট হেডের সাহায্যে রাসেল Principia Mathematica নামে গ্রন্থটি রচনা করেন। এর নামকরণে হয়তো নিউটনের বিখ্যাত গ্রন্থের প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা প্রত্যেকে ৫০ পাউণ্ড করে দিলেন, রয়্যাল সোসাইটি দিল ২০০ পাউণ্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দিল ৩০০ পাউণ্ড। এমনি ভাবে প্রকাশনার খরচ চালানো হয়।

এই গ্রন্থটি রচনা করবার সময় রাসেলের মনে এমন এক ভাবনার উদ্রেক হয় যে তিনি রেলওয়ে স্টেশন থেকে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন।

১৯১২ এবং ১৯১৩ সালে প্রিন্সিপিয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। তখনো সাধারণ পাঠকদের মধ্যে ঐ গ্রন্থটি সম্পর্কে কোন ঔৎসুক্য জাগেনি। এই গবেষণামূলক রচনা সম্পর্কে প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রয়েদিনজার মন্তব্য করেন—আমার ধারণা রাসেল অথবা হোয়াইট হেড কেউই আগাগোড়া বইখানি পড়েন নি। রাসেল মন্তব্য করেন, আমার মনে হয় কুড়িজন পাঠকও বোধ হয় এটি পড়েন নি।

এই উক্তির মধ্যে রাসেলের রসিক-মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

আজ অনেক দশক পরে প্রিন্সিপিয়াকে বলা হয় অঙ্কশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ। এটি ছিল দুই মহান বুদ্ধিজীবীর একত্র মিলনের ফল। গ্রন্থটি সমাপ্ত করে রাসেলের মনে হয়েছিল তিনি যেন সুড়ঙ্গ-পথ পার হয়ে এলেন। প্রকৃত-পক্ষে প্রিন্সিপিয়ার পরে রাসেল আর কোন সমধর্মীর অঙ্কশাস্ত্র বই রচনায় প্রবৃত্ত হন নি। তাছাড়া এর পরেই হোয়াইট হেডের সঙ্গে তাঁর মনান্তর ঘটে। ১৯১৭ সালে হোয়াইট হেড রাসেলকে লেখা এক চিঠিতে এই মনান্তরের কথা উল্লেখ করেন।

ঐ চিঠিখানি রাসেল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Our Knowledge of the External World-এ সন্নিবিষ্ট করেছেন।

১৯০৮ সালে রাসেল লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি ১৯০৭, ১৯২২ এবং ১৯২৩ সালে পার্লামেন্টের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু কোনবারই জয়লাভ করতে পারেন নি। তাঁর মতো প্রথম শ্রেণীর অঙ্কবিদের পক্ষে রাজনীতির প্রতি এই আকর্ষণ অস্বাভাবিক ঘটনা।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে রাসেল যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ

করেন। এর ফলে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। কারাগার থেকে তিনি রচনা করেন তাঁর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ—Introduction to Mathematical Philosophy. কারাবরণ করার জন্যে তাঁকে ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপকের পদটি হারাতে হয়েছিল। কেননা, তিনি বিশ্বাস করতেন যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সততা অপসারিত হয়েছে।

১৯২০ সালে তিনি কমিউনিস্ট রাশিয়া ভ্রমণ করেন এবং এক শ্রমিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে কমরেড লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন। ঐ ভ্রমণ অথবা সাক্ষাৎকার তাঁকে হতাশ করেছিল। এর পরে তিনি চীন দেশে যান ও পিকিং-এর ন্যাশনাল ইউনিভারসিটিতে ভাষণ দেন। চীনকে তাঁর ভালো লেগে ছিল। রাসেলের মতে, চীনা মানুষ আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম সুসভ্য জাতি। রাসেলের লেখনী স্রোত এই সময় প্রবাহিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল অবধি তাঁর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকীর্তি আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় তিনি কয়েকবার মার্কিন দেশ ভ্রমণ করেন।

প্রভূত অর্থ উপার্জন করলেও ব্যক্তিগত জীবনে স্বচ্ছলতা ছিল না। কেননা তাঁকে নানা সমাজসেবামূলক কাজ করতে হতো। ঐ সময় তিনি অনাথ শিশুদের জন্যে বিদ্যালয় চালাতেন।

১৯৩৭ সালে জি ই মুরের সহযোগিতায় রাসেল কেমব্রিজের শিক্ষাজগতে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তারপর তিনি চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। শিকাগোতে ভাষ্যতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এর পরে তাঁকে লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক করা হল। পরবর্তী বছরে তাঁকে নিউইয়র্কে আমন্ত্রণ জানান হল।

কিন্তু ঐ সম্মানপ্রাপ্তি তাঁর জীবনে ঘটেনি। এর মূলে ছিল নিউইয়র্কবাসিনী এক মহিলার আপত্তি। ঐ মহিলা রাসেলের নিয়োগের প্রতিবাদ করে বলেন যে তাহলে তাঁর কন্যার জীবনে নেমে আসবে অন্ধকার। কেননা রাসেল তখন তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাধারার জন্যে বিতর্কিত বুদ্ধিজীবী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন! বিচারপতি ম্যাকগীহানের আদেশে বারট্রাণ্ড রাসেলকে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হল না।

এই ব্যাপারে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মন্তব্য করেন—(মূল জার্মান ভাষাতে)

It keeps repeating itself
In this world. so fine and honest,
The Parson alarms the Populace
The genius is executed.

ঐ বছরেই রাসেল হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উইলিয়াম জেমস বক্তৃতামালা প্রদান করেন। ফিলাডেলফিয়ার বারনেস ফাউনডেশনে তাঁকে দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস বিভাগের লেকচারার করা হল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তাঁকে অবসর নিতে হয়। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে তাঁর ভাষণ নাকি তথ্যপূর্ণ ছিল না। পরবর্তীকালে ঐসব বক্তৃতা সঙ্কলন করে প্রকাশিত হল বারট্রাণ্ড রাসেলের স্মরণীয় গ্রন্থ—Western Philosophy।

১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে ট্রিনিটি কলেজ ডেকে নিল। ছাব্বিশ বছর বাদে কেমব্রিজ তার শ্রেষ্ঠতম মনীষীকে স্বীকৃতি জানাল। রাসেলকে করা হল ট্রিনিটি কলেজের ফেলো ও লেকচারার। এ-পদে তিনি পাঁচ বছর থাকেন।

১৯৪৪ সালের মে মাসে নিউইয়র্কে যাবার আগে রাসেলকে আর্থিক সংকটের সামনে পড়তে হয়। ইংল্যাণ্ডে ফিরে তিনি ঐ অবস্থা কাটিয়ে ওঠেন।

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হল তাঁর আরেকটি যুগান্তকারী গ্রন্থ "Human Knowledge—Its Scope and Limits", এর পরে তিনি বেশ কিছুদিন লেখার জগৎ থেকে নির্বাসন নেন। ১৯৫০ সালে রাসেল ব্রিটিশ অর্ডার অব মেরিট উপাধি পান। ঐ বছরেই তাঁকে দেওয়া হল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। ঐ পুরস্কার তিনি পেলেন ১৯২৯ সালে লেখা Marriage and Morals বইটির জন্যে। এই ঘটনা তাঁকে অবাক করে দেয়। কেননা কমিটির উইল অনুসারে পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থটি হবে স্রষ্টার সৃজনী শক্তির মহত্তর প্রকাশ কিন্তু ঐ বইটিতে রাসেলের মৌলিকত্বের প্রতিফলন বিশেষ পড়ে নি। গণিত-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেবার প্রথা প্রচলিত থাকলে রাসেল ঐ পুরস্কার আরেকবার পেতেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। জীবনে তিনি আরও অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ১৯৫৮ সালে ইউনেস্কোর (UNESCO) তরফ থেকে তাঁকে কলিঙ্গ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তিনি ঐ পুরস্কার পান বিজ্ঞানকে সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার স্বীকৃতি স্বরূপ। ১৯৬০ সালে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সনিং (Sonning) পুরস্কার লাভ করেন বারট্রাণ্ড রাসেল, ইউরোপীয়ান সংস্কৃতিতে তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্যে।

এই সময় রাসেল রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক প্রণয়নে আত্মনিবেশিত থাকেন। তিনি দুটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। জীবনের শেষ দুটি দশক তিনি অতিবাহিত করেন সম্পূর্ণ অন্য কাজে। বলা যেতে পারে এ হল এক মহৎ প্রতিভার স্বেচ্ছা নির্বাসন। তখন তিনি বিশ্ববাসীকে আরেকটি ভয়ঙ্কর পারমাণবিক মহাযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নিরলস সংগ্রাম করে

চলেছেন। তাছাড়া ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিনীদের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁকে সক্রিয় হতে দেখা গেল।

১৯৪৫ সালের বিখ্যাত রাসেল-আইনস্টাইন প্রস্তাবনা সম্পাদিত হয়। ঐ প্রস্তাবে পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষের উদ্দেশ্যে ছিল এক প্রাণস্পর্শী নিবেদন—তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও, অসহায় পৃথিবীকে একটি ভয়ঙ্কর অবস্থার হাত থেকে উদ্ধার কর।

এই শান্তি-সনদের মূল প্রবক্তা ছিলেন বারট্রাণ্ড রাসেল। এরপরে তাঁকে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে দেখা গেল। ১৯৬১ সালে তিনি দশ হাজার মানুষের মিছিল নিয়ে হাজির হলেন লণ্ডন পার্লামেন্টে। তাঁর দাবী, ব্রিটিশ সরকার যেন আমেরিকাকে আর সমর্থন না করে। রাসেলকে সাত দিনের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। তখন তিনি রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারকে চিঠি লিখলেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৫৭ সালে রাসেল বিজ্ঞানীদের পুগওয়াশ (Pugwash) সম্মেলনে বিশ্বের নানাদেশের পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকদের উদ্দেশ্যে প্রচার করলেন তাঁর আবেদন পারমাণবিক যুদ্ধের কবল থেকে বসুমাতাকে বাঁচাতে হলে চাই বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রয়াস। ১৯৬৪ সালে স্থাপিত হল "বারট্রাণ্ড রাসেল পিস ফাউনডেশান"। এতে অর্থ সাহায্য দিলেন দেশ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের নানাদেশের বিখ্যাত ও অখ্যাত মানুষ। ১৯৬৫ সালে রাসেল তাঁর শ্রমিক দলের সদস্য কার্ডটি ধ্বংস করে ফেলেন। যে-সদস্য পদটি তিনি অনেক বছর ধরে পরম শ্রদ্ধা ও মমতার সঙ্গে পালন করে আসছিলেন, সেটি এখন পরিণত হল মূল্যহীন কাগজে। কেননা তিনি শ্রমিক সরকারের বৈদেশিক নীতিকে সমর্থন করতে পারছিলেন না। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক সরকার ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হত্যাকাণ্ডকে নিঃস্বার্থ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল শেষতম সাহিত্যকীর্তি। সেখানে বর্ণিত হয়েছে তাঁর কর্মময় বিতর্কিত জীবনের উত্থান পতন, আশা-নিরাশা, শ্রদ্ধা-ঘৃণা ও অনুরাগ-অভিমানের ঘটনাবলী। এটি হল তাঁর আত্মকথা। নিজের জীবনকে তিনি দক্ষ চিকিৎসকের মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছেন, লেসার রশ্মি দিয়ে দেখেছেন জীবনের প্রতিটি অন্ধকার দিক এবং সবকিছু অকপটে স্বীকার করে গেছেন ভাবীকালের মানুষদের জন্যে।

যদিও জীবিত অবস্থায় আত্মকথা লেখার মত স্পৃহা তাঁর ছিল না কিন্তু

প্রকাশকদের আগ্রহে তাঁকে বাধ্য হয়ে লেখনী ধরতে হয়। এতখানি দুঃসাহস একমাত্র তিনিই দেখাতে পারেন।

১৯৭০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী-সূর্য অস্ত গেলেন। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মারা গেলেন বারট্রাণ্ড রাসেল। তিনি শুয়ে রইলেন তাঁর নিজের গ্রামের বাড়িতে। সেটি হল পেনহাইডিউড্রারিথ (Penrhyndeudraeth)। অনেকদিন আগে এখানে বাস করতেন ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পি, বি, শেলী।

মৃত্যুশয্যায় তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী এডিথ রাসেল, দুই পুত্র জন ও কনরাড রাসেল এবং কন্যা কাটে।

অন্তরঙ্গ রাসেল ঃ

এতক্ষণ আমরা রাসেলের জীবন ও সাহিত্য কীর্তি নিয়ে আলোচনা করলাম। এটা হল তার বহিরঙ্গের রূপ। এর সাহায্যে আমরা অন্তরের রাসেলকে চিনতে পারবো না। আসুন, দেখা যাক, পৃথিবী জোড়া বিতর্ক এবং খ্যাতির মুকুট মাথায় নিয়ে যিনি জীবনের প্রতিটি পল-অনুপল অতিবাহিত করেছেন মানব সংস্কৃতির সেবায়, অন্তরে সেই মানুষটি কেমন ছিলেন!

ছবির সাহায্যে আমরা রাসেলের বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য পরিচয় পাই। ছোট থেকে ছিমছাম পোষাক পরতে ভালবাসতেন। তাঁর মেদ বিহীন ঋজু চেহারার সঙ্গে পোষাকটি ঠিক মানিয়ে যেত। চল্লিশ বছর বয়স অবধি তাঁর ছিল সাধের একজোড়া গোঁফ। প্রতিটি ছবিতে আমরা দেখতে পাই যে রাসেল নিজেকে ঢেকে রাখতেন গাম্ভীর্য ও পণ্ডিতি আভিজাত্য দিয়ে। সর্বশেষ ছবিটির দিকে তাকালে মনে হয়, তাঁর মাথায় যেন রয়েছে একটি সাদা টুপি। সেটি আর কিছু নয়, সেটি হল প্রবল প্রজ্ঞার পরিচয়। ঐ ছবি দেখে মনে হয় তিনি যেন কোন ধর্মযাজক।

রাসেল কথা বলতেন ধীরে, ঈষৎ সরু গলায় এবং সম্মোহনী ভঙ্গীতে। মনে হত, শ্রোতাদের কাছে নিজের বক্তব্য বিষয় যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত করতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা নেই। স্বল্পভাষী হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। এটা হয়তো তাঁর অঙ্কচর্চার প্রতিফলন বহন করছে। তাঁর ছাত্ররা এখনও সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে তাঁর বক্তৃতামালার সহজবোধ্যতা, কৌতুকবোধ, আকর্ষণ ক্ষমতা এবং তথ্যের অবস্থানের কথা।

আত্মকথায় রাসেল জীবনের দুটি সংঘাতপূর্ণ মুহূর্তের ছবি এঁকেছেন, যখন তিনি হত্যাকারী হবার বাসনা পোষণ করেন।

এ ছাড়া জীবনে অসংখ্যবার রাসেল হতে চেয়েছেন আত্মঘাতী। কখনো সমকালীন ঘটনার ওপর অনীহা, কখনও বা চরম আঘাত, আবার কখনো দার্শনিক সুলভ শূন্যতা তাঁকে জীবনদীপ ফুৎকারে নিভিয়ে দেবার অনুঃপ্রেরণা দেয়। কিন্তু প্রতিবারেই তিনি চারিত্রিক শক্তির বলে ঐ অসহায় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন।

বিজ্ঞান তাকে শিখিয়েছিল জীবন ও মৃত্যুর প্রতি উদাসীনতা। কেননা বিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে তিনি অনুধাবন করেন যে এই পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরদিনের জন্যে নয়। অতএব নশ্বর পৃথিবীতে মায়া মমতা প্রভৃতি অনুভূতি মূল্যহীন।

কিন্তু বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি কখনই তাঁর গবেষণাকে অবহেলা করেন নি। জীবন থেকে তিনি আহরণ করেছেন বুদ্ধিদীপ্তি কিন্তু বিজ্ঞানকে জীবনের সর্বগ্রাসী সীমানা বলে মেনে নিতে তাঁর দ্বিধা ছিল। তাছাড়া তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন যে বিজ্ঞানী সুলভ মনীষা তাঁর ছিল না।

বিয়াল্লিশ বছর বয়স অবধি তিনি নেশা সংক্রান্ত ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন। কিন্তু তারপর তিনি ধুমপানে আসক্ত হয়ে পড়েন। সাধারণ স্বাস্থ্য তাঁর ভাল ছিল। জীবনে দুবার তিনি সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। একবার ১৯২০ সালে চীন ভ্রমণের সময় রাসেল ডাবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। এর সঙ্গে ছিল হৃৎপিণ্ডের রোগ এবং কিডনির অসুখ। তখন পিকিংএর রকফেলার ইনস্টিটিউটের প্রদত্ত ওষুধে তিনি জীবন ফিরে পান। ১৯৫৩ সালে ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তাঁকে আরেকবার প্রবল রোগের মোকাবিলা করতে হয়। এই দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে বাদ দিলে রাসেলের সারাটি জীবন কেটেছিলো সুস্থতার মধ্যে।

মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন খুব বিতর্কিত! তাঁর চরিত্রে একাধিক বিষয়ের অবস্থিতি আমাদের অবাক করে। ধর্মের প্রতি অহেতুক আকর্ষণ ছিল না। এমন কি একটি বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি নিজেকে নিরীশ্বরবাদী হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। আবার Hibbert Journal এ ১৯১২ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে রাসেল ঈশ্বরকে পৃথিবীর আত্মার প্রতিভূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এমন কি পরবর্তী কালে, জীবন সায়াহ্নে এসেও তিনি তাঁর এই ঈশ্বর ভক্তির উল্লেখ করেন। ১৯৫০ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতাতে রাসেল বলেছিলেন যে মানুষের জীবনে খ্রীশ্চান প্রেম অথবা আকর্ষণের প্রয়োজন। খ্রীশ্চান প্রেম বলতে তিনি স্ত্রী পুরুষ সকলকে ভালবাসার কথা বলতে চেয়েছিলেন। এ ভালবাসা হবে শরীরের আকর্ষণের উর্দ্ধে।

বিবাহ সম্পর্কে রাসেলের নিজস্ব মতবাদ ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্ত্রী ও পুরুষ একটি বিশেষ কার্যসাধনের জন্যে মিলিত হবে। সেই কারণে তাঁর দৃষ্টিতে বিবাহ শুধু ব্যক্তিগত সুখ-সাচ্ছন্দের সোপান নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গোটা সমাজ ও সভ্যতার ইতিবৃত্ত। তবে তিনি সামাজিক বিধি-নিষেধকে মানতে পারতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজ হবে মুক্ত বিহঙ্গের মত। মানুষের চিন্তা শক্তিকে প্রভাবিত করা হবে না, সে নিজের ইচ্ছা অনুসারে যেকোন কার্যসাধনে ব্রতী হবে।
জীবন সম্পর্কে তাঁর সমস্ত চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে মাত্র দুটি শব্দে— সুখী, আশাবাদী। জীবনকে আমরা যুক্তি দিয়ে বিচার করবো। তুলাদণ্ডে মেপে নেব তার সুখদুঃখ কিন্তু আমরা বেরসিক ব্যবসাদার হব না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে জীবন হবে এক আনন্দধারা, যাকে আমরা আমাদের মূর্খামি অথবা চালাকি দ্বারা নষ্ট হতে দেব না।

সাহিত্য-চর্চা ঃ

রাসেলের সুবিশাল সাহিত্য-কর্মকে পাঁচভাগে ভাগ করা যেতে পারে।
এক—অঙ্কবিদ্যার ওপর রচনাবলী।
দুই—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা।
তিন—দার্শনিক বিষয়সমূহের ওপর আলোকপাত।
চার—রাজনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ।
পাঁচ—পারমাণবিক যুদ্ধরোধ এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে লিখিত প্রচার সাহিত্য।
এছাড়া তিনি আরও কিছু সাহিত্য-কর্ম রেখে গেছেন, যেগুলো সৃজনী ক্ষমতার প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়।
অঙ্ক ও দর্শনে তাঁর জ্ঞান তাঁকে একটি প্রশ্নের মুখোমুখি ঠেলে দিয়েছে—জীবনের পরম সত্য কি? বিজ্ঞান? না দর্শন? এই দ্বন্দ্ব তাঁকে জীবনের শেষদিন অবধি অস্থির রেখেছিল। যে অস্থিরতার গর্ভে জন্ম নেয় তাঁর সদা চলমান সৃজনী সত্ত্বা।
তর্কবিদ্যা তাঁকে বাস্তববাদী করেছিলো। সম্পাদ্য উপপাদ্যের কঠিন নিয়মাবলী অনুধাবন করতে করতে রাসেলের মন বারে বারে ছুটে যেত সাহিত্যের আকাশে। বলা যেতে পারে তিনি মুক্তি পেতে চাইতেন। তিনি বলে গেছেন যে, জীবনের যেকোন অবস্থাকে আমরা অপর একটি অবস্থার দ্বারা বিশ্লেষণ করতে পারি। তার মানে কোনটিই চরম

নয়। এক মনোভাব রাসেলকে করেছিলো একধারে নৈরাশ্য পীড়িত এবং আশাদীপ্ত। তাছাড়া সাহিত্যে তিনি সৃষ্টি করে গেছেন নতুন একটা ধারা, যাকে বলা যেতে পারে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য। মানব মনীষার সবচেয়ে জটিল বিষয়গুলি রাসেল উপস্থাপিত করেছেন গাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গিমাতে। তার ফলে তাঁর রচনা পাঠ করলে যেকোন পাঠক লাভ করবেন চিরায়িত রস আস্বাদনের আনন্দ।

এ যেন রঙীন একটি ক্যালিডোস্কোপের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে আছি নানা কোণে বিভক্ত আলো বিচ্ছুরিত কাঁচের দিকে। প্রতি মুহূর্তে যারা নতুন একটি ছবি সৃষ্টি করছে। রাসেলের জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা পেতে পারি যে শুধুমাত্র জ্ঞান আমাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না। সেই অমৃতলোকে পৌঁছতে হলে আমাদের পার হতে হবে জ্ঞানে অগম্য স্থান, যাকে আমরা বলতে পারি আত্মবিশ্লেষণ।

ওমর খৈয়ামের ভাষায়—

> **Indeed, indeed. Repentance oft**
> **before**
> **I swore—but was I sober when I**
> **swore ?**

আমরা সবাই কি মুখোশ ঢাকা শয়তান নই ? যদি তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে আমাদের মননকে দ্বিধা বিভক্ত করা হয় তাহলে আমরা আবিষ্কার করবো যে আমাদের অন্তরে লুকিয়ে আছে এক পাপী-আত্মা !

রাসেল একদল বুদ্ধিজীবীর সামনে মেলে ধরেছেন উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। তাঁর প্রদর্শিত পথ অতিক্রম করে আমাদের সামানে এসে দাঁড়িয়েছেন একাধিক মনীষী—Whitehead, Wittgenstein, Goedel, Frege, Peano প্রভৃতি।

নিজের মতবাদের ওপর ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। তাই তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী মানব মনীষাকে উদ্বুদ্ধ করবে। হয়তো একটি মাত্র গ্রন্থে তিনি সমকালের সীমানার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন। সেটি হল History of Western Philosophy। এই গ্রন্থটিকে হয়তো মধ্যে মধ্যে আধুনিক করতে হবে।

রাসেলের আত্মকথাকে বলা যেতে পারে ইংরেজী গদ্য সাহিত্যের চিক্কণ প্রভার প্রতীক। এর মর্মস্থলে ধ্বনিত হয় তর্কবিদ্যার দ্যোতনা।

মানুষের স্মৃতিশক্তির সমস্ত বাতায়ণ তিনি দিয়েছেন খুলে। যার একদিকে আছে, উগ্র অনুরাগ অন্যদিকে আছে চাপা বেদনা।

তাঁকে বলা যেতে পারে যে তিনি হলেন আধুনিক সভ্যতার মানসপুত্র।

যাঁকে কোন পরিচয় অথবা পরিধি গ্রাস করতে পারে নি। তিনি ছিলেন সমস্ত মানুষের উচ্চতর আশা ও চরমতম অভিজ্ঞানের প্রতিভূ। সভ্যতার উদ্যানে শ্রেষ্ঠতম পুষ্প।

পুরুষ রাসেল :

জীবন সম্পর্কে বিচিত্রমুখী মনোভাব তাঁকে করে তুলেছিল বিতর্কিত পুরুষ। রমণী তাঁর চোখে কখনই ছিলো না ভোগ বিলাসের উপকরণ। রমণী তাঁর চোখে পুরুষের সকল প্রগতির অংশীদার। নারী কখনো পাশে এসে দাঁড়াবে জীবন অন্বেষণের পথে, কখনো হবে আত্মিক প্রেরণাদাত্রী কিন্তু কাল্পনিক এই রমণীর সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর কোনো মেয়ের ছবি মেলাতে পারেন নি বলে রাসেল জীবনে বার বার এক নারীর কাছ থেকে ছুটে গেছেন অন্য নারীর কাছে।

ঐ অস্থির মনোভাব দ্বারা তাড়িত হয়ে বারট্রাণ্ড রাসেলকে চারবার বিবাহ করতে হয়। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর নাম অ্যালিস, যাকে তিনি জীবনসঙ্গিনী করে নেন ১৮৯৪ সালে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে! এরপর ১৯২১ সালে যৌবনের প্রান্তসীমায় প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি বেছে নিলেন ডোরাকে! আরও পনের বছর বাদে তাঁর জীবনে এলো তাঁরই সহকারিনী প্যাট্রিসিয়া। ১৯৫২ সালে সত্তর বছর বয়সে, তাঁর শেষতমা স্ত্রী এডিথ এসে উপস্থিত হন।

ডোরা রাসেল তাঁকে উপহার দিয়েছিল একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে প্যাট্রিসিয়া রাসেলের গর্ভে জন্ম নেয় তাঁর আর এক পুত্র।

এই চারজন রমণীর সঙ্গে রাসেল যৌথ ভাবে নিয়েছেন জীবনের নানা অনুভূতি। তাই তিনি একক পথ চলার ক্লান্তি হয়তো বহন করেন নি। কিন্তু কোন রমণী তাঁকে যথার্থ প্রেম দিতে পারে নি। আসলে তাঁর মত পুরুষকে তৃপ্ত করার উপায় কারোর জানা ছিল না।

এঁদের মধ্যে অ্যালিসের ভালবাসা ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৯৫১ সালে অ্যালিসের মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন প্রাক্তণ স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি অ্যালিস রাসেলকে নিবেদন করেছেন হৃদয়ের সবটুকু প্রেম অনুভূতি। রাসেল ছিলেন তাঁর চোখে সেই পুরুষ এবং তিনি ছিলেন—সেই নারী।

এছাড়া বিচ্ছিন্ন ভাবে আরো অনেক রমণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার সুযোগ রাসেলের হয়েছিল। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে নি।

এদের কথা রাসেল দ্বিধাহীন চিত্তে বলে গেছেন তাঁর আত্মকথায়।

জীবনে বার বার বিবাহ করা, অসংখ্য প্রেম আখ্যান এবং অবাধ প্রেমের প্রতি মন্তব্য থেকে আমরা রাসেলের প্রতিকৃতি দেখতে পাই। তিনি কিন্তু পশ্চিম সমাজের সাধারণ পুরুষের মত রমণী দেহ থেকে সুখ অন্বেষণ করতে চাননি। যদিও শরীরকে অগ্রাহ্য করার মত মন তাঁর ছিল না। তাঁর মতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে শরীর এবং মনের মিলিত ভালবাসা।

হয়তো ঐ সম্পর্ক আমাদের একটি জীবন পার হয়ে ছড়িয়ে পড়বে অনাগত জীবনে।

এই হলেন বারট্রাণ্ড রাসেল। বিংশ শতাব্দীর বসুমাতা যার জন্যে হয়তো গর্ববোধ করতে পারে কিন্তু জীবনব্যাপী সাধনা শেষ করে রাসেল কি পেয়েছেন ?

এর উত্তর আমরা পেতে পারি শেলির রচনায় :

Whose eyes have I gazed fondly on,

And loved mankind the more.

(Queen Mab, Dedication)

বারট্রাণ্ড রাসেলের ছোটগল্প

বারট্রাণ্ড রাসেলের জীবন যেন একটি কল্পকথা। তিনি ছিলেন আত্ম সচেতন এবং উদাসীন। সত্য এবং ন্যায়ের প্রতি আস্থাশীল। তাঁর এক শতাব্দী-ব্যাপী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি মনীষার সেবায় কাটিয়ে যান। ষাট খানি গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে রাসেল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যদিও মাত্র কয়েকখানি বই জনপ্রিয়তার সীমানা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। রাসেল ছিলেন মূলতঃ প্রবন্ধকার। তিনি যেকোন বিষয়ের ওপর যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য নির্ভর প্রবন্ধ রচনা করেছেন কিন্তু ছোটগল্প রচনাতেও তাঁর অসাধারণ মনীষার পরিচয় মেলে। ১৯৫০ সালে সাহিত্যে তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। যদিও তখন অবধি তাঁর কোনও গল্প আত্মপ্রকাশ করেনি। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হল রাসেলের প্রথম ছোটগল্প সংকলন Satan in the Suburbs। এই গ্রন্থে তাঁর পাঁচটি গল্প স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে Corsican Ordeal of Miss X নামের গল্পটি ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে গো নামে এক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। গল্পের রচয়িতা হিসাবে দেওয়া ছিল একটি ছদ্মনাম এবং মূল লেখককে সনাক্ত করার জন্যে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পাঠকদের মধ্যে কেউই রাসেলকে সনাক্ত করতে সক্ষম হন নি।

পরবর্তী কালে আত্মজীবনী রচনা করবার সময় বারট্রাণ্ড রাসেল ওই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন—ঐ গল্পে একটি চরিত্রের নাম ছিল জেনারেল প্রিজ, কিন্তু ঐ শব্দটি উচ্চারিত হত পিজ হিসেবে। এই সূত্র থেকে একজন পাঠক লিখলেন—ইনি হলেন ট্রিজ, যাঁকে টোস নামে ডাকা হয়।

Corsican Ordeal নামের গল্প কিন্তু রাসেলের প্রথম গল্পটি নয়। আরও পঞ্চাশ বছর আগে তিনি বেশ কয়েকটি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐসব রচনার পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। এদের মধ্যে একটি বড় গল্প—The Perplexities of John Forstice পরবর্তীকালে আত্ম-প্রকাশ করে।

ঐ গল্পটি প্রকাশিত ১৯১২ সালে। কিছুদিন আগে রাসেলের প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং সেই সময়ে তিনি লেডি অটোলিন মোরেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। একই সময় তাঁর যুগান্ত সৃষ্টিকারী গ্রন্থ

Principia Mathematica প্রকাশিত হয়। এই রচনা করতে তিনি দশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

ঐ গল্পটিতে রাসেলের তৎকালীন মানসিক অবস্থার বাস্তব প্রতিফলন পড়েছে তাঁরই সৃষ্টি এক চরিত্রের মধ্যে।

১৯০৩ সালে রচিত A Free Mans Workship নামক গল্পটির পর রাসেল নিজেকে ব্যস্ত রাখেন প্রবন্ধধর্মী রচনায়। তিনি অজ্ঞাত কোন কারণে কাল্পনিক লেখনিতে আত্মনিয়োগ করেন নি।

এরপর তিনি সম্পূর্ণ করলেন তাঁর ঐ বড় গল্পটি। কিন্তু নিজের সৃষ্টি ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক জোশেফ কনরাডের মতামত জানতে ব্যস্ত হলেন।

১৯১২ সালে গোলডি লাউয়েস ডিকেনসান নামে আরেক সমালোচক তাঁকে লেখা এক চিঠিতে বললেন যে—ঐ গল্পটি আমার কাছে অপূর্ব মনে হয়েছে। ওটি অনন্য। অনেক গূঢ়তত্ত্ব, যা বলা যায় না, তা আপনি বলেছেন সৌন্দর্যমণ্ডিত শব্দ-চয়নে। আমার মনে হয় এর মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম গদ্য রচনার বীজ নিহিত আছে।

আপনি হয়তো জানেন, আপনার গল্পে বর্ণিত কোন কোন ব্যাপারে আমার অসীম আগ্রহ। তাই আপনার রচনা পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে যে আমি যেন মূল ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারছি না। আমার মনে হয় আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে আমার সাদৃশ্য ঘটেছে। পড়তে পড়তে আমি যেন গল্পটির গভীরে প্রবেশ করলাম। এখানে আমি ছিলাম নিরুপায়। কেননা আমার স্বভাব আমাকে ঐ গল্পের অন্তরস আস্বাদনে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছিল।

ঐ রচনায় আমি দেখেছি দুঃখ এবং হতাশার মূর্ত প্রতিচ্ছবি, যার উৎস মানব মনের নিভৃত অন্তরে।

কিন্তু ওর সৌন্দর্য চেতনা অনতিক্রমনীয়। একথা স্বীকার করতে ভাল লাগছে যে আপনি এখন সাহিত্যের যেকোন পথে নির্দ্বিধায় পরিক্রমণ করতে পারেন। আমি জানি, আপনার গুণগ্রাহীর সংখ্যা কম হবে না। তবু আমি আশা করবো মহৎ কীর্তির জন্যে যেন থাকে উপযুক্ত পাঠক।

এত উৎসাহের মধ্যেও রাসেল ঐ গল্পটিকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে চাইলেন না এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ওটি বিস্মৃত পাণ্ডুলিপি হয়ে পড়ে রইলো। ঐ বছর রাসেলকে তাঁর গল্প সম্পর্কে পুনরায় ভাবতে অনুরোধ করা হয়। তখন তিনি গল্পটি প্রকাশ করার অনুমতি দিলেন কিন্তু তাঁর কিছু বক্তব্য ছিল। তিনি বলেছেন—রচনাটির প্রথম পর্ব সম্পর্কে আমার

পরিপূর্ণ তৃপ্তি ছিল কিন্তু দ্বিতীয় পর্বটি সম্পর্কে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি কোন মন্তব্য করতে পারি নি। আমার মনে হয় এই পর্বটি হল অতিমাত্রায় আবেগ প্রবণ, মৃদু এবং ধর্মের প্রতি অকারণ আস্থাশীল। আমার অজ্ঞাতসারে এই অংশে লেডি অটোলিন মোরেলের প্রভাব পড়েছে।
১৯৫২ সালে ডিসেম্বরে রাসেল বিবাহ করলেন মার্কিন লেখিকা এডিথ ফিঙ্ককে। এই ঘটনা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে যদিও তখন তিনি যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু এডিথের প্রতি তাঁর অশেষ ভালবাসার নিদর্শন পাওয়া যাবে তাঁর আত্মকথায় এডিথকে উৎসর্গীকৃত এই অনবদ্য পংক্তিতে—

Through the long years
I sought peace.
I found ecstasy, I found anguish,
I found madness,
I found loneliness.
I found the solitary pain
that gnaws the heart,
But peace I did not find.
Now, old and near my end,
I have known you,
And, knowing you,
I have found both ecstasy and peace
I know rest.
After so many loney nears
I know what life and love man be.
Now, if I sleep,
I shall sleep fulfilled.

রাসেলের সদ্য অনুভূত জীবনবোধ তাঁর জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁকে গল্পের জগতে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনের গদ্য রচনাটিতে যেখানে একান্ত অন্তরঙ্গ সংলাপ শোনা যায়, পরবর্তী ছোটগল্পগুলিতে তাঁর হালকা মনোভঙ্গি, অন্তর্নিহিত দীপ্তি এবং আপন সৃষ্টির আনন্দে তৃপ্ত স্রষ্টার উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়।
সহজবোধ্যতা সত্ত্বেও রাসেলের ছোটগল্পে তাঁর সামাজিক ও নৈতিক

মনোভাবের পরিচয় মেলে। চোদ্দ বছর বাদে রচিত আত্মকথায় রাসেল তাঁর এই মনোভাবের সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন ঐ জাতীয় রচনার মধ্য দিয়ে।

আমি আমার অপ্রকাশিত মনোভঙ্গির মহৎ প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলাম। যুক্তি নির্ভর বিষয় ছাড়াও যে মহৎ সাহিত্য-কর্ম রচিত হতে পারে, এ ধারণা আমার অন্তর্হিত হয়। আমি আমার সীমানাকে প্রসারিত করলাম। আমি দেখলাম যে লেখনীকে কতদূর বিস্তৃত করা যায়! যে ঘটনা আমি বিশ্বাস করি অথবা করি না, তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে পারে কলম এই ভাবে আমি পৃথিবীর মানুষকে এমন সব বিপদের কথা জানাতে চাইলাম যেগুলো হয়তো ঘটবে অদুর ভবিষ্যতে কিংবা কোদিন ঘটবে না।

নিজের ছোটগল্প সম্পর্কে যতই দ্বিধা তাঁর মনে থাকুক না কেন তিনি কিন্তু উৎসাহ দেবার মত প্রকাশক খুঁজে পাননি। তাঁর নিজের ভাষায়—সম্পাদক এবং পাঠকরা আমাকে ছোটগল্প রচয়িতা হিসাবে মেনে নিতে চাননি। তাঁদের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে আমি যেন ভয়ংকর ভবিষ্যতের কথক হিসেবে আমার ভূমিকা পালন করে যাই।

কিন্তু তিনি নিজেকে ছোটগল্প রচনায় নিয়োজিত করলেন। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর গল্প সম্পর্কে তিনি দুঃখ করে বলেছেন যে তাঁর কোন রচনাই সিনেমা অথবা থিয়েটারের মাধ্যমে বৃহত্তর পাঠক সমাজে উপস্থাপিত হয়নি। এমনকি তাঁর রচিত Nightmaresগুলি ব্যালে হিসেবে দেখান হয়নি।

রাসেলের অধিকাংশ গল্পের উৎস হল শ্রুত শব্দাবলী। কেননা তিনি বেশীর ভাগ গল্প বলে গেছেন টেপরেকর্ডারের সামনে। তাছাড়া আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বলে গেছেন কিছু টুকরো টুকরো ঘটনা। এর কয়েকটি পরবর্তীকালে তাঁর তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ আত্মকথায় স্থান পেয়েছিল। কিন্তু একে ঠিক আত্মজীবনীমূলক রচনা বলা যায় না। কারণ এর মধ্যে নিহিত আছে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনা, আছে গল্পসুলভ ভাষা এবং কৌতুক।

বড়দের জন্য লেখা গল্প ছাড়াও তিনি ছোটদের জন্যে তিনটি গল্প লিখে গেছেন। সেগুলি এখনও প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া, তিনি লিখেছেন আরেকটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক লেখা, যেখানে তিনি নিজের শোকগাথা রচনা করেছেন।

রাসেলের ছোটগল্পের দিগন্ত অসীম। এখানে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা আমাদের বিস্মিত করে তাই বারট্রাণ্ড রাসেলকে বলা যেতে পারে চিরকালীন ছোটগল্পের অন্যতম রূপকার।

ঃ বারট্রাণ্ড রাসেলের-গ্রন্থাবলী ঃ

প্রথম প্রকাশ　　　　　　　নাম

1896—German Social Democracy

1897—An Essay on the Foundations of Geometry

1900—A Critical Exposition of the Philosophy of Leibnitz

1903—The Principles of Mathematics

1910—Philosophical Essays

1910—Principia Mathematica. Vol. I (with A. N. Whitehead)

1912—Principia Mathematica. vol. II (with A. N. Whitehead)

1913—Principia Mathematica vol. III (with A. N. Whitehead)

1914—Our Knowledge of the External World

1914—Scientific Method in Philosophy

1915—War, the Offspring of Fear

1916—Principles of Social Reconstruction

1916—Justice in War Time

1917—Political Ideals

1918—Mysticism and Logic

1918—Introduction to Mathematical Philosophy

1920—The Practice and Theory of Bolshevism

1921—The Analysis of Mind

1922—Free Thought and Official Propaganda

1923—The A. B. C. of Atoms

1923—The Prospects of Industrial Civilization (with Dora (Russell)

1924—Bolshevism and the West. (Debate)

1924—Icarus or the Future of Science

1924—How to be Free and Happy

1924—Logical Atomism

1925—The A. B. C. of Relativity

1925—What I Believe

1926—On Education

1927—The Analysis of Matter

1927—An Outline of Philosophy

1928—Sceptical Essays (including : Is Science superstitious ?)

1929—Marriage and Morals.

1930—The Conquest of Happiness.

1930—Has Religion made Contribution to Civilization

1931—The Scientific Outlook.

1932—Education and the Social Order

1934—Freedom and Organization, 1814—1914

1935—In Praise of Idleness and other Essays

1235—Religion and Science

1936—Determinism and Physics

1937—The Amberly Papers (with Patricia Russell)

1938—Power : A New Social Analysis

1940—An Enquiry into Meaning and Truth

1945—A History of Western Philosophy

1948—Human Knowledge : Its Scope and Limits

1949—Authority and the Individual (Reith Lectures)

1950—Unpopular Essays

1951—New Hopes for a Changing World

1951—The Impact of Science on Society

1953—Satan in the Suburbs (Short Stories)

1954—Nightmares of Eminent Persons (Fiction)

1954—Human Society in Ethics and Politics

1956—Portraits from Memory

1957—Why I am not a Christian (and other essays including a debate whith Father Copleston on the BB C in 1948)

1929—My Philosophical Development

1959—Wisdom of the West

1259—Commonsense and Nnclear Warfare

1961—Fact and Fiction (Essays and Stories)

1961—Has Man a Future ?

1962—History of the World in Epitome

1963—Political Ideals.

1963—Unarmed Victory

1967—War Crimes in Vietnam

1967—Autobiography (I) 1872—1914

1960—Autobiography (II) 1914—1944

1960—Autobiography (III) 1944—1962

1963—Dear Bertrand Russel (ed by B Feinberg and K. Kasrils)

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম পর্ব

বড় গল্প

দ্বিতীয় পর্ব

ছোট গল্প

প্রথম পর্ব

বড় গল্প

বড় গল্প প্রসঙ্গেঃ

"জন ফরস্টাইসের জীবন অন্বেষণ" (The Perplexities of John Forstice) শীর্ষক রচনাটিকে রাসেল উপন্যাস হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। এটি রচিত হয়েছিল তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। এর মধ্যে মানব জীবনের চরম প্রাপ্তির প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

"উপনগরীর ভয়ঙ্কর লোকটি" নামক বড় গল্পটি তাঁর Satan in the Suburbs শীর্ষক গল্প সংকলনে রাখা হয়েছিল। এর আর একটি নাম আছে—Horrors Manufactured Here। এই সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে।

"জাহাটোপক" (Zahatopolk) এবং "পার্বত্য বিশ্বাস" (Faith and Mountains) আত্মপ্রকাশ করে Night mares of Eminent Persons and Other Stories শীর্ষক সংকলনে Other Stories হিসেবে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে।

ঐ গ্রন্থের ভূমিকাতে বারট্রাণ্ড রাসেল মন্তব্য করেন—

"জাহাটোপক" হল সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস ও পর্বতমালাকে কোন কোন পাঠক চমকপ্রদ বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের জন্যে থাকবে নিরাপদ জীবন, নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে তা স্পষ্ট হবে—

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়-র অভিষেক উৎসবে অনুপ্রাণিত হয়ে ন্যাশনাল পিবল অ্যাসোসিয়েসন এক আমেরিকান ললনাকে খুঁজে চলেছে যার নাম হবে এলিজাবেথ পিকল যে হবে ১৮৫৩ সালে পিকলডমের শাসনকর্ত্রী। এলিজাবেথ পিকলের সাফল্য কামনা করি!

বারট্রাণ্ড রাসেল রচনাবলী

বারট্রাণ্ড রাসেল রচনাবলী

বারট্রাণ্ড রাসেল রচনাবলী

।। জন ফরস্টাইসের জীবন-অন্বেষণ ।।

পাঁচ বছর অজ্ঞাতবাস থাকার পর ফিরে এলেন জন ফরস্টাইস কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা, আশাবাদী, পার্থিব ব্যাপারে শিশুর মতো সরল। নিজেকে আবৃত করে রাখতেন টেস্টটিউব এবং যোগ বিয়োগের মধ্যে। পদার্থবিদদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল বস্তুর গঠন সম্পর্কে পণ্ডিত হিসেবে কিন্তু অন্য সকলের কাছে তিনি ছিলেন আভিজাত্য বিহীন স্বপ্নবিলাসী। দুটি নিরীক্ষার মধ্যে যে সময়টুকু পাওয়া যেত, তখন তিনি তাঁর এক বুদ্ধিমতী ও আবেদনী তরুণী ছাত্রীর কথা ভাবতেন এবং তাঁর আগ্রহে অথবা সেই মেয়েটির ইচ্ছায় তিনি তাকে বিয়ে করলেন।

কিন্তু ক্রোমারে পনের দিনের মধুচন্দ্রিমা যাপন করার পর তিনি বোধহয় তাঁর তরুণী ভার্যাটিকে ভুলে গিয়ে নতুন পরীক্ষাতে মন দিলেন : এরপর অনেক বছর তিনি তাকে দেখেন নি। সে ছিল তাঁর কাছে প্রতীক কুয়াশায় অর্ধেক ঢাক মৃদু আলেয়ার মত। এমনকি যে শহরে তিনি বাস করতেন, সেখানকার পথঘাট ছিল তাঁর অচেনা। তিনি চিনতেন তাঁর বাড়ী থেকে ল্যাবরেটারী ও লেকচার রুমে যাবার পথটুকু।

এখন তিনি তাঁর একটি বিরাট গবেষণা শেষ করেছেন। যেটির জন্যে তাঁকে গত চারটি বছর উৎসর্গ করতে হয়েছিল। তাঁর শিশুসুলভ উদাসীনতা সত্ত্বেও তিনি আঙ্কিক কৌশলের সহায়তায় সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পেরে যথেষ্ট আনন্দিত হলেন। তাকে গ্রাস করল শূন্যতা - স্বাধীনতা, ইচ্ছার প্রতি বিরলতম হার স্বীকার এবং বিরাট কাজের পর ক্ষুদ্রতম মনোযোগ। তিনি মে মাসের সূর্য আলোকিত বিকেলের সৌন্দর্য উপভোগ করবার মত অবসর পেলেন। অনেক বছর ধরে তিনি বসন্তপুষ্পকে চোখে দেখেননি, শোনেননি বিহঙ্গকাকলী। যখন তিনি হেঁটে যেতেন, তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন সবকিছু ঢেকে আছে অন্ধত্বে।

ফরস্টাইস জীবনে যা করেননি তাই করলেন। তিনি এক গার্ডেন পার্টিতে

হাজির হলেন। এমন একটি উৎসবে কী জাতীয় পোষাক পরা হবে এ সম্পর্কে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে নিরাশ হলেন তিনি। তখন তাঁর মনে জাগরিত হল সেই পুরোনো লজ্জাবোধ, তিনি বাড়ী ফিরতে চাইলেন।

এটি ঘটেছিল মিস্টার হাটফিণ্ড লেন নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির চোখের ওপর। যিনি সপ্তাহ অন্তে ফিরে এসে সেই বিকেলে ফরস্টাইসকে ঐ গার্ডেন পার্টিতে দেখতে পান। ফরস্টাইসকে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল, কেননা বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন। মিস্টার লেনকে দেখে ফরস্টাইস অবাক হয়ে যান। কেননা ওঁকে তিনি ভাবতেন পার্লামেণ্ট স্কোয়ারের আভিজাত্যের প্রতীক, যিনি স্তাবক রমণীর দ্বারা পরিবৃত থাকেন।

ঐ মহৎ ব্যক্তিটি যিনি কৌতুহলের অসীমতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল, তিনি কিন্তু পদার্থ বিদ্যাকে প্রযুক্তি বিদ্যার অংশ হিসেবে সম্মান করতেন। সমাজ নির্মাণে এটি ছিল প্রধান সর্ত। ফরস্টাইসের কয়েকটি ছোটখাট উদ্ভাবনার সংবাদ তিনি শুনেছিলেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কাজের প্রগতি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

ফরস্টাইস ইতঃস্তত ভাবে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, নিজেকে জাহির করার প্রবণতা না থাকাতে একটু হতাশ হলেন। অতি শীঘ্র তিনি কথোপকথন থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে পরিণত হলেন শুধু শ্রোতায়, যখন মহিলারা তাঁকে আক্রমণ করলেন।

ধীরে ধীরে আসর ফাঁকা হয়ে আসে। যখন প্রায় সবাই চলে গেছেন, তখন এলেন এক বুদ্ধিজীবী মহিলা, যিনি এসেছেন দেরীতে। সঙ্গে এনেছেন গুরুত্ব-পূর্ণ বাতাস। বললেন—মিস্টার লেন, যখনই আমি এক মহান মানুষের সংস্পর্শে আসি তখনই আমি বহন করি বিরাট ভাবনা। আমি বিশ্বাস করি, সমস্ত জীবিত মানুষের মধ্যে এই পৃথিবী সম্পর্কে আপনার জ্ঞান সবচেয়ে বেশি। আপনি কি বলতে পারবেন যে পৃথিবীতে ভালো লোকের চেয়ে শয়তানের সংখ্যা কম কিনা এবং ভালো মানুষের সংখ্যা কি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে?

আমার প্রিয় মহিলা, সেই সাম্রাজ্য নিমাতা জবাব দিলেন, ভাল-মন্দের কিছুই আমি জানি না। এই দুটি শব্দকে আমি কোনদিন বুঝতে পারলাম না। আমি শুধু জানি, আমি কিছু জিনিষ ভালবাসি, কিছু জিনিষ ঘৃণা করি। সেই ভাবে বিচার করলে বলতে পারি যে এই পৃথিবীতে যত বিষয়কে আমি অপছন্দ করি, তার সংখ্যা আমার পছন্দ করা বিষয়ের থেকে বেশি। লিটিল ইংল্যাণ্ডারসদের প্রতিপত্তি বিস্তারের প্রবণতা, অ্যাডমিরালটির বিশ্বাসঘাতকতা এবং যুদ্ধ অফিসের অসৎ ব্যবহার, বর্তমান পৃথিবীকে আমার কাছে ঘৃণিত করে তুলেছে।

কিন্তু, মহিলা জবাব দিলেন, এইসব সমস্যা থেকেও যারা আমাদের তাৎক্ষণিক আশা দিতে পারে, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কোন ব্যাপার দেখছেন না যা আপনাকে আনন্দ দেয় ?

হ্যাঁ, তিনি বলেন, কিছু কিছু। বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল শিল্প সভ্যতার কাছে অনগ্রসর জাতির অপমান। কালো মানুষরা যখন একলা থাকে, তখন তাদের কাজ করতে দেওয়া হয় না কিন্তু সুসভ্য সংসার এবং সুসভ্য ব্যবস্থা এমন ভাবে বেড়ে চলেছে যে অদূরে আমাদের সবাইকে বেঁচে থাকার জন্যে কাজ করতে হবে। আমি পৃথিবীর বুক থেকে প্রাকৃতিক সম্পদের শেষ বিন্দুটুকু শোষণ করতে চাই, কেন ? আ ম ঠিক জানি না, হয়তো বা মানুষকে আরো গুণী করার জন্যে।

ফরস্টাইস, যিনি রাজনৈতিক প্রশ্নে কোনদিন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি, ঐ উত্তরে তাঁর ধাঁধাঁ লেগে গেল। তিনি বললেন, ব্ল্যাকসরাও কি আপনার সফলতার দ্বারা আরও গুণী হবে না ?

ব্ল্যাকারসদের স পর্কে আমার সঠিক ধারণা নেই। তবে মৌলিক প্রয়োজনের বেশী থাকাটা উচিত নয়। উদ্বৃত্ত ব্যয় করে মদ্যপানে ওরা চরিত্রহীন হয়ে যায়।

তাহলে আপনি বলতে চান যে আপনি তাদের অতৃপ্ত রাখতে চান, ফরস্টাইস প্রশ্ন করেন।

ভাল, আমার মনে হয় এই পৃথিবীটা কালোদের জন্যে নয়, সাদাদের জন্যে কিছুটা। শক্তিশালী জাতি হল চিন্তাবিদ. তাঁরা প্রগতির প্রতীক, দুর্বলরা তাঁদের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁদেরকে আরও শক্তিশালী করার কাজে ব্রতী হয়।

এমন একটি পৃথিবী আপনাকে কি আশা দিতে পারে ? এমন একটি পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখা কি উচিত ? আমরা যত তাড়াতাড়ি এর মৃত্যু ঘটাব আপনি তত‌ই খুশী হবেন ?

ব্রেইটস্টাইন নামে এক আশাবাদী অর্থলগ্নীকারী প্রশ্ন করলেন।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি এর অস্তিত্ব রক্ষায় বিশ্বাসী। কেননা আমিও হলাম শক্তিশালীদের মধ্যে একজন। কিন্তু আমি যদি দুর্বলদের একজন হতাম, আমার মনে হয় আমার ভাবনা হত অন্যরকম এবং দুর্বলরা হল সমাজের বৃহত্তম অংশ।

তাহলে আপনি এই পৃথিবীকে ভাল বলছেন এই কারণে যে কয়েকজনের জন্য অনেককে কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে এবং আপনি সেই কয়েকজনের অন্তর্গত। ফরস্টাইস প্রশ্ন করেন।

যদি তুমি এভাবে এর ব্যাখ্যা কর, ঠিক আছে, কিন্তু আমার কাছে অন্য একটি ব্যাখ্যা আছে।

এই সময়ে ব্রেইটস্টাইন ছাড়া আর কেউ সাম্রাজ্য নির্মাণকারী মিস্টার লেনের বক্তব্য শুনছিলেন না। সিফস্কি সমাজবিদ, তখনো শুনছিলেন। তার মধ্যে জাগরিত ছিল তাঁর পরবর্তী বক্তৃতার অঙ্কুর, যেখানে তিনি এক আধুনিক পুঁজিবাদী চরিত্র উন্মোচন করবেন। এই অবস্থায় তিনি নিজেকে আর নীরবতার মধ্যে রাখতে পারলেন না। তিনি প্রচণ্ড ভাবে ফেটে পড়লেন।

ফরস্টাইস, ওকে বিশ্বাস করেন না, তিনি বিশ্লেষণ করবেন—হয়তো এই মুহূর্তে লেন ও তাঁর শক্তিশালী মানুষদের ক্ষমতা বেশি, কিন্তু মনে রাখবেন যে, ভবিষ্যৎ তাদের হাতে নয়। দুর্বল শ্রেণী অনেকদিন যাবৎ সবল শ্রেণীর হাতে নিগৃহীত হচ্ছে। আমরা একত্রিত হচ্ছি, অদূর ভবিষ্যতে আমরাই হব শক্তিশালী। লেন ও তাঁর বন্ধুগোষ্ঠীর শক্তি যখন তাঁর বিরুদ্ধে, অসহায় নিগ্রো শ্রমিকদের দ্বারা উত্তোলিত আফ্রিকার সোনার প্রতি আউন্স এখন মনে এসে ভীড় করছে, আমি ইউরোপের শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতার ক্রমহ্রাসমানতা বিষয়ে চিন্তিত এবং পুঁজিপতি সমাজের ধ্বংসকারী শ্রমিক অসন্তোষ সম্পর্কে আশান্বিত। অবশেষে আমরা সমবিচারের পৃথিবী পাব যেখানে মানব জাতিকে ভালবাসে এমন সবাই হবে সুখী।

বাঃ! লেন বলেন, তোমার বক্তৃতা তোমাকে অসাধারণ প্রশংসা এনে দেবে যখন তুমি এই কথাগুলি ছুঁড়ে দেবে ইস্ট এণ্ড পাবলিক হাউসের পেছনে ফুটপাতের সঙ্ঘবদ্ধ শ্রেণী সচেতন সর্বহারার সামনে। আমি ফরস্টাইসকে তোমার যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত করার জন্যে তোমায় সুযোগ দিলাম কিন্তু ব্রেইটস্টাইন প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় কাজটা তোমার সহজ হবে না। কিন্তু ব্রেইটস্টাইন অলস হাসি মেলে ধরলেন এবং তাঁর আশাকে বহন করতে সিফস্কি সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করলেন।

বেচারী লেন, ঘাড় ঘুরিয়ে সিফস্কি বললেন, নিজের আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্যের ওপর ভর রেখে, তিনি এখন শোচনীয় অবস্থায় এসে পড়েছেন। তিনি মনে করেন যে, মানব জাতির ইচ্ছা, ঠিক মত বললে—তাঁর ইচ্ছা ঘটনাবলী আবর্তকে পরিবর্তিত করতে পারবে কিন্তু মানুষ হল অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা চালিত পৃথিবীব্যাপী স্থায়ী ইচ্ছার বাহক মাত্র। মানব জীবন যেন এক বিরাট অঞ্চল, যার মধ্যে নানা আকারের অসংখ্য রাস্তা আছে। আমার মনে হয় লেন হলেন বৃহত্তমদের অন্যতম। কিন্তু তিনি অন্য পথে তাঁর ইচ্ছা মত বাতাস দেবার চেষ্টা করছেন। তিনি যেন মহাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করতে চান, ভিকিংয়ের মত বিখ্যাত জলদস্যু হতে চান অথবা আমাদের

যুগের নর্থম্যাস। কিন্তু পুঁজিবাদীর সর্বশেষ অধ্যায়ের প্রতীক হয়ে তিনি নিজস্ব ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছেন, তার মধ্যে নিহিত আছে প্রতিযোগিতা। আর কয়েকটি আক্রমণ, যুদ্ধ, মানুষকে করে দেবে সুখী, সে ভাববে তার শত্রুর মাথা মাত্র একটি। সে মাথা হয়তো হতভাগ্য লেনের অথবা অন্য কারোর। যেটি পতনের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নেবে সাম্যবাদ, শুরু হবে ন্যায় বিচারের জগৎ, যার কোন শেষ নেই। সেখানে কোন মানুষ হবে না বিরাট ধনী, কেউ হবে না দারুণ গরীব। যুদ্ধ থেমে যাবে, বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা আবিষ্কারকে প্রভাবিত করবে না, ডাকঘরের নিয়মানুবর্তিতা মেনে এগিয়ে চলবে জীবন।

তাহলে কি আপনি মনে করেন, ফরস্টাইস প্রশ্ন করেন, দারিদ্র্য ছাড়া আমাদের আর কোন শত্রু নেই?

হ্যা। তিনি বলেন, আমি জানি দারিদ্র্য এসেছে অন্যায় আইন থেকে। আইন বদলে দিন, পৃথিবী পরিণত হবে স্বর্গরাজ্যে।

আমি আপনার ডাকঘরের স্বর্গের প্রশংসা করছি। ব্রেইটস্টাইন বলেন, আমার মনে হয় আমি ওখানে সরীসৃপ হিসেবে বাস করবো এবং মানুষকে ভালমন্দ দ্বারা চালনা করবো, বিশেষ করে শেষেরটির দ্বারা। আমি আপনার ঐ মতবাদের সমর্থক, যেখানে আপনি বিশ্বাস করেন যে দারিদ্র্য ছাড়া আমাদের আর কোন শত্রু নেই। আমার মনে হয়, আপনার স্বর্গে আমি হব সুখীতম ব্যক্তি, ডাকঘর প্রধানকে জানাবার মতো কোন অভিযোগ আমার থাকবে না। এছাড়া সাহিত্য এবং বিজ্ঞান, মানবিকী বিদ্যা এবং দর্শন, বন্ধুত্ব ও সখ্যতা নিয়ে দিন কাটাতে ভালই লাগবে। যখন আমি খুব ছোট ছিলাম, ওরা আমাকে বুঝিয়ে ছিল যে এই জাতীয় জিনিষের কিছু মূল্য আছে, কিন্তু এখন, আপনার মত আমিও বিশ্বাস করি যে দারিদ্র্য হল আমাদের একমাত্র শত্রু এবং অর্থ আমাদের একমাত্র সম্পদ। তাই আমি আমার দিনগুলো কাটিয়ে দিই শহরে, আমার সন্ধ্যেগুলো ভাগ করে দিই হোটেলে এবং ডাকটিকিট সংগ্রহের মধ্যে। ডাকটিকিট সংগ্রহ আমাকে আকর্ষন করে, কেননা রমণীদের মধ্যে যত বৈসাদৃশ্য আছে তার চেয়েও বেশি বিভিন্নতা ডাকটিকিটের মধ্যে। আমি বলতে দুঃখিত হচ্ছি, তবুও বলছি, আমার আনন্দ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, কেননা আমার সংগ্রহ অসাধারণ।

তবে আমি মনে করি আমাদের স্বর্গ এখানেই আছে। আপনি শহরের যে কোন কেরানীর কথা ধরতে পারেন, আমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম পুষ্প। দিনের পর দিন সে ভ্রমণ করে একই ট্রেনের একই কামরাতে, তার কোট এবং হ্যাট ঝুলিয়ে রাখে একই হুকে এবং প্রতি সন্ধ্যায় তার স্ত্রীকে একই ধরনের সংলাপ দিয়ে বরণ করে নেয়। কী শ্রদ্ধেয়! কী নিখুঁত! মনে হয়, এ

যেন মহাশূন্যের তারাদের অসাধারণ নিয়মানুবর্তিতা। প্রাচীনকালের স্বর্গের মতো নবজাত ও শক্তিশালী। কোন মূর্খ আবেদন তার হৃদয় কাঁপায় না, যে পৃথিবীর মধ্যে তার পদচারণা সে সম্পর্কে জ্ঞান তার সীমিত। হাফপেনি পেপার, কুয়াশা, কয়লার দাম, এইসব অপাংক্তেয় বিষয়ের মধ্যে অতিবাহিত হয় তার বিরল এবং অনভিপ্রেত অবসরের মুহূর্তগুলি। পরবর্তীকালে, তার আদরের কন্যাটিকে সে সম্প্রদান করে তারই মত এক তরুণকে। নিজে যে সংগ্রাম দ্বারা সফলতা পেয়েছে তার থেকে অনেক কম সফল পুত্র এসে দাঁড়ায়। কখনও কোন সন্ধ্যা কাটায় সম্মানিত বন্ধুর সঙ্গে। আমাদের কাজ যাই হোক না কেন, আমরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে আপনি এই ধরণের জীবনযাপন শ্রদ্ধা করেন। বিশ্বপ্রেমিকরা, সমাজসংস্কারকরা এবং মানবপ্রেমিকরা এই জীবনের বিস্তার ঘটাতে বদ্ধপরিকর।

সমাজবাদী চিন্তাধারার কী করুণ পরিণতি! সিফস্কি চিৎকার করে ওঠেন—যদিও আমি জানি, সাহিত্য এবং এই জাতীয় অন্য সব বিষয় সমাজতন্ত্র ছাড়া উন্নত হতে পারে না। আমাদের বর্তমান সমাজের দ্রুততা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপ এইসব বোধকে হত্যা করছে, কিন্তু এবিষয়ে তর্ক করার মত ধৈর্য আমার নেই।

এই কথা বলে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই তিনি অন্তর্হিত হলেন।

ফরস্টাইস বলেন, যদি কিছু মনে না করেন, আপনি আপনার আসল মন্তব্য বলবেন। আমার মনে হয় আপনি বোধহয় আপনার বক্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন না এবং আপনি একথা ভাবছেন না যে এই পৃথিবীর সবাই যদি সমৃদ্ধ হয় তাহলে আমরা সাধের পৃথিবী পাব। এইসব সমস্যা আমার কাছে নতুন। কি চিন্তা করতে হবে আমি জানি না, আপনার সাহায্য পেলে কৃতজ্ঞ থাকব।

এই উদ্যানে থেকে আমি ক্লান্ত, ব্রেইটস্টাইন জবাব দিলেন, আসুন, আমরা মাঠের মধ্যে প্রবেশ করি, ওখানে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবো।

মাঠে প্রবেশ করে তিনি বলতে থাকেন—জীবন সম্পর্কে আমার ধারণা খুব সুখী নয়। সেটা বলতে আমি খুব আগ্রহান্বিতও নই। তবে আমার মনে হয় আমাদের ধারণা বিজ্ঞানসম্মত এবং আপনি যদি মানুষের চিন্তাধারার বৈজ্ঞানিক প্রভেদ করেন তাহলে অন্যের সঙ্গে আমিও স্থান পেতে পারি। আমার বন্ধু সিফস্কি মনে করেন যে, যদি জীবনকে তার অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচানো যায় তাহলে সবাই সুখী হবে। আমার মতে তাহলে আমাদের দুর্ভাগ্য হাজারগুণ বেড়ে যাবে। আমার মতে, আসল দুঃখ হল উদাসীনতা কোন ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। দারিদ্র্য, শারীরিক যন্ত্রণা, বেদনার্ত

স্নেহ—এই সব আমার কাছে আশীর্বাদের মত। কেননা তারা একঘেয়েমী দূর করে। সত্যিকারের কোন দুর্ভাগ্য আমাকে কখনো গ্রাস করে নি। আমি হলাম অর্থের দিক থেকে সুখী, স্বাস্থ্যবান, যেখান থেকে স্নেহ প্রয়োজন সেটা অর্জন করতে পারি, কিন্তু দিনে রাত্রে জীবনের শূন্যতাকে অনুভব করে করে ক্লান্ত, ইচ্ছাশক্তির অসহনীয় অসম্পূর্ণতা আমায় ব্যথিত করে।

যৌবনে আমার কিছু আগ্রহ ছিল মহৎ বিষয়ে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সহজ পন্থায় শিক্ষালাভের পথটি চিনে নিলাম।

অঙ্ক আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। কেননা আমার মনে হয়েছিল, এটি হল সবচেয়ে শক্ত কিন্তু যে মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করি যে শক্ত বিষয় মাত্রই অবাস্তব এবং যতকিছু বাস্তব তাহল সোজা ও আগ্রহবিহীন। তখন আমি অ্যালপাইন পাহাড়ে উঠতে চাইছি। ওই ঘটনা আমাকে কিছুটা আনন্দ দেয়। কিন্তু যখন আমি পাহাড়ে ওঠার সমস্ত বিপদগুলি জেনে ফেললাম তখন আমার মনের আকর্ষণ অন্তর্হিত হল। যখন আমি পৃথিবীর সমস্ত কুমারী শিখরে পা রেখে বিখ্যাত হয়ে গেলাম তখন থেকে পাহাড় হল পিকাডিলির মত নিরুত্তাপ।

আপনারা যাকে বলেন প্রেম সেখানেও একই রকম। খেলাটা এখানে আকর্ষণীয় কিন্তু জয়লাভ সাধারণতঃ খুবই সহজ এবং যখন বিজয় হয় সবচেয়ে শক্ত, অবর্ণনীয় উদাসীনতা আমাকে গ্রাস করে যখন আমি সফলতা অর্জন করি। জুয়াখেলার আনন্দ আমাকে অনেকদিন ধরে রাখে কেননা এখানে লড়াইটা অনেক তীক্ষ্ণ, এই খেলাতে অনেক বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। কখনো কখনো স্টক এক্সচেঞ্জে এই বিদ্যার শ্রেষ্ঠতম পেশাদারদের সঙ্গে খেলতে খেলতে যখন তুলাদণ্ডে ঝুলছে ধ্বংস অথবা বিরাট সৌভাগ্য, আমার মনে এক অপূর্ব উত্তেজনা অনুভূত হয়েছে। কিন্তু সফলতা আমাকে আগ্রহ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

আপনি হয়তো অবাক হচ্ছেন এই ভেবে যে আমি কেন এখনো বেঁচে আছি? আমি ঠিক জানি, আমার মনে হয় আত্মহত্যা হল এক বিরাট পন্থা। বাস্তবে কিছুটা অশ্লীল। হ্যাঁ, যদি আপনি সত্যি জানতে চান আমার বৃদ্ধা মা আমার প্রতিটি সফলতার জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে এবং আমার নিভৃত মনের সর্বগ্রাসী উদাসীনতা সম্পর্কে কিছুই জানে না, কিন্তু তার মৃত্যু হলে আমার জীবনে কোন বন্ধন থাকবে না।

তাহলে যদি এই পৃথিবী আগামী কাল ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আপনি খুব আনন্দিত হবেন?

আনন্দিত? হ্যাঁ, একটা ব্যাপক শব্দ, আমি সামান্য তৃপ্তি অনুভব করতে পারি।

এই প্রথম আমি আপনার মত অনুভূতিসম্পন্ন একজন মানুষের সংস্পর্শে এলাম। ফরস্টাইস বলেন, কি আশ্চর্যের কথা, আপনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে এটা কি করে সম্ভব, আমি এর সবটুকু বোঝবার চেষ্টা করবো।

অচেনা চিন্তা দ্বারা দীর্ঘ সন্ধ্যাটি আচ্ছন্ন থেকে ফরস্টাইস এখন ধীর ভাবে বাড়ীর দিকে ফিরছেন। ব্রেইটস্টাইনের নৈরাশ্যবাদ তাঁকে হতবাক করে দিয়েছে।

তিনি মনে মনে ভাবেন, আমার সবসময় এই ধারণা ছিল, সফল ব্যক্তি মাত্রই সুখী। কিন্তু ব্রেইটস্টাইনের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। আমি কি সুখী? এর আগে কোনদিন আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করিনি। আমি ভাবতাম যে কাজে ডুবে থাকবার সময় আমি সুখী থাকি। কিন্তু কোনদিন ভাবিনি যে ওটাই সুখ নয়। ব্রেইটস্টাইন এখন বলে গেলেন সব মূল্যহীন, সুখ-দুঃখ, কাজ আর খেলা এদের মধ্যে তিনি কোন মূল্য খুঁজে পান নি।

আমার মনে হয়, তাঁর কথাই ঠিক। যেসব মানুষকে দেখেছি অন্ধভাবে বাঁচতে চায়, আমার পরিচিতদের মধ্যে তিনি হলেন একমাত্র ব্যতিক্রম। তবে শুধুমাত্র প্রবণতা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে না। হয়তো, যদি আমরা যুক্তিবাদী হই, আমরা সবাই ব্রেইটস্টাইনের সঙ্গে একমত হব। আমাকে যুক্তি দিয়ে এই প্রশ্ন ভাবতে হবে। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন ভাবতে বসলে আমি যেমন উত্তরটা ভেবে নিই, তেমন করবো না। কিন্তু যদি ব্রেইটস্টাইনের কথা ঠিক হয় তাহলে এই পৃথিবীতে ভালো বোধগুলির জন্যে সমসংখ্যক খারাপ বোধ থাকবে না। কেননা শুভবোধ পরিণত হবে ধুলো ও ছাইতে। সেই বোধের মধ্য থেকে ইচ্ছার আকর্ষণ যাবে হারিয়ে, তারা হবে প্রচণ্ড মূল্যহীন। আমি জানিনা তার মন্তব্য কিভাবে পরীক্ষা করবো! এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে অন্য কোন পথ খোলা আছে কিনা, সেটাও আমার জানা নেই। যদি আর কোন পথ থাকে, আমি সেই পথে যাবার চেষ্টা করবো।

মনের মধ্যে এই ভাবনার প্রতিফলন নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরলেন।

রাতের খাওয়া শেষ করে প্রতি রবিবারের অভ্যেস মত পড়ার ঘরে না গিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ব্রেইটস্টাইনের ধারণাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন।

প্রিয়তমা, তিনি বললেন, তুমি কি জীবনে সুখ পেয়েছ? নাকি তুমি মনে কর যে, মানুষের সমস্ত আশা হল ধুলো আর ছাই?

উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঐ ঘটনা তাঁকে গভীর দুঃখ দিল। তাঁর সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও আসল কারণ উদ্ভাবন করতে দীর্ঘ সময় হল অতিবাহিত।

অবশেষে তাঁর স্ত্রী বললেন, তুমি কি জানো, আমাদের বিয়ের পর এতগুলি বছর কেটে যাওয়ার পরে এই প্রথম তুমি আমার প্রতি তোমার আগ্রহ দেখালে। আমরা পাশাপাশি বাস করে এসেছি কিন্তু আমি ছিলাম ভীষণ বিচ্ছিন্ন। তুমি তোমার পরিকল্পনা ও হিসেব নিয়ে এমন মগ্ন থাকতে যে অনেক সময় আমার কথা তোমার মনে থাকতো না। যখন তুমি অবসর পেতে, তুমি হতে ভীষণ ক্লান্ত, চাইতে শুধু বিশ্রাম। তুমি কি ভাবছ যে তোমার কাজকে আমি সঠিক গুরুত্ব দিচ্ছি না? মোটেই তা নয়। আসলে তোমার দীর্ঘ নীরবতা আমাকে আঘাত দিত। তুমি যখন প্রশ্ন করেছ, আমি বলবো।

তারপর তিনি বলতে শুরু করেন যে, এক বছর আগে, যখন ফরস্টাইস তাঁকে মায়ের কাছে যেতে দেন নি, তখন তাঁর ক্যানসার অপারেশন, এখন ক্যানসার এমন অবস্থায় যে অপারেশন করা সম্ভব নয়।

এই কথা শুনে ফরস্টাইস দারুণ আঘাত পেলেন। এই প্রথম তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর নিরাসক্ত মনে কি প্রচণ্ড স্নেহ লুকিয়ে ছিল! তাঁর স্ত্রীর জীবনের দীর্ঘ নীববতা তাঁকে দুঃখ দিল। বিশেষ করে গত চারটি মাসে তিনি অনেক অহেতুক খরচ করেছেন কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড সহানুভূতি অনুভূত ও জ্ঞাত হবার সুযোগ দেন নি।

তাঁর অবাস্তব ঔৎসুক্য হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়, পড়ে থাকে মানুষের প্রাথমিক শ্রদ্ধা। কৃপণ হবার দীর্ঘ মাসগুলিতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছেন, স্ত্রীর জন্যে তাঁর চিন্তাশক্তি পরিণত হয় নি দুঃখ ভোলার। যেকোন সামান্য সেবা তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। যে ঘটনা ভালবাসার গভীরতা ও শক্তি নিরূপণ করে তাকে তিনি বরণ করেন নি।

শুধু কি তাঁর স্ত্রী? যত মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, এক নতুন চেতনা এসে তাঁকে গ্রাস করেছে। তাদের চাওয়া পাওয়ার প্রতি তাঁকে করে তুলেছে ভাবুক। ডাক্তার, নার্স, পরিচারিকা এমন কি, পথ দিয়ে চলমান মুখের মিছিল তাঁর সঙ্গে নেই এবং এখন থেকে যাত্রী শুধু ছায়া, যারা কোনদিন চেতনার কেন্দ্রে উপনীত হতে পারবে না। কিন্তু তারা যেন তাঁর কাছে জীবন্ত ও বাস্তব হয়ে উঠেছে। তাঁর নিজস্ব দুঃখের মত জীবন্ত। যে সহানুভূতি তাঁর জানা ছিল না, তার সাহায্যে তিনি এখন অন্য সকলের চিন্তাভাবনা অনুভব করেছেন, এক বিরাট শ্রদ্ধাশক্তি তাঁকে ভালবাসার জল থেকে তুলে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে।

চারদিকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন লোভ আর হিংসা। অন্যের দুঃখ দ্বারা আনিত সুখের প্রতি ছুটে যাওয়া, নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে সফল হবার চেষ্টা। পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে দৃঢ় এবং আবেগবিহীন মুখের দল যাদের দেহে যুদ্ধ

এবং সংগ্রামের ছায়া, 'অন্যের যেকোন ক্ষতি করে আত্মোন্নতির তিক্ত আশা। অন্যদেরও তিনি দেখতে পেলেন, ভাঙ্গা চোরা সত্তা, অসহায় এবং আশাহীন, উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে ঘুরছে। চোখ ভাষাহীন এবং পদক্ষেপ বিক্ষিপ্ত। কিন্তু তিনি সকলকে দিলেন তাঁর ভালবাসা, শোষক এবং শোষিতকে, ধনী, সুখী এবং সর্বহারাকে। কিন্তু ভালবাসারও নিজস্ব দুঃখ আছে। কেউ কৃপণ, কেউ আত্মাকে বিশ্বাস করে না। কেউ বা শয়তানের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসী কিন্তু এদের সকলের জন্যে প্রেম এনে দিয়েছে এক বিন্দু দুঃখ, সেটা বেদনার সমুদ্রকে করবে পরিপূর্ণ।

সেই বেদন ভারে জর্জরিত মানুষটির মনে জেগে উঠছে এমন এক চেতনা, যাকে আমরা আনন্দ বলতে পারি। সেটা তাঁর আত্মার ঘুম ভাঙাচ্ছে, সব হারানোর নিঃস্ব বেদনার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে অব্যক্ত, অপ্রকাশ্য সর্বব্যাপী শান্তি।

দিনে দিনে তাঁর প্রেম বাড়তে থাকে। এমনকি সেই শেষ নিঃসঙ্গ মুহূর্তে যখন তাঁর স্ত্রী মৃত্যুর সঙ্গে কথা বলেন, চিরন্তন নীরবতা আসে নেবে, কণ্ঠস্বর যায় হারিয়ে। মৃত্যুর সুমহান রহস্যের কাছে সমস্ত চিন্তা আর উদ্বেগকে মনে হয় তুচ্ছ ব্যাপার, মৃত্যু যেন তার বোবা মুখটি বাড়িয়ে দিয়েছে আনন্দিত জীবনের ধ্বংসস্তূপে।

ভালোমন্দ সম্পর্কে আমাদের যেকোন ভাবনা, ভাগ্যের আলোড়ন, এই পৃথিবীর আশা এবং ভয়, সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে মৃত্যু। এ যেন বহির-পৃথিবীর অন্তঃস্থ রাত্রির নীরব বিশালতা।

মাথা নীচু করে অভিশাপ দিয়ে চিবুকে কুঠারের বন্য আঘাত নিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে তুলে দিলেন মৃত্যুশয্যায়। এখনো তিনি জানেন না, কি অবশিষ্ট রইল। শুধু তাঁর মনে হল নতুন এক চেতনার উদ্ভব হচ্ছে, যার কাছে তাঁর সমস্ত প্রাচীন চিন্তাধারা পরিণত হবে মূল্যহীন ক্ষুদ্র ভঙ্গুর অনুভূতিমালায়! অজানার প্রথম নিঃশ্বাস ভাসিয়ে দেবে সবকিছু।

দুই

এতদিন যে জ্ঞানকে অনুভব করা যায় নি, সেটা ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে! এখনো তাকে মৃদু মৃদু অনুভব করা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটে নি। স্ত্রীর মৃত্যুর পরের দিনগুলিতে এই ভাবনা আঁকড়ে ধরল ফরস্টাইসকে। তিনি বুঝতে পারলেন যে আগের মত তিনি আর বুদ্ধিদীপ্ত কাজে গুরুত্ব আরোপ

করতে পারছেন না। তারা, তাঁর মনে হল, যেন সুসময়ের বন্ধু যারা কাজের সময় হয়েছে অবিশ্বাসী। যারা তাঁকে অনেক বছর ধরে রেখেছিল অন্ধ করে, তিনি ভুলেছিলেন ভালবাসা, সেটা তাঁকে ডাক দেয় শেষ দুঃখী মাসে।

একমাত্র মানুষের স্নেহ এই সময় তাঁর কাছে জীবনের মূল্য, তিনি এখন একা, চিন্তিত, পথ দেখবার মত কোন নৈতিক যন্ত্র তাঁর নেই। মানসিক স্নেহের মূল্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। ব্রেইটস্টাইনের নৈরাশ্যবাদ তাঁকে আর ভাবিত করছে না বুঝতে পেরে তিনি অবাক হলেন। তাঁর মনে হলো যে জীবনের সবকিছুই ধুলো আর ছাই নয় কিন্তু এই চিন্তার কারণ ছিল তাঁর অজানা। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে তিনি কারণ জানতে অধীর হলেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর আজন্মের শহরকে পরিত্যাগ করতে চাইলেন মানবজাতির সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াবার উদ্দেশ্যে।

এটা স্থির হল যে এক বছর ধরে ফরস্টাইসের পদে অন্য একজনকে নেওয়া হবে, যাতে তিনি মুক্ত মনে ভ্রমণ করতে পারেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করবেন, নানা জাতির মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। অনাবিষ্কৃত রহস্যের মনোভাব তাঁকে পরিত্যাগ করেনি কিন্তু তাঁর ঐসব অনুভূতিকে শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি থমকে গেলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমৃদ্ধ মন এটা বিশ্বাস করল না যে আনন্দ হল তাৎক্ষণিক ব্যাপার।

কোন সময় তাঁর মনে হয়েছে জীবন অন্বেষণ ছেড়ে দেবেন কিন্তু মানবজীবন অথবা প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং বিভীষিকা তাঁকে আবার ঐপথে ফিরিয়ে এনেছে। অবশেষে, যুক্তি দ্বারা না হলেও, তাঁর মনে এই চিন্তা ফিরে এল যে মানব জীবনের অশেষ মূল্য আছে এবং তার মধ্যে থাকে কিছু অজ্ঞাত আনন্দ। অবশেষে, ফেরবার পথে তিনি এলেন ফ্লোরেনসে, এখানে এসে তিনি তার অঙ্ক বিশারদ বন্ধু ফোরানোর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে তিনি তাঁর সন্দেহ এবং বিফল প্রয়াসের উল্লেখ করলেন।

আমার সঙ্গে এসো, ফোরানো জবাব দিলেন, তোমাকে আমি আমান্টি ডেল পেনসিরিয়োর পরবর্তী অধিবেশনে নিয়ে যাব। তুমি কি তাঁদের নাম শোনো নি? সংখ্যায় ওরা কম কিন্তু ওদের বয়স হল এক শতাব্দী। অনেক মহান ব্যক্তি ঐ সংস্থায় যুক্ত আছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে পরিচ্ছন্ন মনোভাব হল মানুষের সমস্ত প্রগতির মধ্যে প্রধান, প্রধান যুগে লিওগারডি ছিলেন প্রধান প্রবক্তা, পরে নির্বাসন সত্ত্বেও এসে যোগ দেন ম্যাজিনি, এখন অবশ্য কোন প্রতিভার স্ফূরণ চোখে পড়ছে না। তারা আজ সমবেত হবে। তোমার সমস্যা তাদের সামনে বলতে পারো। যদিও তোমাকে আমি শপথ দিতে পারছি না যে আমরা এটা সমাধান করবো কিন্তু আমার মনে হয়, এটি হবে

এক উল্লেখযোগ্য আলোচনা।

সন্ধ্যা সমাগমে ফোরানো তাঁকে নিয়ে গেলেন একটি কাফের পশ্চাদ অংশে অবস্থিত একটি ছোট্ট ঘরে, যেখানে দশ বারো জন মানুষ সমবেত হয়েছে, তাদের কেউ কেউ নীরবে দীর্ঘ সরু সিগার টানছে, বাকীরা উত্তেজিত ভাবে কোন বিষয় তর্ক করছে। তাঁকে সকলের সঙ্গে পরিচিত করা হল, তিনি তাঁর সমস্যা-গুলির কথা বললেন ঠিক যেভাবে বলেছিলেন তাঁর বন্ধু ফোরানোকে। ফোরানো এখন সেই আলোচনা শুরু করবেন।

আমার কোনো সন্দেহ নেই, তিনি বললেন, পৃথিবীতে অনেক বিষয় আছে যা একে প্রিয় বাসভূমি করে তুলেছে। আমার কথা বলতে গেলে বলতে হবে যে অঙ্কশাস্ত্রকে আমি সবচেয়ে সম্মান করি। অঙ্কের সারবিদ্যাকে শুধু মাত্র তার শিক্ষাগত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করলে চলবে না, একে ভাল বিষয়ের সঙ্গে এক করে দেখতে হবে।

দৈনন্দিন জীবন, মানব সম্পর্ক, ব্যাখ্যা ও শোনার আনন্দ, যতদূর আমার অভিজ্ঞতা, আমি বলতে পারি যে, তারা আমাকে কি এই পৃথিবীকে ভালবাসার মত বোধ উদ্বুদ্ধ করে না? হয়তো অন্য কেউ তাদের মধ্যে আরও সূক্ষ্মতা খুঁজে পাবেন, কিন্তু আমার কাছে তারা হল অসম্পূর্ণ এবং মূল্যহীন, একমাত্র অঙ্কশাস্ত্রকে আমি সম্পূর্ণ বলে মনে করি এবং সেখানে আমি এমন এক প্রশান্তি পাই যার সন্ধান আমি আর কোথাও পাই নি।

আমি মনে করি অঙ্কবিদ্যার অবস্থিতির ভিত্তি স্থাপিত আছে প্রমাণের মধ্যে। যে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত কোন মূল্যে নয়, প্রমাণ হল নিজের স্বার্থে, যে প্রশ্নের সমাধান হবে, তার প্রতি থাকবে না দৃষ্টি। এই আনন্দের দুটি দিক আছে, আংশিক ভাবে এটি মানব শক্তির প্রকাশ, অপরদিকে তার্কিক গঠনের অনির্বচনীয় আনন্দ। দুদিকেই পরিপূর্ণ অঙ্কশাস্ত্র, যতদূরে আমরা অনুপ্রবেশ করি সীমানা তত বাড়াতেই থাকে।

অঙ্কবিশারদের কাছে কোন প্রমাণ আবিষ্কারের সম্ভাব্যতাই একমাত্র তৃপ্তি নয়। যে বিষয় নিয়ে সে কাজ করে সেটিও তাকে আবৃত রাখে। দৈনন্দিন পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে মনে হয় অসার, অনিত্য এবং অপূর্ণ। অঙ্কবিশারদের পৃথিবীতে সবকিছুই হবে সঠিক এবং সম্পূর্ণ। প্রতিদিনের পৃথিবীতে সবকিছুই পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী, অঙ্কবিদের পৃথিবীতে সবকিছু চিরন্তন সত্য, তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর বিচার সময়ের ক্ষমতা অতিক্রম করে। প্রতিদিনের পৃথিবীতে কোন কিছুই বিশ্বাস্য অথবা কঠিন নয়, সবচেয়ে শক্তিশালী স্নেহ ধূসর হয়ে যায়, প্রচণ্ড সখ্যতা যায় জমে এবং আমরা আমাদের নিজস্ব বোধ দিয়ে বিচার করতে শিখি অনুগত ভাবনা গুলি, অঙ্ক

কিন্তু কখনো বদলায়, যখন আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি, আমাদের ফেরায় না, ক্ষণকালের উদাসীনতা দিয়ে আঘাত করে না।

অঙ্ক বিষণ্ন জীবনে আনন্দ দেয়। মানব পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা এবং তৃপ্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুর্বলতা ও পরাজয়। অঙ্কবিশারদ নিয়ন্ত্রিত চিরন্তন সৌন্দর্যের নিঃশব্দ পৃথিবীতে প্রবেশ করে যেখানে হিংসা অথবা অনিত্যতার কোন দাম নেই। সেখানে সে অসীম আনন্দের সাথে অপরিবর্তনীয় পথের দিকে এগিয়ে চলে। সঠিক, প্রজ্বলিত সত্য, মানুষের সুমহান স্বাধীনতা, সময় এবং স্থান, সমস্ত পৃথিবীকে মনে হয় চলমান তাৎক্ষণিক যথার্থ ঘটনাবলী।

গর্বিত আত্মচেতনা দ্বারা সে ঈশ্বরের সঙ্গে রহস্যময় সম্পর্ক স্থাপন করে। অনুধাবন করে মানবসীমার বাইরে অবস্থিত আঙ্কিক পৃথিবীর বিরাটত্ব ও সামর্থ্য। সেখানে মানুষ প্রবেশ করতে চাইছে তার শিক্ষা ও ভালবাসা দিয়ে। অপ্রকাশ্য ভাবনার সুমহান পৃথিবীতে সে ইচ্ছা ও কল্পনার পৃথিবীর ত্রুটিগুলি কাটিয়ে ওঠে, যেন এক অদম্য তৃপ্তি, অসীম কিছুর জন্য তার পিপাসা প্রচণ্ড হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিরলতম এবং কঠিন সমাপ্তি অনুভব না করে, তার মনে হয় এই পৃথিবীর সবকিছু অসত্য নয়।

পরবর্তী বক্তা ছিলেন দার্শনিক নাসিসপো। আমি সমর্থন করছি, তিনি বললেন, আংকিক পৃথিবীর সৌন্দর্য এবং সত্যের কাছে আহংকারিক আত্ম নিবেদন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে আমরা কেন বাস্তব পৃথিবীকে অস্বীকার করে আংকিক মূল্যবোধের অনুধাবন করবো। তার আদর্শ পৃথিবী আমার কাছে বাস্তব দৃশ্য থেকে বহুদূরের পথ, তাই জীবনের সাধারণ সম্পর্কে সেখানে পৌঁছোনো যাবে না, শুধুমাত্র বুদ্ধির পুঞ্জীভূত পথ পার হয়ে অঙ্কের উদার অঞ্চলে যাওয়া যায় যেখানে পৃথিবীর অনুরাগ অথবা অভিযোগ থাকবে না।

আমি বিশ্বাস করি যে অবাস্তর ঐ পৃথিবীকে পাবার জন্যে অঙ্কবিশারদ যে মানসিক ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ করেন, সেটা বাস্তব পৃথিবীর প্রতিও অনুভূত হওয়া উচিত। তাহলে আমাদের সমস্ত আবেগ দ্বারা আমরা একটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারবো।

অঙ্কবিশারদের পৃথিবীতে সৌন্দর্যের আবেদন ছাড়াও আছে আরেকটি বড় আকর্ষণ, তার সময়হীনতা। এর ফলে অঙ্কবিশারদের চিন্তাধারা ধ্বংসের পথে যায় না এবং অসময় ভাগ্যের করুণার ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অস্থিরতা ও উদ্বেগ উপলব্ধি করে না। তাহলেও ক্ষণস্থায়ী কিছু মুহূর্ত, গ্রীষ্মের বিদ্যুৎপাত অথবা শিশুর হাসি, তারাও অন্ততঃ সময়ের অংশীদার। যদিও এটাকে মানতে হবে যে এমন একটি ঘটনা একবার ঘটলেই মহাবিশ্বের

ইতিহাসে তার ছাপ পড়ে। চিরদিনের জন্যে তার সৌরভ অবাস্তব পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

ছোট করে বলা যায় সেটা বাস্তব জীবনের বর্ণ এবং অবস্থানে অংশ নেয়। সমস্ত যুগ ধরে সেটা একটা জীবন ও সত্যতা—পাওয়া মুহূর্ত হয়ে থাকে, হয়তো বাস্তব আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণে আমরা চলমান ঘটনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করি, চিরন্তন মুহূর্তের প্রতি আকৃষ্ট হই না।

যদি আমরা স্বর্গীয় বোধের উন্মেষ ঘটাতে পারতাম, আমাদের অদম্য আশা ও ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারতাম তাহলে সময়ের পাখনা আমরা দেখতে পেতাম আরও কম গুরুত্ব দিয়ে। সে হত না অজানা নাটকের আবদ্ধ অভিনেতা। মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব হল সংক্ষেপিত, এমনকি অসীম পৃথিবীর প্রতি অঙ্কবিশারদের আনন্দ ঢেকে দেয় বেদনা অথবা দিনের ব্যস্ততা।

প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা বলতে পারি যেটা চলে গেছে সেটা মূল্যহীন। যা আছে, যা আসছে তার মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনের মানে। কিন্তু যেটা আছে সেটা ক্ষণস্থায়ী এবং অনাগত যা সেটা অজানা। এই বোধ জন্ম দেয় হতাশার এবং সময় পৃথিবীকে করেছে চিরযুবা, যার মধ্যে ছোট ছোট মুহূর্তের অনুভূতির মূল্য অসীম।

কিন্তু কোন প্রবল ইচ্ছাশক্তি যেন আকাঙ্ক্ষাকে তাড়িত না করে, তা হোক চিরন্তন, এক মুহূর্তের সৌন্দর্য ও বিস্ময়, ঘটনার পৃথিবীতে চিরকাল ঝলসে উঠুক। প্রকৃত দার্শনিক তার হৃদয়কে এতখানি নিয়ন্ত্রিত করবে এবং তার ইচ্ছাশক্তিকে এতখানি উদ্বুদ্ধ করবে যে চলমান ঘটনার মধ্যে সে দেখতে পাবে অসীমতা। সৌন্দর্যের পার্থিব জীবন শেষ হলে থাকে অনন্ত আত্মা, স্মৃতির ওপর। তার জীবন হতে পারে বর্তমান, অথবা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তার চিন্তা সময়ের দাসত্ব হতে মুক্ত। চিরদিনের দৃষ্টিতে সে অবলোকন করবে পৃথিবীকে এবং আবার অনুধাবন করবে, সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম ঘটনাকে, করবে অঙ্কবিশারদের অদম্য সান্ত্বনা দিয়ে।

চিরন্তনের দৃষ্টিতে বাস্তব পৃথিবীকে আর মনে হবে না অনিত্য অথবা অসার। আমাদের প্রভাবিত দৃষ্টিতে তাকে এরকম মনে হয় কিন্তু সর্বব্যাপী দৃষ্টির সামনে সবকিছু পরিণত হয় বাস্তবে। চিরদিনের অস্তিত্ব, যার কোন বিকল্প নেই। এই আনন্দ এবং শান্তিকে বলা যেতে পারে ভগবানের প্রতি আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত অসীম ভালবাসা। সেই ভালবাসা, যা দিয়ে ভগবান নিজেকে ভালবাসেন এবং সেই আত্মা যা পরিপূর্ণ থাকবে ঈশ্বরের প্রতি জ্ঞান সমৃদ্ধ ভালবাসায়। তা বিস্তৃত হবে উদ্বুদ্ধ সমস্ত আঘাতে, একই ধরণের ভালবাসা দ্বারা। এই অনুভূতি আমাদের চিরন্তন জীবনের প্রতীক, এতে সময় অথবা

স্বার্থের কোনো প্রভাব নেই, রক্ত মাংসের শরীরে নিনাদ শোনা যাবে না, রোমাঞ্চিত অন্তর্দৃষ্টির স্নিগ্ধপ্রভা থাকবে ঘিরে। আমরা আমাদের পৃথিবীর পার্থিব দৃষ্টি থেকে উত্তরণ করবো অন্য কোন জগতে, যেখানে কোন একটি অংশ আত্ম প্রকাশিত হবে না, বহির্বিশ্বের স্বর্গীয়তা হবে উন্মোচিত।

আমাদের জ্ঞাত তথ্য, ভালবাসা, স্নেহ, আকাঙ্ক্ষা হবে রূপান্তরিত। সময়ের দাসত্ব করার সেই ত্রাস ও উন্মত্ততা যাবে হারিয়ে, পরিপূর্ণ সুখ অনুভূতির অনন্ত নৈঃশব্দে মহাবিশ্বের বিরাটত্ব ও অসীমতা তার প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অংশে ছড়িয়ে থাকবে। হারাবার বেদনাকে কোমল করে দেবে প্রিয়তমের রোমাঞ্চিত সময়হীনতা। দৃষ্টির সামনে অসীম পৃথিবীর ভালমন্দ এসে দাঁড়াবে। সীমাহীন আনন্দ, মিলনের আনন্দ, আত্মাকে ভরিয়ে তুলবে বন্দনা, প্রেম ও শান্তির অনুভূতিতে।

এবার বক্তব্য রাখবেন কবি পারডি ক্রেটি! যদিও আমি মেনে নিচ্ছি যে, অঙ্কবিদ এবং দার্শনিকের চিন্তাধারা পৃথিবীকে সুন্দরতর করার প্রচেষ্টায় আত্মনিবেশিত, কিন্তু এখনও আমার কিছু বলার আছে। আমি এমন একটি বদ্ধ ব্যবস্থা চাই না, অবশেষে আত্মাকে যা বন্দী করবে নিয়ন্ত্রিত খাঁচায়! আমার অঙ্কবিশারদ বন্ধুটি অঙ্ককে তার আসল অবস্থিতি থেকে আরেকটু ওপরে এনেছেন। এটা যে পাহাড়, তাই তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পাদদেশে চিরকালের জন্য বিশ্রাম নিতে পারেন।

এবং নেসিগো, তিনিও অতিমাত্রায় ভাবুক। কিন্তু মানুষ একাধারে ধর্মবিদ এবং চিন্তাশীল। স্রষ্টা এবং ধ্বংসকারী। জীবনের কিছু কিছু বেপরোয়া বোধ ও দুঃসাহসিকতা আছে যাকে আমি বুঝে যেতে চাই না, কল্পনা—পৃথিবীর ওপর সৌন্দর্য আরোপ করে। যা সত্যি নয় তাকেও দৃষ্টিশক্তির মধ্যে আনে। এই পৃথিবী নিজে শুধু আকর্ষণীয় নয়, একে আলোকিত করেছে মানব প্রতিভা, তাতে, এখনো প্রতিফলিত হয় আত্মার কেন্দ্রীয় অগ্নিশিখার বাইরের অন্ধকার। আমরা, কবিরা, তার থেকে সৃষ্টি করি, তাই বিজ্ঞান যদি সর্বাঙ্গ হয় তাহলে তারা মহাশূন্যে দিকহীন ভাবে ভ্রমণ করবে।

আমরা যদি বিজ্ঞানের সীমানার বাইরে পদচারণা করি তাহলে সেই বিষয়ের ওপর আমরা একটি অনন্য লুক্রেটিয়ান মহাকাব্য রচনা করতে পারবো। অঙ্কের মত পদার্থও মানব জীবনের ক্ষুদ্রতা ও বিরাট তত্ত্বের প্রতীক। বহির্মুখী ক্ষমতার ক্ষুদ্রতা এবং চিন্তাধারা ও আকাঙ্ক্ষার বিরাটত্ব। মানবিক বোধের প্রকল্পগুলি মহাবিশ্বের কেন্দ্রকে অহংকারে ভরিয়ে দেয়। সময় এবং প্রকল্প অহংকারের মত তার মূল বিষয় থেকে উদাসীনতার দিকে সরে আসে।

এই পৃথিবীর অজানা বস্তুতাকে আমি তত্ত্বের পরিকল্পনা থেকে অনেক বেশি আনন্দদায়ক বলে মনে করি। কেননা তার কাল্পনিক খেলার প্রতি অনুরক্ত, তাতে আছে সম্ভাব্যতা, আমাদের মননের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অসীম অন্বেষণ। আমি ঈশ্বর হতে চাই না, আমি চাই এমন একটি পৃথিবী যেখানে কিছু না কিছু কাজ হবে। এমন একটি কুমারী অরণ্য যেখানে অনুসন্ধান করা হবে এক পথের। আরণ্যক অগ্নি দিয়ে উদ্ভাসিত করা হবে একটি রাত, এক অশেষ শব্দাবলীর মধ্য থেকে জন্ম নেবে ক্রমশঃ বর্তমান বিশ্ববোধ। আমি শুধু পৃথিবীর মুখের ওপর আমার আত্মার ছবি দেখতে চাই, তাকে ভালবাসার বর্ণমালা শেখাতে চাই এবং মানুষকে অশ্রদ্ধা না করে তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে চাই।

আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হল, তার চিন্তাধারার বহুত্ববোধ। আমার কাছে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আদিম মানুষের চিন্তা অনুযায়ী, তা হল পৃথিবীর প্রতি গুরুত্বপূর্ণ। আত্মসম্মানের সহজাত বোধ থেকে জন্ম সেই মহান অহংকার। যা ধারাবাহিক রূপান্তরের মাধ্যমে সব ধর্মের সুনিয়ন্ত্রিত মতবাদে সরল মনের প্রতি উদাসীনতা অথবা সর্বগ্রাসী গুরুত্ব আরোপ করবে না। দিনের পর দিন ধরে, রাতের পর রাত অতিবাহিত করে, মানুষ পৃথিবীর অসীমতার দিকে তাকিয়ে থাকবে, সমুদ্র তরঙ্গ সৈকতে আলোড়িত হবে। সূর্যের ঘটবে উদয় এবং অস্ত, মহাবিশ্বে নিঃসঙ্গ পরিক্রমা শেষ করে তারার আলো এসে পৌঁছবে আমাদের কাছে। যুগের পর যুগ ধরে পদার্থ এক শূন্যতা, অস্থিরতা নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সংঘর্ষ হয়েছে, বিস্ফোরণ ঘটেছে, ধ্বংস হয়েছে তার সৃষ্টি। অন্ধভাবে, অসীম ভাবে কিন্তু তার মধ্যে সঠিক আবর্তনের শীতল নিয়মানুবর্তিতা দেখা গেছে।

এই অচিন্তনীয় পৃথিবীর বিরাটত্বে যেন দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুদ্রতম গ্রহাবলীর ছোট ছোট শিখর। যার কেন্দ্রে ঘনীভূত বাসনা তাড়িত। কোপারনিকাশকে সমর্থন করে বলতে পারি উৎকেন্দ্রিক সীমানার নৈতিক ধারা বজায় ছিল। এই বিরাট বন্য পৃথিবীকে তারা তাদের ক্ষুদ্র চিন্তাশক্তির চার দেওয়ালে বন্দী রেখেছিল।

ঈশ্বর সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন দিনকে আলোকিত করার জন্যে, চন্দ্র এসেছে নিশীথকে উজ্জ্বল করতে, তারার সৃষ্টি হয়েছে উদভ্রান্ত পথিককে গৃহে পথ দেখাতে। এই ভাবে নিখুঁত কার্যাবলীকে শোষণ করেছে দর্শন। মানুষ এখনো বিশ্বাস করে যে মানব মনের সমস্ত বাস্তবতা হল স্বর্গীয়। তাদের ভালবাসা এবং ঘৃণা, আশা এবং ভয় সবকিছু বিশ্বের ঘটনার প্রতিভূ। কেননা কার্যধারার কারণ আছে এবং মহাবিশ্ব চিরন্তন কর্মময়, তাদের মতে

মহাবিশ্বেরও কোনো উদ্দেশ্য আছে।
এইভাবে কোনও কারণ ছাড়াই মানুষ এসেছে পৃথিবীতে। তারপর দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা ও নিরলস সংগ্রামে সে এই পৃথিবীকে করে তুলেছে অনুগত। তার থেকে ক্ষুদ্র কিন্তু এই কাজ করতে এসে সে তার নিজস্ব মহানশক্তিকে ফেলেছে হারিয়ে। যে শক্তি তাকে দিয়েছিল অনন্ত বিচারবোধ, মানব আকাজ্ক্ষা ও দুর্বলতার উর্দ্ধে উঠবার বিশালত্ব। আকাজ্ক্ষাহীন মহাপৃথিবীর স্বর্গীয় রহস্য উপলব্ধি করার বিরাটত্ব। শুধু এইভাবে মানব আকাজ্ক্ষা অর্জিত হবে না, তাকে উন্মুক্ত চোখে স্বাধীন ভাবে ঘুরতে হবে অনিয়ন্ত্রিত সমুদ্রে। যেখানে সাহস দ্বারা পরিপূর্ণ আত্মা, মানব জীবনের আদর্শে তার আপেক্ষিক শত্রুর মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। আশা এবং হতাশা ছড়িয়ে যাবে সারা পৃথিবীতে এবং মানুষ অবশেষে আকাজ্ক্ষার আনুগত্য ও চিন্তার বিজয়ে অর্জন করবে আকাঙ্ক্ষিত সত্য।

বিরাট বন্য পৃথিবীর মাঝে প্রায় অসহায় মানব মন হল অনন্ত কালের অসংখ্য মুখের প্রতিফলক এবং সেখানে সমস্ত শতাব্দীর মিছিল চোখে পড়ে। বোধশক্তি এবং আকাজ্ক্ষা ঐ আয়না ও তার কেন্দ্রীয় আগুন অদ্ভুত ভাবে মিশ্রিত, যেন পৃথিবীকে পরিবর্তিত করবে। যেমন ভাবে কল্পনা আকাজ্ক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হয় সেভাবে তাৎক্ষণিক রশ্মি বহির্বিশ্বের নিশীথ রাত্রির বিস্মিত অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে দেয়, অনুভূতির দর্পণে প্রতিফলিত হয় আত্মার স্বপ্ন—অতীত দৃশ্যাবলী।

কিন্তু সর্বশেষ গভীরতার অগম্য স্থানে আছে আলো দেবার মত আকাজ্ক্ষার আগুন। অদৃশ্য অথচ অনুভূত, সেখানে আছে এমন কিছু যা অন্ধকার নয়, রহস্যময় এবং গর্বিত। যেকোন মহৎ কবিতা, তার প্রাথমিক ভাবনা যাই হোক না কেন সে ঐ গৌরবকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। মহান দৃশ্যাবলী, বহিঃপৃথিবীর সৌন্দর্যের অনন্ত ছবি, গভীর ভাবনা, সুমহান আকাজ্ক্ষা, কবিতাকে যথার্থ ভাবে স্মরণীয় করতে পারে না। তার মধ্যে থাকবে অপরাজেয় জাদু। একটি অপূর্ব শব্দ, একটি শব্দ যার মধ্যে যুগ যুগান্তরের অনুভূতির ছাপ পড়বে, প্রাচীন ভালবাসার জন্ম মৃত্যুর প্রকাশ। সেটা জন্ম দেবে অকস্মাৎ এক ভাবনার, আকস্মিক অচিন্তনীয় আশায় আমাদের দৈনন্দিন পৃথিবীর পাহাড় গলিয়ে কুয়াশা সরিয়ে প্রতিফলিত করবে এক নতুন বোধ, কি সেই বোধ?

না, মানুষ বলতে পারে না, এই অজানা বোধকে জীবনের সর্বোচ্চ সৌন্দর্য বলা যেতে পারে। কবির চিন্তাধারার শেষ পরিণতি এক সুমহান অহঙ্কার যার তুলনায় অন্য সব কিছু মনে হবে মূল্যহীন।

এর পর ভাষণ দেবেন কেনস্কফ। তিনি হলেন রাশিয়ার ঔপন্যাসিক। তিনি পারডি ক্রেটির অতিথি হিসেবে এসেছেন।

তিনি বললেন—আমার বন্ধু পারডি ক্রেটির মত আমিও বিশ্বাস করি যে কবিতার মত যেকোন শিল্পের সর্বোচ্চ গুণ হল ঐ জাদু এবং আমাদের পরিচিত অনুভূতির বাইরে আছে আরেকটি পৃথিবী। ফোরানোর মত আমিও বিশ্বাস করি যে মানব সম্পর্কে সবকিছু সৌন্দর্য সচেতনাতাকে তৃপ্ত করেত পারে না, সেখানে অদম্য আনন্দের তাৎক্ষনিক ছবি চোখে পড়ে কিন্তু ঈর্ষার ক্ষুদ্রতা অথবা পদার্থময় পৃথিবীর অসংখ্য আলোকিত বজ্রপাত তাদের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হয়।

কিন্তু মানবজীবনের একটি বিষয়কে গভীর গুরুত্ব দিয়ে থাকি। যার জন্যে অঙ্কের মত কল্পনার অনতিক্রম্য বিষয়গুলি কোন সুযোগ পায় না। সেই বিষয়টি হল যন্ত্রণা, দৈনন্দিন জীবনের আকস্মিক বেদনা নয়, জীবনের গভীর গোপনে অবস্থিত অসীম যন্ত্রণা। আমার সন্দেহ এই বেদনা না থাকলে যথার্থ ভাবে কোন মহান সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এই বেদনা দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, যেন অগ্নি উজ্জীবিত ভাবনা। এই বেদনা আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়, যে আকাঙ্ক্ষা মানুষকে করে স্রষ্টা।

সমস্ত সুমহান সৌন্দর্য আমাদের মানব জীবনের বাইরে অবস্থিত বস্তু নিচয়ের প্রতি আকর্ষিত করে। যে দৃশ্যাবলী দৃষ্টির বাইরে পৃথিবীর অন্তরে নয়, যেটা আমাদের সীমার বাইরে, আমরা তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও প্রবল প্রত্যাশী, কিন্তু সে উড়ে যায়, থেকে যায় শুধু প্রতিধ্বনি, আত্মাকে চির কাঙ্ক্ষিত করে রাখে।

শিল্পীরা, উন্মাদরা হল সেই সব মানুষ, যারা জীবনে একবার ক্ষণকালের জন্যে স্বর্গকে উপলব্ধি করেছে। তারা তাকে আর একটিবার দেখার জন্যে পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ায়, তাদের কাছে কোন কিছুর দাম থাকে না। সব মনে হয় বন্দী এবং পৃথিবী তাদের সুখী করতে পারে না। কেননা এটা তো স্বর্গ নয়, নয় সেই অহঙ্কার, যা তাদের সাধারণ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিহীন করে তুলবে।

হয়তো আমরা গর্বিত উত্তরের মানুষ, মায়া কাটাতে সক্ষম নই। কোথায় সেই শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টিশক্তি, যেটা দু'হাজার বছর ব্যাপী রোমান সভ্যতার মহত্ত্ব চাপিয়ে দিয়েছে উত্তর পুরুষের কাঁধে? আমার কাছে মানব জীবন সর্বদা সংগ্রাম করছে প্রচণ্ড ভাবে এবং অসীম যন্ত্রণার বহির্গমনের পথটি না পেয়ে অস্থির। তার ফলে আকাঙ্ক্ষা যাচ্ছে কমে, নিথর অব্যক্ত ক্ষমতা আসছে, দায়িত্ব এগিয়ে এসে অধিকার করে নিচ্ছে অনাগত কালের দলিত জীবন

ও রক্তাক্ত আত্মাকে।

পারডি ক্রেটির পদার্থের মহাকাব্য আমাকে দিয়েছে শীতল আনন্দ, নীহারিকা থেকে সৌরজগৎ অবধি প্রবাহিত স্নিগ্ধ সমাহার, জীবনকে, অনন্ত মানুষকে, অথবা সমধর্মী সমস্ত বস্তুকে দিয়েছে মহাজাগতিক মৃত্যু। অবশেষে অনিয়ন্ত্রিত প্রগতি অপরিবর্তনীয় নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ, যা তার অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপে সৃষ্টি করছে মানব মনের আশা, আদর্শ এবং হতাশা।

আমি ভালবাসি নির্জন পতিত অঞ্চল, পার্বত্য ভূমি। যেখানে সমুদ্র এবং মাটি এক নিস্তব্ধ তরঙ্গ দ্বারা পরিপ্লাবিত, যেখানে মানুষ এবং অন্যসব জীবন্ত পদার্থকে ভুলে যাওয়া যায়। যেখানে বাইরের উর্মীমালা ঢেকে দেয় অন্তরের অস্থিরতা, আমাকে সেই দৃঢ় শান্ত আত্মার প্রতি আগ্রহশীল করে তোলে, সেটা শুয়ে আছে ঐ শব্দ ও জলের নীচে।

মনে হয়, আমি অনুভব করি, ঐ ঘটনা মানুষকে তার আসল উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যায়। তাকে করে দুর্বল অশান্ত এবং অসংযমী। কঠিন হবার অনুভূতি যায় হারিয়ে। আমি এমন একটি দৃঢ় প্রগতির মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে চাই, যেটা আমায় পৌঁছে দেবে জাগতিক পৃথিবীর পটভূমিতে। আমি মনে করি যত নিষ্ঠুর হোক না কেন আমি যেন এক মৃত্যুহীন শক্তির রূপান্তর মাত্র। সমস্ত মানবজাতির জন্যে আমার হৃদয়ে সঞ্চিত আছে গৌরব। মানব আত্মার অবস্থিতির জন্যে প্রচণ্ড অহংকার সেই চিরন্তন ভাগ্যের গভীরতাকে দমিত করে।

কিন্তু এই অবস্থা, যেটা আমি আকাঙ্ক্ষিত চিত্তে আমার মধ্যে পেতে চাই, যেটা আমাকে অবাস্তবতার মধ্যে ঠেলে দিয়ে অসীম যন্ত্রণাদগ্ধ করে তোলে, আমার কাছে সেটা হল জীবনের শেষতম সত্য। শিশুর হাসি অথবা যুবকের উজ্জ্বল চোখের চাহনি আমাকে এই বৃদ্ধা বসুন্ধরার প্রতি অপরিক্ষিত সত্যের চিরনতুন তারুণ্যে প্রবাহিত করে। শুরু হয় অসহনীয় যন্ত্রণা। আমার সামনে পড়ে থাকা ঐ ভয়ঙ্কর পথের ছবি আমার সমস্ত আনন্দ আশা আকাঙ্ক্ষাকে দলিত করে জীবনের দীর্ঘ যন্ত্রণার দিকে আকর্ষণ করে।

শেষ রাতে আমি তাকিয়ে থাকব তারার আলোর দিকে। অনুভব করব আমার কপালে তার আলোড়ন এবং শুনব বুক্ষে তার স্পন্দন। অজানা কোন এক জগত থেকে সে আসছে, চালিত হচ্ছে অচেনা অন্য কোথাও। এক অশান্ত ভৌতিক আত্মার মত চিরদিন ধরে ইতস্ততঃ পদক্ষেপ করছে পৃথিবীর চারপাশে। কিন্তু সে চায় শান্তি। অথচ সময় তাকে শান্ত হতে দেয় না। রাতের বাতাসের মত মানবতাও তাকে করেছে গৃহহীন। এর উদ্ভব অজানায়, পরিণতি জানা অন্ধকারে। অস্থির, অবজ্ঞার পথে প্রবাহিত। সতত এমন এক

অনুগত শহরের সন্ধ্যানী যেখানে তার অস্তিত্ব বজায় থাকবে। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে বাতাসের মত এবং যন্ত্রণার অসীমতা নিয়ে তার পদক্ষেপের কোন চিহ্ন রাখছে না, মহাবিশ্বের বোবা-অস্তিত্ব সেই পরিক্রমণের জন্যে চকিতে সচকিত হয়ে পালন করছে শোক এবং বিলাপ।

সূর্যাস্তের আকাশ, দূর শৈশবের বিবর্ণ স্মৃতি, মৃত প্রেমের শোক গাথা, যারা আমার মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে অসীম যন্ত্রণা। যার জন্যে আমার সারাটি জীবন উন্মুখ হয়ে আছে—আদর্শের সমস্ত শক্তি, পৃথিবীর যা কিছু উন্মত্ততা অথবা কামনা, আসক্তি, নিষ্ঠুরতা, লালসা, অস্থির কার্যধারা, সব উদ্ভূত হয়, আমি অনুভব করি সেই অন্তস্থ যন্ত্রণার ভয়। কিন্তু তারা হল অগম্য, এই দৃশ্যমান জগতের আড়ালে।

এই যন্ত্রণার সঙ্গে অন্য যেকোন যন্ত্রণার সম্পর্ক নেই, এটা একটা চরম অনুভূতি, একটা চমক, জীবনের গভীরতম গোপনতা। যেটা সমস্ত আত্মাকে অন্য কোন একটি পার্থিব জগতের প্রতি উন্মুখ করে তোলে, যাকে আমরা স্বর্গ বলতে পারি, অকল্পনীয়, অবর্ণনীয় যেখানে অবিনাশি আমরা বাস করব।

অন্ধ ভাবে এবং অসহায় ভাবে মানুষ তার দিকে ছুটে চলে। প্রত্যেকের তৃষিত ঠোঁট থেকে ছিনিয়ে নেয় জলপাত্রখানি। অমূল্য জলবিন্দু সিঞ্চন করে প্রজ্বলিত মরু বালিতে কিন্তু অনন্ত যন্ত্রণা থেকেই যায়। কেউ কেউ হয়ে ওঠে উন্মাদ। মিথ্যার জগতে তাৎক্ষণিক আনন্দ পায়। কেউ ইন্দ্রিয় সুখের মধ্যে খোঁজে বিস্মৃতি, ও কেউ জীবনকে সমস্যায় জর্জরিত রণক্ষেত্র মনে করে পায় স্বস্তি। অনেকে কর্তব্যের রাজপথে যায় হেঁটে, অনেকে আবার শৈশবের ভয়াবহ যন্ত্রণা সহ্য করার পর সত্যিকারের জীবন থেকে এক সাধারণ নিয়ন্ত্রিত বেঁচে থাকায় পর্যবসিত হয়ে ঐ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেতে চেষ্টা করে।

আমার নিজের জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাব যে আমার মধ্যেও সেই অসীম যন্ত্রণা রয়ে গেছে। যেটা আমাকে এখানে ওখানে চালিত করে অস্থির আকাঙ্ক্ষায়। আমার জীবনকে করে তোলে এক অ-সুখ, যেখানে আছে মাত্র কটি বিরলতম সাহসিক মুহূর্ত। হঠাৎ এক নতুন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আমি দেখতে পেলাম যে সমস্ত শব্দাবলী হল দুর্বলতা। এ যেন রাতের বেলা চিৎকার করে অশুভ আত্মাকে দূরে রাখা। আমি দেখলাম, যন্ত্রণাকে সহ্য করার আরেকটি পথ হল এর সঙ্গে লড়াই করা, জ্ঞানের সাহায্যে এর ওপর প্রভাব বিস্তার করা, একে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করে বার বার আঘাতে জর্জরিত করা, এর ওপরে আরোহণ করা এবং স্বর্গের দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করা, জীবনের সমস্ত রহস্যময় একতাকে স্বাধীনতার জন্যে সঞ্চারিত করা। সেই রহস্যকে

অস্তিত্ব দ্বারা জয় করতে হবে, আত্মার অন্ধকারে গহনতম ত্রাসকে হারাতে হবে, সেটা বেদনার উজ্জ্বল রোমাঞ্চিত মিলনের উৎসব করবে। যন্ত্রণার সেই মিলনে আত্মার ঘটবে মৃত্যু। একজন হবে অদৃশ্য। বাঁচার জন্যে সে বাঁচবে, সারা পৃথিবীর কাছে সকলের জন্যে লড়াই করবে, দুঃখ পাবে এবং বাঁচবে।

আমি দেখলাম, যদিও সমস্ত জীবন এক আকাঙ্ক্ষা, সেখানে অন্য কিছুর প্রতি কামনা আছে, পলায়নের বাসনা অস্থির, অসহ্য. সমাপিকা যা এক মানুষের কাছ থেকে অন্য মানুষের প্রতি ঘুরে বেড়ায়, বাড়িয়ে তোলে এই মনোভাব এবং যন্ত্রণার। মিলন যন্ত্রণ দেয় এমন এক আকাঙ্ক্ষা যেটা মানুষে মানুষে গড়ে তোলে একতা। সমস্ত আত্মাকে সাগর তাড়িত বাতাসের মত বহন করে, তার মধ্যে জীবনের অসীম কামনাকে পরিস্ফুটিত করার বিশ্বস্ততা থাকে, তার সমস্ত মহত্ব, তার সৌন্দর্য, তার সহজাত বেদনা এবং সন্দেহের অতীত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে হয় বিরাজিত।

সমস্ত জীবনকে এই অসীম আনন্দ বহন করার জন্যে গড়ে তোলা হয়েছে এবং এই যন্ত্রাণার কোন মুক্তি নেই। এর থেকে মুক্ত হতে হলে আবির্ভূত হয় উন্মাদনার বর্ধমান ত্রাস, কিন্তু গ্রহণ করলে সেই যন্ত্রণা অকল্পনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে মুক্ত স্বাধীন রহস্যময় আশাপূর্ণ এক নতুন জীবনে নিয়ে যাবে যেখানে তার ভারকে অসহনীয় বলে মনে হবে না। প্রতিটি মুক্ত আত্মায় আছে এমন এক আগুন যেটা প্রকৃতির বিরাট নিশীথকে বহ্নিমান আলো ও ত্যাগে পরিপূর্ণ করে। মানুষের আদর্শ ও আরাধনা উপযোগী করে গড়ে তোলে বন্য বসুন্ধরার কিছু কিছু অঞ্চল।

তার অস্তিত্ব হয় তো সীমায়িত কিন্তু এটা দাস অথবা ভীরুর জীবন নয়। এ হল বিজয়ীর জীবন। স্রষ্টার কাল্পনিক স্বর্গে উত্তরনের পথ যেখানে থাকবে সেই অসীম যন্ত্রণা। যন্ত্রণা হল ভাল কিছু পাবার পথ। তাকে সহ্য করলে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটি গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তার বাইরে মৃদু ভাবে আছে আরেক শ্রেষ্ঠতা, যেটা মানুষের অগম্য কিন্তু স্বর্গ ও পৃথিবীর মত চমকিত এবং ভালবাসার দ্বারা আলোড়িত। সেটা আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রের ওপর পরিপ্লাবিত দূরাগত সঙ্গীতের মত।

সর্বশেষ বক্তা হলেন গিউসেপ্পে অ্যালেগানো। তিনি হলেন এক নীরব ব্যক্তি। অন্য সকলের মত বিখ্যাত নন। সরকারের এক ছোট পদে সামান্য বেতনে কাজ করেন। তাঁর কজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁকে সূক্ষ্ম সহানুভূতি দ্বারা ভালবাসে, তাঁর সহজাত কৌতুক বোধ এবং জীবন বোধের প্রতি তাঁর শান্ত জ্ঞানবেদনা বাহিত যুদ্ধকে তারা সম্মান করে। তিনি বেদনাকে মনে করেন বিলাস, যেটা

কোন ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হবার পক্ষে কোমল। তিনি কখনও জীবনের অন্তরঙ্গ আত্মাকে দেখেননি এবং এখনো অবধি নিজেকে তৃপ্ত রেখেছেন সন্দেহ ও উদাহরণ দ্বারা।

যে ঘটনা আমাকে সবচেয়ে আকর্ষিত করেছে, তিনি বলতে থাকেন, মহান ব্যক্তি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। এক ছোট অফিসে বন্দী এই বেচারী দৈত্যের কাছে একথা ভাবতেও ভাল লাগে যে অন্য সকলের কত সুন্দর কর্মধারা আছে এবং এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আপনাদের কর্মধারার আনন্দ আপনাদের করে তুলেছে গৌরবময়। কিন্তু আমি যদি সাধারণ সত্যের কথা বলি, আমি বলবো আমরা বেঁচে আছি নিজ নিজ স্বার্থে, মহৎ ব্যক্তিদের রাজকীয় কল্পনাবিলাসের খোরাক আমরা হব না। আমরা সাধারণ মানুষ, যারা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু আমরা খুবই নিয়ন্ত্রিত। দৈনন্দিন ভাবনা নিয়ে বিব্রত, আপনাদের বিভিন্ন স্বর্গের প্রসংশা করার যোগ্য নই।

আমরা অঙ্কশাস্ত্র অথবা দর্শনকে অনুধাবন করতে পারি না, কবিতার প্রতি আমাদের উদাসীনতা এবং সঙ্গীতকে তখনই ভাল লাগে যখন আমরা তার সঙ্গে নাচতে পারি। আমরা উপন্যাস ভালবাসি কিন্তু তারা হৃত উচ্চাশা অথবা চমকিত হত্যার কথা বলে। বেদনার রহস্যময় বিবাহের উল্লেখ করে না।

আজ সকালে আমার বৃদ্ধা পরিচারিকার সঙ্গে আমি এক দীর্ঘ সংলাপ করেছিলাম। তার মুখ পচা আপেলের মত কোঁচকানো, তার চোখ দুটি ক্লান্ত হলেও কুটিল, তার দুটি পা অসাড়ত্ব রোগে ভুগছে, তার হাত লাল এবং কাপড় কেচে কেচে শক্ত। সে আমাকে জানাল যে তার স্বামী জুয়াড়ী, চোর এবং কারাবন্দী ছিল। সেখানে কয়েক বছর আগে তার মৃত্যু হয়। তার একমাত্র সন্তান যুদ্ধে গেছে। সে নিরক্ষর তাই জানে না যে তার পুত্র এখনো বেঁচে আছে কিনা। পুত্রবধূ চারটি শিশুকে রেখে মারা গেছে এবং সেই বৃদ্ধা মহিলা যতটা সম্ভব তাদের দেখাশুনা করে। শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে শৈশবের সমস্যা তারিত, কখনো বা হুফিং কাশি, কখনো হাম অথবা দাঁত উঠেছে, কিছু না কিছু ঘটে চলে। তার খদ্দেররা প্রায়ই টাকা বাকি রাখে এবং সেও ভাড়া দেবার মত পয়সা পায় না। এখন তাদের বলবার মত কোন কথা কি আপনারা আমাকে শেখাতে পারেন?

ফোরানো, আশা করি আপনি আমাকে এই কথা বলবেন যে আমি যেন তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিই, খদ্দেরদের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা সে কোনদিনই পাবে না এবং তার গৃহকর্তা অমানবিক বিয়োজন সূত্রের

দ্বারা তাকে অচিরেই তাড়িয়ে দেবে। ক্লাসিসপা হয়তো বলবেন যে হুফিং কাশি তাকে জাগতিক জগতের বাইরে নিয়ে গিয়ে ঘটমান জগতে পদার্পণ করাবে। পারডি ক্রেটি হয়তো তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেবেন যে সে যেন পদার্থের গতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, সে আলোড়ন তাকে অন্ধকারে রাখবে এবং গ্রীষ্মদিনের গন্ধ তাকে পরিপ্লাবিত করবে। কেনস্কাত হয়তো তাকে ধন্যবাদ দিতে বলবেন ভাগ্যকে, কেননা সীমায়িত যন্ত্রণা দ্বারা সে অসীম যন্ত্রণাকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় এতজনের মহান প্রতিফলন তার যন্ত্রণাকে উপশমিত করতে পারবে না।

আমার মনে হয় আপনারা একথা জানতে আগ্রহী যে আমি তাকে কি বলবো। আমি কিন্তু কিছুই বলবো না, শুধু খবরের কাগজের পাতায় চোখ রেখে জানতে চেষ্টা করবো তার পুত্রের সংবাদ এবং স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পতিত হলে আমি তাকে মাঝে মাঝে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সাহায্যে করবো। কিন্তু বেশির ভাগ সময় আমি তার কথা শুনে যাবো, কিছুই করবো না। একথা আমি তাকে প্রশ্ন করে ছিলাম যে, স্বর্গের প্রতি তার বিশ্বাস আছে কিনা। সে আমাকে জানিয়ে ছিল, তার বাবা ছিল এক গ্যারিবালডিনো, সে তাকে সমস্ত পুরোহিতদের অশ্রদ্ধা করতে এবং তাদের চিন্তাধারাকে অবিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল। আমি ভেবে পেলাম না যে কিভাবে তোমাদের গির্জার বাইরে শেখা বিলাসী ধর্মের সাহায্যে তাকে চালনা করবো। তাই আমি তাকে এই কথা মনে করালাম যে সবচেয়ে বড় ছেলেটি শীঘ্রই উপার্জনক্ষম হবে এবং প্রতিজ্ঞা করলাম তার চাকরির ব্যবস্থায় সাহায্য করবো।

আমাদের আলোচনায় যা বলা হল তার থেকে উদ্ভূত সত্যের গুরুত্বকে আমি অস্বীকার করছি না। মহান ব্যক্তিরা অভিজাত শ্রেষ্ঠত্ব পালন করে। কিন্তু চিরন্তর নীতি হিসেবে এটি ত্রুটিময়। প্রথমে রাজা হও, তারপর রাজত্ব ভোগ কর, এটাই হল আপনাদের নীতি। কিন্তু আমরা সবাই রাজা হব না, আমরা গণতান্ত্রিক সময়ে বাস করবো। যেখানে সাধারণ অনুভূতিগুলি তুচ্ছ করা যাবে না। হয় তোমরা খ্রীশ্চান ধর্মের মত দরিদ্র ও আর্ত মানুষের মত গ্রহণযোগ্য নীতি তৈরী কর, অথবা তোমরা অন্য নীতির প্রতি আকৃষ্ট হও, যেটা অসাধারণ ক্ষমতার বাহক হবে না।

বর্তমানে কেন পুরুষ এবং নারী বেঁচে থাকতে চায়? কোন সন্দেহ নেই, বেশিরভাগ বেঁচে থাকে সহজাত প্রবৃত্তে, কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই আকাঙ্ক্ষা কমতে থাকবে। সাধারণ বোধ হল অন্যের প্রতি নির্ভরতা। মানব জীবন এমন এক সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপ্রণালী যে যন্ত্রণাকে বিশ্বজনীন স্বীকৃতি দিলেও ইচ্ছামৃত্যু বাড়িয়ে তুলবে অন্যের বেদনা। তাই যন্ত্রটি চলতেই

থাকবে, যন্ত্রণাকে গুঁড়িয়ে দেবে এবং আমি বিশ্বাস করি মানব জাতির অস্তিত্ব অবধি এটি থাকবে ক্রিয়াশীল। আমি বিশ্বাস করি না যে নীতিবাক্য পরম কাঙ্ক্ষিত। এখন প্রয়োজন সাহস এবং আমাদের দুর্ভাগ্যের প্রতিফলন না ঘটানো।

যদি আপনারা আমাকে এই প্রশ্ন করেন যে সাধারণ ভাবে মানবজীবনের সত্য কি. এবং কেনই বা সেটা এই মুহূর্তে বিলুপ্ত হবে না, তাহলে সবিনয়ে আমি বলবো, আমি জানি না। কিন্তু যদি কোন কাজ সাধিত হয় সেটা যেন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করতে পারে। সেটা যেন মাত্র কজন মানুষ দ্বারা অনুভূত না হয়, যারা লক্ষ লক্ষ দাসের ওপর প্রভুত্ব করে এসেছে।

আমাকে এমন একটি স্বর্গের পথ দেখান যেখানে ঐ বৃদ্ধা পরিচারিকা উপস্থিত হতে পারবে। তাহলে আমি আপনার ধর্মে যোগ দেব, কিন্তু যদি আপনারা নিজেরা স্বর্গে যান এবং সেই ধোবানীকে রেখে যান সংস্কারের মধ্যে তাহলে আপনাদের অবিবেচক ঈশ্বরের কাছে নতজানু হব না। তিনি তাঁর নির্বাচিত ভক্তমণ্ডলীর কাছে অসীম আনন্দের যত উপহার পাঠান না কেন?

তিন

যখন "আমান্তি ডেল পেনসারিও" তাদের আলোচনা করছিল, ফরস্টাইসের মনের ওপর দিয়ে তাদের চিন্তাধারা ও অনুভবের তরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকে। ফোরানো এবং কেনস্ককের মানব স্নেহকে অস্বীকার করার প্রবণতা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তাছাড়া সমস্ত বক্তা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। এ্যালেগনোর প্রশ্নাবলী তাঁকে আবার ধাঁধাঁর মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এর আগে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর প্রায় পেয়েছিলেন। ব্রেইটস্টাইনের নৈরাশ্য-বাদ, ধর্মীয় মৃত্যুর স্বকেন্দ্রিক নিরাশ, অন্য মানবের প্রতি বাস্তব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাকে করে তুলেছে অসম্ভব কিন্তু অ্যালোগনোর নিরাশা মানুষের বেঁচে থাকার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। এটা কি সম্ভব যে আমরা শ্রেষ্ঠতম জীবনের জন্যে বেঁচে থাকবো? আমরা কি দার্শনিক অথবা কবিদের অসীম আনন্দে আস্থাশীল এবং মাত্র কয়েকজনের কাছে গ্রহণীয় শিক্ষাতে অন্ধভাবে নির্ভর করবো?

কয়েকটি চিন্তা বলেছে এটা সত্য কিন্তু অ্যালোগনোকে উত্তর দেবার কিছু

নেই। সন্দেহ এখনও আছে এবং তিনি দেখছেন যে তাঁর অন্বেষণ এখন চলতে থাকবে।

এই সময় তাঁর প্রশ্নের উত্তর না জেনে, তাঁকে ফিরতে হলো ইংলণ্ডে, কাকা ট্রিসট্রমের অসুস্থতার জন্যে। ছোট্ট শিশু অবস্থায় যে ছিল পিতৃমাতৃহীন সেই জন ফরস্টাইসকে গ্রহণ করেন তাঁর কাকা যিনি হলেন কিছুটা আবেগময় এক গ্রাম্য ভদ্রলোক, বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ও বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা থাকা সত্বেও শিক্ষার অভাবে হয়েছেন অঙ্কের বিজ্ঞানী।

তাঁর কাছে জন ছিল এমন একটি বালক যে বিরাট দিগন্তের দ্বার খুলে দেয় এবং বিজ্ঞান জগতের আজন্ম আনন্দকে আবিষ্কারের সম্ভাবতা দ্বারা আলোড়িত করে। ট্রিসট্রম ফরস্টাইস জীবনে কখনো বিবাহ করেন নি। এখন তিনি এক বৃদ্ধ। একা বাস করেন পিতৃ সূত্রে প্রাপ্ত অ্যানগলেগে কোসটের নির্জনতম ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীতে। এই গৃহের অর্ধেক ঘর বন্ধ আছে। পথে আছে বাড়ন্ত বৃক্ষের অবরোধ, ছেকে দিয়েছে গোলাপ গাছ। শীতের ঝড় এসে উপড়ে ফেলেছে বৃদ্ধ বৃক্ষদের। বাগানের বাইরে সমুদ্র। দিনে এবং রাতে আর্তনাদ করে। বাতাস তারিত সৈকতকে আলোড়িত করে বৃষ্টি এবং কুয়াশা। সেই বৃদ্ধ লোকটি, যিনি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং জীবনের সমাপ্তিকে অবলোকন করে অতীতের স্মৃতির মধ্যে বেঁচে আছেন—তাঁর পিতামাতা জনের পিতা অন্য সব ভাইবোনেরা যারা তাঁকে ফেলে গেছে। ধীরে ধীরে তাঁর মনে হয়েছে যে জনের যেন কোন অস্তিত্ব নেই, কেননা তিনি নিবেদিত বিদায়ী প্রজন্মে। নিকটে আছে মাত্র একটি বিরাট বাড়ী। এখন ভাড়া দেওয়া। এটি দ্বিতীয় বার্লাসের আমলে রাজনীতিক রবার্ট বেলসিস দ্বারা নির্মিত এবং তিরিশ বছর আগে অবধি এখানে বাস করতেন তাঁর উত্তর পুরুষ।

জন একথা শুনেছেন যে তাঁর কাকা ঐ পরিবারের শেষতম ক্যাথেরিন বেলসিসকে বিবাহে আগ্রহী হন, কিন্তু তিনি এক অজানা কপর্দক হীন শিল্পীকে বিবাহ করেন, যে তাঁকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে পরিণত হয়েছে উন্মাদে। যখন অবশেষে সেই শিল্পীর মৃত্যু হল, এমন একটা গুজব শোনা গেল ক্যাথেরিন নাকি আবার ট্রিসট্রম ফরস্টাইনকে বিবাহ করবেন কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে এবং অনেককে বিব্রত করে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর নিজেকে পার্থিব জগত থেকে নির্বাসিতা করেছেন। এখন তিনি পরিণত হয়েছেন সেবিকাতে, তার সময় এবং অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে দরিদ্রদের দুঃখ মোচনে।

মাত্র এই কটি বহিরঙ্গের সত্য ছাড়া জন তাঁর কাকার সঙ্গে ক্যাথেরিনে

বেলাসিসের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এখন তাঁর কাকা ক্যাথেরিন সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রকাশ করছেন, যদিও প্রথমে তিনি ছিলেন একেবারেই নীরব। তিনি জানাচ্ছেন ক্যাথরিনের শৈশব কথা। কখনও সে ব্যাস্ত থাকত সাংসারিক কর্মে কখনও বা দেখা যেত সামুদ্রিক কুয়াশার মধ্যে পরিব্যাপ্ত প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্বকে দলিত করে হেঁটে চলেছে মানুষের চিন্তার অগম্য স্থানে। তার বিবাহ সম্পর্কে কাকা বিশেষ কিছু বলেন না কিন্তু জন অনুভব করে যে সেটা ঘটেছিল ক্যাথেরিনের পারি-পার্শিক বন্দীদশার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধ আকাঙ্ক্ষা থেকে এবং তার মধ্যে ছিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে পাথেয় করে বেঁচে থাকার তীব্র কামনা। ছিল অতীতের আধিপত্য এবং প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ।

ট্রিসট্রম বলেন, তাঁর সৌন্দর্য সাধারণ। রমণীর লাবণ্যের মত ছিল না। একে অনুভূতি দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, গ্রহণ করতে হয় আত্মার মধ্যে। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ ও দাক্ষিণ্য তার মধ্যে বাস করত। প্রায়শই তার মুখে প্রতিফলন ঘটত সেই দুঃখের। আমি সর্বদা অনুভব করতাম অসহনীয় পবিত্র আকাঙ্ক্ষা, যার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ক্রমশঃ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করতো এবং স্মৃতির স্বর্গ হতে নির্বাসিত সত্বার অন্তস্থ গৃহ অসুখে ভরিয়ে দিত। তার সৌন্দর্য ছিল সাগরের সুষমা সমুদ্রের অনন্ত শক্তি। কিন্তু শক্তির চেয়ে মহান তার চোখ দুটির চাহনি তার গতিকে করত শান্ত। আমি কখনোও তাকে যুবতী বলে ভাবতে পারিনি। আমার কাছে সে ছিল দুঃখের অমৃত মাতা, ছিল মানব সত্তার সমবয়সিনী, ভাগ্যের কাছে অপরাজেয়, বসন্তের প্রথম কবোষ্ণ নিঃশ্বাসের মত কোমল।

ট্রিসট্রম ফরস্টাইস দ্রুত ডুবতে থাকেন এবং তাঁর বাচনের মধ্যে হাঁটা চলা করতে করতে যেন শৈশবের দৃশ্যাবলীর মধ্যে বেঁচে ওঠেন। সাম্প্রতিকতম কালে, যখন তাঁর মন ছিল স্বচ্ছ, তিনি অবশেষে ক্যাথেরিন সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা উল্লেখ করলেন।

যখন আমার মৃত্যু হবে, তিনি বললেন, আমি চাই আমার কাছ থেকে একটি সংবাদ বহন করে নিয়ে যাবে সেবিকা ক্যাথেরিনের কাছে। তাকে বলবে শেষ দিন অবধি আমি তাকে ভালবেসেছি। সে জানে যে ভালবাসার প্রথম প্রহর থেকে শুরু হয় আমার ভালবাসা, কিন্তু আমি তাকে একথাও জানাতে চাই যে সমাপ্তি অবধি সেটা ছিল প্রবাহমান। তার প্রত্যাখান, আমার কাছে মুহূর্ত, সীমায়িত। আমরা যদি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতাম? হতাম, কিন্তু তার পুত্র, যাকে সে ত্রাস ও অস্বস্তির মধ্যে নিরীক্ষণ করেছে, কেননা

তার মধ্যে মৃত পিতার উন্মাদনার আশংকা ছিল, সে অসুস্থ হয় এবং মারা যায়। সঠিক ভাবে অথবা ভুল ভাবে ক্যাথেরিন অনুভব করেছিল যে আমার প্রতি তার ভালবাসা পুত্রের প্রতি তার ভালবাসার চেয়ে কম এবং নিজেকে সে আমাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে দূরাগত গোলাপের মত। অবশেষে সেই অবস্থা কাটিয়ে ওঠা সত্ত্বেও ক্যাথেরিন স্বীয় আনন্দ লাভের ক্ষমতাকে নিঃশেষিত করে দেয়। ভালবাসার আনন্দ পরিণত হয় মৃতার্ত সত্তায়। অন্যের সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবনকে গ্রহণ করার মত মানসিক প্রস্তুতি অথবা সম্পত্তি তার ছিল না এবং আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম, আমার দিকে জমে উঠল কিছু তিক্ততা। আমি তোমাকে একথা জানাতে চাই যে দীর্ঘদিন আগে আমার বিরূপ মনোভাব শেষ হয়ে গেছে এবং আমার স্মৃতির মধ্যে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হয়ে বেঁচে আছে, আমার হৃদয়ের মৃত আত্মার ধ্বংসের মধ্যে কি অমূল্য চিকন প্রভায় আলোড়িত এবং নিঃসঙ্গ বছরগুলিতে অর্জিত জ্ঞান তাকে সমৃদ্ধ করেছে। অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি আমার কোন বিশ্বাস নেই, স্বর্গে তার সঙ্গে দেখা হবার কোন সম্ভাবনা নেই এবং তার স্মৃতি নিয়ে জীবনের অর্ধেক সময় অতিবাহিত করার পর আমি বলতে পারি যে অন্য কোন জগতে তার মুখোমুখি হতে পারবো না। কিন্তু ভালবাসা ও সখ্যতার শেষ কথাটি আমি তাকে জানিয়ে যেতে চাই। তারপর তিনি তার ভাইপোর হাতে তুলে দিলেন শয্যাপার্শ্বে রাখা একটি অবরুদ্ধ বাক্স, একটি পত্রিকা এবং একগোছা পত্রাবলী।

ক্যাথেরিনের এবং তাঁর, যেগুলো ক্যাথেরিন ফিরিয়ে দিয়েছে সেবিকা জীবনে প্রবেশের আগে, কিন্তু বলে গেছে যে তিনি যেন আর না ফেরেন। তিনি চাইলেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঐ পত্রিকাটি যেন তাঁর ভাইপো পড়ে, তাহলে সিস্টার ক্যাথেরিন সম্পর্কিত পত্রাবলীর সমাধান করা সহজ হবে। যখন তাঁর শক্তি আসবে কমে এবং তিনি হবেন মূক, মৃত্যু খুব বেশি দিনের পথ হবে না।

সমস্ত রাত্রি ধরে, প্রায়—নিঃসঙ্গ বাড়ার নীরবতার মধ্যে জন ফরস্টাইস পড়তে থাকলেন তাঁর কাকার পত্রিকা। অদম্য সমাপ্ত ভালবাসার দীর্ঘ বেদনার ও সংক্ষিপ্ত আনন্দের ইতিহাস, একটি সীমায়িত বিরতি দ্বারা সে ভালবাসা হয়েছে নৈঃশব্দময় এবং শব্দবিহীন।

পত্রাবলীর উপস্থাপনা ক্যাথেরিনের কিশোরীকালে যখন ট্রিসট্রাম বালক মাত্র। ক্রমবর্ধমান আশার অবসরে, অনভিজ্ঞ ভালবাসার রক্তে রঞ্জিত মনে ক্যাথেরিনের অনাগত জীবন সহচরের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। গর্বিত অথচ লাজুক, ট্রিসট্রম বাইরে দাঁড়াতেন, অন্তস্তল আলোড়িত, নিরাশার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে তিনি কিছুই করতে পারতেন না। ক্যাথেরিনের পরিণয় সংকল্প সেই

পত্রধারার স্রোতকে কিছুকালের জন্যে রুদ্ধ করে দেয়। সেটির আবার সূচনা ঘটে যখন ট্রিসট্রম দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর তাঁর পিতার মৃত্যুশয্যায় এসে উপস্থিত হন এবং ক্যাথেরিনের উন্মত্ততা বিষয় অবহিত হন। নানাভাবে তিনি ক্যাথেরিনকে তাঁর বেদনার মধ্যে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন, অনেক বছরের সমাধি-শয্যা থেকে প্রেমবহ্নি উঠেছে জ্বলে, ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে জয় করেছে মৃদু প্রত্যুত্তর এবং আনন্দের আশা হয়েছে আবির্ভূত।

তারপর, ক্যাথেরিনের স্বামীর মৃত্যুর পরে সেখানে এলো আনন্দের সামান্য কটি সপ্তাহ কিন্তু এখনও ট্রিসট্রম অনুভব করছেন যে ক্যাথরিনের সত্তা সততঃ সঞ্চরনশীল কামনাবিহীন, বিশাল মহান বিশ্বের। সেখানে তিনি কোনদিনই প্রবেশ করতে পারবেন না। অতিশীঘ্রই শিশুটির মৃত্যুর করাল ছায়া তাঁর সমস্ত আশাকে অবদমিত করে দেয়। সর্বশেষে বিচ্ছেদ, সেটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। সেটা তাঁর সামনে নপুংসক বিদ্রোহে তাড়িত করে, তার সর্বোচ্চ নিষ্ঠুরতায় ভরিয়ে তোলে এবং ক্যাথেরিনও ভাগ্যের প্রতি বিরূপতা অগ্রসর করে।

ধীরে ধীরে সঞ্চিত হল শান্ত ভাবনা। তিনি অনুভব করলেন স্মৃতির সমুদ্রে মৃত্যু এনে দিতে পারে প্রশান্তি। কিন্তু কখনো তিনি ভাবেন নি যে ইন্দ্রিয় লোভী ভালবাসা জীবনের পরম কাঙ্ক্ষিত, দুঃখ অ-সুখ অথবা আনন্দ, সেটাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ঈর্ষনীয় সম্পত্তি। প্রথমে তিনি শিখলেন যে তাকে সর্বজনে পরিপ্লাবিত করতে হবে। তাকে হতে হবে বিশ্বজনীন। শাসন করবে সহানুভূতি ও জ্ঞান।

পত্রাবলীর শেষপর্বে, অনেক সমস্যার পর তিনি এই দর্শনে এসে উপস্থিত হয়েছেন যেটা তাঁর সাম্প্রতিক বছরগুলির স্নেহ মমতার পরিচায়ক।

না, কামনা ভরা ভালবাসাকে তার অবস্থিতি দিয়ে অথবা তার সুখ-দুঃখ দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। যারা কিছু না ভেবে একে অবলোকন করে, শুধু দেখে এর অস্থিরতা এবং ধ্বংসের উন্মত্ততা, তাদেরকে এই ভেবে ক্ষমা করা যেতে পারে যে এর অভাবে পৃথিবী হয়ে উঠতো আরও সুন্দর। কিন্তু যারা সেই বোধকে ভেতর থেকে অনুভব করে, যন্ত্রণাকে গ্রহণ করতে চায়, নিঃসঙ্গ সময়ের দংশন ও শঙ্ক', তারা মিলনের নরিক্ত মুহূর্তের স্বর্গীয় সমাগম নয়। মানুষের সমস্ত সহবাসের মধ্যে থাকে ভালবাসার প্রতিপত্তি, শব্দময় সাচ্ছন্দ্য, জেদী প্রশান্তি যেটা কবিতার অতিক্রমনীয় পৃথিবীর রোমাঞ্চকে আকর্ষণ করে। যেখানে প্রতিটি পৃথক সত্তাকে দেওয়াল দ্বারা নির্বাসিত করা যায় না, যেখানে আত্মা ও অন্যান্যদের মধ্যে প্রভেদ মূল্যহীন।

কিন্তু সময় ও স্থানের দুর্ঘটনা', জীবন স্পন্দন, ঐহিক অতৃপ্তি, তীব্র বোধের

প্রাচীর 'অনুভবের সাধারণ নিঃস্বতা' এমন একটি পৃথিবীর দিকে উদ্বুদ্ধ করে যেটা আমাদেব অনুভবের বাইরে। একমাত্র সেই অচেনা স্বর্গে, ত্রুটিহীন সত্তার মিলনে আমরা অগম্য আদর্শের প্রতি অগ্রসর হতে পারব। এই আদর্শের ক্ষুদ্রতম অংশ বিরলতম মুহূর্তে অনুভব করে ইন্দ্রিয় তান্ত্রিক প্রেমিক।

এই তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার কাছে সমস্ত জীবনের সবকিছু সামান্য মনে হয়। সে অনুভব করে, সে যেন মাত্র একবার বিচ্ছুরিত তারাদের শিখরে উত্তোরণ করেছে এবং আনন্দময় মৃত্যুর মহাসমুদ্রের গহন হতে গহনতম স্থানে ডুব দিয়েছে।

আনন্দ অনিবার্য হলে আনন্দ করো, এটি হল বাসনার শ্রেষ্ঠতম বর্ণমালা। কামনা ঝঞ্ঝা আমাদের জীবনের অমৃতত্বকে সেই সুউচ্চ শিখরে অথবা নিম্নতম গভীরতায় উত্তীর্ণ অথবা প্রোথিত করে। জাগিয়ে তোলে সাধারণ পৃথিবীতে না ফেরার আকাঙ্ক্ষা।

অশেষ সহজাত যন্ত্রণা, যে কোন সহজলভ্য জয়ের বরণীয় হয়ে ওঠে, প্রবেশ করে ভালবাসার প্রান্তরে, তাকে সুমহান করে। রোমাঞ্চিত বাসনার সম্পূর্ণতা মানব আত্মাকে তৃপ্তির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সমস্ত মহৎ কর্ম তাদের বহিরঙ্গে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন তার্কিক বিচারে তারা দূরাগত আলোকিত পৃথিবীর। সেই আলোকময় পৃথিবীতে প্রেমিকদের ভাবনা হবে যে আত্মা যেন ভালবাসার সঙ্গে ভাগ করে নেয় অসীমতা, যদি সবশেষ অনুভূতিকে দ্রুত মৃত্যু দ্বারা অমর করে রাখা যায়।

কিন্তু পৃথিবীতে ফিরলেই আঘাত করে কর্তব্য, ক্ষণকালের দেখা স্বর্গের দ্বারা সময় বন্ধ হয় এবং পূজা অর্চনা স্থান নেয় জীবিত গৃহ কোনে। কিন্তু সেই আড়ম্বর জ্ঞান অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জ্ঞানই হল শ্রেষ্ঠতম বন্দনা, ভালবাসার মাধ্যমে সমস্ত মানব আত্মার অসীমতাকে দেখা যায়। প্রেমের স্নিগ্ধতা ও কোমলত্ব সমগ্র মানব সত্তার প্রতি আস্থাশীল, এবং ভালবাসার প্রফলিত গৌরব নির্বাসিত আত্মার মুক্তি ঘটাতে পারে। যে মানুষ জীবনে একবার ভালবেসেছে, তাকে পৃথিবীর বেদনাগুলী গ্রাস করতে পারে না, তার কাছে হতাশা এবং দুঃখের অভিজ্ঞতা পরিণত হয় মানব জীবনের সম্ভাব্য সমস্ত আনন্দ ও জ্ঞানে।

কাকার মৃত্যুর পরে জন তাঁর শেষ ইচ্ছা পালন করতে মনস্থ করলেন। এখন তিনি সিস্টার ক্যাথেরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। যিনি এখন একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়াময় উৎপাদিকা শহরের মাদার সুপিরিয়র নামে পরিচিতা।

তাঁকে একটি বিরাট আসবাব বিহীন ঘর দেখানো হল, যার মেঝেতে পাতা

আছে অয়েলক্লথ, সেই ঘরের মধ্যে আছে একটি টেবিল, কয়েকটি শক্ত চেয়ার এবং কিছু বই। তিনি ভাবতে লাগলেন যে তাঁর সামনে কি ধরণের মহিলা এসে উপস্থিত হবেন, তিনি মানসিক অস্থিরতা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ক্যাথেরিন কি হবে এক শীতল সাধারণ সেবিকা যিনি তাঁকে এবং তাঁর সংবাদকে পৃথিবীর প্রতি উদাসীন হৃদয় দ্বারা গ্রহণ করবেন? অথবা গ্রহণ করবেন অনুভূতি ছাড়া? এই অচেনা পরিবেশে তাঁর ভীতি বাড়তেই থাকে। ইতিমধ্যেই তিনি অনুভব করেছেন তাঁর কণ্ঠস্বর ও ভঙ্গিমা রুক্ষ ও দীর্ঘ হয়েছে। তিনি কেমন করে একজন প্রেমিকের সংবাদ বহন করবেন? তাঁর কাল্পনিক চিন্তাধারা সংক্ষিপ্ত হল একজন সিস্টারের ডাকে। তাঁকে মাদার সুপিরিয়ারের ঘরের দিকে যেতে বলা হল।

ঐ ঘরে প্রবেশ করে মৃদু আলোকশিখায় তিনি দেখতে পেলেন যে মাথা নীচু করে সশ্রদ্ধ চুম্বন করছে। সেই ছায়াচ্ছন্ন মুখে অন্ধকারের ওড়না পরা। পরে তিনি শুনেছিলেন যে মেয়েটি হল এক অনাথা। শিশুটি অদৃশ্য হবার পর তিনি দেখতে পেলেন ঘন নীল সার্জ পরিহিতা একটি ক্ষুদ্র অবয়ব, কোমল ত্বকের একখানি মুখ, যাতে যন্ত্রণার অসংখ্য বলিরেখা পড়েছে। এবং সেই মুখখানি তৎক্ষণাৎ আত্মার প্রতি বিশ্বাসী হবার বোধ জাগিয়ে তুলল। তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মূর্খতারই নামান্তর। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর দিকে চেয়ে থাকা দূরাগত চমকপ্রদ চোখগুলির দিকে? তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন যে সাধারণ এবং সম্পূর্ণ ভাবে তিনি মাদার সিস্টারকে তাঁর সংবাদ দিতে পারবেন।

অনুভব—আচ্ছন্ন দীর্ঘ আঙুল দ্বারা পরিবেষ্টিত হস্তখানি তাঁর কাঁধে এসে পড়লো। মাদার বললেন—এস এবং এখানে বোস।

তিনি ঘরের চারদিকে দেখলেন, সাধারণ ভাবে সাজানো, কিন্তু সহজ সৌন্দর্য ও মাধুর্য্যের অনুভব ভরা। বই এবং কয়েকটি ধর্মীয় ছবি ঢেকে রেখেছে দেওয়াল, মাদারের চেয়ারের কাছে পড়ে আছে কয়েকটি জীর্ণ-বিবর্ণ ছবি, একটি হল এক বালকের। এক কোণে আছে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি। সমস্ত ঘরে অলঙ্কার বলতে ওই শিশুটির ফেলে যাওয়া একগোছা পুষ্প।

তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি অবস্থিত ঐ মুখটি অথবা ঐ চোখ দুটি তাঁর আমন্ত্রিত হাসিকে অন্তর্হিত করে দিল। সেখানে ফুটে উঠল দুঃখক্লিষ্টবোধ নীরব ব্যথা, মর্মান্তিক বেদনার বহিঃপ্রকাশ এবং উদাসীনতা, কিন্তু এইসব অনুভূতির ভেতরে এবং এর বাইরে ছিল এমন একটা কিছু, যাকে তিনি আগে কখনোও দেখেননি। একটা শান্ত

মৃদু বিচ্ছুরিত আলোক, যেটা কিছু দেখে, কিছু বলে। তিনি দেখতে পান না, প্রেম এবং আলোকের সত্য বর্তমান অন্তর্দৃষ্টি।

তিনি কথা বলতে লাগলেন। দীর্ঘ শীর্ণ আঙ্গুলগুলি একত্রিত হল, চোখ দুটি তাঁর দিকে হল স্থির, কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি দেখলেন, সে দুটি এখানে ওখানে পড়ছে যেন ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় সমস্ত ঘটনাকে বলতে চাইছে। যে ঘটনাবলী জন অন্য কারোর উপস্থিতিতে তাঁর পদতলে সমর্পিত করেছে।

সে কি ছিল তাঁর বহন করা শ্রদ্ধার জন্যে উষ্ণতা অথবা তৃপ্তি? না, তিনি অনুভব করলেন, সেই আত্মায় যেখানে নিজেকে বিসর্জিত করতে হয়, কেউ না, শুধু সর্বব্যাপী শ্রদ্ধা এবং গভীর আবেগ। যখন তিনি তাঁর কাকার কয়েকটি মহৎ কাজের উল্লেখ করলেন, তাঁর স্নেহময় জীবন যাপনের কথা বললেন, মাদার সুপিরিয়ারের সমগ্র দেহখানি যেন আনন্দে কেঁপে উঠল।

অবশেষে তিনি কথা বললেন। তাঁর শব্দ যেন ভেসে আসছে অন্য কোন জগত থেকে, যদিও এর মধ্যে নিহিত ছিল অপূর্ব সহজাত বেদনা, যা ধরে রেখেছে মানব সত্তার সমগ্র বেদনার সম্ভাবনাকে। তাঁর কামের জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনা সম্পর্কে মাদারের স্বচ্ছ স্মৃতি জনকে বিস্মিত করল। ধীরে ধীরে মাদার স্বর্গীয় প্রেমের কথা বলতে লাগলেন, জন যেসব বিশ্বাস করতে পারবেন না, তাদের উল্লেখ করলেন না।

হ্যাঁ, মানব জীবনের বেশির ভাগ হল শয়তানি। হয়তো অন্য সামগ্রীর সাধারণ বাজারে ভালোর থেকে মন্দের দাম বেশি। কিন্তু এই অন্ধকার সীমায়িত, বৃত্তাধীন! সমগ্র শয়তানিকে দেখা যায়, বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং ফেলে আসা যায়। অবশ্য ভাল গুণগুলিও একই ভাবে সীমিত কিন্তু সবকটি নয়। তুমি কি কখনও বিদীর্ণ বেদনার মুহূর্তে দেখেছো অজানা উৎস থেকে ছুটে আসা আলোক? অনুভব করেছো যেন তুমি অস্তিত্বের অনন্ত মহাসমুদ্রে অদৃশ্য তরণীতে ভাসছো, চলেছো আমাদের প্রস্তরময় মানব সৈকতের সীমার বাইরে, যেখানে দুঃখ আসবে না, যেখানে যন্ত্রণা এবং পাপকে আত্মস্থ করবে অসীম ভালবাসার একত্ব, যেখানে সৌন্দর্য হবে মৃত্যু প্রয়াসী ত্রাসমণ্ডিত রাত্রির আলোক, জলতে থাকবে এমন এক বিচ্ছুরণের দ্বারা যেটি আমাদের অশান্ত প্রশ্নের পৃথিবীকে আলোকিত করবে। সেই জগতে সত্যকে ঈশ্বরের মত অদৃশ্য মনে হবে না, সত্য যাকে নিষেধ করবে তাকে আমরা পাব না, সত্য দ্বারা প্রত্যাখ্যাত মিথ্যা হবে শক্তিহীন, সেই অনিয়ন্ত্রিত সাগরের সামনে। সেই পৃথিবীতে কোন সীমানা থাকবে না আমাদের মানসিক ক্ষমতা তার আনন্দের সমাপ্তিতে পৌছতে পারবে না। যারা তার স্বাধীনতার সন্ধান পাবে তারা তাদের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ ভাবে

সীমায়িত আশার কারাগারে আবদ্ধ রাখবে না এবং গতজন্মের যে ভয় তাদের গ্রাস করেছিল সেটা হবে অদৃশ্য। তারা বিশ্বাস করবে যে প্রতিটি মানবসত্তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা হল অসীম এবং স্বর্গীয় ধ্বংসময়। তাকে অনুভব করতে হবে অশান্ত আকাঙ্ক্ষার কুয়াশায় কিন্তু মানুষের জীবনের সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করবে না। এইভাবে তারা স্বর্গীয় বিজয়ের দ্বারা শান্তির সন্ধান করবে। মানব সত্তাকে তারা দেবে এমন ভালবাসা যার প্রকাশ হবে অনন্ত, সে ভালবাসা নিজের জন্যে অন্বেষণ করবে না, যে ভালবাসা অন্য সকলের জন্যে অনেককিছু দাবী করবে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হবে পৃথিবীর ঘূর্ণণের মধ্যে থেকে অন্য সকলকে অসীমের প্রতি আকর্ষণ করা।

যাদের কাছে এই যুক্তি অর্জিত হবে, চরম নিরাশা তাদের ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না, যন্ত্রণার মধ্যে, ভালবাসায় সত্তাকে হারানোর মধ্যে করুণা করার পাত্রদের ক্রম অবনতির মধ্যে তারা দেখতে পাবে আবদ্ধ পৃথিবীতে সূর্যের উজ্জ্বলতা। তারা জানবে যে কোনো ভাবে অপ্রকাশ্য হলেও, পাশব যন্ত্রণার মধ্যে মানব জীবন এমন এক মূল্যবোধ ধরে রেখেছে যা হল অসীম, নক্ষত্রের প্রতি প্রসারিত, সমগ্র মহাবিশ্বকে আলিঙ্গনে উন্মুখ, দূরাগত অতীত এবং সমাগত ভবিষ্যতকে প্রেমের বিশাল বন্ধনে আবদ্ধ করবে!

ভালবাসার কাছে মহত্ব চরম এবং ভালবাসা মহত্বকে প্রকাশ করে। প্রেম হল সেই সূর্য যা আমাদের কারাগারের রুদ্ধ কোণে বিচ্ছুরিত হয় এবং প্রেম হল সেই শক্তি যা রুদ্ধ কারার দরজা দেয় খুলে এবং আমাদের পরিণত করে আলোকিত পৃথিবীর নাগরিকে। যখন প্রেম থাকে, এই পৃথিবীর বাঁচাবার অধিকার থাকে।

মাদার সুপিরিয়ার আবার মৌনা হলেন, তিনি কি বললেন? এক বিরাট প্রশ্ন, জনের কাছে, তাঁর গ্রহণের বাইরে। তিনি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন, যদিও তিনি এক নতুন আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু এটা শব্দাবলী নয়। এটা হল অন্য কারোর কণ্ঠস্বর। তাঁর কথাগুলি যেন অনন্ত প্রেমে পরিপূর্ণ আত্মার কথন, মৃদু সহানুভূতি এবং অশ্রদ্ধা, তারা এসেছে অজানা ও স্পন্দিত মূল্য বহন করে। মৃত মানুষটির জন্যে তাঁর মনে এখনও সঞ্চিত আছে ভালবাসা, সেটা সম্বন্ধে জন নিঃসন্দেহ। কিন্তু যদি মৃত্যুর আগে কাকা এটা জেনে যেতে পারতেন তাহলে কি তিনি আরও তৃপ্ত হতেন?

সম্ভবতঃ না, কেননা এটাতো তাঁর কাছে তখনও অবধি অবাধ ভালবাসা নয়, এটা হল মাদারের ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রেম? স্বার্থ এবং আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ হয়ে গেছে আবেগময় প্রেমের স্মৃতি কিন্তু তিনি কল্পনা করতে পারেন যে সে প্রেম দান করতে ব্যগ্র, গ্রহণ করতে অপারক। তিনি

মাদারের হাঁটুর তলায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় বসে থাকতে পারেন, শুধু তাকিয়ে অথবা অর্চনা ও শ্রদ্ধায় নতজানু হয়ে, তাঁর কাছে অমূল্য সেই আত্মার দিকে দুটি হাত বাড়িয়ে। দীর্ঘ নীরবতা সেই প্রার্থনাকে স্পর্শ করতে অথবা হ্রাস করতে পারে নি মাদারের মুখচ্ছবি একাই সে কথা বলবে।

যা কিছু হারিয়েছেন তার জন্যে মাদার কি অনুশোচনা করছেন? যন্ত্রণা এবং বেদনার জন্যে শংকা হয়তো, জনের আবার মনে হল যেখানে ছিল বিশ্বস্ত, বিলীন এবং অপতিত মনোভাব, মাদার কাকার জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে করে তুলেছেন আরও শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত।

ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়, মাদার বলেন—বন্দনার সময় এসেছে। জন হাঁটতে থাকেন, কিন্তু সেই কম্পিত হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিয়ে সমস্ত অবিশ্বাসের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করলেন যে মাদারের সুমহান সত্তার মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করার অদম্য বাসনা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে। তিনি হয়তো বলবেন—আপনি কি আমাকেও আশীর্বাদ করবেন না? জনের চেতনাকে অনুভব করে মাদার যেন উন্মীলিত চোখ দু'টি মেলে বলেন—তুমি তাকে ভালোবাসতে এবং জীবনের শেষ ক'টি দিনে তুমি তাকে অশেষ সেবা-যত্ন করেছো। আমি তোমায় কখনো ভুলবো না।

মাদারের কথা সীমায়িত, কথন অনেক বড।

চলতে চলতে কি এক সহজাত প্রবৃত্তিতে জন তাকিয়ে রইলেন বাড়ির দিকে এবং অবাক হয়ে দেখলেন যে মাদার বিষণ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। জনের মনে হল, তিনি তাঁর দিকে এমন ভাবে দেখছেন যে তিনি হলেন বিদায়ী অতীতের শেষ স্মৃতি। জন তাকিয়ে আছেন। দ্বিতীয় ঘণ্টাটি বেজে ওঠে। মাদার ধীরে ধীরে জানলা থেকে সরে যান এবং অদৃশ্য হয়ে যান।

পথে তখন বৃষ্টি পডছে। কাদার মধ্যে খেলতে খেলতে শিশুর দল ঝগড়া করছে এবং কাঁদছে। কাজের শেষে মানুষ আগামী ফুটবল ম্যাচের ফলাফল নিয়ে বাজী ধরতে ধরতে বাডী ফিরছে। নিকটস্থ কোন এক ফ্যাকটারী থেকে বেড়িয়ে আসা যুবতীদের কর্কশ ও হিংস্র ভঙ্গিমা চোখে পড়ছে। এদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ফরস্টাইস তাঁর শপথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

এক মুহূর্তের জন্যে সেই ভাবনাটা ভেঙে যাচ্ছে, আবার মহাজাগতিক ভালবাসার চিন্তাধারা ফিরে আসছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন নিজের চোখ দুটি দিয়ে নয়, নব আলোকিত দৃষ্টি দ্বারা। বাইরের দিক থেকে ক্ষুদ্র হলেও প্রতিটি ক্ষমতাশীল অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত আছে অসীম মূল্যবোধ। লুকিয়ে আছে দৃশ্যমান ত্রাসের

অন্তরালে অবরুদ্ধ সৌন্দর্য।

শেষ ঘণ্টায় তিনি যে নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন তার সবটুকু অবাস্তর নয়। যদিও তাঁর অন্য সব বিশ্বাসের মধ্যে একে রাখবার কোন স্থান নেই। যে বিশ্বাস তাঁকে শেখায় যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অবলুপ্তি ঘটে, বল পদার্থ পৃথিবীকে শাসন করে, ধর্মীয় শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে ক্ষুদ্র, যেন বিপদযুক্ত তরঙ্গের বুকে ভাসমান সামান্য কয়েকটি আলোকিত বুদবুদ, স্থির জিজ্ঞাসার মধ্যে ব্যাপৃত থেকে জন শীঘ্রই পথের যেকোন দৃশ্য অথবা শব্দকে আর দেখতে অথবা বুঝতে পেলেন না। স্বপ্নময় পদক্ষেপে উপস্থিত হলেন গৃহে। তাঁর সমস্ত চিন্তার মধ্যে সেই কণ্ঠস্বর আর সেই চোখগুলি এখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। যেসব বিশ্বাস তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে সেগুলো তিনি গ্রহণ করতে পারছেন না, কিন্তু তিনি অনুভব করছেন যে তাদের মানব জাতির প্রতি গুরুত্বপূর্ণ অথচ সামান্য জ্ঞান লুকিয়ে আছে। এমন কিছু সত্য, যা বিজ্ঞানের সত্য।

তাঁর মনে পড়লো স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর মনে জীবনের রহস্য সম্বন্ধে যে চেতনা এসেছিল। মানুষের জীবনের সমস্ত অন্ধকার দিকগুলিকে আচ্ছন্ন করে রাখা অসৎ বৃত্তিগুলির ওপর দিয়ে শিকারী চেতনা ছুটিয়ে আবিষ্কার করবেন এযাবৎ অনাবিষ্কৃত অনন্ত মূল্যবোধ। তাঁর মনে পড়লো অ্যানেগলোর নৈরাশ্যবাদ থেকে উদ্ভূত অযৌক্তিক চেতনা। মাদার ক্যাথেরিনের নিজস্ব চেতনার গোপনতা তাঁকে ধীরে ধীরে ভগবানের কাছ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে প্রার্থনাময় জীবনে। আত্মার ক্ষমতায় বিশ্বাসী করে তুলছে।

দিনের পর দিন ধরে চিন্তার স্রোতের মধ্যে একই সমস্যা তাঁকে আঘাত করল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে অথবা ধীর ভাবে সামনে পেছনে পদচারণা করতে করতে তিনি পাশাপাশি দুটি সত্যকে আবিষ্কার করলেন, বিজ্ঞানের সত্য এবং দৃষ্টির সত্য। এ দুটিকে সংঘবদ্ধ করবার জন্যে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে তিনি অনুভব করলেন যে, সমবেত ভাবে দু'টিই ধ্বংস উদ্রেককারী অথচ একক ভাবে সত্য।

খুব ধীরে, সন্দেহের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির গৌরব হারাবার আশঙ্কায়, মিলনের সম্ভাবনা আবিষ্কার করলেন। এটি অবশ্য স্বচ্ছ অথবা অসীম নয়, তৃপ্তি জনক নয়, সম্পূর্ণ নয় কিন্তু মিলন সম্ভব। এর জন্যে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ প্রয়োজন।

ক্রমশঃ তিনি বুঝতে পারলেন যে এই পৃথিবীতে আমরা ভাল-মন্দের যে প্রতিফলন দেখি তা হল আমাদের হৃদয়ের সৎ এবং অসৎ প্রবৃত্তির প্রতিফলন। আমাদের ভালবাসা এবং ঘৃণা, আকাঙ্ক্ষা এবং উদাসীনতা পৃথিবীকে দ্বিধা বিভক্ত

করেছে। পরিপূর্ণ করেছে সংগ্রামে, করেছে বিচ্ছিন্ন। করেছে সন্দেহ সংকুল যুদ্ধক্ষেত্র।

কিন্তু এখানে বিশ্বদর্শনের আরেকটি পথ আছে, আরও উদার। সেখানে আছে স্বাগত গ্রহণ। যখন এই জাতীয় অনুভব প্রবল হয়ে ওঠে, এটা আমাদের মধ্যে সেই চেতনার উন্মেষ ঘটায় যা পৃথিবীকে এমন ভাবে মহান করে। সেটা বিচ্ছিন্ন থাকে না। কেননা একই আবেগ সকলকে আঁকড়ে আছে। এই অনুভূতির হৃদয় হল সবকিছুর মধ্যে অসীমত্ব অন্বেষক সশ্রদ্ধা। শিল্পী দ্বারা সৃষ্ট সৌন্দর্য এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার আরাধ্য আদর্শ সৌন্দর্যের প্রতি বাড়িয়ে দেয় অস্থির অনুসন্ধানকে। শিল্প অনুভব করে যে সেই রমণীয়তা কোথায় কোথায় আছে। হয়তো সবখানে। হাতের পাশে যেন অবগুণ্ঠনে এই মাত্র ঢেকেছে মুখ, যেকোন মুহূর্তে সেটি ছিঁড়ে যাবে।

এই পৃথিবীর রহস্য তন্ময় ব্যাপ্তির পাশাপাশি আছে নিঠুরতা ও লালসার জিঘাংসা। এইভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কল্পনা ও ঘনাটার মধ্যে চলেছে সংঘাত। তাই তন্ময়তা বোঝাতে চাইছে যে আমাদের রোজকার পৃথিবী অবাস্তব অথবা অর্চনা করার চেয়ে কম বাস্তব, এই চেতনার অন্তরালে যে আরেকটি পৃথিবীর কল্পনা করে সেটি হল আরো পরিপূর্ণ বাস্তব। কিন্তু এখানে বিজ্ঞানের সীমানা চরম, দৃষ্টির বাস্তব অবস্থিতি থাকলে তাকে হতে হবে চেতনার উৎস, অবচেতনার নয়। সে বাস্তব পৃথিবীকে স্বীকার করবে তন্ময়তার চেতনাকে বজায় রাখবে কিন্তু বিশ্বের গঠন সম্পর্কে তন্ময়তার বিশ্বাসকে গ্রহণ করবে না।

অথচ এই দৃষ্টি যেন বহন করে তীব্র জ্বালা। যদিও আমরা বেদনা নিষ্ঠুরতা অথবা লালসার মধ্যে বাঁচতে পারি না। যতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের পৃথিবী এবং দৃষ্টির পৃথিবী এই উভয়কেই একই বাস্তবতা দিয়ে ঘিরে রাখা হবে, ততদিন চলবে এই সংঘাত। আমরা ভালবাসবো বেদনা-দগ্ধদের, নিষ্ঠুর ও কামুকদের আমরা ভাববো অন্ধ এবং আমরা জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে অনবহিত সেইসব মানুষের উদ্দেশ্যে দেব আমাদের করুণা। যদিও আমরা তাদের ভালবাসবো, আমরা কিন্তু তাদের অন্ধত্বকে মেনে নেব না অথবা তাদের উদাসীনতাকে বরণ করবো না।

দু'টি সত্য, যারা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, তাদের একটিকে উপলব্ধি করতে হয় অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা। অপরটি আসে বিজ্ঞানের বিশ্লেষাত্মক আলোচনায়। প্রথমটি আমাদের মনে সেই চেতনা জায়গায় সেটা পৃথিবীকে আরো বড় মুক্ত এবং উদার করে তোলে, তাকে আকাঙ্ক্ষার কুয়াশার ওপর স্থাপন করে, আশা এবং ভয়ের অনুভূতির বাইরে পালন করে,

আমরা ক্ষণকালের জন্যেও অসম্পূর্ণ ভাবে, বিশ্বের সর্বব্যাপী স্বর্গীয় অস্তিত্বকে অনুভব করি, যা কালস্রোত থেকে মুক্ত, আত্ম সচেতনার কারাগার হতে স্বাধীন সমগ্রকে প্রকাশ করে, বিচ্ছিন্ন ভাবে পরিদৃশ্যমান প্রতিটি অংশের ক্ষুদ্রতার এবং তুচ্ছতার ওপর বিস্তার করে অসীমতা এবং অনন্তকে।

সেই বিশাল শীতল বহিঃপৃথিবী যার অবদমিত ইচ্ছা রয়ে গেছে সেটাই হল দৃষ্টিশক্তির অবিশ্বাস্য নরক। যার মধ্যে বিস্ময়ের ছায়া পড়ে, অনিবার্য অসীমতার ছবি আঁকা হয়। অন্যান্য মানুষের কাছে দৃষ্টির চোখ হল ভালবাসার চোখ, যে ভালবাসাকে আকাঙ্ক্ষা করতে হয় না, যে ভালবাসা নিজেই হয় কল্পতরু।

প্রকৃতির অবশিষ্ট অংশের মত মানুষও এই সর্বব্যাপী একক সত্তার অংশমাত্র। তার সমস্ত কার্যাবলীর পূর্বনিয়ন্ত্রিত স্থান আছে। আছে পরিকল্পিত সময়, মহাজাগতিক বস্তু নিচয়ের মত তারাও নির্দিষ্ট সীমানায় পরিক্রমণ করে। কিন্তু মানুষ পদার্থের মত জড় নয়, তার মধ্যে ভাববার ও চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে আছে অসীম যন্ত্রণা, অসীম আকাঙ্ক্ষা, যা হল আমাদের জীবনের গহণতম অংশ, যা আমাদের হাতছানি দেয় প্রেম ও সহানুভূতির দিকে। এই দৃষ্টিশক্তি এসে ডাক দেয় স্বাধীন সঞ্জীবিত সত্তাকে।

দৃষ্টির সত্য আরেকটি তথ্যকে উদ্ভাবিত করে। যেটি হল পৃথিবীর উপর পরিব্যাপ্ত জীবন মানব সমাজের চেয়ে মহৎ। দর্শনের জগৎ বিচ্ছিন্ন ভাবে অস্বিত্বময়, এটি সম্ভাব্য পৃথিবী, বাস্তব পৃথিবী নয়, আংশিক সত্য আংশিক কল্পিত।

দর্শনের সৎ গুণগুলি অনন্ত! তারা অন্য সমস্ত ভালো-মন্দকে মূল্যহীন করে। এটি মানুষের উপলব্ধি করার ক্ষমতা। আংশিক ভাবে প্রত্যেকের স্ব-স্ব চেতনা, সমগ্র ভাবে মানব জাতির চেতনা, পৃথিবীতে যা কিছু অসত্য তার উৎপত্তি মানব অস্বিত্বে এবং যদি মানুষ দৃষ্টির মধ্যে বাস করে তবে তারা অবলুপ্ত হবে।

দারিদ্র, অ-সুখ, মৃত্যুভয়, প্রিয়তমের বিচ্ছেদ, এসব কিছুই আমাদের দৃষ্টিকে অসম্ভব করতে পারে না। যদিও এর কিছু কিছু বোধ তাকে আত্মস্থ করার পক্ষে দুরূহ করে তোলে। বহির্জগতের ঘটনাবলী এই পার্থক্য ঘটায় না, সারা পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করে মাত্র। চেতনা অথবা আনন্দকে বেশি মূল্য দেওয়া উচিত নয়, যদি তারা দৃষ্টি স্বচ্ছতাকে ব্যাপৃত করে তাহলে অন্য কথা।

অলসতা অথবা পরাজয়ের কোন দামই নেই। সবকিছুর প্রতি চেতনার

দু'টি দিকে আছে। সসীম এবং অসীম। অসীম দিকটি পৃথিবীর বুকে স্বর্গকে করে তোলে অস্তিত্বময়, সম্ভাব্যময়। তন্ময়তা ভরা দৃষ্টির সেই স্বর্গ এখনো আসেনি, আছে শুধু বসুন্ধরাকে আবৃত রাখা বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতায়। প্রেমিক শিল্পী অথবা সন্ন্যাসী একে অবলোকন করেন আদর্শের মধ্যে। প্রতিটি বিচ্ছিন্ন অংশকে একীভূত করার দুর্মদ বাসনা পোষণ করেন। এই দৃষ্টির স্বর্গ তখনই অস্তিত্বময় হবে যখন প্রতিটি মানুষ সেই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে, কিন্তু মানসচিন্তার অসীমতা ও সীমাবদ্ধতা তাকে মুক্ত জীবনে জন্ম নিতে দেয় না।

সম্পূর্ণ দৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন সম্পূর্ণ শিক্ষা, সম্পূর্ণ অর্চনা, সম্পূর্ণ প্রেম। এই সবকটি অনুভূতি হল শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ কিন্তু তার সবকটির বোধের মত এরাও অস্তিত্বের রহস্যের দিকে, এককত্বের অসীমতার দিকে প্রসারিত। বিজ্ঞানের প্রতি আনুগত্য অন্তর্দৃষ্টির শত্রু নয়, এর প্রয়োজনীয় প্রবেশ মাত্র। শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা হল অশ্রদ্ধার এক রূপান্তর, আমাদের অজ্ঞানময় কাল্পনিক চিন্তা ধারা। সত্যের জন্যে অন্বেষণ সশ্রদ্ধ অর্চনা এবং নিবেদনের আরেকটি পথ।

সমবেত সশ্রদ্ধার মাধ্যমে অসীমত্ব এসে প্রবেশ করে মানব জীবনে। তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা সমস্ত জীবনকে পরিপ্লাবিত করে। মহত্ত জীবন শুধু মাত্র তৃপ্তি নয়, কর্ম নয়, তৃপ্তিমণ্ডিত কর্ম। সে কর্ম পৃথিবীর অসীমতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। চেতনা, সৌন্দর্য অথবা প্রেমের প্রতি নিবেদিত জীবন হল অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অসীম জীবন। মানব অস্তিত্ব তার সমস্ত যন্ত্রণা ও অবনতির মধ্যে যেকোন সামান্য অংশে দীর্ঘ অথবা ক্ষুদ্র, মহৎ অথবা সামান্য হোক না কেন, শিক্ষা সৌন্দর্য অথবা প্রেম তাকে মহান করে এবং তাদের মধ্যে মহত্তম হল ভালবাসা। ফরস্টাইসের মনে এইসব চিন্তাধারা এসে অনুপ্রবেশ করে ধীর ভাবে। যখন তিনি তাঁর কাকার গৃহে নিঃসঙ্গ মুহূর্ত কাটাচ্ছিলেন। ছিল আইনগত ব্যবসার হিসাবপত্র গত যখন শারদ বৃষ্টি এসে আঘাত হানত জানলাতে, সঙ্গীত সুষমা ভরা পাখীরা বাতাসের মধ্যে বহন করত ঝড়ে পড়া বিবর্ণ পাতাদের।

এখন তার অনুপস্থিতির বছরগুলি শেষ হল, দ্বিতীয় মৃত্যুর মত তিনি বিদায় সম্ভাষণ জানালেন দুঃখ ও আনন্দ ভরা অনুভূতিগুলিকে। তাদের করলেন দৈনন্দিন জীবনের সাথী এবং এই নব উজ্জীবিত মননে তিনি ফিরে গেলেন পদার্থ বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়। সেখানে তাঁর জীবনের সব কটি বছর অতিবাহিত হয়।

।। উপনগরীর ভয়ঙ্কর লোকটি ।।

আমি মর্টলেকের বাসিন্দা। কর্মস্থলে যাবার জন্য রোজ আমাকে ট্রেনে চড়তে হয়। শহরের মধ্যে স্তব্ধ শান্ত একটা বাড়ি আছে। ঐ নিস্তব্ধ বাড়ীর পাশ দিয়েই রোজ আমায় যাতায়াত করতে হয়। একদিন সন্ধ্যেবেলায় আমি যখন বাড়ী ফিরছি তখন দেখলাম, ঐ বাড়ীটার গেটেতে একটা নতুন নামের ফলক লাগানো হয়েছে। নাম-ফলকটা পেতলের তৈরী। লেখাটা দেখে আমি অত্যন্ত অবাক হলাম। কারণ ডাক্তারদের নামফলকে সাধারণত যা লেখা থাকে, তার বদলে এই প্লেটের উপর লেখা আছে—

এখানে বিভীষিকা তৈরী হয়। আবেদন করুন। ডাঃ মার্ডক মালাকো।

এই অদ্ভুত ঘোষণাটি আমার বিস্ময় উদ্রেক করল। বাড়ীতে পৌঁছেই আমি ডাঃ মালাকোর কাছে একটা চিঠি লিখতে বসলাম। ব্যাপারটা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানাতে অনুরোধ করলাম। ঘটনাটা জানতে পারলে বোঝা যাবে আমি তার মক্কেল হতে পারবো কিনা। যথারীতি চিঠির উত্তর পেলাম ঃ

প্রিয়মহাশয়,

আপনি আমার পেতলের ফলকে লিখিত বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি, এ সম্বন্ধে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। আমাদের মহানগরীর বিরক্তিকর জীবনযাত্রা নিশ্চয় আপনি লক্ষ্য করেছেন। এখানকার শহরগুলোর একঘেয়েমি পরিবেশ অনেকের মনোকষ্টের কারণ হয়ে উঠেছে। যাঁরা মাতব্বর কিংবা যাঁদের মতামতের বিশেষ মূল্য আছে, তাঁরা এ সম্বন্ধে কিছু মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে কিছুটা বিপদের আভাস থাকলেও ঘটনার বৈচিত্র্য এবং কিছু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এই গতানুগতিক জীবনযাত্রাকে খানিকটা সুস্থ করে তুলবে হয়তো। এইসব চিন্তা করে আমি এমন একটি নূতন ধরণের জীবিকা গ্রহণ করলাম যা মতামতের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। আমার স্থির বিশ্বাস আমি মক্কেলদের এমন নতুন বৈচিত্র্য এবং উত্তেজনা জাগিয়ে তুলতে পারব যা তাঁদের জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটাবে।

আপনি যদি সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট সময় চুক্তি করে আসেন তবে আপনার ইচ্ছেমত অনেক তথ্য জানতে পারবেন। ঘণ্টা প্রতি দশগিনি আমার দক্ষিণা।

চিঠিটার উত্তর পড়ে আমার ধারণা জন্মালো ডঃ মালাকো এক বিশেষ ধরণের মানবপ্রেমিক। মন স্থির করতে পারছি না কি করব, ব্যাপারটা সম্বন্ধে নতুন তথ্য জানবার জন্য আরো দশ গিনি ব্যয় করব না অন্য কাজে এই দশগিনি

ব্যবহার করব। মনে মনে যখন আমি এই প্রশ্নের সমাধান সূত্রে পৌঁছতে পারছি না, তখন একদিন একটা ব্যাপার ঘটল। একদিন সোমবার সন্ধ্যেবেলা। আমি ডঃ মালাকোর গেটের পাশ দিয়ে যাচ্ছি।
দেখি আমার প্রতিবেশী মিঃ অ্যাবার ক্রম্বি বেরিয়ে আসছেন ডাক্তারের বাড়ীর সামনের দরজা দিয়ে। তাঁর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে দিশেহারা ভাব, দু'চোখের চাহনিতে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি। সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে টলতে টলতে এসে তিনি হাতড়ে দরজা খুঁজলেন। তারপর রাস্তায় যখন বেরিয়ে এলেন তখন তিনি যেন পথভ্রান্ত নতুন আগন্তুক।
আমি চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, মিঃ অ্যাবার ক্রম্বি! আপনার কি হয়েছে ?
তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন কিছুই ব্যাপার নয়, বোঝাতে। তারপর আমার উত্তরে বললেন, না তেমন কিছুই নয়, আমরা আবহাওয়ার বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলাম।
আমিও জোর করতে লাগলাম, আমাকে উল্টো বোঝাবেন না, আবহাওয়ার থেকেও ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছাপ আপনার চোখেমুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
আতঙ্ক ? আপনি কিসব আজে বাজে বকছেন ? ওনার হুইস্কিটা একটু বেশী ঝাঁঝালো তাই। বেশ বিরক্তিতেই তিনি কথাগুলো বললেন।
আমার প্রশ্ন যে তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। সুতরাং তাঁকে আর বিরক্ত করলাম না। একাই তাঁকে বাড়ীর পথে যেতে দিয়ে আমি পাশ কাটালাম। এরপর কিছুদিন তাঁর কোন খবর পাইনি। পরদিন সন্ধ্যেবেলা যখন ফিরছি ঐ স্থান দিয়ে, দেখি আমার আর একজন প্রতিবেশী মিঃ বোশাঁ ঠিক একই অবস্থায় ঐ গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছেন। তাঁর মুখেও সেই আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে যাবো, তিনি আমাকে হাত দিয়ে ইশারায় দূরে সরিয়ে দিলেন।
পরদিন আবার ঐ সময়ে ঐ পথে একই অবস্থায় চোখে পড়ল আমার বিশেষ পরিচিতা চল্লিশ বছর বয়স্কা মিসেস এনাকারকে। তিনিও ঐ একই অবস্থায় দ্রুত বেরিয়ে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন ফুটপাথের ওপর। তাঁর জ্ঞান ফিরলে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম, তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কাঁপা আতঙ্কিত। অস্ফুটস্বরে তিনি কেবল একটা কথাই বললেন, কখনো না। তাঁকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম। দ্বিতীয় কোন কথা তাঁর মুখ থেকে বার করতে পারলাম না।
পরেরদিন শুক্রবার কিছু চোখে পড়ল না। শনি রবিবার কাজে বেরোলাম না। সুতরাং ডাঃ মালাকোর গেটের পাশ দিয়েও যেতে হল না। রবিবার

সন্ধ্যেবেলা শহরের এক বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি, আমার প্রতিবেশী মিঃ গসলিং গল্প করার জন্য এলেন। তিনি বেশ গ্যাঁট হয়ে বসে গলা ভেজালেন। তারপর স্বভাব অনুযায়ী পাড়াপ্রতিবেশীদের সম্বন্ধে গল্প শুরু করলেন।

তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কিছু জানেন, আমাদের এই রাস্তায় প্রত্যেকদিন কিসব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে চলেছে? মিঃ অ্যাবার ক্রম্বি, মিঃ বোর্শা, মিঃ কার্টরাইট, এঁরা প্রত্যেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, অফিস যেতে পারছেন না। আর মিসেস এনারকারের অবস্থাও শুনছি ভাল না! তিনি একটা অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছেন।

মিঃ গসলিংএর কথায় জানতে পারলাম যে ডাঃ মালাকো এবং তাঁর অদ্ভুত পেতলের ফলক সম্বন্ধে তিনি এখনো পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেন নি। মনে মনে তাই স্থির করলাম তাঁকে কিছু জানাবনা এ সম্বন্ধে। নিজেই এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে সমস্ত খবর সংগ্রহ করব। তারপর এক এক করে মিঃ অ্যাবার ক্রম্বি, মিঃ বোর্শা আর মিঃ কার্টরাইটের সঙ্গে দেখা করলাম। একটি কথাও কারোর মুখ থেকে বার করতে পারলাম না। আর মিসেস এনারকার তো এত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে তাঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার কোন সুযোগই নেই। আমি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক। এর মধ্যে কিছু একটা আছে আর ব্যাপারটার মূলে স্বয়ং ডাঃ মালাকো। শেষে স্থির করলাম তাঁর সঙ্গে একদিন পরিচয় করবো। মক্কেল হয়ে নয়, অনুসন্ধানী হয়েই যাবো। আমি তাঁর বাড়ী গিয়ে পৌঁছে যেই ঘণ্টা বাজিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে একজন ছিমছাম পরিচারিকা এল। সে আমাকে ডাক্তারের পরামর্শ ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা বেশ সুসজ্জিত।

ভেতরে ঢুকতেই ডাঃ মালাকো হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন। আচার ব্যবহার বেশ ভদ্র, দৃষ্টি অন্তর্ভেদী কিন্তু ভাবলেশহীন। হাসিটি খুব রহস্যময়। তিনি যখন হাসছিলেন তখন তাঁর চোখের দৃষ্টিতে হাসিভাব ছিল না। সেই দু'চোখে এমন এক অজ্ঞাত রহস্য লুকিয়ে আছে যা দেখে আমি অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠলাম।

বললাম, আচ্ছা ডঃ মালাকো, আমি আপনার গেটের পাশ দিয়ে রোজ সন্ধ্যে বেলা যাই। কেবল শনি রবিবার ব্যতিক্রম। এরমধ্যে পর পর চারদিন সন্ধ্যেবেলা আমি চারটি আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি। আর প্রত্যেকটা ঘটনার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত মিল আছে যেটা আমাকে বেশ শঙ্কিত করে তুলেছে। আর আপনার প্রেরিত চিটিটা অত্যন্ত হেঁয়ালিপূর্ণ। আপনার ঐ বিজ্ঞপ্তির পেছনে কি রহস্য লুকানো আছে আমি জানি না। আমি কেবল নিজের চোখে যা দেখেছি তাতেই আতঙ্কগ্রস্ত

হয়ে পড়েছি। হয়তো আমার এ সংশয় নিতান্তই অমূলক। আর আপনার পক্ষে অসম্ভব নয় আমাকে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে আমার সংশয় নিবারণ করা?

আপনি মানুষের উপকার করা সম্বন্ধে আমাকে যা বুঝিয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্য কি আপনার সত্যি? কারণ আপনাকে আমি অকপটেই জানাচ্ছি আপনার পরামর্শ-ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মিঃ অ্যাব্যর ক্রম্বি, মিঃ বোশাঁ, মিঃ কার্টরাইট ও মিসেস এনারকার সাঙ্ঘাতিক এক ভীতিজনক অবস্থা হয়েছিল। কেন এরকম ওঁদের হল? আমি এ-সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা আপনার কাছ থেকে না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছি না।

আমার সব কথা শোনবার পরই ডাক্তারের মুখের হাসি এক নিমেষে উধাও হল! তিনি অত্যন্ত কঠিন এবং গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, মশাই আপনি আমাকে খুব জঘন্য অপরাধের কাজ করতে বলছেন। প্রত্যেক ডাক্তারেরই প্রধান কর্তব্য হল যে, তাঁর মক্কেলদের সমস্ত কিছু গোপন রাখা! আপনি কি এটাও জানেন না? আপনি যথেষ্ট বয়স্ক ব্যক্তি, তাহলে? এইটুকু নিয়ম কি জানেন না? আপনার এই অকারণ বাসনা চরিতার্থ করতে হলে আমাকে অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধী হতে হবে। না, মশাই আপনার উদ্ভট গোঁয়ারে প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না। আপনাকে আমি অনুরোধ করতে বাধ্য হচ্ছি, এই মুহূর্তে আপনি আমার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। ঐ যে বেরোবার পথ।

রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর প্রথমে বেশ কিছুটা লজ্জাই লাগল। মনে মনে ভাবলাম তিনি যদি সত্যই একজন আদর্শ ডাক্তার হন, তাহলে তিনি আমার প্রশ্নের উপযুক্ত জবাবই দিয়েছেন। আমিই কি ভুল বুঝেছিলাম? নতুবা এও কি সম্ভব যে তিনি তাঁর চারজন রোগীকেই তাদের রোগ সম্বন্ধে এমন বেদনাদায়ক অপ্রিয় সত্য বলেছিলেন, যা তাদের ভয়ঙ্কর পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছে।

হয়ত সম্ভব। কিন্তু তার সম্ভাবনা খুব বেশি বলে তো মনে হলো না। আর তাছাড়া আমার এর চেয়ে বেশি দরকার বা কি ধরণের?

আমি আরও একটা সপ্তাহ ডাঃ মালাকোর ওপর লক্ষ্য রাখলাম। প্রত্যেক দিন ভোরবেলা এবং সন্ধ্যায় তার গেটের পাশ দিয়ে যাওয়া আসা শুরু করলাম কিন্তু আর দেখতে পেলাম না। আমি আরও একটা জিনিষ বুঝতে পারলাম যে ঐ অদ্ভুত ডাক্তারটাকে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। প্রত্যেক দিন রাতে দুঃস্বপ্নের ভিতর তিনি আমাকে চাপা দিতেন। কখনও পায়ে ক্ষুর পিছনে লেজ আর বুকে তার পেতলের ফলক নিয়ে, কখনও বা দেখতাম

অন্ধকারে তার চোখ দুটো জ্বলছে আর অদৃশ্য ঠোঁট দুটো ইঙ্গিত করছে—তুমি আসবেই! প্রতিদিনই তার গেটের পাশ দিয়ে যাতায়াতের সময় আগের দিনের থেকে আমার গতি মন্থর হয়ে আসত। প্রতিদিনই গেট দিয়ে ভেতরে যাবার জন্য আমার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠতো। এবার মক্কেল হয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষাটাও প্রবল হয়ে উঠলো। বুঝতে পারছিলাম এই ইচ্ছাটা একটা উন্মত্ত নেশার মতো আমায় পেয়ে বসেছে। কিন্তু এর থেকে মুক্তি পাওয়ার পথও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ক্রমে এই আকর্ষণ আমার কাজের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করতে লাগল।

অবশেষে একদিন আমার অফিসে উর্দ্ধতন কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করে তাকে বুঝিয়ে বললাম অত্যধিক পরিশ্রমের চাপে শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তাই আমার কিছুদিনের বিশ্রামের প্রয়োজন। তার কাছে অবশ্য ডাঃ মালাকোর নাম এড়িয়ে গেলাম। এই উর্দ্ধতন কর্মচারী বয়সে আমার চাইতে অনেক বড়। তাকে আমি গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। তিনি আমার ক্লান্ত অবসন্ন চেহারার দিকে চেয়ে বেশ সহৃদয় ভাবেই আমার ছুটি মঞ্জুর করলেন।

আমি করফু চলে গেলাম আকাশপথে। মনে করেছিলাম, সূর্যালোক আর সমুদ্র আমাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে এই আশায়। কিন্তু না, সেখানে গিয়ে দিনেরাত্রে আমি একটুও শান্তি পেলাম না। সেখানেও প্রতি রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে সেই জ্বলন্ত চোখ যেন আরও বড় হয়ে আমার দিকে ভয়ঙ্কর ভাবে তাকিয়ে জ্বলত। আর আমি শুনতাম সেই ভৌতিক কণ্ঠের আহ্বান, 'চলে এসো'। আমি ভয়ে শিউরে উঠতাম, সারা দেহ হিম হয়ে উঠত।

শেষে বুঝতে পারলাম ছুটিতে আমার এই অবস্থার উন্নতি নেই। আমাকে কাজেই ফিরে যেতে হবে। শেষে হতাশ হয়ে ফিরে এলাম। ভাবলাম আমি যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম একমাত্র তাই আমার মস্তিষ্ককে শান্ত করতে পারবে। প্রচণ্ড উদ্যমে অত্যন্ত জটিল এক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে ব্যাপৃত রইলাম। আর আমার কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য এমন একটা রাস্তা ঠিক করলাম, যা ডাঃ মালাকোর গেটের পাশ দিয়ে যায়নি।

দুই

আমার ওপর ডাঃ মালাকোর অশুভ প্রভাবটা ক্রমে ক্ষীণ হয়েছে বলে আমার ধারণা হল। ঠিক এই সময় মিঃ গসলিং একদিন আবার আমার বাড়ীতে এলেন। লোকটি ফুর্তিবাজ, গোলগাল লাল চেহারা। চিন্তা করে দেখলাম আমার অশান্ত মনের অসুস্থ চিন্তাগুলোকে বন্ধ করবার জন্য এরকম একজন মানুষের প্রয়োজন। আমি তাঁকে পানীয় দিয়ে আপ্যায়ণ করলাম। তারপর তিনি প্রথম যে খবর শোনালেন তাতে পুনরায় আমি আতঙ্কের গভীর গহ্বরে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, জানেন, মিঃ অ্যাবার ক্রম্বিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কি বললেন? মিঃ অ্যাবার ক্রম্বি গ্রেপ্তার হয়েছেন! তিনি কি অপরাধ করেছেন?

উত্তরে মিঃ গসলিং বললেন, মিঃ অ্যাবার ক্রম্বি যে এখানকার প্রধান ব্যাঙ্কগুলোর একটিতে ম্যানেজারের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন জানেন নিশ্চয়। তিনি সেই পদে যথেষ্ট সুনাম এবং সম্মানও অর্জন করেছিলেন। বাবার মত তিনিও ছিলেন সর্বদা নিষ্কলঙ্ক—কি সমাজে কি ব্যক্তিগত জীবনে। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রাজার আগামী জন্ম দিনে খেতাব বিতরণের সময় তিনি 'নাইট' উপাধি পাবেনই। এছাড়া চেষ্টা করা হচ্ছিল, তাঁর এলাকা থেকে তাঁকে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি করে পাঠাবার জন্য। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত সব ফাঁস হয়ে গেল। দেখা গেল দীর্ঘদিন সম্ভ্রান্ত জীবন যাপন করার পর তিনি বেশ মোটা অঙ্কের টাকাই চুরি করেছেন। আর এই অপরাধ তাঁর একজন অধস্তন কর্মীর ওপর চাপিয়ে তাকে অপরাধী সাজাবার চেষ্টা করছেন।

এতদিন পর্যন্ত মিঃ অ্যাবার ক্রম্বিকে বন্ধুরূপেই দেখে এসেছি। সুতরাং এ খবরে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লাম। তিনি তখনো হাজতে। কারা কর্তৃপক্ষকে অনেক করে বলে রাজি করিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। অত্যন্ত শ্রান্ত জীর্ণশীর্ণ, হতাশাচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁকে দেখলাম। আমার দিকে তিনি এমন ভাবে চেয়ে রইলেই যেন আমি ওঁর পরিচিত জগতের কেউ নই। তারপর আস্তে আস্তে সম্বিৎ ফিরে পেতে বুঝতে পারলাম যে তিনি তাঁর একজন পুরনো বন্ধুকে দেখছেন, আমি সত্যিই তাঁর পুরাতন বন্ধু।

আমি কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারলাম না যে তাঁর বর্তমান দুরাবস্থার সঙ্গে ডাঃ মালীকোরের সাক্ষাৎকারের যোগাযোগ রয়েছে। একারণটা আমার

মনে বদ্ধমূল হয়েই রইল। আমার তাই মনে হলো, তাঁদের সেই সাক্ষাৎকারের রহস্য উদ্ধার করতে পারলেই মিঃ অ্যাবার ক্রম্বির এই আকস্মিক অপরাধের কারণ সম্বন্ধে সবকিছু বুঝতে পারব।

আমি বললাম, মিঃ অ্যাবার ক্রম্বি, আমি একবার আপনার কাছে গিয়ে ছিলাম, নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে এবং আপনার রহস্যপূর্ণ আচরণের কারণ কি জিজ্ঞাসা করেছিলাম? কিন্তু আপনি তখন আমাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছিলেন : তখন প্রকাশ না করার ফল এখন ভুগছেন তো? এখন আমার একান্তই অনুরোধ এখনও যথেষ্ট সময় আছে, সত্যি ঘটনাটা কি বলুন।

তিনি বললেন, ওঃ !! আপনার শুভ প্রচেষ্টার সময় অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আমার জন্য এখন আর আপনার করনীয় কিছুই নেই। আমার সম্মুখে এখন অপেক্ষমান একমাত্র অবসন্ন মৃত্যু আর স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্যে রয়েছে চরম দারিদ্র্য এবং লজ্জা। আমি যে কি কুক্ষণে সেই অভিশপ্ত গেট পার হয়েছিলাম তা আমি জানিনা। কোন অদৃশ্য অপশক্তির আকর্ষণে আমি যে সেই অভিশপ্ত গৃহে শয়তানটার শয়তানি পরামর্শে কান দিয়েছিলাম তা আজও আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

আমি বললাম, যাইহোক, আমাকে সবকথা এবার খুলে বলুন, আমি ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিলাম।

মিঃ অ্যাবার ক্রম্বি তখন বলতে শুরু করলেন, আমি নিতান্তই কৌতূহল বশতঃ ডাঃ মালাকোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। আমার মনে ভীষণ একটা প্রশ্ন জেগেছিল, তিনি কি ধরণের বিভীষিকা তৈরী করেন আর যারা তাঁর এইসব তামাশা উপভোগ করবে তাদের কাছ থেকে তিনি এমন কি লোভনীয় লাভের আশা রাখেন যা থেকে তাঁর জীবিকার সংস্থান হবে? আমার তাই মনে হলো খামখেয়ালি ভাবে টাকা খরচা করতে আমার মত খুব বেশি লোক রাজি হবে না। কিন্তু দেখলাম ডাঃ মালাকো এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

মর্ট লেকের বেশির ভাগ বাসিন্দা, এমন কি অত্যন্ত ধনীরা পর্যন্ত ব্যবহারের দিক থেকে আমাকে সন্তুষ্ট রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করতেন কিন্তু ডাঃ মালাকোর কাছ থেকে আমি সেরকম কোন ব্যবহারই পেলাম না। প্রথম থেকে বরং আমার সঙ্গে ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত মুরুব্বিআনার ভাব দেখালেন। তার সঙ্গে মেশানো ছিল তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা। তার প্রখর সন্ধানী দৃষ্টিতে প্রথম থেকেই মনে হলো আমার মনের গোপনতম চিন্তাগুলো তার পর্যবেক্ষণ ভঙ্গীর কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে, তিনি যেন পরিষ্কার সব দেখতে পাচ্ছেন।

আমার প্রথমে মনে হলো এ আমার নিতান্তই অর্থহীন কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। আমি মন থেকে এই অহেতুক আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি একটু পরেই বুঝতে পারলাম এ থেকে আমার মুক্তি নেই। কারণ তার কথার ভঙ্গী একই রকম স্বরে, একই রকম গতিতে এগোতে লাগল। আমার মনে হল তার মধ্যে অনুভূতির চিহ্নমাত্র নেই—আমি ক্রমেই তাঁর রহস্যের জালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আমার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে গেল। মনে হলো, সমুদ্রের ভয়ঙ্কর জানোয়ারগুলো গভীর অন্ধকার গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তিমি শিকারীদের যেমন ভিতিগ্রস্ত করে ফেলে, তেমনি কতকগুলো উদ্ভট ভাবনা আমার মনের গোপন গুহা থেকে চেতনার স্তরে এসে পৌছল। আর এইগুলো রাতের দুঃস্বপ্নের মধ্যেই একমাত্র আত্মপ্রকাশ করে। দক্ষিণ সাগরের জনহীন এলাকায় পরিত্যক্ত জাহাজের মতো আমি যেন তাঁরই তৈরী করা ঝড়ে তাড়িত হয়ে ভেসে চললাম—আমার অবস্থা অসহায়, হতাশাচ্ছন্ন, কিন্তু মোহমুগ্ধ।'

আমি তার কথার মধ্যিখানে বাধা দিয়ে বললাম, এতক্ষণ ধরে ডাঃ মালাকো আপনাকে কি বলছিলেন, আপনি যদি এই রকম কবিত্বপূর্ণ আর কুয়াশাচ্ছন্ন ভাষায় ব্যাখ্যা করেন তাহলে আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারবো? আপনাকে যথার্থই কার্যকরী বুদ্ধি দিতে হলে আমার পক্ষে ঘটনা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

তিনি নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'প্রথমে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে অসংলগ্নভাবে আলোচনা করলাম। আমরা কয়েকজন বন্ধু সম্বন্ধে কথা বললাম যারা ব্যবসায় লোকসান করে সর্বস্ব খুইয়েছেন। তাঁর বাহ্যিক সহানুভূতি দেখে আমি ভুল স্বীকার করলাম। আমারও ক্ষতির আশংকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, সর্বনাশের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই পথ; কেবলমাত্র পথটিকে আয়ত্তে আনবার ইচ্ছা থাকা চাই। আমার একজন বন্ধু আছেন যার অবস্থা একসময়ে আপনার বর্তমান অবস্থার মতই অনেকটা হয়েছিল। তিনিও ছিলেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। তাকে সবাই অগাধ বিশ্বাস করত। তিনিও সর্বনাশের মুখে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্পেকুলেশনে টাকা খাটিয়ে। কিন্তু এ অবস্থায় চুপটি করে বসে থাকবার মানুষ তিনি নন। তিনি চিন্তা করলেন তাঁর কয়েকটি সম্পদ আছে। আপাত দৃষ্টিতে তার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। তাঁর পদের গুরুত্বপূর্ণ সব কাজই তিনি স্পষ্ট ভাবে শেষ করেছেন। তাছাড়া তাঁর আরেকটা বড় সুবিধা হল, ব্যাঙ্কে ঠিক তাঁর নিচে একটি কর্মচারী কাজ করত। কর্মচারীটির চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল না, সে বেপরোয়া প্রকৃতির। পরের টাকা নিয়ে যাদের কারবার করতে

হয় তাঁর স্বভাব আর চালচলন ঠিক সেই উপযোগী নয়। সে সব সময় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকত। মদ খেয়ে প্রায়ই বেসামাল হয়ে পড়ত, আর এমনি বেসামাল অবস্থায় একবার তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল কতকগুলো ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক মন্তব্য।

ডাঃ মালাকো একটু থামলেন। হুইস্কিতে ঠোঁট একটু ভিজিয়ে শুরু করলেন, আমার এই বন্ধুটি চিন্তা করলেন—তাঁর কৃতিত্বের এই বোধহয় সেরা প্রমাণ। ব্যাঙ্কের টাকায় তহবিল থেকে কিছু তছরূপ ধরা পড়লে ঐ বেসামাল দায়িত্বহীন কর্মিটির ওপরে দোষ চাপিয়ে দেওয়া কঠিন কিছু না। বন্ধুটি সেইজন্য বেশ ভালো ভাবেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখলেন। তিনি যুবকটির অজ্ঞাতসারে ব্যাঙ্ক থেকে এক বাণ্ডিল নোট সরিয়ে ফেললেন। তারপর কর্মিটির ফ্ল্যাটের এক জায়গায় তা লুকিয়ে রাখলেন। তারপর টেলিফোনে ঐ যুবকটির নাম করে তিনি এমন কয়েকটি ঘোড়ার ওপর মোটা টাকার বাজি রাখলেন যাদের একটুও বাজি মারল না। তিনি মাথা খাটিয়ে হিসেব করলেন কতদিন পরে বুকমেকার ঐ যুবকটিকে বাজির টাকার তাগিদ দিয়ে কড়া চিঠি লিখবেন! আর ঠিক সেইসময় ব্যাঙ্কের নগদ তহবিলে বেশ কিছু টাকা কম পড়েছে বলে তিনি ঘোষণা করলেন। যথাসময়ে তিনি পুলিশকে খবর দিতেও ভুললেন না। তিনি এমন ভাণ করলেন যেন নিদারুণ অসহায় আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত বাধ্য হচ্ছেন এ ব্যাপারে একমাত্র সন্দেহের পাত্র হিসাবে ঐ যুবকটির নাম করতে।

যুবকটির ফ্ল্যাটে গিয়ে পুলিশের লোক নোটের বাণ্ডিল উদ্ধার করল আর সেই সঙ্গে বিশেষ উৎসাহে বুকমেকারের কড়া চিঠি পড়ে দেখল। বলাবাহুল্য যুবকটির হল কারাদণ্ড আর ম্যানেজারটি আরও বেশি বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলেন। অনেক বেশি সতর্ক হয়ে তিনি শেয়ার বাজারে টাকা খাটাতে লাগলেন। ক্রমে তিনি প্রচুর সম্পত্তি করলেন, ব্যারনেট হলেন, আর তাঁর এলাকা থেকে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হলেন। পরে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হলেন। তাঁর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে উপযুক্ত হবে না। এই সত্য ঘটনা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, একটু উদ্যম আর সামান্য সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকলে সমস্ত পরাজয় সম্ভাবনাকে বিজয় গৌরবে পরিণত করা যায়। আর সেই সঙ্গে প্রতিটি সুস্থ নাগরিকের শ্রদ্ধা অর্জন করে প্রিয়ভাজন হওয়া যায়।

তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমার মনের ভেতর একটা গভীর আলোড়ন তোলপাড় করছিল। আমিও বেপরোয়া ভাবে টাকা খাটিয়ে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম, ডঃ মালাকোর বন্ধু যে কর্মিটিকে অপরাধী করেছিলেন,

ঠিক তার মত চরিত্রের আমার অধস্তন কর্মচারী ছিল। ব্যারনেট হবার মত আকাশকুসুম চিন্তা আমার ছিল না। কিন্তু নাইট খেতাব আর পার্লামেন্টের সদস্য হবো, এ আশা আমার মনে উঁকি দিত। চিন্তা করে দেখলাম, আমার বর্তমান বাধাগুলোকে অপসারণ করতে পারলেই আমার আশা সফল হবার সম্ভাবনা বেশি হবে। এছাড়া আমার সামনে অপেক্ষমান নিদারুণ লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য আর অপমান। চিন্তা করলাম আমার উচ্চাশার অংশভাগিনি স্ত্রীর কথা। নিজেকে যিনি লেডি অ্যাবার ক্রম্বি রূপে কল্পনা করতে আরম্ভ করেছেন। তিনি হয়ত সমুদ্রের ধারে ছোট একটা বাড়ীতে থাকতে বাধ্য হবেন, আর দিবারাত্র আমাকে তখন গঞ্জনা দিতে ভুলবেন না আমারই দুর্বুদ্ধির ফলে তাঁর এই অবস্থা।

আমার ছেলে দুটির কথা চিন্তা করলাম। তারা এখন একটি ভাল পাবলিক স্কুলে পড়ছে। তাদের আশা ভবিষ্যতের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ কর্মজীবন। বিশেষ করে খেলাধূলায় দৌড়ঝাঁপে তাদের যে কৃতিত্ব তাতে তাদের উচ্চ সম্মানের পদ পাবার পক্ষে অনুকূল। আমি কল্পনার চোখে স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম, তারা সুখের স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে অতি সাধারণ পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে কোন সেকেণ্ডারী স্কুলে পড়ছে। তার মাত্র আঠারো বছর বয়সেই জীবিকা অর্জনের জন্য অত্যন্ত জঘন্য একঘেয়েমি কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। আরও দেখলাম আমার মর্ট লেকের প্রতিবেশিরা যেন আর আগের মতো সৎ অমায়িক নেই। তারা রাস্তায় আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে বলে যাচ্ছেন, আমার সঙ্গে মদ্যপানে যোগ দিতে ইচ্ছুক নন। এমন কি চীন দেশে যে গোলযোগ সে সম্পর্কেও আমার মতামত শোনার আগ্রহ তাদের নেই।

ডাঃ মালাকো ধীর, অবিচলিত, দৃঢ় কণ্ঠে যখন তার কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন তখন এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো কল্পনায় আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি ভাবলাম, এ আমি সহ্য করতে পারব না। এর থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় থাকে তাহলে কিছুতেই আমি এ সইব না। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমার কর্মজীবন সৎ নিষ্কলঙ্ক।

সমস্ত প্রতিবেশীরা হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। সুতরাং আমার পক্ষে সম্ভব নয় হঠাৎ এই শান্তিপূর্ণ, সম্ভ্রান্ত জীবন ত্যাগ করে একজন অপরাধীর বিপদসঙ্কুল জীবন যাপন করা। যেকোন মুহূর্তে আমার অপরাধ ধরা পড়ে যেতে পারে, এই আতঙ্কের ভার মাথায় নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এর পরও কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে স্ত্রীর সামনে প্রশান্ত আত্মমর্যাদার ভাব বজায় রেখে চলাফেরা করা? সেখানে আমার পারিবারি সুখশান্তি সমস্ত

কিছু নির্ভর করছে। ছেলেরা স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পর আগের মত অকুণ্ঠ চিত্তে পিতার পবিত্র কর্তব্যরূপে কি তাদের নীতিকথা শিক্ষা দিতে পারব? সেখানে অপরাধীদের অপকর্মের ফলস্বরূপ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হচ্ছে, আর তাদের ধরতে সক্ষম হচ্ছে না বলে রেল গাড়ির কামরায় বসে বসে পুলিশের অক্ষমতার নিন্দা কি আগেকার মত উচ্চকণ্ঠে করতে পারব?

আমি মনে মনে ভয় পেয়ে কেঁপে উঠলাম। ভাবলাম ডঃ মালাকোর বন্ধুর মত পথ অনুসরণ করে আমি যদি কোন কাজেই সফল কাম না হই তাহলেই আমার ওপর প্রত্যেকের সন্দেহ দৃষ্টি গিয়ে পড়বে। কেউ হয়তো বলবেন, মিঃ অ্যাবার ক্রম্বির কি হয়েছে। আগে তাঁর জোরালো মন্তব্য শুনে প্রত্যেক অপরাধীর হৃৎকম্প শুরু হত। অথচ আজকাল সেই মন্তব্যগুলিই তিনি যেন অত্যন্ত চাপা স্বরে কোনো ভাবে বলেন। তাছাড়া আরো নজীর পড়েছে যে পুলিশের অকৃতকার্য বিষয়ে আলোচনার সময় তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিকে চেয়ে আছেন। এসব দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল, মনে হল এর পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে।

এই বেদনাদায়ক কাল্পনিক চিত্রগুলি আমার সন্ত্রস্ত মনে ক্রমেই সজীব হয়ে উঠতে লাগল। আমি কল্পনার চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমার মর্ট লেকের প্রতিবেশীরা এবং শহরের যেসব বন্ধুরা আছেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে নানারকম আলোচনা করে এবং অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে শেষপর্যন্ত তাঁরা আমার সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। তাদের মতে আমার চালচলন আচার ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটেছে ব্যাঙ্কের বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই। আমার অত্যন্ত ভয় করতে লাগল। ব্যাপারটা যখন এইভাবে আরও বেশি ছড়িয়ে পড়বে, আমার পতন এবং সর্বনাশের পথও সেই সঙ্গে এগিয়ে আসবে। আমি স্থির করলাম, না, কিছুতেই আমি শয়তানের এই ফাঁদে পা দেব না। কর্তব্যের পথ থেকে আমি একচুলও নড়ব না। কিন্তু তবু···তবু।

লোকটা যখন খুব সহজ এবং মোলায়েম কণ্ঠে সাফল্যের গৌরবময় ইতিহাস বলে যেতে লাগল, তখন সমস্ত ব্যাপারটাকেই খুব সহজ বলে মনে হতে লাগল। মনে পড়লো কবে যেন পড়েছিলাম আমাদের সবচেয়ে বড় দোষ আমরা কোনো কাজে দায়িত্ব নিতে চাই না। আরও মনে পড়ল একজন বিশিষ্ট দার্শনিক তার বানীতে বলেছেন যে বাঁচার মত বাঁচতে হলে বিপদের ঝুঁকি কাঁধে নিতে হবে। মনে মনে ঠিক করলাম উচ্চ কর্তব্যবোধের খাতিরে আমার এই উপদেশ মেনে নেওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে সমস্ত সুযোগ সুবিধের সদ্ব্যবহার করে একে কার্যকরী করতে হবে।

নানারকম আশা আতঙ্ক, ভাল মন্দ চিন্তা আর দুরাশাময় স্বপ্নে আমার মন দুলতে লাগল। শেষপর্যন্ত আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। আমি চিৎকার করে বললাম—ডাঃ মালাকো, আপনি দেবতা না অপদেবতা, আমি জানি না কিন্তু আপনার সঙ্গে কখনো দেখা না হলে যে আমার মঙ্গল হত এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এই বলেই আমি ছুটে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই গেটে আপনার সঙ্গে দেখা হল।

আমি সেই সর্বনেশে সাক্ষাৎকারের পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাই নি। দিনের বেলা যাঁদের সঙ্গে দেখা হত তাদের দিকে চেয়ে ভাবলাম এঁরা কি করবেন যদি…। রাত্রে ঘুমের আগে দুই ভয়ঙ্কর চিন্তা আমায় পেয়ে বসত। একদিকে সর্বশান্ত হয়ে চরম দুর্দশার ভয়, অপর পক্ষে কারাগারের ভয়, এই দুই ভয়ের তাড়নায় আমি এধার ওধার করতে করতে অবসন্ন হয়ে পড়তাম। আমার এই অশান্ত অবস্থায় স্ত্রী অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত তাঁর কঠিন জেদে ড্রেসিং রুমে আমার ঘুমোবার ব্যবস্থা করা হল। দীর্ঘ সময় পর সেখানে যখন ঘুম আসত, সে ঘুম আমার জাগরণের চেয়ে আরো বেশী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

সেই ঘুমের মধ্যে আমি বিভীষিকাময় সব স্বপ্ন দেখতাম। আমি সরুপথ ধরে হেঁটে চলেছি। সে পথের একদিকে জেলখানা, অন্যদিকে সর্বহারা দুঃস্থদের জন্য ধর্মশালা। আমি জ্বর গায়ে টলতে টলতে পথ চলেছি, এধার ওধার করতে করতে জেলখানা অথবা ধর্মশালায় পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। কখনো বা দেখতাম একজন পুলিশের লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সে আমার কাঁধে সেই হাত রাখত। আমি অমনি ভয়ে চিৎকার করে জেগে উঠতাম।

পরিস্থিতি যখন এইরকম তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমার কাজে জট পাকাতে লাগল। আমি আরো বেশী বেপরোয়া ভাবে টাকা খাটাতে লাগলাম। আমার দেনাও বাড়তে লাগল। শেষে বুঝতে পারলাম ডাঃ মালাকোর সেই বন্ধুর পথ যদি অনুসরণ না করি তাহলে আমার বাঁচার কোন আশা নেই। আমি আমার এই অসংযত অবস্থায় এমন কতকগুলো ভুল কিছু করে ফেললাম, যা তিনি করেন নি। আমি আমার অধস্তন বেপরোয়া কর্মচারীটির ঘরে যে নোটগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাতে আমার হাতের আঙুলের ছাপ রয়ে গিয়েছিল। পুলিশ প্রমাণ করল যে বুকমেকারের কাছে যে টেলিফোন করা হয়েছে তা আমার বাড়ী থেকেই গিয়েছিল। সে হারাবে বলে আমি নিশ্চিত ছিলাম। সবাইকে বিস্মিত করে সেই ঘোড়াটাই বাজি মারল। ফলে আমার অধস্তন কর্মচারীটি যখন বাজি ধরার কথা

সম্পূর্ণ অস্বীকার করলো তখন পুলিশ তার সে কথা বিশ্বাস করতে আরো সহজে রাজী হল। আমার নানা ব্যাপারে আমি যে বিশ্রী রকম তালগোল পাকিয়ে রেখেছিলাম তার সমস্ত রহস্যই ভেদ করে ফেলল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। আমার অধস্তন কর্মচারীটিকে আমি একজন নগণ্য লোক বলেই ভেবেছিলাম, দেখা গেল সে একজন ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

আমার এই দুর্ভাগ্যে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ডাঃ মালাকো একটুও বিস্মিত হন নি। প্রথম থেকে এই ভয়ানক পরিণতি পর্যন্ত ঘটনাস্রোত কিভাবে বইবে তা যে তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই: আমার শাস্তি গ্রহণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। আমার মনে হয় ডাঃ মালাকো আইনের চোখে কোনো অপরাধ করেন নি, কিন্তু আমার ওপর যে দুঃখের বোঝা তিনি চাপিয়েছেন তার দশ ভাগের এক ভাগ দুঃখও যদি তাঁর মাথার ওপর চাপাবার কোনো পন্থা আপনি বার করতে পারেন, তাহলে জানবেন, মহারানীর রাজ্যের একটি কারাগারে একটি কৃতজ্ঞ হৃদয় আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে!

আমার হৃদয় সহানুভূতিতে ভরে উঠল। মিঃ অ্যাবার ক্রম্বির কাছ থেকে বিদায় নিলাম তাঁর শেষ কথাগুলো মনে রাখবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে।

তিন

ডাঃ মালাকো সম্পর্কে আমার মনে আগে থেকেই একটা গভীর আতঙ্ক দানা বেঁধে ছিল। মিঃ অ্যাবার ক্রম্বির শেষের কথাগুলো শুনে আমার সেই ভাব আরো ঘন হল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে দেখলাম যে আমার আতঙ্ক যতটা বেড়ে গেল তার থেকে অনেক বেশী তাঁর প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে উঠল। আমি সবরকম চেষ্টা করেও সেই ভয়ঙ্কর ডাক্তারটিকে কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারছিলাম না। আমার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল, সে দুঃখ ভোগ করুক। এবং সেই দুঃখ প্রাপ্তি যেন আমার মাধ্যমেই ঘটে।

আমি আরো চেয়েছিলাম, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে যে নৃশংস বিভীষিকা জ্বলে ওঠে, অন্ততঃপক্ষে একবার ঠিক সেইরকম একটা ভয়ঙ্কর ফয়সালা আমাদের দুজনের মধ্যে হয়ে যাক। যাক, আমি বেশ শেষপর্যন্ত বুঝতে পারলাম যে আমার এই কামনা পূর্ণ হবার কোন পন্থাই নেই। তাই নিজেকে সম্পূর্ণ নিযুক্ত করলাম নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। আমার এই শুভপ্রচেষ্টা যখন কিছুটা ফলপ্রসূ হতে শুরু করেছে ঠিক সেইসময় আবার একটা ঘটনা ঘটে

গেল। আমি যে বিভীষিকার জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলাম, তারই ভেতর আবার আমি নিক্ষিপ্ত হলাম। মিঃ বোশাঁর দুর্ভাগ্যের মাধ্যমেই ব্যাপারটা ঘটল।

মিঃ বোশাঁর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। তিনিও মর্টলেকের বাসিন্দা। বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলেই তাঁর পরিচয়। বাইবেল বিতরণকারী একটি সমিতির তিনি সেক্রেটারী ছিলেন। এছাড়া সৎ-আদর্শ প্রচারে তিনি সক্রিয় ছিলেন। তিনি প্রায় সব সময়ই একটু বহু পুরোনো কালো কোট এবং বহু ব্যবহারে জীর্ণ ডোরাদার পাতলুন পরতেন। তার টাইটি ছিল কালো রঙের। আচার ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত অমায়িক ছিলেন। এমনকি তিনি যখন ট্রেনে যাতায়াত করতেন তখনও বাইবেল বলে চলতেন। কোনরকম মদের নাম শুনলে তিনি বলতেন, নেশাকর পানীয়। আর এই জাতীয় পানীয়ের কণামাত্র তিনি মুখে স্পর্শ করতেন না। তাঁর নিজের হাতের পেয়ালা উল্টে গিয়ে যখন তাঁর সমস্ত পোষাকে গরম কফি পড়ে যেত, তখন তিনি মৃদু ভাবে বলতেন—কি আপদ!

যখন কোনো ভদ্র, স্থির, গম্ভীর প্রকৃতির কেবলমাত্র পুরুষদের আসরে তিনি যেতেন, তখন সেখানে তিনি দেহ মিলনের অতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করতেন। অহেতুক নৈশভোজ তাঁর অপছন্দ ছিল। চায়ের সঙ্গে তাঁর সর্বদাই ভারি খাবার বরাদ্দ ছিল। যুদ্ধের আগে খেতেন ঠাণ্ডা মাংস, মোরব্বা, একটু আলুপোস্ত।

যুদ্ধের কড়াকড়ির সময় ঠাণ্ডামাংসটা পাওয়া যেত না। তাঁর হাত সর্বদা ঘর্মাক্ত থাকত। তাঁর করমর্দনের ভঙ্গিটিও ছিল ভিন্ন স্বভাবের। তিনি সামান্য মাত্র লজ্জা পেতে পারেন, এমন কোন গর্হিত কাজের কথা মর্টলেকের কোন অধিবাসী কখনও মনে করতে পারতেন না।

আমি সেদিন মিঃ বোশাঁকে ডাঃ মালাকোর বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম। তার কয়েকদিন আগে থেকেই তাঁর হাবভাব পোষাকে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। ইদানীং তিনি কালো কোট আর ডোরাদার পাতলুনের পরিবর্তে গাঢ় ধূসর রঙের স্যুট, কালোর পরিবর্তে গাঢ় নীল রঙের টাই পরতে আরম্ভ করেছিলেন। পূর্বের মত প্রায় সব সময়ই বাইবেল আওড়াতেন না। আর একটা ব্যাপারেও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছিল। সন্ধ্যেবেলা চোখের সামনে মদ্যপান দেখেও তিনি মদ্যপান বিরোধী বক্তৃতা থেকে বিরত হয়েছিলেন।

কেবল মাত্র একদিনই একটা ব্যাপার চোখে পড়েছিল। তিনি স্টেশনের দিকে যাবার জন্য রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছেন, আর তাঁর

গাউন হোলে একটি লাল কর্নেশন ফুল। সেদিন তাঁর এই অবিমৃষ্যকারিতায় সমস্ত মর্টলেকে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। অবশ্য দ্বিতীয়বার ঐ ঘটনা আর ঘটেনি। কিন্তু ঐ ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরই এমন একটা ব্যাপার চোখে পড়ল যা নিয়ে নানারকম কানাঘুষো শুরু হল। মিঃ বোশা একটা চমৎকার সুন্দর ঝকমকে মোটা গাড়িতে একজন সুন্দরীতরুণী ভদ্রমহিলার পাশে বসে আছেন। তরুণীর সুন্দর পোষাক দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছে তা প্যারিসের দর্জির তৈরী।

সকলের মনেই একটা প্রশ্ন কে এই সুন্দরী ' গুপ্ততথ্য শেষপর্যন্ত ফাঁস করলেন মিঃ গসলিং। অন্য সকলের মত আমি ও মিঃ বোশাঁর পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য ও কৌতূহলী হয়েছিলাম। মিঃ গসলিং একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে যথারীতি দেখা করতে এলেন। তিনি বললেন, মহিলাটিকে চেনেন নাকি, যিনি আমাদের ধর্মপ্রাণ প্রতিবেশীটির উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন ?

আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, তবে শুনুন, কয়েকদিন হল আমি তাঁর পরিচয় জেনেছি। উনি ক্যাপ্টেন মালনিউকারের বিধবা পত্নী ইয়োল্যান্তি মালনিউকা। গত যুদ্ধের সময়ে উল্লেখযোগ্য ট্রাজেডিগুলোর অন্যতম ছিল বার্মার জঙ্গলে ক্যাপ্টেন মালনিউকারের শোচনীয় মৃত্যু কিন্তু তাঁর শোক সুন্দরী ইয়োল্যান্তি বেশ সহজেই দেখছি কাটিয়ে উঠেছেন। আপনি নিশ্চয় জানেন, একজন বিখ্যাত সাবান কারখানার মালিকের একমাত্র পুত্র ছিলেন এই মালনিউকা। ভদ্রলোক বোধহয় মৃত্যুকরের পরিমাণটা যথাসম্ভব কমাবার জন্যই তাঁর বিপুল সম্পত্তির মালিক করেছিলেন ছেলেকে। মৃত ক্যালেনের ঐশ্বর্যের মালিক এখন বিধবা পত্নী। এই ভদ্রমহিলা বহুমুখী রুচির অধিকারিনী। বিভিন্ন ধরণের পুরুষের চরিত্র সম্পর্কে এই ভদ্রমহিলার গভীর কৌতূহল।

ধনকুবের, ভণ্ড, মণ্টেনে গ্রিনের পাহাড়ী এলাকার মানুষ এবং ভারতীয় ফকিরদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন। এই বহুমুখী ব্যাপক রুচিশীলার অদ্ভুত, অসংলগ্ন জিনিষের প্রতি বেশী আকর্ষণ। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তিনি ঘুরে সব দেখেছেন। কিন্তু অতি প্রগতিশীল ধর্মযাজকদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তাঁর এখনো পর্যন্ত কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। মিঃ বোশাঁর মাধ্যমেই তিনি সেই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েছেন। তাই প্রচণ্ড উৎসাহে এখন বোশা চরিতামৃত অধ্যয়নে ব্যস্ত। তিনি মিঃ বোশাঁর পরিণতি যে কি করবেন তা ভাবলেও ভয় হয়। কারণ, সুন্দরী ভদ্রমহিলাটির প্রতি মিঃ বোশাঁর অনুরাগ গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ হলেও স্ত্রীজাতির অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে মিঃ বোশা একটি নতুন নামমাত্র।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম এ - মঃ বোশাঁর পক্ষে শুভ হবে না। কিন্তু তখন ডাঃ মালাকোর কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় মিঃ বোশাঁর আনন্দ দুর্ভাগ্যের গভীরতার পরিমাণ ঠিক অনুমান করতে পারলাম না। যখন মিঃ অ্যাবার ক্রম্বির ঘটনাটা শুনলাম তারপরই চিন্তা করলাম ডাঃ মালাকো এই ব্যাপারটি নিয়ে কি খেলা খেলতে পারেন! সরাসরি বোশাঁর দেখা পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আমি সুন্দরী ইয়োল্যান্তির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য চেষ্টা করলাম।

তিনি হ্যাম কমনের ময়দানের ওপর একটি সুন্দর পুরানো বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু যখন শুনলাম ডাঃ মালাকো সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না তখন খুব হতাশ হলাম। মিঃ বোশাঁ তাঁর কাছে ডাঃ মালাকোর নাম পর্যন্ত করেন নি। মিঃ বোশাঁ সম্পর্কে তিনি যা বললেন তাতে কৌতুকমিশ্রিত অনুকম্পা আর তাচ্ছিল্যের ভাব মেশানো ছিল। তিনি আরো দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁর রুচি তা অনুমান করে নিয়ে মিঃ বোশাঁ সেসবের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছেন।

তিনি বললেন, তার বাইবেল আওড়ানো এবং ডোরাদার পাতলুন আমি পছন্দ করতাম। নেশা পানীয় স্পর্শ করবেন না বলে তাঁর কঠোর পণও আমি পছন্দ করি। শব্দ ব্যবহারে তাঁর যে শুচিবাই ছিল, তাও আমি বেশ উপভোগ করি। তাঁর চরিত্রের এই গুণগুলির প্রতিই আমি আকৃষ্ট হই। কিন্তু যতই তিনি সাধারণ মানুষের মত হবার চেষ্টা করেন, তাঁর প্রতি বন্ধুত্বের ভাব বজায় রাখা আমার পক্ষে তত বেশী কঠিন হয়ে উঠছে কিন্তু আমার কাছ থেকে সহৃদয় ব্যবহার না পেলে তিনি গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অথচ এই কথাটা এই ভাল মানুষটিকে বোঝানর চেষ্টা বৃথা, কারণ তাঁর মগজে কিছুতেই এটা প্রবেশ করবে না।

শ্রীমতী মালনিউকারের অনুরোধ জানিয়ে বললাম, এই নিরীহ মানুষটিকে রেহাই দিন। কিন্তু সে আবেদন ব্যর্থ হল।

তিনি বললেন, কি যে বলেন? এক ঘেয়েমি বাইগ্রস্ত আর সুনীতির বেড়াজালের বাইরে সামান্য অনুভূতির স্পর্শে ওঁর উপকারই হবে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত যাঁদের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল, সেই পাপীদের কল্যাণ কাজে তিনি আরো ভালভাবে সময় দিতে পারবেন। আমি নিজেকে একজন মানব দরদী বলে মনে করি আর তাঁর মনের কল্যাণকর কাজে আমি একরকম অংশগ্রহণ করছি বলে আমার মনে হয়। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, আমি তাঁকে সম্পূর্ণ তৈরি করে ছেড়ে দেবার আগেই তাঁর পাপীদের উদ্ধারের ক্ষমতা একশোগুণ বেড়ে যাবে। তাঁর বিবেকের প্রতিটি দংশন অন্তরের জ্বালাময়ী যুক্তিতে পরিণত হবে।

চরম অধঃপতন ঘটেছে বলে যাদের উদ্ধারের আশা তিনি ছেড়ে দিয়ে ছিলেন, নিজের আত্মা যেন চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত না হয় এই আশায়, তাঁকে সেই পাপীদের সামনে অন্তিমে মোক্ষলাভের সম্ভবনা তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

যাক্ মিস্টার বোশাঁ সম্বন্ধে যথেষ্টই আলোচনা করা হয়েছে। এই বলে সেই ভদ্রমহিলা মৃদু হাসলেন। তিনি আরো বললেন, এই শুষ্ক বিষয়ের আলোচনার পর, আমার স্থির বিশ্বাস, আমার অতি বিশিষ্ট একটি ককটেল পান করে গলা ভিজিয়ে নিতে আপনার অসুবিধে হবে না।

আমি দেখলাম শ্রীমতী মালনিউকারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ অর্থহীন। অথচ ডাঃ মালাকোও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তার কাছে যাওয়াও যাবে না। মিঃ বোশাঁর কাছে যখনই যেতাম, দেখতাম—হয় তিনি অফিসের কাজে ব্যস্ত, নয়তো হ্যাম কমনের দিকে রওনা হচ্ছেন, কিন্তু ক্রমে দেখলাম তাঁর অফিসে ব্যস্ততা কমে আসছে। সন্ধ্যাবেলা যে ট্রেনে তিনি ফিরে আসতেন সেখানে তাঁর নিজস্ব নিয়মিত জায়গাটাতে তাঁকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে মনে যদিও তাঁর শুভকামনা করতে লাগলাম, কিন্তু মনের গভীরে অমঙ্গল আশঙ্কা জেগে রইল।

শেষপর্যন্ত আমার আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হল। একদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম, তাঁর বাড়ীর দরজায় খুব ভীড় জমেছে। তাঁর প্রবীণা গৃহকর্ত্রী অশ্রুনেত্রে সবাইকে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করছেন। আমি এর আগে অনেকবার মিঃ বোশাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছি তাই এই মহিলার সঙ্গেও পরিচয় আছে। তাঁকে প্রশ্ন করলাম, কি ব্যাপার? তিনি উত্তর দিলেন, আমার প্রভু! ওঃ, বেচারা মনিব আমার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মনিবের কি হয়েছে?

উঃ! তাঁর পড়ার ঘরের দরজা খুলতেই কী সাঙ্ঘাতিক এক দৃশ্য চোখে পড়ল! আপনি নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন, অনেক দিন আগে থেকেই তাঁর পড়ার ঘরটি ভাড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার হত। সেই ঘরের ছাদের তলায় কতকগুলো হুক এখনো পর্যন্ত লাগানো রয়েছে। ঐ হুকগুলোতে মাংস ঝুলিয়ে রাখা হত। ঘরের দরজা খুলতেই দেখতে পেলাম, একটি হুক থেকে বেচারা মিঃ বোশাঁ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে রয়েছেন। আর তাঁর পায়ের তলায় একটা উল্টানো চেয়ার পড়ে আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন অসহনীয় গভীর দুঃখ থেকে মুক্তির আশায় তিনি এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। জানিনা তাঁর এ দুঃখ কিসের কিন্তু ঐ শয়তানী মেয়েমানুষটির উপর আমার সন্দেহ, সেই তাঁকে কুপথে আকর্ষণ করেছিল।

প্রবীণা ভদ্রমহিলার কাছ থেকে এর বেশী আর কিছু জানা গেল না। আমার মনে হল ইনি যা সন্দেহ করেছেন তা অমূলক নাও হতে পারে। আর বিশ্বাসঘাতিনী ইয়োন্যান্তি এই সময় এই শোচনীয় ঘটনার ওপর কিছু আলোকপাতও করতে পারেন। আমি আর কালবিলম্ব না করে তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখলাম, বিশেষ একজন লোকের হাত দিয়ে সদ্যপ্রেরিত একখানা চিঠি ভদ্রমহিলা মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন।

আমি বললাম, 'মিসেস মালনিউকা আমাদের এতদিন যে পরিচয় ছিল তা কেবলমাত্র সামাজিক ভদ্রতার, কিন্তু এখন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আপনি নিঃসন্দেহ মিঃ বোর্শা আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে ছিল, তিনি আপনার বন্ধুর চেয়েও বেশী কিছু হবেন। সুতরাং আমার বিশ্বাস আজ তাঁর বাড়ীতে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল আপনি নিশ্চয়ই সেই ব্যাপারে কিছু পথের আভাস দেবেন।

কিছুটা অসম্ভব গুরুগম্ভীর স্বরেই তিনি বলে উঠলেন, সত্যিই আমার কাছ থেকে আপনার কিছু জানার সম্ভাবনা আছে। আমি এইমাত্র সেই হতভাগ্য বেচারা ভদ্রলোকের শেষ কথাগুলো পড়া শেষ করলাম। এখন সত্যিই আমি অনুভব করতে পারছি, তাঁর হৃদয়াবেগের গভীরতা আমি তখন বুঝতে পারি নি। আমি সত্যিই বিচলিত—আমার অপরাধ স্বীকার করছি কিন্তু এ ব্যাপারে একমাত্র আমিই প্রধান অপরাধী নই। অপরাধীর ভূমিকায় যিনি আছেন, তিনি আমার থেকে অনেক বেশী সাংঘাতিক, মারাত্মক চরিত্রের আর তিনি অনেক বেশী দৃঢ় একাগ্র। ডাঃ মালাকোর কথাই বলছি আমি। এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কি যোগ, আমি যে চিঠিটা এইমাত্র পড়ছিলাম তাতেই তার বিশদভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমার মতে এই চিঠিখানা আপনার নিজেরই পড়া উচিত। যেহেতু আপনি মিঃ বোর্শার বন্ধু ছিলেন এবং ডাঃ মালাকোর পরম শত্রু।

এই কথাগুলো শেষ করে তিনি চিঠিখানা আমাকে দিলেন এবং আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। নিজের বাড়িতে গিয়ে চিঠিটা পড়ব বলে আমি মনকে ভীষণভাবে সংযত করতে লাগলুম। বাড়ি পৌঁছে যখন সেই চিঠির অনেকগুলো ভাঁজ খুলছিলাম তখনও আমার হাতের আঙুল কাঁপছিল। যখন পৃষ্ঠাগুলোকে আমার দুই হাঁটুর উপর মেলে ধরলাম, তখন মনে হল সেই রহস্যময় ডাক্তারের অশুভ প্রভাব আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে। আমার কর্তব্য ছিল চিঠির সেই ভয়ঙ্কর কথাগুলো পড়া। কিন্তু কল্পনায় তার সেই দুষ্ট ক্রূর দৃষ্টি দেখেই যেন আমার দুচোখ ঝলসে অন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হল। আমি অনেক কষ্টে তা থেকে নিজেকে সুস্থ করলাম। ফলে আমার

পক্ষে চিঠিটা পড়াই প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত আমি নিজেকে সংযত করে চিঠিটার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করলাম। যে যন্ত্রণার তাড়নায় বেচারা মিঃ বোশা এই অপকর্ম করতে বাধ্য হয়েছিলেন আমি খুব সতর্কের সঙ্গে সেই মারাত্মক যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলাম। মিঃ বোশার চিঠিটা এই রকম ছিল :

প্রিয়তমে ইয়োন্যাস্তি,

আমার এই চিঠি পেয়ে তুমি গভীর দুঃখ ভোগ করবে, না বিব্রত অবস্থা থেকে রেহাই পাবে তা আমি জানি না। সে যাই হোক, আমার মনপ্রাণ ব্যাকুল ভাবে চাইছে, এই পৃথিবীতে আমার শেষ কথাগুলো তোমাকে লক্ষ্য করেই বলে যাই। এই চিঠিতে লেখা কথাগুলোই আমার শেষকথা। আমার এ চিঠি লেখা যখন থেমে যাবে, তখন আমিও ফুরিয়ে যাব।

তুমি তো জান, আমার জীবনে তোমাকে পাবার আগে, আমি এক বৈচিত্র্যহীন নিরানন্দ জীবন-যাপন করেছি। তোমার সঙ্গে আলাপের পর আমি উপলব্ধি করেছি, দীর্ঘদিন যে শুষ্ক বিধিনিষেধের গভীরে আমি নিজেকে বদ্ধ রেখেছি তার ওপরেও মূল্যবান জিনিষ আছে। যদিও আমার সবকিছুর পরিণতি ঘটেছে চরম সর্বনাশে। তবু যখনই আমার মনে হয়েছে তুমি প্রসন্ন হয়ে হাসছ, সেইসব মধুর মুহূর্তগুলোর জন্যে আমার কোন অনুতাপ নেই। কিন্তু আমি এখানে এখন আমার হৃদয়াবেগের কথা লিখতে বসি নি।

জানি খুব স্বাভাবিক ভাবেই তোমার কৌতূহল জেগেছিল, তবু তোমাকে এর আগে আমি কোনদিন একটা ঘটনা জানাইনি। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার কয়েকদিন পরেই ডাঃ মালাকোর সঙ্গে যেদিন দেখা করলাম, সেদিনকার ঘটনা। আমি সেদিনকার সাক্ষাৎকারের সময় চিন্তা করেছিলাম, তোমাকে মুগ্ধ করার মত সৌন্দর্যময় পুরুষ যদি হতে পারতাম! তখন আমার ভেতরে পুরানো আমিকে মনে হচ্ছিল একটা নীতিবাগীশ হস্তিমূর্খ। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, তোমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারলেই আমি একটা নতুন মানুষ হয়ে উঠব। আমি সেই যে অকল্যাণকর মূর্তিমান শয়তানের অবতারটির সঙ্গে অশুভক্ষণে দেখা করলাম, তার আগে পর্যন্ত আমি ভেবে ঠিক করতে পারিনি, কি উপায়ে আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আকর্ষণকে আরো বেশী করে জাগিয়ে তুলব।

একদিন বিকালবেলায় যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি আমাকে

অমায়িক হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর পরামর্শ ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, আপনাকে আমার এখানে পেয়ে বড় আনন্দ হল মিঃ বোশাঁ। আপনার সৎকর্মের কথা অনেকই শুনেছি, আর মহানব্রতে আপনার যে একাগ্র নিষ্ঠ সাধনা, তার জন্য আমি শ্রদ্ধা জানাই। আমি সত্যি বুঝতে পারছি না উপক হয়ে আপনার কাজে সহায়তা করতে পারি? যদি কোন পথ থাকে, তাহলে কেবলমাত্র আপনি একবার হুকুম করলেই হবে। যাইহোক, কাজের আলোচনা শুরু করার আগে একটু জলযোগ নিশ্চয়ই আপনার আপত্তিকর হবে না। আমি জানি আপনি আঙুরের রস পান করেন না। এমনকি শস্যের চোলাই করা সারাংশও নয়। সুতরাং আপনাকে অপমান করার জন্য এদুটোর কোনটিই পান করার জন্য অনুরোধ করব না। কিন্তু খুব মিষ্টি এক পেয়ালা কোকো নিশ্চয়ই আপনার আপত্তিকর হবে না।'

আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হলাম। কেবল তাঁর সহৃদয় ব্যবহারের জন্যই নয়, আমার রুচি সম্বন্ধে তিনি যে জ্ঞাত এবং আমার পছন্দ-অপছন্দ বিষয়েও যে তিনি ওয়াকিবহাল সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। তাঁর ঘরের গৃহকর্ত্রী আমাদের কোকো পরিবেশন করে গেলেন। আমরা গলা ভিজিয়ে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করলাম। আমি যা আগে কখনো ভাবতে পারিনি সেইসব কথা তাঁর ভেতরকার চুম্বকের মতো আকর্ষণীশক্তি দিয়ে আমার মুখ থেকে এমন ভাবে টেনে বার করে নিল! আমি তাঁকে তোমার কথা বললাম। সেইসঙ্গে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও বললাম। বললাম, আমার আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসে যে পরিবর্তন এসেছে তার কথা। তোমার সহৃদয়তার মদির মুহূর্তগুলির কথা, যার জন্য আমার প্রতি তোমার দীর্ঘ উদাসীনতায় দীর্ঘ দিনগুলি সহ্য করতে পারতাম। তাঁকে জানালাম, তোমাকে জয় করতে হলে আমার আরো কিছু দেবার প্রয়োজন। কিন্তু পার্থিব উপহারই কেবল নয়, তার সঙ্গে দরকার আরো চরিত্রের মাধুর্য-ঐশ্বর্য, আরো আলোচনার বৈচিত্র্য। আমি তাঁকে জানালাম যে, তিনি যদি এইসব জিনিষ পাবার জন্য আমাকে সাহায্য করেন তাহলে তাঁর কাছে আমি চিরদিনের জন্য ঋণী থাকব। আরো বললাম যে, তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্য দর্শনীরূপে আমাকে তুচ্ছ যে দশগিনি দিতে হবে, তার চেয়ে কোন মানুষ কখনো যা করেনি আমি তাই করবো ভালভাবে তাঁর কাজে অর্থ বিনিয়োগ করব।

আমাকে মুহূর্তের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ডাক্তার মালাকো বললেন—দেখুন, আমি যা বলবো তা আপনি মন দিয়ে শুনবেন, কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে সেটা কোন কাজে আসবে না। এখন আমি আপনাকে এমন একটি ছোটগল্প বলব যার সঙ্গে আপনার এই

ঘটনাটির বেশ সাদৃশ্য আছে।

খুব বিখ্যাত এমন একজন লোক আছেন, যিনি হলেন আমার বন্ধু। কাজের খাতিরে ওকে আপনি হয়তো চিনেও ফেলতে পারেন। তাঁরও জীবনের প্রথম দিনগুলো আপনার মতই অতিবাহিত হয়েছে। শেষে তিনি একজন সুন্দরীর প্রেমে পড়েন। তিনি খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারলেন যে তাঁর আমলের জীবনে অনেক বৈভব অর্জন করেছিলেন, কিন্তু এখন সেই চিত্তের কোন দাম নেই।

আপনার মত তিনিও নানা স্বভাবের মানুষের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করতেন। একদিন ট্রেনে তাঁর সঙ্গে এক প্রকাশকের দেখা হল। প্রকাশকটির কথাবার্তায় একটু সন্দেহের আভাস রয়েছে। বর্তমানে তিনি যেভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন সেটা তাঁর মনঃপুত নয়। কিন্তু এখন তিনি প্রেমে সফলতা অর্জন করতে চাইছেন, তাই তিনি সকলের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে লাগলেন।

প্রকাশক তাঁকে বোঝালেন যে কঠোর প্রকৃতির মানুষদের ঐশ্বর্য আনে জঘন্য মনোবৃত্তি। তারা অশ্লীলতার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পরিশেষে এটাই মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আপনাকে আমার কিছু বলার আছে।

এইখানে প্রকাশক চোখটিপে মৃদু একটু কুটিল হাসি হেসে বললেন, আপনার মত অবশ্য কেউ যদি আমাদের সাহায্য করবার জন্য থাকেন, তাহলে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ব্যাপারে সমাধান হয়ে যাবে। আপনি যেসব বাইবেল-গুলো বিতরণ করেন, তার মধ্যে মাঝে মাঝে একটু নির্দেশ দিয়ে দিতে পারেন। যেমন ধরুন, সেখানে বলা হচ্ছে, আমাদের চিত্ত কুপ্রবৃত্তি এবং ছলনায় ভরা। (জেরেমায়া, সপ্তদশ অধ্যায়, নবম শ্লোক) সেই পৃষ্ঠারই তলায় আপনি একটি পাদটীকায় বলেছেন, মানব চিত্তের কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে আরো জ্ঞাতব্য তথ্য অমুক কোম্পানীর কাছে আবেদন করলেই পাওয়া যাবে। আর যেখানে জুডা তার ভৃত্যদের বলছে যে শহরের বাইরে যে বারাঙ্গনা আছে, তার খোঁজ করতে। তার তলায় একটি পাদটীকায় আপনি বলে দেবেন যে, এই পবিত্র গ্রন্থটির অধিকাংশ পাঠকই নিশ্চয় বারঙ্গনা-শব্দটির অর্থ জানেন না, কিন্তু শব্দটির ব্যাখ্যা অমুক কোম্পানীর কাছে চাইলেই পাওয়া যাবে।

তারপর ঈশ্বরের বাণীতে যেখানে ওনানের শোচনীয় আচরণের উল্লেখ আছে সেখানেও বলা যেতে পারে যে, বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের কাছে লিখলেই হবে। প্রকাশকের ভাব দেখে মনে হল তিনি চিন্তা করছেন আমার বন্ধু এই ধরণের কাজে রাজী হবেন কিনা? কিন্তু একটু চিন্তা করে অত্যন্ত আফশোসের সুরেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন এ কাজে অসম্ভব মুনাফা হত।

তারপর ডাঃ মালাকো শুরু করলেন, আমার বন্ধু দ্রুতই মন স্থির করে ফেললেন। প্রকাশক ভদ্রলোক এবং তিনি যখন তাঁদের যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা একত্রে প্রকাশকের ক্লাবে গেলেন। তারপর সামান্য পানীয় পান করে তাঁদের চুক্তির মুখ্য-বিষয়গুলি পাকাপাকি করে ফেললেন। আমার বন্ধুটি আগের মতই বাইবেল বিক্রয় করতে লাগলেন। বাইবেলের চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে গেল আর প্রকাশকেরও মুনাফা বাড়তে লাগল। আমার বন্ধুরও অবস্থার উন্নতি হলে তিনি বাড়ী গাড়ীর মালিক হলেন।

ধীরে ধীরে তিনি বাইবেলের অন্যান্য অংশের উল্লেখ বন্ধ করে কেবল পদটীকা-যুক্ত অংশগুলো আওড়াতে লাগলেন। তাঁর কথাবার্তায় প্রাণচাঞ্চল্যের স্পর্শ ফিরে এল। ব্যঙ্গাত্মক রসিকতা পরম উপভোগ্য হয়ে উঠল। এতদিন যে মহিলা তাঁকে কেবল খেলিয়ে ছিলেন, এখন তিনি তাঁর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরা বিয়ে করে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। গল্পটা আপনার ভাল অথবা মন্দ লাগতে পারে কিন্তু আমার আতঙ্ক হচ্ছে, আপনার এই জটিল অবস্থার সমাধানে আমার এছাড়া আর কিছু করণীয়ও নেই।

ডাঃ মালাকোর পরামর্শ আমার অত্যন্ত অসৎ পরামর্শ বলে মনে হল, আমি গম্ভীর হয়ে পড়লাম! সৎ-আদর্শ ও নিষ্কলঙ্ক জীবনের কঠোর নিয়মাবলী যার জীবনযাত্রাকে দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে, সেই আমি অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হব, যে ব্যবসা কিনা বিশ্বের সর্বত্র নিন্দিত? অসম্ভব, আমার পক্ষে একথা চিন্তা করাই যায় না। ডাঃ মালাকোকে আমি সহজভাষায় সোজা আমার মত জানিয়ে দিলাম। আর ডাঃ মালাকো তখন কুটিল রহস্য ভঙ্গিতে বিজ্ঞের হাসি হাসলেন।

তিনি বলে চললেন, বন্ধু শ্রীমতী মালানিউকার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই কি আপনি আপনার আচার ব্যবহারের পরিবর্তন দেখে কিছু বুঝতে পারছেন, না, আপনার অনুসৃত নীতি কতকটা সংকীর্ণতাবদ্ধ। আপনি নিশ্চয়ই একবার হয়তো সলোমনের চরিত গান পড়েছেন এবং পড়ে নিশ্চয়ই চিন্তা করেছেন, বাইবেলের পবিত্রতার মধ্যে ঐ গান স্থান পেল কি করে? এই ধারণাটাই অধার্মিকের চিন্তা। আমার বন্ধুটির প্রকাশিত যে সাহিত্য বিতরণ করতেন, তার কিছু কিছু যদি ঐ জ্ঞানী অথবা স্ত্রৈন রাজার রচনার মতই হয়ে থাকে, তাহলে সেই কারণেই তার ত্রুটি ধরাটা অনুদারতার পরিচায়ক! সামান্য স্বাধীনতা, একটু দিবালোক, কিন্তু স্নিগ্ধ সহজ বাতাস, এমন কি জীবনের যে অংশ থেকে আপনি আপনার মন ফিরিয়ে নেবার জন্য ব্যর্থ হয়েছেন, সেদিক থেকে এলেও তা ভাল ছাড়া মন্দ করবে না। এবং পবিত্র গ্রন্থের ঐ উদাহরণ চিন্তা করে তাকে ভালো বলাই উচিত!

আমি বললাম, কিন্তু এই ধরণের সাহিত্য যুবক-যুবতীদের ভয়ঙ্কর অপরাধের পথে টেনে নিয়ে যাবে, এই মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা কি নেই? আর যখন আমি চিন্তা করব যে, আমার আর্থিক লাভের মূলে যেকাজ, সেই কাজের ফলে কোন কোন অবিবাহিত যুবক যুবতী হয়ত এই মুহূর্তে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে নিষিদ্ধ আনন্দ উপভোগ করছে, তখন আমি আগের মত কি লোকের মুখের দিকে মুখ তুলে চেয়ে সরলভাবে কথা বলতে পারব।

আমার কথাগুলো শুনে ডাঃ মালাকোর বললেন হায় হায়! আমাদের পবিত্র ধর্মে এমন অনেক কিছু আছে, যার অর্থ দেখছি আপনি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। আপনি কি সেই কাহিনীটির কথা একবারও ভেবেছেন, যেখানে একটি পাপী সুপথে প্রত্যাবর্তনের জন্য আনন্দের যে উৎস খুলে গিয়েছিল, নিরানব্বইটি নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তির জন্য স্বর্গে তত আনন্দ কোন দিন হয়নি। আর ফ্যারিসি ও পাবলিকানদের সম্বন্ধে বাইবেলে কি লেখা আছে তাকি আপনি কখনো পড়েননি? আপনি কি অনুতপ্ত চোরের কাহিনী থেকে কিছু নীতি শিক্ষালাভ করেন নি? ফ্যারিসিদের দেওয়া মধ্যাহ্ন ভোজ খেতে খেতে তাদের কি দোষ দেখে আমাদের প্রভু তাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন, আপনার মনে কি কখনো এ প্রশ্ন জাগে নি? আপনার মনে কখনো ভগ্ন এবং অনুতপ্ত হৃদয়ের প্রশংসায় মুগ্ধ কৌতূহল জাগে নি? আপনি কি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে শ্রীমতী মালনিউকার এ প্রসঙ্গে দেখা হবার আগে আপনার হৃদয় রুগ্ন বা অনুতপ্ত ছিল না, আগে পাপ না করলে যে অনুতপ্ত হওয়া যায় না, একথা কি আগে কখনো ভেবে দেখেন নি? অথচ সুসমাচারের এইটাই হল শিক্ষা, (বাইবেল)।

ভগবান সন্তুষ্ট হবেন, এমন স্তরের মানুষের মনকে যদি আপনি আকর্ষণ করতে চান, তাহলে তাদের প্রথমে পাপকর্মে লিপ্ত হতে হবে। আমার বন্ধুর প্রকাশকের বিস্তারিত সাহিত্য যাঁরা কিনবেন, তাঁদের অনেকেই নিশ্চয় পরে এর জন্য অনুতপ্ত হবেন। আমাদের পবিত্র ধর্ম যা আমাদের শিখিয়েছে তা যদি সত্য বলে বিশ্বাস করি। তাহলে ভগবান এঁদের জন্যই বেশী খুশি হবেন, নিষ্কলঙ্ক সাধুব্যক্তিদেব জন্য নয়, এখনো পর্যন্ত তাঁদের একজন বিশিষ্ট উদাহরণ রয়েছেন, আপনি নিজে।

আমি এই যুক্তিতে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলাম—বেশ ধাঁধায় পড়ে গেলাম, তবু মনের কোথায় যেন একটা খটকা রয়ে গেল।

আমি বললাম, কিন্তু এ ব্যাপারে ধরা পড়ে যাবার ভয়টা কি বেশী নেই? একটা জঘন্য ব্যবসা থেকে যে মোটা আয় হচ্ছে, তাকি পুলিশের নজর এড়িয়ে যাবে, এটা সম্ভব? আর এই বেআইনী ব্যবসায়, যাবার মত তাদের

জন্য কারাগারের দরজা কি উন্মুক্ত না?

ডাঃ মালাকো বললেন 'আহাঃ! আপনার এবং আপনার অনুগামী বা বন্ধুদের এমন অনেক কিছুই দেখছি জানা নেই—আমাদের সমাজে আইনের অনেক জটিল প্যাচের ফাঁক থেকে গেছে। আপনি কি একবার ভেবে দেখেন নি, যেখানে এরকম বিরাট টাকার খেলা চলছে, সেখানে পুলিশের কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যিনি লাভের কিছু ভাগ পেলে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন? অন্ততঃপক্ষে চোখ বুজে থাকতে রাজি হবেন? আমি নিশ্চিত ভাবেই আপনাকে জানাচ্ছি, এই ধরণের লোক যুক্ত আছেন এ ব্যাপারে। আর এঁদের সহযোগিতার ফলেই আমার বন্ধুর প্রকাশক পরম নিরাপদ রয়েছে। যদি এ ব্যাপারে তাঁকে অনুসরণ করতে চান তাহলে আপনার এমন ব্যবস্থা পাকা করতে হবে, যাতে আপনার ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ চোখ বুজে থাকেন। আমার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরল না। ডাঃ মালাকোর কাছ থেকে আমি সংশয়াচ্ছন্ন মন নিয়ে ফিরলাম। সে সংশয় কেবল আমার কি করা উচিৎ সে সম্পর্কে নয়, আমার সমগ্র নৈতিক ভিত্তি এবং আদর্শ জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে।

সংশয়াচ্ছন্ন ভাবটাই আমাকে প্রথমে অকর্মণ্য করে ফেলল। আমি আমার অফিসে যাওয়া বন্ধ করলাম—সকলকে এড়াবার জন্য। আর সর্বদা চিন্তা করে চললাম আমার কি করা কর্তব্য। কি ধরণের জীবন যাপন করব। কিন্তু ক্রমেই দেখলাম ডাঃ মালাকোর যুক্তি আমার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। চিন্তা করে দেখলাম, আমার মনে ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে যে সংশয়ের প্রশ্ন জেগেছে, তা থেকে নিবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। বুঝতে পারলাম না, কি ধরণের আচরণ ব্যবহার উপযুক্ত আর কোনটা অনুপযুক্ত। আমি যখন সন্দেহে এধার ওধার করছি তখন ভাবলাম (অন্ধ তখন আমি) আমার প্রিয়তমা ইয়োন্যান্তির কাছে পৌছবার রাস্তা কোনটা?

শেষে দৈনিক একটা ঘটনা আমার পথ নিয়ন্ত্রণ করেছিল। যদিও সেই সময় তাকে আমি দৈব ঘটনা বলেই মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন সে বিষয়েও আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জাগতিক ব্যাপারে অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন একটি লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। তিনি নানা প্রকার সন্দেহজনক কাজে পৃথিবী ঘুরেছেন, অনেক সন্দেহজনক এলাকায় গেছেন। তিনি বললেন, অপরাধী জগতের সঙ্গে পুলিশের সমস্ত যোগাযোগ, সম্পূর্ণ কার্যাবলী তাঁর জানা। তিনি ভালভাবেই জানতেন পুলিশের কোন কোন লোককে ঘুষের দ্বারা বশ করা যাবে, আর কোন লোককে বশ করা যাবে না। মনে হল ভাবী অপরাধীদের এবং ঘুষখোর পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েই

তিনি জীবিকা অর্জন করেন।

তিনি আমাকে বললেন, 'এসব কাজে আপনি অবশ্য উৎসাহী হবেন না। কারণ আপনার জীবনটাই একটা খোলা বইয়ের পাতার মত। আর আপনি কোন প্রলোভনেই ভ্রান্ত হয়ে ন্যায়ের পথ থেকে কখনো একবিন্দু সরেন নি।' আমি স্বীকার করলাম, 'আপনার কথা অবশ্য সত্যি। তবু আমার মনে হয় আমার কিন্তু অভিজ্ঞতা বাড়ানো দরকার আছে। ঐ ধরণের কোন পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় থাকে, তাহলে আপনি তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে সুখী হব।'

লোকটি তাই করলেন। তিনি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর জেকিন্স-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাদের পুলিশবাহিনীতে যে অনমনীয় ধর্মনিষ্ঠ আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই, সেই বিশেষ গুণটি বুঝি এর চরিত্রে ছিল না। ইনস্পেক্টর জেকিন্স-এর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ক্রমেই বেড়ে চলল। ক্রমে ক্রমে আমি অশ্লীল সাহিত্যের প্রসঙ্গটা তুললাম খুব গোপন কায়দায়। কিন্তু ভান করে রইলাম, আমি যেন কেবল দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে একটু ওয়াকিবহাল হতে চাইছি।

তিনি বললেন, 'আমি আমার একজন পরিচিত প্রকাশকের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আমার যে কারবার চলছে তা বেশ লাভজনক ব্যবসাই বলা চলে।

তিনি যথারীতি আমাকে মিঃ মার্টন নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা যে চরিত্রের প্রকাশকের কথা আলোচনা করছিলাম, তিনি নাকি একজন সেই ধরণের প্রকাশক। আমি তাঁর প্রতিষ্ঠানের কথা এর আগে কোনদিন শুনিনি। অবশ্য তার জন্য আশ্চর্য হলাম না। কারণ আমি তো প্রবেশই করেছি সম্পূর্ণ নতুন এক আশ্চর্য জগতে। প্রথমে কিছুক্ষণ ভূমিকা করে নিয়ে আমি আসল কথায় ফিরে এলাম। তাঁকে বললাম, 'ডাঃ মালাকোর বন্ধু তাঁর প্রকাশককে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন আমিও তাঁকে সেভাবে সাহায্য করতে চাই। মিঃ মার্টন আমার প্রস্তাবে রাজী হলেন বটে, কিন্তু তিনি আমার প্রস্তাবের একটা লিখিত বিবরণ আমার কাছ থেকে চাইলেন। কারণ এটা তাঁর নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন। অনিচ্ছা থাকা সত্বেও আমি তাতে রাজী হলাম না।

এ সমস্ত ঘটনাই কালকে কেবল ঘটেছে। যখন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ক্রমেই আমাকে চরম সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। কিন্তু আজ—আমি কি করে সেই চরম সত্যকে প্রকাশ করব, যা থেকে প্রকাশ পাবে আমার বোকামি এবং অপরাধ। আজ একজন পুলিশ কনস্টেবল আমার সদর দরজায় এসে

উপস্থিত হল। তাকে ভেতরে অভ্যর্থনা জানাতেই সে আমাকে একটা দলিল দেখাল। যাতে আমি স্বাক্ষর করেছিলাম মিঃ মর্টনের অনুরোধে।
সে বলল, 'এটা কি আপনার স্বাক্ষর ?'
খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম বটে, কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব আপনাদেরই।'
কনস্টেবলটি বলল, 'বেশ, প্রমাণ করা বিশেষ শক্ত কাজ বলে মনে হয় না। তবে আপনি তখন কি অবস্থায় পড়বেন তা আগে থেকে আপনার জেনে রাখা ভাল। আপনাকে বোঝানো হয়েছে, ডিটেকটিভ ইনস্‌পেক্টর মিঃ জেকিংন্স অসাধু সরকারী কর্মচারী। কিন্তু তিনি তা মোটেই নন। সম্পূর্ণ তার বিপরীত। আমাদের জাতীয় চরিত্রকে সমস্ত রকম অপবিত্রতার স্পর্শ থেকে রক্ষা করার ব্রতে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।
চতুর্দিকে ছড়ানো অপরাধীদের তাঁর জালের ভেতর সযত্নে টেনে আনার জন্যে তিনি দুর্নীতিপরায়ণ বা ঘুষখোর বলে বদনামে নিজেকে ঢেকেছেন। মিঃ মার্টন কোন একটি বিশেষ ব্যক্তি নন। এক একজন ডিটেকটিভ এক এক সময় তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিঃ বোর্শা, আপনার উদ্ধারের আশা খুবই কম!'
আমাকে সে এই কথাগুলো বলে চলে গেল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম আমার বাঁচার আর সুপথ কোন নেই। অবশিষ্ট অর্ধেক জীবনও আমার পক্ষে ক্রমে দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। কারাবাস এড়ানো হয়তো সৌভাগ্যক্রমে হতে পারে কিন্তু দলিলে আমি স্বাক্ষর করেছি, তার ফলস্বরূপ আমি এতদিন যে উপায়ে জীবিকা অর্জন করেছি, সেই পথ আমার বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর আমাকে যে অসম্মানের মুখে দাঁড়াতে হবে, তাই নিয়ে আমি আর তোমাকে মুখ দেখাতে পারবো না। অথচ আমি জানি, তুমি ছাড়া আমার জীবন নিরানন্দময় এবং বিষাদে পূর্ণ হবে! সুতরাং আমার জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।
আমি আমার সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে চলেছি। তার ন্যায়সংগত ক্রোধ নিশ্চয় আমার সেই শাস্তিই দেবে, যা আমি স্পষ্টভাবে অন্যের কাছে বহুবার বর্ণনা করেছি। কিন্তু তাঁর রুদ্র সান্নিধ্য থেকে বিদায় নেবার আগে আশাকরি তিনি অন্তত একটি বাক্য আমাকে উচ্চারণ করার জন্য দয়া করবেন। সেই বাক্যটি হল 'বিশ্বে যতরকম অসৎ প্রকৃতির লোক জীবন ধারণ করছে, তাদের মধ্যে কেহই ডাঃ মালাকোর মত সাঙ্ঘাতিক অসৎ এবং কুচক্রী হতে পারে না! হে প্রভু, নরকে আমার যেখানে স্থান হবে, তার জন্যেও দয়া করে কোন বিশেষ গভীর গহ্বরে আশ্রয় রেখো।'

আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে এই আমার শেষ এবং সম্পূর্ণ কথা। আমি যে গভীর অতলে নিমজ্জমান। সেখান থেকেই কামনা করি তুমি সর্বতোভাবে সুখী হও, তোমার জীবন ভরে উঠুক নির্মল আনন্দে।

চার

মিঃ বোশাঁর শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কিছুকাল পরে আমি শুনতে পেলাম মিঃ কার্টরাইটের কি ঘটেছিল। বলতে ভালো লাগছে যে তাঁর বরাত ছিল কিছুটা কম ভয়ানক, কিন্তু তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তাঁর মতো বরাত অনেকেই চাইবেন না। তাঁর কি হয়েছিল তা জেনেছিলাম কতকটা তাঁর নিজের মুখ থেকে, কতকটা আমার একমাত্র পরিচিত পাদ্রীবন্ধুর মুখে।

মিঃ কার্টরাইট ছিলেন—সবাই জানেন—একজন বিখ্যাত শিল্পী, ফটোগ্রাফার; সেরা চিত্রতারকা এবং রাজনীতিজ্ঞ। সবাই ছিলেন তাঁর মক্কেল। তাঁর বিশেষত্ব ছিল তিনি ফটোগ্রাফে চরিত্রের এমন একটি বিশেষ অভিব্যক্তি ধরে ফেলতেন যে ছবিটি দেখলে যার ছবি তার সম্পর্কে মনে একটা অনুকূল ভাবের সৃষ্টি হতো। তাঁর সহকারিণী ছিলেন একটি অসাধারণ মহিলা, তাঁর নাম লালাজ ক্ল্যাগস্। ফোটোগ্রাফারের মক্কেলদের কাছে তার রূপের প্রভাব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল শুধু একটি কারণে—একটু বেশী রকম অবসাদের ভাব। কিন্তু যারা তাঁদের ভালো করে জানতেন তাঁরা বলতেন মিঃ কার্টরাইটের বেলায় সেই ভাবটা মোটেই থাকত না; এঁরা দু'জনে পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশুদ্ধ আইনসঙ্গতভাবে নয়। মিঃ কার্টরাইটের কিন্তু একটি মহা দুঃখছিল। তিনি দিনরাত কাজ করতেন নিখুঁত শিল্পীর বিবেক নিয়ে, তাঁর বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষকদের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিল কিন্তু ট্যাকস্ আদায়কারীদের রাক্ষুসে দাবির ফলে তাঁর নিজের এবং সুন্দরী লালাজের অনেক ব্যয়সাপেক্ষ সবই তিনি মেটাতে পারতেন না।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার মোট উপার্জনের দশ ভাগের নয় ভাগই যদি সরকার গ্রাস করে নেয়, মলিবডেনাম, টাংস্টেন অথবা অন্য এমন জিনিস কিনতে, যাতে আমার কোনো উৎসাহ নেই, তাহলে কি লাভ আমার এই উদয়াস্ত খেটে?

এই বিরক্তি ভাবটা তাঁর জীবনটাকে তিক্ত করে তুলল। তিনি প্রায়ই চিন্তা করতেন, কাজ থেকে অবসর নিয়ে ছোট্ট মোনাকো রাজ্যে গিয়ে থাকবেন। ডাঃ মালাকোর পিত্তলের নাম ফলকটি দেখে তিনি বলে উঠলেন:

'এই গুণী ভদ্রলোকটি কি উপরি ট্যাক্সের চাইতেও ভয়ঙ্কর বিভীষিকা কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন? যদি তাই হয়, তাহলে তাঁর কল্পনাশক্তি নিশ্চয়ই অসাধারণ। এঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেই হবে, দেখা যাক ইনি আমাকে নতুন বুদ্ধি কিছু দিতে পারেন কিনা।'

আগে থেকে দিন ঠিক করে তিনি এক বিকেল বেলায় ডাঃ মালাকোর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এমনই যোগাযোগ ঘটল যে সে সময় কোনো চিত্রতারকা, ক্যাবিনেট-মন্ত্রী বা বিদেশী রাষ্ট্রপ্রতিনিধির ফটো তুলবার কাজ তাঁর হাতে ছিল না। এমনকি আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূতও, যিনি কথা দিয়েছিলেন, ফটো তোলার পারিশ্রমিক মেটাবেন কয়েক দফা গোমাংস দিয়ে—অন্য একটা তারিখ বেছে নিয়েছিলেন।

প্রারম্ভিক সম্ভাষণাদির পরে ডাঃ মালাকো কাজের কথায় এলেন; প্রশ্ন করলেন কি ধরনের বিভীষিকা মিঃ কার্টরাইট চান। প্রত্যেক মক্কেলের পছন্দ অনুযায়ী বিভীষিকা আমার কাছে আছে। মৃদু হেসে বললেন তিনি।

'শুনুন তাহলে।' বললেন মিঃ কার্টরাইট। আমি যে বিভীষিকা চাই তা হচ্ছে টাকা রোজগারের এমন সব উপায় যেগুলো ট্যাক্স আদায়কারীরা টের পাবে না। জানিনা আপনার পিতলের ফলকের ঘোষণা অনুযায়ী এই ব্যাপারটিকেও আপনি বিভীষিকামণ্ডিত করে তুলতে পারবেন কিনা। কিন্তু যদি পারেন, তাহলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

ডাঃ মালাকো বললেন, আমার মনে হয় আপনি যা চান আপনাকে আমি তাই দিতে পারব। বিশেষ করে এক্ষেত্রে আমার পেশাদারী মর্যাদা যখন জড়িত রয়েছে, আপনার চাহিদা মেটাতে না পারলে আমার পক্ষে সেটা লজ্জার কারণ হবে। আমি আপনাকে একটা গল্প শোনাবো, যা থেকে সম্ভবত আপনি আপনার কর্তব্য স্থির করতে পারবেন।

আমার একটি বন্ধু আছেন, যিনি প্যারিসে থাকেন। তিনি আপনারই মতো একজন প্রতিভাশালী ফটোগ্রাফার। আপনার মতো তাঁরও একটি সুন্দরী সহকারিণী আছেন। প্যারিসে সুলভ আমোদ প্রমোদে যার আগ্রহের অভাব নেই। আপনারই মতো তিনিও ট্যাকসের ওপর বিরক্ত ছিলেন।

এখনো তিনি ফটোগ্রাফির ওপরই নির্ভরশীল কিন্তু তাঁর কার্যপদ্ধতিগুলো আরো প্রগতিশীল। তিনি জেনে নেন, প্যারিস মহানগরীতে যেসব বিখ্যাত ব্যক্তিরা আসবেন তাঁরা কে কোন হোটেলে উঠবেন। হোমরা-চোমরা বিরাট পুরুষটি যখন একটু পরেই এসে পৌঁছবেন, সেই সময়ে ফটোগ্রাফারের রূপসী সহকারিণীটি হোটেলের লবিতে বসে থাকেন। ভদ্রলোক যখন এসে ডেস্কে ব্যস্ত থাকেন, সুন্দরী তখন হঠাৎ খাবি খেতে খেতে টলতে থাকেন। তারপর এমন ভান

করতে থাকেন, যেন এখনই মূর্ছিতা হয়ে পড়ে যাবেন! উক্ত ভদ্রলোকই তখন সুন্দরীর যথেষ্ট কাছাকাছি একমাত্র পুরুষ। সুতরাং সুন্দরীকে ধরে ফেলবার জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান। সুন্দরী যখন তাঁর বাহুবন্ধনে বন্দিনী, ঠিক সেই সময়ে চট করে ক্যামেরায় একটি ছবি উঠে যায়। পরদিন আমার বন্ধুটি ছবিটি ডেভেলপ করে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেন, এ ছবিটির নেগেটিভ এবং সমস্ত কপি নষ্ট করে ফেলার বিনিময়ে তিনি কত টাকা দিতে রাজি আছেন? এই ফাঁদে পড়া ভদ্রলোক যদি কোনো বিখ্যাত ধর্মযাজক বা কোনো মার্কিন রাজনীতিক হন, তাহলে তিনি সাধারণত বেশ মোটা টাকাই দিতে রাজি হন। এই উপায় অবলম্বন করে আমার বন্ধুটি হপ্তায় চুয়াল্লিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করে যা করতেন তার চাইতে বেশি উপার্জন করেছেন। তাঁর সহকারিণী কাজ করেন, সপ্তাহে শুধু একদিন, তিনি কাজ করেন দুদিন—যেদিন তিনি ফোটোটি তোলেন আর যেদিন তিনি সেই বেকায়দায় পড়া ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেন। হপ্তায় বাকি পাঁচদিন তাঁরা দুজন পরমানন্দে কাটান।

গল্পটি করে ডাঃ মালাকো বললেন, হয়তো এ গল্প থেকে আপনি কিছু পাবেন, যা আপনার দুঃখজনক পরিস্থিতিতে কিছু কাজে লাগবে।

এ পরামর্শের ব্যাপারে শুধু দুটি জিনিষ মিঃ কার্টরাইটের উদ্বেগের কারণ হলো। একটি হলো ধরা পড়বার ভয়, আরেকটি হলো সুন্দরী লালাজ ওভাবে যারতার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করবে, সেটাও তাঁর ভালো লাগলো না। ভয়ের অনুভূতি তাঁর কল্পনার চোখে ফুটিয়ে তুলল পুলিশের ছবি! তার চেয়েও প্রবল ঈর্ষার অনুভূতিতে তাঁর মনে হতে লাগল তাঁর বাহুবন্ধনের চাইতে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির বাহুবন্ধন হয়তো লালাজের কাছে বেশি ভালো লেগে যেতে পারে! কিন্তু তাঁর মনের ভেতর যখন এই দ্বন্দ্ব চলছে, তখন তার ওপর বারো হাজার পাউণ্ড আয়কর এবং উপরি করের দাবি এসে পড়ল। মিত-ব্যয়িতা মিঃ কার্টরাইটের কোষ্ঠীতে লেখে নি। তাই বারো হাজার পাউণ্ডের মতো সঙ্গতি তাঁর ছিল না। নিদ্রাহীণ অবস্থায় কয়েক রাত্রি কাটিয়ে তিনি ঠিক করলেন, ডাঃ মালাকোর বন্ধুকে নকল করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

যথাযোগ্য প্রস্তুতির পর বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করে মিঃ কার্টরাইট ঠিক করলেন তাঁর প্রথম শিকার হবে বোরিয়ার বুলাগাঁর বিশপ, যিনি সমগ্র আংলিক্যান ধর্মযাজকদের সম্মেলন (প্যান-আংলিক্যান কংগ্রেস) উপলক্ষ্যে লণ্ডনে আসছেন। সবকিছু হলো একেবারে ঘড়ির কাঁটা চলার মতো নিখুঁত। সুন্দরী মহিলাটি টলতে টলতে পড়ে গেলেন বিশপের

দুটি হাতের মাঝখানে। বিশপের দুটি হাতও সুন্দরীকে যেভাবে বেষ্টন করল তাতে অনিচ্ছার কোন ভাব দেখা গেল না। পর্দার আড়াল থেকে মিঃ কার্টরাইট ঠিক সময় মতোই বেরিয়ে এলেন এবং পরদিন বিশপের সঙ্গে দেখা করলেন বেশ একটি সুস্পষ্ট ফটোগ্রাফ নিয়ে, যা দেখলে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না।

তিনি বললেন, বিশপ মহোদয়, আশা করি স্বীকার করবেন, এ ছবিটি উঁচু দরের শিল্পের একটি চমৎকার নিদর্শন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনি এটির মালিক হতে চান। কারণ নিগ্রোদের শিল্প সম্পর্কে আপনার আগ্রহের কথা সবাই জানে এবং এ ছবিটি কোনো সম্প্রদায়ের ধর্ম সংক্রান্ত চিত্র হিসেবে চলতে পারে। কিন্তু আমার নানারকমের খরচা আছে। তাছাড়া আমার অতি সুদক্ষা সহকারিণীকেও বাধ্য হয়েই মোটা মাইনে দিতে হয়। কাজেই এ ছবির নেগেটিভ আর তা থেকে যে কয়েকখানা ছবি ছেপে নিয়েছি, সেগুলো এক হাজার পাউণ্ডের কমে হাতছাড়া করতে পারি না। এও অবশ্য যতদূর কমানো যায় কমিয়ে বললাম। আমাদের ঔপনিবেশিক ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলোর দরিদ্র অবস্থার কথা বিবেচনা করেই।

বিশপ বললেন, 'বড় বেকায়দায় পড়লাম! এখানে এখন আমার কাছে এক হাজার পাউণ্ড রয়েছে, এ আশা আপনি নিশ্চয়ই করেন না। যাইহোক, আপনি যখন আমায় আপনার হাতের মুঠোয় পেয়েছেন পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমি আপনাকে একটা ঋণ স্বীকার পত্র লিখে দেবো। আর আমার এলাকার আয়ের ওপরও আপনার দাবি থাকবে।

বিশপ বেশ বুঝদার লোক দেখে মিঃ কার্টরাইট পরম স্বস্তি বোধ করলেন, এবং প্রায় প্রীতিপূর্ণ ভাবেই বিদায় দিলেন।

কিন্তু এই বিশপটি ছিলেন কতকগুলো বিশেষ বিষয়ে তাঁর অধিকাংশ সহকর্মী থেকে ভিন্ন। আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, তিনি তখন আমার বন্ধু ছিলেন। আণ্ডার গ্রাজুয়েট অবস্থায় থাকাকালীন লোককে বোকা বানিয়ে জব্দ করার ব্যাপারে ওস্তাদ বলে তাঁর নাম ছিল। তাঁর কতকগুলো তামাসায় খুব সুরুচিরও পরিচয় ছিল না। তিনি যখন পাদ্রী হওয়া ঠিক করলেন, তখন সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন। আরো বিস্মিত হয়েছিলেন তখন, যখন তাঁরা জান'লেন তাঁর উপদেশাত্মক বক্তৃতাগুলো খুবই প্রাণবন্ত এবং চিত্তগ্রাহী হয়ে হাজার হাজার লোককে ধর্মজীবনে উদ্বুদ্ধ করলেও আণ্ডার গ্রাজুয়েট অবস্থায় যেসব দুষ্টুমির জন্য তিনি কুখ্যাত ছিলেন সেগুলো তিনি এখনো ছাড়তে পারেন নি। চার্চের কর্তৃপক্ষ তাঁর বদ অভ্যাসগুলোর জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবার কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করেও শেষ

পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারেন নি। শেষকালে তাঁরা ঠিক করলেন যে যদিও কিছু শাস্তি ত'াকে দিতেই হবে, শাস্তিটা খুব কঠোর হবে না। শাস্তি হিসেবে তাঁকে করা হলো বোরিয়া বুলা গা'র বিশপ। শর্ত হলো এই যে, ক্যাণ্টারবেরি ইয়র্কের আর্চবিশপের বিশেষ অনুমতি ছাড়া তিনি তাঁর এলাকা ত্যাগ করতে পারবেন না। এই সময়ে একজন নৃতত্ত্ববিদ মধ্য আফ্রিকার ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে ছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে এই বিশপের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। প্রবন্ধ পাঠের পর যে আলোচনা হয়েছিল তাতে তিনি কয়েকটি বেশ জোরালো মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সঙ্গ আমার সবসময় ভালো লাগত। তাই সেই বৈঠকের পরে তাঁকে রাজি করে আমার সঙ্গে আমার ক্লাবে নিয়ে এলাম।

তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে আপনি মিঃ কার্ট'রাইট নামে এক ভদ্রলোকের প্রতিবেশী, যাঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে আমার একটু অদ্ভুত ধরণের বোঝাপড়া হয়েছিল।

তিনি সেই পরিস্থিতিটা বর্ণনা করলেন, তারপর সর্বশেষে একটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তি করলেন। আমার ভয় হচ্ছে আপনার বন্ধু মিঃ কার্ট'রাইট এখনো টের পান নি ত'ার ভাগ্যে কি আছে।

মিঃ কার্টরাইটের কৌশলটি বিশপকে বাস্তবিকই বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল। তিনি চিন্তা করেছিলেন, তাঁর এলাকার মানুষদের কল্যাণের ঐ কৌশলটিকে কোনোরকমে কাজে লাগানো যায় কি না! শেষপর্যন্ত ভেবে ভেবে তিনি একটা পন্থা বার করলেন। তিনি বেশ পরিশ্রম করে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের হালচাল পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর যখন তাঁর চলাফেরা হাবভাব, এমন কি মুদ্রাদোষগুলি পর্যন্ত আয়ত্ত করে ফেললেন, তখন বেকার অভিনেতাদের মহলে ঘুরে ফিরে খুঁজতে লাগলেন এমন একজনকে, যার চেহারা সেই বিখ্যাত এবং সম্মানিত রাষ্ট্রদূতের খুব কাছাকাছি। তেমনি চেহারার একজনকে পেয়েও গেলেন। তাঁর নির্দেশে অভিনেতা ভদ্রলোক একজন 'সহযাত্রী'র (কমিউনিস্টদের) ভূমিকা নিলেন এবং চেষ্টা-চরিত্র করে একটি সোভিয়েট অভ্যর্থনা-সভায় নিমন্ত্রিত হলেন। বিশপ তখন মিঃ কার্টরাইটকে এমন একখানা চিঠি লিখলেন, যেন সে চিঠি আসছে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে মিঃ কার্ট'রাইটকে কোন একটি হোটেলে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য আমন্ত্রন জানিয়ে। মিঃ কার্ট'রাইট সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। যেন রাষ্ট্রদূত ত'ার হাতে একটি মস্ত লেফাফা গুঁজে দিলেন। আর লেফাফাটি তিনি যেমন হাতে নিয়েছেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন একটি সুপরিচিত আওয়াজ—আড়াল থেকে ক্লিক করে কেউ

লুকানো ক্যামেরার বোতাম টিপে দিয়েছে। লেফাফার দিকে তাকিয়ে তিনি সভয়ে দেখলেন তার ওপর পরিষ্কার বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে তাঁর নাম আর তার ভেতর দশ মিলিয়ন রুবল। পরদিনই তাঁর কাছে এসে হাজির বিশপ। বললেন, 'বন্ধুবর' আপনি জানেন অনুকরণই হচ্ছে চাটুকারিতার সেরা পদ্ধতি।

আমি আপনাকে ঠিক তাই করতে এসেছি। আপনি আমার যে ফোটোগ্রাফ তুলেছিলেন, এই ফটোগ্রাফটিও তেমনিই চমৎকার। সত্যি কথা যদি বলি, এ ফটোখানা তার চাইতে ঢের বেশি ক্ষতিকর। কারণ বাহুবন্ধনে একটি সুন্দরীকে বন্দিনী করেছি বলে বোরিয়া বুলা-গাঁর বাসিন্দাদের চোখে আমি আগেকার চাইতে খারাপ হয়ে যাবো কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে কিন্তু ছবিখানা যদি এই মহান দেশের কর্তাব্যক্তিদের চোখে একবার পড়ে, তাহলে তাঁদের চোখে আপনি নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে যাবেন। তাঁরা নিশ্চয়ই আপনার সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করবেন। আমি অবশ্য আপনার প্রতি খুব বেশি নির্মম হতে চাই না। কারণ আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধির আমি তারিফ করি। সেই জন্যেই আমি আপনাকে বেশ সহজ সর্ত দেবো। আপনি অবশ্যই আমাকে আমার ঋণস্বীকার পত্রটি এবং আমার এলাকার আয়ের ওপর আপনার অধিকার স্বীকার করে যে দলিলটি দিয়ে ছিলাম সেটি আমাকে ফেরত দেবেন, এবং যতদিন পর্যন্ত আপনার পেশা চাইবেন আপনাকে কতকগুলো শর্ত মেনে তা চালাতে হবে। আপনি শুধু কুখ্যাত অবিশ্বাসীদেরই ব্ল্যাকমেল করবেন অর্থাৎ তাদের গুপ্ত কলঙ্ক প্রকাশ করবার ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করবেন। যাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে, বিশ্বাস করা গেলে তা সত্য ধর্মবিশ্বাসেরই গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক হবে। এভাবে আপনি যে টাকা পাবেন তার শতকরা নব্বই ভাগ আমাকে দিতে বাধ্য থাকবেন।

আপনি জানতে পারবেন যে বোরিয়া বুলা-গাঁ'র এখনো কিছু সংখ্যক অখ্রীষ্টান আছে, এবং আমি প্রতিবেশী মিয়ামের বিশপের সঙ্গে মোটা টাকার বাজিতে পাল্লা ধরেছি, আমরা কে নিজের এলাকায় বেশী তাড়াতাড়ি খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বাড়াতে পারি। আমি জানতে পেরেছি যে গাঁয়ের মোড়ল যদি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে রাজি হয়, তাহলে সেই গাঁয়ের প্রত্যেকেই দীক্ষিত হতে রাজি হবে। আমি এও জেনেছি যে একজন মোড়ল তিনটি-শূয়োরের দাম পেলেই রাজি হবে। আর শূয়োরের দাম এখানকার চাইতে মধ্য আফ্রিকায় কম। বোধহয় ধরে নিতে পারি পনেরো পাউণ্ডের মতো হবে। এখনো প্রায় হাজার খানেক মোড়ল রয়েছে, যাদের দীক্ষিত করা যেতে পারে। সুতরাং

আমার কাজ সম্পূর্ণ করতে পনেরো হাজার পাউণ্ড দরকার। স্বাধীন চিন্তা-কারীদের ওপর আপনার অভিযানের দৌলতে আমি যখন এই টাকাটা পেয়ে যাবো, তখন আমাদের পরস্পরের সম্পর্কটা সম্বন্ধে নতুন করে ভাবা যাবে। এখনকার মতো আপনি আমার এবং পুলিশের অস্বস্তিকর মনোযোগ থেকে মুক্ত থাকবেন।

মিঃ কার্টরাইট বিষণ্ণ হলেন, কিন্তু তখনো সম্পূর্ণ হতাশ হলেন না। ভেবে দেখলেন বিশপের নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া তাঁরা আর কোন উপায় নেই। তাঁর প্রথম শিকার হলেন নৈতিক আন্দোলনের নেতারা। যাঁদের বক্তব্য হলো খ্রীষ্টিয় ধর্মবিশ্বাসের সহায়তা ছাড়াও উচ্চতম ধর্ম সম্ভব। তাঁর পরের শিকার হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মপ্রবণ অংশগুলো থেকে আগত কমিউনিস্ট নেতারা। যাঁরা এসেছিলেন লণ্ডনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে মিলিত হতে। অল্পদিনের ভেতরেই তিনি বিশপের দাবি করা পনেরো হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করে দিতে সক্ষম হলেন। বিশপ শ্রদ্ধার সঙ্গে এই টাকা গ্রহণ করলেন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে বললেন, এখন তিনি তাঁর এতদিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা থেকে নাস্তিকত্ব দূর করতে পারবেন।

মিঃ বিশপ বললেন, সবুর করুন। যে ফটোগ্রাফটির ওপর ভিত্তি করে আমাদের চুক্তি হয়েছিল সেটি এখনও আমার কাছে আছে। আপনি যে পনেরো হাজার পাউণ্ড আমার হাতে দিয়েছেন, সে টাকা আপনি কিভাবে সংগ্রহ করেছেন তার প্রমাণ আমি খুব সহজেই পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি, কিন্তু এই সংগ্রহের ব্যাপারে আমার কিছুমাত্র যোগ ছিল এমন কোন প্রমাণই আপনার হাতে নেই। আমার প্রয়োজন থেকে আপনি কেমন করে মুক্তি দাবি করতে পারেন তা তো বুঝতে পারছি না।

যাইহোক, আমি তো আগেই বলেছি, আমি দয়ালু মনিব। আপনি আমার দাস হয়ে থাকবেন বটে কিন্তু আমি আপনার বন্দীদশাকে অসহ্য করে তুলবো না। বোরিয়া বুলা গাঁয় এখনো দুটি ত্রুটি থেকে গেছে। একটি হচ্ছে, এখনকার প্রধান সর্দার এখনো একগুঁয়ে ভাবে তার পূর্বপুরুষদের ধর্মই আঁকড়ে ধরে আছে। আরেকটা হচ্ছে এখানকার লোকসংখ্যা নিয়াম মিয়ামের লোকসংখ্যার চাইতে কম। একটি উপায় আছে যা দ্বারা আপনি এবং আপনার সুন্দরী সহকারিণী এই দুটি ত্রুটিই সারিয়ে দিতে পারেন। আমি এই সুন্দরীর ফটো প্রধান সর্দারকে পাঠিয়েছি। সর্দার ঐ ফটোগ্রাফের সঙ্গেই গভীর ভাবে প্রেমে পড়ে গেছে। আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, সে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিলে এই সুন্দরী যাতে তার স্ত্রী হয়, সে ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।

আর আপনার সম্বন্ধে বলি—আমি দাবি করব, আপনি বোরিয়া-বুলা-গাঁ'য় বসবাস করবেন এবং আপনার হারেমে বহু সংখ্যক কৃষ্ণকায় নারী থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ক্ষমতা থাকবে আপনি নতুন নতুন মানুষের জন্ম দিয়ে যাবেন। যাদের আমি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেবো। যখনি দেখবো আপনার হারেমে জন্মহার কমে যাচ্ছে, তখনি বুঝবো আপনার কর্তব্যে আপনি অবহেলা করছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার অপরাধমূলক কার্যাবলীর কথা আমি প্রকাশ করে দেবো।

আপনার এই দণ্ড সারাজীবনের জন্য, এমন কথা বলবো না। আপনার বয়স যখন সত্তর বছরে পৌঁছবে তখন আপনি এবং অনিন্দ্য সুন্দরী লালাজ ততদিনে তিনি হয়তো আর অনিন্দ্য সুন্দরী থাকবেন না—ইংলণ্ডে ফিরে আসতে পারবেন এবং পাশপোর্টের ফটোগ্রাফ তুলে জীবিকা অর্জন করতে পারবেন। পাছে আপনি কোনরকম বেআইনী বলপ্রয়োগের সাহায্যে পালাবার কথা চিন্তা করেন, সেই জন্য আপনাকে জানিয়ে রাখি আমি, একটা সন্দেহ-জনক ভাবে আপনার মৃত্যু হলেই যেন সেই লেফাফাটি খোলা হয়। এই লেফাফাটি একবার খোলা হলেই আপনার সর্বনাশ নিশ্চিত। ইতিমধ্যে আমাদের এই যুক্ত নির্বাসনে যে আপনার সঙ্গসুখ উপভোগ করবো, তারই জন্যে আমি উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

মিঃ কার্টরাইট এই যন্ত্রণাময় পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পাবার কোনো রাস্তা দেখতে পেলেন না। আমি তাঁকে শেষবারের মতো দেখলাম জাহাজ ঘাটায়। যখন তিনি আফ্রিকায় যাবার জন্যে জাহাজে উঠছিলেন। ভগ্নহৃদয়ে তিনি বিদায় নিচ্ছিলেন মিস স্লাগস-এর কাছ থেকে, বিশপ যাকে অন্য একটি জাহাজে যেতে বাধ্য করেছিলেন। আমি কিছুটা সহানুভূতি বোধ না করে পারলাম না। কিন্তু এর ফলে বাইবেলের সুসমাচার প্রচারে যে প্রচুর সহায়তা হবে সে কথা ভেবে সান্ত্বনা পেলাম।

পাঁচ

মিঃ অ্যাবার ক্রম্বি, মিঃ বোশাঁ এবং মিঃ কার্টরাইটের দুর্দশার ভেতরও আমি শ্রীমতী এনারকারের কথা ভুলতে পারি না। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, যাতে আমি বেশ উদ্বিগ্নই হয়ে পড়েছিলাম। মিঃ এনারকার এরোপ্লেনের ডিজাইন করতেন এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর মতে তিনি ছিলেন এই বিভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠকর্মী। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মিঃ কোয়ানটক্স্ আর তিনি থাকতেনও মর্টলেকেই। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এই দু'জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করতেন মিঃ এনারকারকেই।

কেউ কেউ বেশী পছন্দ করতেন মিঃ কোয়ানটক্স্‌-এর কাজ। কিন্তু এঁদের কাজের ক্ষেত্রে এঁদের মতো উচ্চস্তরে আর কেউ উঠতে পেরেছেন বলে কেউ মনে করতেন না। পেশার বাইরে কিন্তু দু'জন ছিলেন একেবারে আলাদা ধরণের মানুষ। মিঃ এনারকারের শিক্ষা ছিল সংকীর্ণ, বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ। সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। ছিল না শিল্পের প্রতি অনুরাগ। তিনি কথাবার্তা কইতেন ভারিক্কি চালে। আর ভারি ভারি বুলি আওড়ানো ছিল তাঁর একটি নেশা। মিঃ কোয়ানটক্স্‌ কিন্তু ছিলেন চটকদার আর সুরসিক। ব্যাপক শিক্ষা এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ; যেকোনো সমাবেশে তিনি তাঁর সরস বিশ্লেষণপূর্ণ মন্তব্য দিয়ে আসর মাত করে দিতে পারতেন। মিঃ এনারকার তাঁর স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর দিকে তাকান নি। অপর পক্ষে মিঃ কোয়ানটক্স্‌-এর নজর ছিল ইতস্তত সঞ্চারমান। ফলে দুর্নীতির জন্যে তিনি তিরস্কৃত হতেন। কিন্তু দেশের জন্য তাঁর কাজের মূল্য ছিল অসামান্য। কাজেই নেলসনের বেলায় যেমন হয়েছিল তেমন তাঁর বেলাতেও নীতিবাগিশরা চোখ বুজে অজ্ঞতার ভান করে রইলেন। এই ধরণের নানাদিক দিয়েই শ্রীমতী এনারকারের সাদৃশ্য ছিল তাঁর স্বামীর চাইতে মিঃ কোয়ানটক্স্‌-এর সঙ্গেই বেশী। তাঁর বাবা ছিলেন আমাদের পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটিতে নৃতত্ত্বের অধ্যাপক। তিনি নিজে যৌবন অতিবাহিত করেছেন ইংলণ্ডের সেরা বুদ্ধিমান সমাজে। জ্ঞানের সঙ্গে রসিকতার সমন্বয়েই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। মিঃ এনারকার ভিক্টোরিয়া যুগের যে গুরুগম্ভীর সুনীতির বাতিক নিজের চরিত্রে বজায় রেখেছিলেন, শ্রীমতী এনারকারএর স্বভাবে তার অভাব ছিল।

মর্টলেকে তাঁর প্রতিবেশীরা ছিলেন দুই দলে বিভক্ত। একদল ভাবতেন, তাঁর চমক লাগানো কথাবার্তার সঙ্গে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বজায় থাকতে পারে না। তাঁর পরিচিতদের ভেতর যারা একটু চিন্তাশীল এবং বয়স্ক, তাঁরা সন্দেহ করতেন তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গে নিজের চরিত্রহীনতা গোপন রেখেছেন এবং এমন খেয়ালী স্ত্রী বরাতে জুটেছে বলে মিঃ এনারকারের প্রতি অনুকম্পা বোধ করতেন। আরেকটি দল দুঃখ বোধ করতেন শ্রীমতী এনাকারের জন্য, যখন তারা প্রাতঃরাশের সময় দৈনিক 'টাইমস্‌' পড়তে পড়তে মিঃ এনারকার কি কি মন্তব্য করবেন তাই কল্পনা করতেন।

ডাঃ মালাকোর গৃহ থেকে শ্রীমতী এনারকার যখন নাটকীয়ভাবে বেরিয়ে এলেন, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হব স্থির করলাম এই আশায় যে হয়তো আজ হোক আর কালই হোক, তাঁর কোনো কাজে লাগতে পারব। মিঃ অ্যাবার ক্রম্বির দুর্দশায়, ডাঃ মালাকোর যে হাত ছিল, সেটা যখন বুঝতে

পারলাম, তখন শ্রীমতা এনারকারকে তাঁর বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করলাম; কিন্তু তিনি এমন জোরের সংগে বললেন ডাক্তারের সংগে আরও বেশি পরিচয়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাঁর নেই। তখন আমি ভাবলাম এ বিষয়ে তাঁকে আর সতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমতী সম্পর্কে এক নতুন উদ্বেগ অচিরেই আমাকে পেয়ে বসল। জানতে পারা গেল তিনি এবং মিঃ কোয়ানটক্স্ এত ঘনঘন মেলামেশা করছেন যা এনারকারের সংগে মিঃ কোয়ানটক্সের প্রতিদ্বন্দ্বীতার পরিস্থিতিতে ঠিক সুবুদ্ধির কাজ হচ্ছে না! কথা-বার্তায় মিঃ কোয়ানটকস্ চমৎকার, কিন্তু আমার মনে হল ডাঃ মালাকোর সংস্পর্শে এসে শ্রীমতী এনারকারের যে অস্থির অবস্থা হয়েছে, সে অবস্থায় মিঃ কোয়ানটকস্ তাঁর পক্ষে একটি বিপজ্জনক ব্যক্তি। কথায় কথায় আমি এই ধরণেরই একটু ইংগিত করলাম, কিন্তু ডাঃ মালাকোর সম্বন্ধে ইংগিত করায় শ্রীমতী এনারকারের প্রতিক্রিয়া যেরকম হয়েছিল, এক্ষেত্রে হল তা থেকে একেবারে আলাদা। তিনি ভীষণ রেগে উঠলেন। বললেন, এ ধরণের কানাঘুষো তিনি পছন্দ করেন না এবং মিঃ কোয়ানটকস্ এমন একটি লোক যাঁর বিরুদ্ধে তিনি কোনো কথা শুনতে চান না। তিনি আমার ওপর এমন চটে উঠলেন যে আমি তাঁর বাসায় যাওয়া বন্ধ করে দিলাম এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর সংগে আমার যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেল।

অবস্থা এইরকম রইল কিছুদিন। তারপর একদিন ভোরবেলা খবরের কাগজ খুলে দেখলাম সাংঘাতিক খবর। মিঃ এনারকারের পরিকল্পিত নতুন মডেলের একটি এরোপ্লেন প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য আকাশে উড়েই আগুন ধরে ধ্বংস হয়ে যায়। চালক আগুনে পুড়ে মারা গেছে, এবং এ বিষয়ে অনু-সন্ধানের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরে যা ঘটল তা আরও সাংঘাতিক। মিঃ এনারকারের কাগজপত্র পরীক্ষা করে পুলিশ নিশ্চিত প্রমাণ পেল যে একটি বিদেশী শক্তির সংগে তাঁর যোগাযোগ ছিল, এবং স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেই তিনি ইচ্ছা করে নতুন এরোপ্লেনের ডিজাইনে ত্রুটি রেখেছিলেন। এই দলিলগুলো যখন প্রকাশ পেল, তখন মিঃ এনারকার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন।

ডাঃ মালাকোর কথা চিন্তা করে আমার সন্দেহ হল, ব্যাপারটা সত্যিই সেরকম কিনা। শ্রীমতী এনারকারের সংগে দেখা করলাম। তাঁকে যে অবস্থায় দেখলাম তাকে শোকাচ্ছন্ন না বলে বরং হতভম্বই বলা উচিত। দেখলাম তিনি অভিভূত হয়েছেন শুধু। বলতে বলতে মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে কি যেন শুনতে থাকতেন, কিন্তু আমি কিছু শুনতে পেতাম না। তারপর বেশ চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলতেন, 'হ্যাঁ,...হ্যাঁ,...কি

কি যেন আমরা বলছিলাম?' তারপর আধা 'আনমনাভাবে সেই পুরোনো কথার খেই ধরতেন। তাঁর জন্য আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করলাম, কিন্তু এর পরে আমায় বিশ্বাস করে কিছু বলা তিনি বন্ধ করে দিলেন। আমি নিরুপায় হয়ে পড়লাম।

ইতিমধ্যে মিঃ কোয়ানটকস্ চলেছিলেন জয়যাত্রার পথে এগিয়ে। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর পথ থেকে সরে যাওয়ায় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় সরকার তাঁকেই প্রধান ভরসা বিবেচনা করে তাঁর ওপর ক্রমেই আরো বেশী নির্ভর করতে লাগলেন; রাজার জন্মদিনে বিশেষ সম্মান প্রাপ্তদের তালিকায় তাঁর নাম উঠল এবং প্রত্যেক সংবাদপত্রে তাঁর প্রশংসা প্রকাশিত হতে লাগল।

দু'এক মাস আর নতুন কিছু ঘটল না। তারপর একদিন মিঃ গসলিং-এর কাছে শুনলাম শ্রীমতী এনারকার বৈধব্যের কৃষ্ণবেশ পরে উন্মাদিনীর মতো ছুটে গিয়েছিলেন সরকারের বিমান সম্পর্কিত মন্ত্রণাবিভাগে। অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে দাবী জানিয়েছিলেন এই বিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা করা একান্তই দরকার। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সামনে যে অসংলগ্ন কাহিনী শুনিয়েছিলেন তাঁকে, গভীর শোক থেকে উদ্ভূত মস্তিষ্ক বিকৃতি ছাড়া আর কিছু বলে তিনি ভাবতে পারেননি। শুধু এটুকু বুঝেছিলেন যে তিনি কতকগুলো অবিশ্বাস্য অভিযোগ আনছেন মিঃ কোয়ানটক্স-এর বিরুদ্ধে, এবং সেই সূত্রে নিজের বিরুদ্ধেও। একজন প্রখ্যাত মনোবিশ্লেষণবিদকে ডাকা হয়েছিল। তিনি দেখেই স্বীকার করেছিলেন যে শ্রীমতী এনারকারের মানসিক বৈকল্য উপস্থিত হয়েছে। মিঃ কোয়ানটকস্ সাধারণের সেবক হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান, একজন উন্মাদ খেয়ালী স্ত্রীলোকের কথায় নির্ভর করে তাঁর সম্পর্কে কিছু করা সম্ভব নয়। সুতরাং ডাক্তার দ্বারা মানসিক চিকিৎসালয়ে পাঠাবার উপযুক্ত বলে ঘোষণা করিয়ে নিয়ে শ্রীমতী এনারকারকে সেখানেই পাঠানো হল।

জানতে পারলাম এই উন্মাদ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আমার একজন পুরাতন বন্ধু। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম এবং গোপনে তাঁকে অনুরোধ করলাম শ্রীমতী এনারকারের শোচনীয় কাহিনী সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে। ঔচিত্য বজায় রেখে যতটুকু বলা চলে তিনি আমায় ততটুকু বলার পর আমি বললাম—

'ডাক্তার, প্রেণ্ডারগাস্ট, শ্রীমতী এনারকারের অবস্থা এবং তাঁর সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে আমি কিছু কিছু জানি। আমার মনে হয় আমাকে যদি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়, এবং সে সময়ে অন্য কেউ কাছে

না থাকেন, তাহলে খুব সম্ভব আমি তাঁর মনের এই বিকৃতির উৎস এমনকি হয়তো তাঁর নিরাময়েরও উপায় খুঁজে বার করতে পারি। একথা আমি খুব হালকাভাবে বলছি। যেসব অদ্ভুত ঘটনা শ্রীমতী এনারকারের মনের এই অধৈর্যের কারণ হয়েছে, তাদের পিছনে এমন কতকগুলো জিনিস আছে যা অনেকেই জানেন না। আমি যে সুযোগ চাই তা যদি আমাকে দেন তো আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকব।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর ডাঃ প্রেণ্ডারগাস্ট অবশেষে রাজি হলেন। গিয়ে দেখলাম বেচারা ভদ্রমহিলা বসে আছেন একা, বিষণ্ণ, কোনো কিছুতে তাঁর উৎসাহ নেই। আমি ঘরে ঢুকতে তিনি আমার দিকে ভালো করে তাকালেন না। আর যেটুকু তাকালেন তাতে তিনি যে আমাকে চিনতে পেরেছেন এমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না।

আমি বললাম, 'মিসেস এনারকার, আমি বিশ্বাস করি না আপনি উন্মাদ রোগে ভুগছেন। আমি ডাঃ মালাকোকে চিনি, মিঃ কোয়ানটকস্‌কেও চিনি, আপনার স্বর্গীয় স্বামীকেও চিনতাম। আমার বিশ্বাস হয় না, যে অপরাধ মিঃ এনারকারের ওপর আরোপ করা হয়েছে সে অপরাধ তিনি করেছেন। বরং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি ডাঃ মালাকো এবং মিঃ কোয়ানটকস্‌ দু'জনে মিলে একটি ভালো মানুষের সর্বনাশ করেছেন। আমার সন্দেহগুলি যদি সত্যি হয় তাহলে আপনি অন্ততঃ এটুকু বিশ্বাস আমার ওপর রাখতে পারেন, আপনি স্বেচ্ছায় আমাকে যা বলবেন তার ওপর আমি যথাসাধ্য গুরুত্ব আরোপ করব, এবং আপনার কথাগুলোকে বিকৃত মনের ভ্রান্তি বলে মনে করব না।

'আপনার এই কথাগুলোর জন্যে ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।' তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন। 'এমন কথা আমি এই প্রথম শুনলাম যা থেকে আমার আশা হয় সত্য কথাকে হয়তো বিশ্বাস করানো যাবে। আপনি যখন শুনতে চেয়েছেন তখন কাহিনীটি আপনাকে পুরোপুরিই বলব, অত্যন্ত বেদনাময় অংশগুলিও বাদ দেব না। নিজেকেও আমি রেহাই দেব না, কারণ আমিও অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যে পাপপ্রভাব আমাকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাচ্ছিল তা থেকে আমি এখন মুক্ত। আমি এখন সারা অন্তর দিয়ে চাইছি এমন কিছু করতে, যাতে আমার স্বামীর স্মৃতিতে যে কালিমালিপ্ত হয়েছে তা যতদূর সম্ভব মুছে ফেলা যায়।'

এই বলে তিনি বলতে শুরু করলেন একটি দীর্ঘ এবং ভয়ঙ্কর ইতিহাস।

আমি যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। সবকিছুরই মূলে ছিল ডাঃ মালাকোর শয়তানী। মিঃ এনারকার যখন জানলেন ডাঃ মালাকো একজন বিশিষ্ট উচ্চ শিক্ষিত প্রতিবেশী, তখন ঠিক করলেন তাঁর সঙ্গে সামাজিক অন্তরঙ্গতা বাঞ্ছনীয়,

এবং শ্রীমতী এনারকারকে সঙ্গে নিয়ে এক বিকেলবেলা দেখা করতে গেলেন সেই রহস্যময় ব্যক্তিটির সঙ্গে (সেই বিকেলেই আমি শ্রীমতী এনারকারকে ডাঃ মালাকোর গেটে জ্ঞান হারাতে দেখেছিলাম)।

কয়েক মিনিট এলোমেলো কথাবার্তার পর ফোনে ডাক এল মন্ত্রী দপ্তর থেকে। মিঃ এনারকারের গুরুত্ব ছিল এত বেশী যে তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে সর্বদা জানিয়ে দিতে হত সরকারী দপ্তরে। ফোনে তিনি নির্দেশ পেলেন যে, তাঁর কাছে যে কয়েকটি দলিল আছে সেগুলো খুব বেশী রকম দরকার হয়ে পড়েছে এবং বিশেষ লোক মারফত যেন অবিলম্বেই সেগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই দলিলগুলো ছিল তাঁর অ্যাটাশে-কেসে। তিনি ঠিক করলেন এখনই বেরিয়ে পড়বেন এবং দলিলগুলো নিয়ে যাবার জন্য একজন লোক ঠিক করবেন।

স্ত্রীকে তিনি বললেন, 'অল্প কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে অনুপস্থিত থাকতে হবে। সেই সময়টুকু আশাকরি ডাঃ মালাকোর সঙ্গে এইখানে থাকতে তুমি আপত্তি করবে না। আমার কাজটুকু হয়ে গেলেই আমি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আসব।

শ্রীমতী এনারকার লক্ষ্য করেছিলেন মর্টলেকের অধিকাংশ বাসিন্দার কথা-বার্তার চাইতে ডাঃ মালাকোর কথাবার্তা অনেকবেশী আশাপ্রদ। তিনি ভাবলেন, তাঁর স্বামীর ভারিক্কি চালের কথাবার্তা এখন কিছুক্ষণের জন্যে অনুপস্থিত। এই সুযোগে ডাঃ মালাকোর সঙ্গে একটু স্বচ্ছন্দভাবে কথা কয়ে নিলে মন্দ হয় না। মিঃ এনাবকারের দীর্ঘ বকবকানি যে শ্রীমতী এনারকারের মনে এক ঘেয়ে বিরক্তির সৃষ্টি করেছে ডাঃ মালাকোর এই অন্তর্দৃষ্টি ভালো লাগেনি শ্রীমতী এনারকারের। কিন্তু তবু তিনি চেষ্টা করেও মনে মনে এর বিরুদ্ধে আপত্তি করতে পারেন নি। তখন পর্যন্ত তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক না হলেও একটি ব্যাপার তাঁর কাছে একটু অদ্ভূত মনে হয়েছিল, সেটি এই যে ডাঃ মালাকোর এঙ্গে এমন অনেকের পরিচয় ছিল যাঁদের অবস্থা শ্রীমতী এনারকারের মতো। ডাঃ মালাকো বললেন,—'আরো কয়েকজন এরোপ্লেনের ডিজাইনারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁদের ভেতর কেউ কেউ ছিলেন নিতান্ত নীরস, কেউ কেউ বা বেশ সরস প্রকৃতির। আর এমনই অদ্ভূত ব্যাপার এদের ভেতরে, যাঁরা ছিলেন নীরস প্রকৃতির, তাঁদেরই স্ত্রীরা ছিলেন আকর্ষণীয়।'

কাহিনীর গতি থামিয়ে দিয়ে মাঝখানে তিনি বললেন, 'আশাকরি আপনি নিশ্চয়ই বুঝে নেবেন জীবনে নানা ধরনের যেসব লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাদের কথাই আমি বলে যাচ্ছি, এবং আমার যতদূর মনে হয়

তাঁদের কারও সঙ্গেই এই শহরতলির কোনো বাসিন্দার নিকট সাদৃশ্য নেই।

কিন্তু এই যে অল্প কিছুক্ষণ মাত্র আমি আপনার সাহচর্যের আনন্দ পেয়েছি, এরই মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি মানুষের জীবন নাট্যে আপনার উৎসাহ আছে। সুতরাং আমার ছোট্ট কাহিনীটি আপনাকে আমি শোনাবো।

এক সময়ে আমি দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনতাম। (আশাকরি আপনি বুঝে নেবেন এ ব্যাপারটা হয়েছিল অন্য দেশে) বলতে দুঃখ হয়, একের সাফল্যে অন্যজনের ছিল অত্যন্ত তীব্র ঈর্ষা। ঈর্ষান্বিত লোকটি ছিলেন পরম রসিক, মনোমুগ্ধকর প্রকৃতির ; আর অন্যজন ছিলেন গুরুগম্ভীর, শুধু নিজের কাজটুকু ছাড়া অন্য কিছুতে তাঁর উৎসাহ ছিল না।

ঈর্ষান্বিত লোকটি (আপনার অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।) তাঁর নীরস সহকর্মীর স্ত্রীর সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেলতেন। ভদ্রমহিলা প্রেমেই পড়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে এবং ভয় করতে লাগলেন, তিনি ভদ্রলোককে যতো ভালোবেসেছেন, ভদ্রলোক তাকে ততটা ভালোবাসেন নি। এক অদ্ভুত মোহ তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলল। অবশেষে এক দুর্বার আবেগের মুহূর্তে তিনি ভদ্রলোককে বলে ফেললেন, তাঁর প্রেম পাবার জন্য এমন কোনো কাজ নেই, যা তিনি করতে পারেন না। ভদ্রলোক যেন একটু ইতঃস্তত করলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বললেন, ভদ্রমহিলা তাঁর জন্য করতে পারেন, এমন একটি সামান্য কাজ আছে। কাজটা এত সামান্য, এত ছোট, যে তার জন্য এত ভূমিকা অবান্তর মনে হতে পারে। এধরনের কাজ যাঁরা করেন তাঁদের আরো অনেকের মতো এই ভদ্রমহিলার স্বামীও অনেক অসম্পূর্ণ ডিজাইন অফিস থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন, ভোরের দিকে সেগুলোকে সম্পূর্ণ করবেন বলে। এই ডিজাইনগুলো পড়ে থাকত তাঁর দেরাজে। তিনি যখন ঘুমুতেন, তখন এগুলো থাকত অরক্ষিত অবস্থায়। ভদ্রমহিলা কি পারবেন মাঝে মাঝে তাঁর স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে শয্যাত্যাগ করে তার প্রেমিকের নির্দেশ অনুযায়ী নকলগুলোর সামান্য অদল বদল করে দিতে ? ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি তা পারবেন, এবং করবেন। ভদ্রমহিলার এই গোপন কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন তাঁর স্বামী তাঁর অজ্ঞাতসারে অদলবদল-করা ডিজাইন অনুযায়ী একটি নূতন এরোপ্লেন তৈরী করালেন। এরোপ্লেন তৈরী হল। নিজের সাফল্য কল্পনায় মহাগর্বিত তিনি। সেই প্লেনে উড়লেন প্রথম পরীক্ষামূলক আকাশ যাত্রায়। প্লেনে আগুন ধরে গেল, এবং তিনি মারা গেলেন। শোভনতার খাতিরে অল্প কিছুদিন দেরি করেই প্রেমিক ভদ্রলোক কৃতজ্ঞ চিত্তে ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করলেন।

গল্পটি শেষ করে ডাঃ মালাকো বললেন, আপনি হয়তো ভেবে থাকবেন কিঞ্চিৎ অনুতাপের ফলে তাঁর আনন্দ ম্লান হয়েছিল। কিন্তু তা হয় নি। তাঁর প্রেমিকটি ছিলেন এমনই বুদ্ধিদীপ্ত আনন্দময় মানুষ, যে এঁরই জন্যে তাঁর নীরস স্বামীটিকে বিসর্জন দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি আফসোস করেন নি। তাঁর আনন্দে বিষাদের এতটুকু আভাস ছিল না, আজো তাঁরা আমার পরিচিত সবচেয়ে সুখী দম্পতিদের অন্যতম।'

শ্রীমতী এনারকার ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, এ-রকম সাংঘাতিক স্ত্রীলোক থাকতেই পারে না।

ডাঃ মালাকো জবাব দিলেন, পৃথিবীতে কিছু কিছু অত্যন্ত সাংঘাতিক স্ত্রীলোক আছেন—কিছু কিছু অত্যন্ত একঘেয়ে বিরক্তিকর পুরুষও আছেন।

এতাবৎকাল শ্রীমতী এনারকার নিষ্পাপ নির্মল জীবনই যাপন করে আসছিলেন। যদিও খুব সহজ হয়নি তাঁর পক্ষে, কিন্তু ডাঃ মালাকোর কাহিনী শুনতে শুনতে এমন সব চিত্র তাঁর সারা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল যা থেকে তিনি কিছুতেই রেহাই পাচ্ছিলেন না। মিঃ কোয়ানটকস্-এর সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সামাজিক সম্মেলনে দেখা হয়েছিল। তিনি শ্রীমতী এনারকার সম্পর্কে যে উৎসাহ দেখিয়ে ছিলেন তাতে শ্রীমতীর একটু গর্ববোধ করারই কথা। শ্রীমতীর শুধু চেহারার আকর্ষণ নয়, মনের বিশিষ্ট উৎকর্ষ সম্বন্ধেও তাঁকে সচেতন বলে মনে হয়েছিল। সম্মেলনে উপস্থিত অন্য সবার চাইতে তাঁর সঙ্গেই কথা কইবার আগ্রহ বেশী দেখা যেত ভদ্রলোকের। কিন্তু ডাঃ মালাকোর কথা শুনতে শুনতে শ্রীমতী এনারকার প্রথম খেয়াল করলেন যে মিঃ কোয়ানটকস-এর সঙ্গে ওভাবে দেখা হবার পরই হেনরি না হয়ে ইনি স্বামী হলে তাঁর জীবন কতো অন্যরকম হত, এই কল্পনাটি তাঁর মনে জাগছিল। কিন্তু কল্পনাটি এতো ক্ষণস্থায়ী হত, এবং শ্রীমতী এতো তাড়াতাড়ি সেটাকে জোর করে চেপে দিতেন যে, ডাঃ মালাকোর বক্তৃতা সেটিকে অমন করে তুলে না ধরা পর্যন্ত কল্পনাটি তাঁকে বিব্রত করে তোলবার মতো যথেষ্ট জোরালো হয়নি। এখন কিন্তু ব্যাপারটি খোলাখুলি পরিষ্কার হয়ে গেল। এখন তিনি কল্পনা করলেন মিঃ কোয়ানটকস তাঁর অধর দিয়ে তাঁর অধর স্পর্শ করলে অনুভূতিটা কিরকম হবে। এ কল্পনায় তিনি শিউরে উঠলেন, কিন্তু মন থেকে এ কল্পনা দূর করে দিতে পারলেন না।

'আমার মন, শ্রীমতী এনারকার ভাবলেন, 'হেনরির বৈচিত্র্যহীন জীবনের ঘুম-পাড়ানী একঘেয়েমীর চাপে ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ হয়ে আসছে। প্রাতঃরাশের সময় খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সে যা মন্তব্য করে তা শুনে আমার চিৎকার

করে উঠতে ইচ্ছা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যখন সে ভাবে আমাদের একটু অবসর উপভোগ করবার সুযোগ এসেছে তখন তাঁর নিদ্রাটি অপরিহার্য, কিন্তু এই সময়ে আমি কিছু করবার চেষ্টা করলেই সঙ্গে সঙ্গে সেটা তাঁর নজরে পড়ে। যৌবনে সে ভিক্টোরিয়ান যুগের যেসব বাজে উপন্যাস পড়েছে, তাদের প্রভাব সে এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সেইসব উপন্যাসে বর্ণিত মেয়েদের মত সে আমাকেও একটি শান্তশিষ্ট বোকা ধরণের মেয়ে বলেই ধরে নিয়েছে। এ অসহ্য। কত আলাদা রকমের হত জীবনটা, যদি কাটাতে পারতাম আমার প্রিয় ইউস্টেস-এর সঙ্গে! মিঃ কোয়ানটকসকে আমি ইউস্টেস নামেই ডাকব, অন্ততঃ আমার স্বপ্নে! আমরা দু'জনেই দু'জনকে অনুপ্রাণিত করতাম, দুজনেই আসর মাত করতাম। সবাইকে চমকে দিতাম আমাদের অসামান্য ঔজ্জ্বল্যে। আর আমাকে তিনি যে ভালোবাসতেন সে ভালোবাসায় থাকতো আবেগের বহ্নিশিখা। সে ভালোবাসা হত মৃদুস্পর্শ। তাতে থাকত না অস্বস্তিকর গুরুভার।

ডাঃ মালাকো কথা বলার সংগে সংগে এইসব চিন্তা যেন ছবির মত খেলে গেল শ্রীমতীর মনের ভেতর দিয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গেই আরেকটি স্বর—তেমন তীব্র বা তীক্ষ্ণ না হলেও তবু একেবারে শক্তিহীন নয়—তাঁকে মনে করিয়ে দিল মিঃ এনারকার লোক ভালো, তাঁর কাজও বিশিষ্ট এবং তাঁর জীবন সম্মানযোগ্য। ডাঃ মালাকোর গল্পের সেই পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকটির মতো শ্রীমতী এনারকার কি এমন লোককে বেদনাদায়ক মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারবেন?

কর্তব্য এবং বাসনার দোটানায় পড়ে, শ্রীমতী এনারকার কামনা এবং সহানুভূতির দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষপর্যন্ত মিঃ এনারকার যে ফিরে আসবেন বলে গেছেন সেকথা ভুলে গিয়ে তিনি পাগলের মতো বেরিয়ে পড়লেন ডাঃ মালাকোর বাড়ি থেকে, এবং গেটে এসে আমার সঙ্গে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

মনের এই নিদারুণ অবস্থায় শ্রীমতী এনারকার মনে মনে চাইলেন মিঃ কোয়ানটকসকে এড়িয়ে চলতে। অন্ততঃ যে পর্যন্ত না যে কোনো একটি দিকে মনঃস্থির করে ফেলতে পারছেন। কয়েকদিনের জন্য তিনি অসুস্থতার আশ্রয় নিয়ে বিছানায় শুয়ে রইলেন কিন্তু রেহাই পাবার এই পন্থাটা বেশীদিন চলতে পারল না। যেইমাত্র তিনি রোগশয্যা থেকে উঠে একটু চলাফেরা শুরু করলেন অমনি তাঁকে হতাশায় বিহ্বল করে দিয়ে মিঃ এনারকার বললেন:

'প্রিয়ে আমাণ্ডা, তুমি যখন স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছ আমি একদিন আমাদের

প্রতিবেশী মিঃ কোয়ানটকসকে চায়ের নেমন্তন্ন করতে চাই। তুমি অবশ্য তোমার ঐ সুন্দর মাথাটি আমার কাজের ব্যাপারে একেবারেই ঘামাতে চাও না, কিন্তু মিঃ কোয়ানটকস এবং আমি এক হিসেবে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আমার ইচ্ছা, আমাদের ভেতর এমন একটি সুসভ্য ব্যবহার থাকা উচিত যা বিংশ শতাব্দীর মানুষের পক্ষে উপযুক্ত। সেই কারণেই আমার মনে হয় মিঃ কোয়ানটকসকে এখানে আমন্ত্রণ করা খুবই ভালো হবে, এবং তুমি তাঁকে মধুর ব্যবহারে তৃপ্ত করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখবে না। আর মিষ্টি ব্যবহারে তো তোমার জুড়ি মেলাই ভার।'

এ থেকে রেহাই পাবার কোনো পথ ছিল না। মিঃ কোয়ানটকস এলেন। মিঃ এনারকারের যেমন স্বভাব, ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্য যেটুকু সময় থাকা সেইটুকুই থেকে তারপর চলে গিয়ে তাঁর কাজের ডেস্কে বসে গেলেন কাগজপত্র নিয়ে। যাবার সময় বলে গেলেন,

'মিঃ কোয়ানটকস আমি দুঃখিত যে এখনই কাজে বসতে হবে বলে আপনার আনন্দময় সাহচর্য আমি আর উপভোগ করতে পারছি না, কিন্তু আপনাকে আমি ভালো হাতেই ছেড়ে যাচ্ছি। আমার স্ত্রী আমাদের এই শক্ত পেশার জটিল ব্যাপারগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি বটে, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আরো আধঘণ্টাটাক আপনাকে আনন্দে রাখতে তিনি অপারগ হবেন না। যদি ততক্ষণ আপনি নিজেকে সেই কাজ থেকে সরিয়ে রাখতে পারেন যা আপনার এবং আমার দুজনেরই জীবনের প্রধান আনন্দ।

তিনি চলে গেলে শ্রীমতী এনারকার ক্ষণিকের জন্য একেবারে হতভম্ব হয়ে রইলেন, কিন্তু মিঃ কোয়ানটকস তাঁর সে ভাবটা বেশীক্ষণ বজায় থাকতে দিলেন না। বললেন, আমাণ্ডা, যদি এই নামে ডাকতে দাও তুমি আমাকে তাহলে বলি, যে সেই বিরক্তিকর আসরে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল, শুধু তুমি ছিলে বলেই সে আসরটি আমার অসহ্য মনে হয়নি। সেই প্রথম দেখার পর থেকেই আমি এই মুহূর্তটির জন্য প্রতিক্ষা করে রয়েছি। এই একঘেয়ে শ্রান্তিকর শহরগুলিতে শুধু তুমি আর আমি ছাড়া আর কে আছে যার সঙ্গে বুদ্ধিমানের মতো দু'চারটে কথা কওয়া যায়? আমি তোমার মধ্যে যেমন দেখেছি, আশা করি তুমিও আমার মধ্যে তেমনি দেখেছ একটি সভ্য মানুষ যে আমাদের দুজনেরই পক্ষে স্বাভাবিক এমন ভাষায় কথা কইতে পারে।'

তাঁর কথার বাকি অংশ এতটা ব্যক্তিগত নয়। তিনি নানা কথা বললেন, বই, সংগীত এবং ছবির বিষয়ে, এবং আরো এমন সব বিষয়ে যাদের সম্পর্কে মিঃ এনারকারের ছিল অবজ্ঞা এবং মর্টলেকের মানুষ যাদের নামও শোনেন নি কখনো। শ্রীমতী এনারকার তাঁর সমস্ত সঙ্কোচ ভুলে গেলেন; মিঃ

কোয়ানটকস্ যখন বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন শ্রীমতীর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মিঃ কোয়ানটকস্ বললেন, 'আমারও বড়ো আনন্দেই কাটল এ আধ-ঘণ্টা। আশা করতে পারি কি, অদূর ভবিষ্যতে তোমাকে একদিন নিয়ে যেতে পারব আমার লাইব্রেরীতে প্রথম সংস্করণের বইগুলো দেখাতে? আমার সংগ্রহে এমন বই আছে, যা এমন কি তোমারও দেখার অনুপযুক্ত হবে না এবং তোমার মতো একজন সমঝদার মানুষকে ওগুলো দেখিয়ে আমি আনন্দ পাব।' ক্ষণিকের জন্য শ্রীমতী এনারকার ইতস্ততঃ করলেন, কিন্তু পরে দুরন্ত কামনার বশীভূত হয়ে তিনি রাজি হলেন। এবং এমন তারিখ সময় স্থির করলেন যখন মিঃ এনারকার নিশ্চয়ই তাঁর অফিসে থাকবেন। নির্দিষ্ট দিনে, যথাসময়ে গিয়ে কম্পিত বক্ষে ঘণ্টা টিপলেন শ্রীমতী এনারকার। দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং মিঃ কোয়নটকস্। শ্রীমতী বুঝতে পারলেন তাঁরা দু'জন ছাড়া বাড়িতে আর তৃতীয় ব্যক্তি নেই। শ্রীমতীকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ কোয়ানটকস লাইব্রেরী ঘরে গেলেন এবং দরজা বন্ধ করেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলেন।......

অবশেষে শ্রীমতী যখন নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন, ভাবলেন তাঁর স্বামী হেনরির ফিরে আসবার সময় হয়েছে। তিনি আশা করছেন ফিরে এসেই রঙ্গভরে তাঁকে প্রশ্ন করবেন, 'আমার প্রিয় সংগীণীটি এতক্ষণ তাঁর সঙ্গী বিহনে কি করছিল? তখন তিনি মরিয়া হয়ে ভাবলেন পরমপ্রিয় ইউস্টেসের (মিঃ কোয়ানটকসকে তিনি ইউস্টেস নামেই ডাকতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন) সঙ্গে তাঁর এই মিলন ব্যবস্থাটাকে আরো পাকা করতে হলে নিছক আবেগের চাইতে আরো শক্ত এবং স্থায়ী বন্ধনের প্রয়োজন।

তিনি বললেন, 'ইউস্টেস, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে আরো সুখী করবার জন্য এমন কিছু নেই যা আমি করতে পারি না।

মিঃ কোয়ানটকস বললেন, 'লক্ষ্মীটি! আমার সমস্যার বোঝা তোমার ওপর আমি চাপাতে চাই না। তুমি আমার কাছে সূর্যকিরণ এবং আলোর মত প্রিয়। আমার দৈনন্দিন কাজের রূঢ় গন্ধের সঙ্গে তোমার মধুর স্মৃতিকে আমি জড়িয়ে ফেলতে চাইনে।'

শ্রীমতী এনারকার বললেন, 'ওঃ ইউস্টেস, তুমি আমার সম্বন্ধে অমন করে ভেব না, আমি প্রজাপতি নই। হেনরি ভাবে আমি যেন একটি ছোট্ট গাইয়ে পাখি, আমি তা নই। আমি শ্রীমতী, বুদ্ধিমতী, শক্তিময়ী নারী, কঠোর জীবনের অংশীদার হতে পারি আমি, এমনকি তোমার মতো মানুষেরও।

আমি যেন এক খেলার পুতুল, এমনি ধারা ব্যবহার আমি ঘরে অনেক পেয়েছি। তুমি আমার পরম প্রিয়, তোমার কাছে আমি এরকম ব্যবহার চাই না।'

মনে হল মিঃ কোয়ানটকস্ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তারপর মন স্থির করলেন। তারপর সাময়িকভাবে অত্যন্ত আতংকিত বোধ করে শ্রীমতী এনারকার লক্ষ্য করলেন, ডাঃ মালাকোর মুখে তিনি যে ছোট্ট গল্পটি শুনেছিলেন, মিঃ কোয়ানটকস্ যেন প্রায় অক্ষরে অক্ষরে তারই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে গেলেন। তিনি বললেন, 'একটি জিনিষ আছে যা তুমি আমার জন্যে করতে পার। কিন্তু সেটি এত সামান্য যে তোমার মনে হতে পারে তার জন্য এত ভূমিকার কোনো প্রয়োজন নেই।'

শ্রীমতী এনারকার চিৎকার করে বলে উঠলেন, কি সেটা, বল আমাকে ইউস্টেস্ বল।

মিঃ কোয়ানটকস্ বললেন, 'আমি অনুমান করছি তোমার স্বামী প্রায়ই নতুন এরোপ্লেন তৈরীর অসম্পূর্ণ নকশা বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আমি যেমন বলব তেমনি ভাবে তুমি যদি সেই নক্শাগুলোতে কতকগুলো ছোট্ট এবং তুচ্ছ অদল বদল করে রাখ তাহলে তুমি আমার উপকার করবে। আর আমার বিশ্বাস, তোমার নিজেরও।'

শ্রীমতী বললেন, 'তাই করব আমি। তুমি শুধু আমাকে বলে দেবে কি করতে হবে। বলেই তিনি তাড়াতাড়ি সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মিঃ কোয়ানটকস্-এর কথাগুলো যেন ডাঃ মালাকোর গল্পের কথাগুলোরই ভুতুড়ে প্রতিধ্বনি। পরের দিনগুলোতেও এই গল্পেরই প্রতিধ্বনি চলতে লাগল। যে পর্যন্ত না একদিন মিঃ এনারকার এসে বিজয় গৌরবের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রীমতীকে জানালেন, তাঁর উদ্ভাবিত নতুন এরোপ্লেনটি তৈরী সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সেটি আগামীকাল প্রাথমিক পরীক্ষার জন্যে প্রথম আকাশে উড়বে। এর পর থেকেই বাস্তবের গতির সঙ্গে ডাঃ মালাকোর গল্পের গরমিল শুরু হল। এই এরোপ্লেনে প্রথম উড়লেন মিঃ এনারকার নয়, একজন পাইলট। এরোপ্লেনটিতে আগুন ধরে পাইলটের মৃত্যু হল। গভীর বিষাদ এবং হতাশা নিয়ে ফিরে এলেন মিঃ এনারকার। পুলিশের খানাতল্লাশিতে তাঁর কাগজপত্রের ভেতর প্রমাণ পাওয়া গেল একটি বিদেশী শক্তির সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ রয়েছে। শ্রীমতী এনারকার চট করেই বুঝে নিলেন এই প্রমাণ তাঁর পরমপ্রিয় মনের মানুষ ইউস্টেসেরই তৈরী করা কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। এমন কি তাঁর স্বামী বিষ খেয়ে মারা যাওয়ার পরও তিনি মুখ একবারও খুললেন না।

মিঃ কোয়ানটকস-এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। দেশের জনগণের চোখে তিনি ক্রমেই আরো বেশী শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠতে লাগলেন এবং রাজকীয় কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রাজার পরবর্তী জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে বিশেষভাবে

সম্মানিত করা হল। কিন্তু শ্রীমতী এনারকারের জন্ত তাঁর দরজা বন্ধই রইল, এবং ট্রেনে বা রাস্তায় শ্রীমতীর সঙ্গে কখনো দেখা হলে তিনি দূর থেকে একটু মাথা নোয়ান মাত্র। কারণ তাঁর দ্বারা যেটুকু কাজ হাসিল করবার ছিল তা তো হয়েই গেছে। এই তাচ্ছিল্যের আঘাতে শ্রীমতীর মোহ কেটে গেল। তার জায়গায় এল অনুতাপ—তিক্ত, নিষ্ফল, দুঃসহ। তিনি যেন ঘুরেফিরে বারবার শুনতে পেতেন তাঁর লোকান্তরিত হেনরির কণ্ঠস্বর! হেনরি যেন বলছেন তার সেই পরিচিত অতি সাধারণ নীরস কথাগুলো, যা তাঁর জীবিতকালে শ্রীমতীর কাছে অসহ্য বলে মনে হত। পারস্যের গোলযোগের খবরে যখন খবরের কাগজ ভরা থাকত, তখন শ্রীমতীর মনে হত তাঁর স্বামী যেন বলছেন, এই লক্ষ্মীছাড়া এশিয়াটিকগুলোকে শিক্ষা দেবার জন্য কয়েকদল সৈন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় না কেন? আমি তোমাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, ব্রিটিশ ইউনিফর্ম দেখলেই বাপ-বাপ বলে দৌড়ে পালাবে। শ্রীমতী এনারকার যখন চিন্তার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্ত অস্থির হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়ে ঘরে ফিরতেন তখন তাঁর মনে হত, স্বামী যেন বলছেন, 'আমাণ্ডা, এত বাড়াবাড়ি করো না। এই কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যাগুলো তোমার পক্ষে ভাল নয়। তোমার গাল দুটি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তোমার মতো নরম শরীরের মেয়েদের এভাবে নিজেদের হয়রান করা ঠিক নয়। জীবনের ঝড় ঝাপটা হচ্ছে পুরুষদের জন্মে। আমাদের জীবনে যতো রকমের বিপদ আপদ তা থেকে তোমাদের আমরা আড়াল করে রাখব। তোমরাই যে আমাদের সম্পদ।' থেকে-থেকে হঠাৎ যখন তখন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথাবার্তার মাঝখানে, সওদা করতে করতে, ট্রেনে যেতে যেতে, শ্রীমতী যেন কানে কানে শুনতে পেতেন তাঁর স্বামীর স্থূল অথচ সহৃদয় উপদেশবাণী। মিঃ এনারকার যে আর নেই, এইটি বিশ্বস করাই যেন ক্রমে শ্রীমতীর পক্ষে শক্ত হয়ে উঠল। কথার মাঝখানে হঠাৎ তিনি পিছন ফিরে তাকাতেন। লোকেরা বলতেন, 'কি হল মিসেস এনারকার? আপনি যেন চমকে উঠছেন।' তখন ভয়; নিদারুণ নির্মম ভয় গ্রাস করত তাঁর সমস্ত আত্মাকে। দিনের পর দিন এই অশরীরী কণ্ঠস্বর আরো জোরালো হয়ে উঠল; দিনের পর দিন উপদেশবাণীগুলো দীর্ঘতর হয়ে উঠতে লাগল; দিনের পর দিন তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ আরও দুঃসহ হয়ে উঠল।

শেষপর্যন্ত শ্রীমতী আর সহ্য করতে পারলেন না। রাজার জন্মদিন উপলক্ষে সম্মানিত ব্যক্তিদের তালিকায় মিঃ কোয়ানটকস-এর নাম দেখে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁর কাহিনী শোনবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর কাহিনী আবদ্ধ হয়ে রইল শুধু উন্মাদাগারের চার

দেয়ালের ভেতরে।

এই ভয়ংকর কাহিনীটি শুনে আমি ডাঃ প্রেণ্ডারগ্রাস্টের সঙ্গে কথা কইলাম। কথা কইলাম বিমান মন্ত্রিসভায় মিঃ এনারকারের উর্দ্ধতন ব্যক্তিদের সঙ্গে। যাঁরা যাঁরা বেচারা শ্রীমতী এনারকারের কিছু সাহায্যে আসতে পারেন, তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমি কথা কইলাম; কিন্তু আমার কাহিনী মন দিয়ে শুনতে রাজি, এমন একজন শ্রোতাও আমি পেলাম না।

তাঁরা সবাই বললেন, 'না'। স্যার ইউস্টেস একজন অত্যন্ত দরদী জনসেবক। এঁর সুনাম আমরা ক্ষুণ্ণ হতে দিতে পারি না। এঁর সাহায্য ছাড়া মার্কিন ডিজাইনারদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় পেরে ওঠা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আপনি যে কাহিনী বলছেন তা সত্যি, কিন্তু সত্যিই হোক বা মিথ্যেই হোক, এ কাহিনী প্রচার জনস্বার্থের অনুকূল নয়। অতএব আপনাকে শুধু অনুরোধ নয়, আদেশ করছি, এ বিষয়ে আপনি মুখবুজে থাকুন।'

সুতরাং শ্রীমতী এনারকার দুঃখই পেয়ে যাচ্ছেন, আর মিঃ কোয়ানটকস উন্নতি করে যাচ্ছেন।

ছয়

শ্রীমতী এনারকারকে সাহায্য করতে গিয়ে যে আমি বিফল হলাম শুধু সেইজন্য নয়, সেই বিফলতার রাজনৈতিক ফলাফলের কথা ভেবেও আমার মনটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন রইল। আমি ভাবলাম, এও কি সম্ভব যে ডাক্তার, রাজনীতিজ্ঞ প্রভৃতি আমাদের সমাজের যেসব উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিদের কাছে আবেদন জানিয়েছি তাঁরা সবাই এটা মেনে নিতে রাজি যে এই অসহায়া মহিলা অন্যায় কলঙ্কের বোঝা বইবেন, আর যে অপরাধী তার এই দুঃখের জন্য দায়ী সে নব নব সম্মানের পথে এগিয়ে যাবে? কি উদ্দেশ্যে তারা এই অন্যায়কে স্থায়ী হতে দিতে রাজি হচ্ছেন?'

এইখানেই আমার চিন্তা বোধ করি কিছুটা এলোমেলো হয়ে উঠল। আমার মনে হল এঁরা যা করছেন তাঁর শুধু একটিমাত্র লক্ষ্য এই যে, মিঃ কোয়ানটকস-এর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফলে এমন বহু রাশিয়ান মরবে, যারা এঁর প্রতিভা না থাকলে বেঁচে থাকতে পারত। আমার মনে হল শ্রীমতী এনারকারের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, এতে তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হয় না।

সমগ্র মানবজাতির প্রতি একটা ব্যাপক ঘৃণা আমার মনের ভেতর বেড়েই চলল। যাদের সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল তাঁদের পর্যবেক্ষণ করে

অপদার্থ বলে মনে হল। মিঃ অ্যাবার ক্রম্বি একটি নিরপরাধ ব্যক্তিকে দুর্নাম এবং কারাদণ্ড ভোগ করাতে রাজি ছিলেন নিজে সস্ত্রীক একটি তুচ্ছ উপাধির শূন্যগর্ভ আনন্দ উপভোগ করবার জন্য। একটি চরিত্রহীনা হৃদয়হীনা নারীর মন পাবার জন্য বোঁশা রাজি ছিলেন স্কুলের ছাত্রদের চরিত্র কলুষিত করতে। পৃথিবীর মানুষ যাদের সম্মান করে আনন্দ পায়, তাদের বিশিষ্ট গুণের ওপর মিঃ কার্টরাইটের আস্থা ছিল বটে, কিন্তু নিজের স্থূল বিলাস বাসনা পরিতৃপ্ত করবার তাগিদে তিনি তাঁদের লজ্জা দুঃখ এবং আর্থিক ক্ষতি ঘটাতে প্রস্তুত ছিলেন। কৃতকার্য হিসাবে শ্রীমতী এনারকার, মিঃ অ্যাবার ক্রম্বি, মিঃ বোঁশা এবং মিঃ কার্টরাইটেরই মতো ভীষণ অপরাধে অপরাধী একথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু হয়তো একটু অসংগতভাবেই যে সময়ে তিনি অপরাধ করেছিলেন সে সময়ে তাঁর কৃতকার্যের জন্য তাঁর নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করতে অস্বীকার করলাম। আমি তাঁকে ভেবে নিয়েছিলাম ডাঃ মালাকো এবং মিঃ কোয়ানটকস-এর যুগ্ম ষড়যন্ত্রের অসহায় শিকার বলেই। কিন্তু সোডম ধ্বংসের পরিকল্পনা করবার সময়ে ঈশ্বর যেমন ভেবেছিলেন, আমিও তেমনই ভাবলাম একটিমাত্র ব্যতিক্রম সমগ্র মানবজাতির রেহাই অর্জন করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সেই ভীষণ বিষাদের সময়ে আমার মনে হতে লাগল 'ডাঃ মালাকোই দুনিয়ার রাজা। কারণ যেসব দুর্বল ব্যক্তি অসীম শক্তিমান হবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তাদের সমস্ত হীনতা, সমস্ত নিস্ফল ক্রোধ তাঁর ভিতরে, তাঁর হিংস্র মনে, তাঁর আবেগহীন ধ্বংসাত্মক বুদ্ধিতে সূক্ষ্মভাবে ঘনীভূত হয়ে আছে।

ডাঃ মালাকো দুষ্ট লোক সত্যি, কিন্তু তার শয়তানী সাফল্য লাভ করে কেন? কারণ যারা নিতান্তই ভীরু স্বভাবের দরুণ সম্ভ্রান্ত জীবন যাপন করে তাদের অনেকের মনেই লুকিয়ে থাকে চমকদার পাপ করবার আশা, ক্ষমতার লোভ, ধ্বংস করবার প্রবৃত্তি। ডাঃ মালাকো জাগিয়ে তোলেন বিভিন্ন মানুষের মনের এই সুপ্ত প্রবৃত্তিগুলোকে, এই হচ্ছে তাঁর ভয়ঙ্করী শক্তির কারণ।

আমার মনে হল মানুষ জাতটাই একটা ভুল। মানুষ না থাকলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আরো মধুর, আরো সতেজ, আরো স্নিগ্ধ হত। ভোরবেলায় যখন শিশির বিন্দুগুলো সূর্যের আলোয় হীরকখণ্ডের মতো ঝলমল করে, তখন সৌন্দর্য এবং অনির্বাচনীয় পবিত্রতা বিরাজ করে প্রতিটি ঘাসের ডগায়। ভাবতেও ভয় হয়, মানুষ এই সৌন্দর্য দেখছে কলুষপূর্ণ চোখ দিয়ে। যে চোখ এর যা কিছু কমনীয়তা কলঙ্কিত করে দিচ্ছে তাদের ঘৃণ্য এবং নির্মম দুরাকাঙ্ক্ষার কালিমা দিয়ে। আমি বুঝতে পারি না যিনি ঈশ্বরের এই সৌন্দর্য দেখেন, তিনি কি

করে এতদিন ধরে হীনতা সহ্য করে এসেছেন সেই মানুষদেরই, যারা পাপ মুখে দম্ভ করে বলে ঈশ্বর তাদের তৈরী করেছেন নিজেরই অনুরূপ করে!

ভাবলাম, হয়তো আমারই কপালে লেখা রয়েছে যে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য নেওয়ার সময়ে আনমনা ভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল, আমাকে দিয়েই সেটা পুরোপুরি-ভাবে সাধিত হবে।

পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা করে আমি নানারকম উপাদেয় ইঙ্গিত পেয়েছিলাম যাতে মানব জীবনের সমাপ্তি ঘটানো যায়। এই বিভিন্ন উপায়ের একটিকে সম্পূর্ণ করাই আমার কর্তব্য একথা আমি না ভেবে পারলাম না। আমার আবিষ্কৃত উপায়গুলোর ভেতর সবচেয়ে যেটি সহজ সেটি হচ্ছে এমন একটি নতুন ধরণের কার্যকারণ পরম্পরায় সৃষ্টি করা, যার ফলে সারা সমুদ্রের জল গরমে টগবগ করে ফুটিয়ে তোলা যায়। আমি একটি যন্ত্র তৈরী করলাম যার সাহায্যে আমার মনে হল, যখন খুশী তখনই আমি এই ব্যাপারটি ঘটাতে পারব। শুধু একটি জিনিস আমাকে নিবৃত্ত রাখল, সেটা হচ্ছে এই যে মানুষরা যখন পিপাসায় মারা যাবে, মাছেরাও তখন মারা যাবে সেদ্ধ হয়ে। মাছেদের বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ ছিল না। আমি যতদূর জানতাম এবং অ্যাকোয়ারামে ওদের পর্যবেক্ষণ করে করে যেটুকু বুঝেছিলাম, মাছেরা নিরীহ এবং মধুর আনন্দদায়ক প্রাণী। মাঝে-মাঝে সুন্দরও বটে, এবং একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে এরা মানুষের চাইতে অনেক বেশি দক্ষ।

একদিন কৌতুকের ছলে একজন প্রাণিতত্ত্ব বিশারদ সহকর্মীকে সমুদ্রের জল ফুটানোর সম্ভাবনার কথা বললাম। হেসে বললাম, এতে মাছগুলোর বড় দুরবস্থা হবে। আমার বন্ধুটিও একে কৌতুক ভেবে নিয়ে রসিক হয়ে উঠলেন। আমি যদি আপনি হতাম—তিনি বললেন, 'তাহলে মাছদের জন্যে মাথা ঘামাতাম না। আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি যে তাদের শয়তানী বিস্ময়কর। তারা একে অন্যকে খায়, বাচ্চাদের অবহেলা করে, এবং তাদের যৌন-আচরণ এমনি ধরণের যা মানুষেরা করলে বিশপরা তাকে মহাপাপ বলে ঘোষণা করবেন। হাঙরদের মৃত্যু ঘটিয়ে আপনার অনুতাপ বোধ করবার কোনো কারণ আছে বলে তো আমার মনে হয় না।

ভদ্রলোক জানেন না, কিন্তু তাঁর তামাশা করে বলা এই কথা শুনেই আমার কর্তব্য স্থির হয়ে গেল। আমার মনে হল শুধু মানুষই যে লোভাতুর এবং নিষ্ঠুর তা নয়! জীবনের অন্ততপক্ষে জন্তু জীবনের ধর্মই এই, কারণ এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে গ্রাস না করে বাঁচতে পারে না। জীবনমাত্রই কু, অকল্যাণ পাপী। এ পৃথিবী চাঁদের মতো মৃত একটি গ্রহে পরিণত হলেই সুন্দর এবং নিষ্পাপ হবে।

খুবই গোপনে আমি কাজ শুরু করলাম। কয়েকবার বিফল হবার পর আমি একটি যন্ত্র তৈরী করলাম। যা, আমার বিশ্বাস হোল, প্রথমে টেমস নদী, তারপর উত্তর সাগর, তারপর অতলান্ত ও প্রশান্ত মহাসাগর, এবং সর্বশেষে এমনকি ঠাণ্ডায় জমাট দুটি মেরু-সমুদ্রও গরমে ফুটে উঠে বাষ্প হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

আমি এলোমেলো ভাবে ভাবতে লাগলাম, এই যখন হবে, তখন পৃথিবীও ক্রমেই বেশি গরম হয়ে উঠতে থাকবে। মানুষের পিপাসা বাড়বে। এবং সারা বিশ্বময় উন্মাদ চীৎকার করতে করতে তারা মরবে। তখন আর পাপের অস্তিত্ব থাকবে না।

অস্বীকার করব না আমার এই বিরাট ধ্বংসের পরিকল্পনায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল ডাঃ মালাকোর পতন। আমি কল্পনার চোখে দেখলাম তাঁর মনে নানা রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত বুদ্ধি খেলছে। কি করে পৃথিবীর সম্রাট হওয়া যাবে, কি করে নিজের ইচ্ছা জোর করে কার্যকরী করবেন সেই অনিচ্ছুক শিকারদের ওপর যাদের যন্ত্রণার দৃশ্য তাঁর মনে, তাঁদের বশ্যতা স্বীকারের মাধুর্য আরো বাড়িয়ে তুলবে। কল্পনায় আমি এই দুষ্ট লোকটির ওপর জয়লাভের গৌরব উপভোগ করলাম। অনেকে হয়তো ভাববেন সেই বিজয় অর্জিত হয়েছে তার শয়তানির চাইতেও বড় শয়তানি দিয়ে কিন্তু সে শয়তানির দোষ খণ্ডিত হয়েছে মহৎ আবেগের নির্মল পবিত্রতায়। সমুদ্রের জল যেমন করে ফুটবে বলে আশা করছিলাম, আমার মনের ভেতর এই চিন্তাগুলিও তেমনি ফুটছিল। এমনি অবস্থায় আমি আমার যন্ত্রটি তৈরী করলাম এবং সেটি একটি ঘড়ি যন্ত্রের সংগে যুক্ত করে দিলাম। একদিন সকাল দশটার সময় ঘড়ি যন্ত্রটি চালু করে দিলাম এমনভাবে যে দুপুরবেলা সমুদ্রের জল ফুটতে শুরু হবে। যন্ত্রটি চালু করে দিয়ে আমি একবার শেষ এবং চূড়ান্ত সাক্ষাৎকারের জন্য ডাঃ মালাকোর কাছে গেলাম।

ডাঃ মালাকো জানতেন তাঁর প্রতি আমার মনোভাব পুরোপুরি বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। আমাকে দেখে তিনি একটু বিস্মিত হলেন।

তিনি বললেন, 'শুভাগমন করে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। কারণটা জানতে পারি কি?,

আমি বললাম, ডাক্তার, আপনি যেমন অনুমান করেছেন, আমি শুধু সামাজিকতার খাতিরে আসিনি। আমাকে হুইস্কি দিয়ে বা আরামদায়ক চেয়ারে বসতে দিয়ে আপনার কোনো লাভ হবে না। খোশগল্প করতে আমি আসিনি। আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে আপনার রাজত্ব শেষ হয়ে এসেছে, আপনার সংগে পরিচিত হবার দুর্ভাগ্য যাদের হয়েছে তাদের মন

এবং হৃদয়ের ওপর যে শয়তানী প্রভাব আপনি এতদিন চালিয়ে এসেছেন তা এখন থেকে বন্ধ হয় যাবে। আর সেই বন্ধ হবার কারণ হবে বুদ্ধি এবং সাহসের এমন একটি সমন্বয় যা আপনার বুদ্ধি এবং সাহসের চাইতে কম নয়, কিন্তু যার উদ্দেশ্য মহত্তর। আমি সেই দরিদ্র, অবহেলিত বৈজ্ঞানিক, যাকে আপনি গ্রাহ্যই করতেন না, আপনার দ্বারা ঘটানো ট্র্যাজেডিগুলোকে বাধা দিতে যার সমস্ত চেষ্টা এতদিন পর্যন্ত আপনার ইচ্ছামতোই ব্যর্থ হয়ে এসেছে, সেই আমি এতদিন পরে আবিষ্কার করেছি আপনার দুরাকাঙ্ক্ষাগুলোকে ব্যর্থ বিফল করে দেবার পন্থা। একটি ঘড়ি এই মুহূর্তে আমার ল্যাবরেটরিতে টিক-টিক করে চলছে; তাতে মধ্যদিনের বারোটা বাজলেই সংগে সংগে একটি কার্যকারণ পরম্পরায় শুরু হবে যা কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলবে এই গ্রহের ওপর সমস্ত জীবন সেই সংগে আপনাকেও ডাঃ মালাকো।'

ডাঃ মালাকো বললেন, হায়রে হায়। এযে রীতিমতো নাটুকে ব্যাপার। এই সাত সকালে উঠেই আপনি মদ্যপান শুরু করেছেন বলে মনে হয় না। কাজেই অনুমান করতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার মানসিক শক্তিগুলোর কোনোরকম গুরুতর বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু আপনার যদি বিষয়টাকে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়ে থাকে, তাহলে এই মৃদু বিপর্যয়টি ঘটাবার জন্য আপনি কি পরিকল্পনা করেছেন তা বুঝিয়ে বলুন, আমি পরমানন্দে শুনব।

তা বেশ, উপহাস আপনি করতে পারেন। আমি বললাম, আপনার এখন এছাড়া আর কিছু করবার নেই বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার উপহাস অচিরেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, এবং ধ্বংস হবার সময়ে, আপনার পরাজয়ের তিক্ততা যতই তীব্র হোক না কেন, আপনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, যে পরিণামে বিজয় গৌরব আমি লাভ করেছি, শেষ জয় আমারই।

'থামুন, থামুন।' একটু অধৈর্যের সংগেই বললেন ডঃ মালাকো। 'বাস্তবিকই যদি আমাদের বাঁচবার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা থেকে থাকে, তাহলে সে সময়টা বুদ্ধিমানের মত কথাবর্তায় কাটানোই ভালো নয় কি? আপনার পরিকল্পনাটি আমায় বলুন, শুনে ভেবে দেখি সে সম্বন্ধে আমার কি অভিমত। স্বীকার করছি এখন পর্যন্ত আমি খুব বেশী আতঙ্কিত হইনি।

বরাবরই আপনি সব কাজে তালগোল পাকিয়ে ফেলে ব্যর্থ হন। মিঃ অ্যাবার ক্রম্বি, মিঃ বোশ্যা, মিঃ কার্টরাইট, অথবা শ্রীমতী এনারক ারের জন্ম আপনি কি করতে পেরেছিলেন? আপনার সহায়তা পেয়ে তাদের কি অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয়েছে আর আপনার শত্রুতার ফলে কি মানবজাতির অবস্থার কিছুমাত্র অবনতি ঘটবে? যাকগে, আপনার পরিকল্পনাটি বলুন।

হতে পারে কয়েকবার বিফল হয়ে আপনার বুদ্ধি ধারালো হয়েছে, যদিও সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

এ আমন্ত্রণ আমি এড়াতে পারলাম না। আমার আবিষ্কারে আমার আস্থা ছিল, আমার জেদ চেপে গেল এই গর্বোদ্ধত ডাক্তারকেই হাস্যাস্পদ বানিয়ে ছাড়ব। বিজ্ঞানের যে নীতিটি আমি কাজে লাগিয়েছিলাম সেটি সরল, আর ডাক্তারের বুদ্ধিও ছিল সূক্ষ্ম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি আমার অবলম্বিত বৈজ্ঞানিক নীতি এবং তাঁর প্রয়োগ-পদ্ধতি বুঝে ফেললেন। কিন্তু হায়, তার ফল আমি যেমনটি আশা করেছিলাম তেমনটি হল না।

ডাঃ মালাকো বললেন, হায় বেচারা! যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে। একটা ছোট্ট বিষয় আপনি খেয়াল করেননি, যার ফলে আপনার যন্ত্রটি নিশ্চয়ই কাজ করবে না। বারোটা যখন বাজবে তখন আপনার ঘড়িটি বিস্ফোরণের ফলে ফেটে চৌচির হবে আর সমুদ্র যেমন ঠাণ্ডা ছিল, তেমনি ঠাণ্ডাই থাকবে।

অল্প কয়েকটি কথায় তিনি তাঁর উক্তির সত্যতা বুঝিয়ে দিলেন। আমি একেবারে চুপসে গেলাম এবং অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে প্রস্থানের উদ্যোগ করলাম।

তিনি বললেন, সবুর করুন। সবই গেছে এমন ভাববেন না। এ পর্যন্ত আমরা পরস্পর বিরুদ্ধতাই করেছি। কিন্তু আপনি যদি আমার সাহায্য নিতে রাজি হন, তাহলে আপনার অদ্ভুত আশাগুলোর কিছু কিছু হয়তো সফল করে তোলা যেতে পারে। আপনি যখন কথা কইছিলেন তখন আমি শুধু আপনার যন্ত্রের ত্রুটিটুকুই লক্ষ্য করিনি, সংগে সংগে সেটি সারাবার একটি উপায়ও ভেবে রেখেছিলাম। আপনার যন্ত্র, যে-কাজ করবে বলে আপনি ভেবেছিলেন, সে-কাজটিই করবে এমন একটি যন্ত্র তৈরী করা আমার পক্ষে এখন কঠিন হবে না। আপনি কিছুই জানেন না। এ পর্যন্ত আপনি শুধু আমার মনের বাইরের দিকটাই দেখেছেন। কিন্তু আমাদের দুজনের ভেতর যে একটা অদ্ভুত রকমের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে, তার দরুণই আপনাকে আমি এই সম্মানটা দেব। আপনাকে বিশ্বাস করে আরো কিছু কথা বলব।

আপনি ভেবেছেন আমি অর্থ, ক্ষমতা এবং গৌরব চেয়েছিলাম নিজের জন্য। আসলে তা নয়। সর্বদাই নিরাসক্ত, নিস্পৃহ আমি, কখনো নিজের জন্য কিছু করি না। সর্বদাই এমন লক্ষ্যের দিকে ছুটি যা ব্যক্তি নিরপেক্ষ এবং বস্তু নিরপেক্ষ। আপনার এক অদ্ভুত ধারণাবশতঃ আপনি মানুষ জাতিটাকে ঘৃণা করেন। কিন্তু আপনার সারা দেহে যতখানি ঘৃণা তার

চাইতে হাজার গুণ বেশী ঘৃণা আছে আমার এই কড়ে আঙুলে। আমার ভেতরে যে ঘৃণার আগুন জ্বলছে তা আপনাকে এক মুহূর্তে ছাই করে ফেলতে পারে। আমার ঘৃণার মতো ঘৃণা পোষণ করবার শক্তি, সহিষ্ণুতা, ইচ্ছাশক্তি আপনার নেই। আপনার কৃপায় এখন যা জানলাম, সেই বিশ্বব্যাপী সর্বগ্রাসী মৃত্যু ঘটাবার উপায়টি যদি আগে জানতাম তাহলে আপনি কি মনে করেন আমি ইতস্তত করতাম? বরাবরই আমার লক্ষ্য ছিল মৃত্যু। যেসব হতভাগ্যদের ওপর আপনার বোকার মতো দরদ উথলে উঠেছিল, তাদের ওপর আমি শুধু হাত মক্‌শ করেছিলাম মাত্র। বৃহত্তর লক্ষ্য সর্বদাই থাকত আমার সামনে। কখনো কি আপনার মনে প্রশ্ন জেগেছে কেন আমি মিঃ কোয়ানটকসকে তাঁর বিজয় গৌরবের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছি? আপনি কি জানেন (নিশ্চিত জানি, আপনি জানেন না) যে আমি একই রকম সাহায্য দিচ্ছি তার শত্রুদেরও, যারা তাঁর এবং তাঁর বন্ধুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার জন্য ধ্বংসকারী যন্ত্রের পরিকল্পনা তৈরী করছেন? আপনি বুঝতে পারেন নি (অমন সংকীর্ণ কল্পনাশক্তি নিয়ে কি করেই বা পারবেন?) আমার জীবনের মূলমন্ত্রই হচ্ছে প্রতিহিংসা, কোনো ব্যক্তিবিশেষের ওপর নয়, দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজেই যে-জাতির অন্তর্গত, সমগ্রভাবে সেই মানুষ জাতির ওপর।

জীবনের গোড়ার দিকেই এই উদ্দেশ্যটা আমার মাথায় এসেছিল। আমার বাবা ছিলেন রাশিয়ার এক ছোটখাট রাজ্যের রাজা, আমার মা ছিলেন লণ্ডন শহরে একটি পান্থনিবাসের পরিচারিকা। আমার জন্মের আগেই বাবা মাকে ফেলে পালান এবং নিউইয়র্ক শহরের একটি রেস্তোরাঁয় ওয়েটার বা পরিবেশকের চাকরি নেন। এখন তিনি বোধকরি কারাগারের আতিথ্য উপভোগ করছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই, এবং এ খবরটা সত্য কিনা সেটা যাচাই করবার কষ্টও আমি স্বীকার করি নি। বাবা মাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবার পর, মা মদ্য পান করে দুঃখ ভুলে থাকতে চাইতেন। সারা শৈশব জুড়ে আমি সর্বদাই ক্ষুধার্ত থাকতাম। যখনই একটু হাঁটতে শিখলাম তখন থেকেই শিখলাম নোংরার স্তূপ ঘেঁটে রুটির টুকরো, আলুর ছাড়ানো খোসা, প্রভৃতি ক্ষুধা নিবৃত্তি করার মতো যা কিছু পাওয়া যায় খুঁজে বেড়াতে। আমার মা আমার এ ধরণের ঘুরে বেড়ানোতে আপত্তি করতেন এবং মনে থাকলেই পানশালায় যাবার সময়ে আমাকে তালা বন্ধ করে রেখে যেতেন। যখন মদে চুর হয়ে ফিরে আসতেন, তখন আমাকে মেরে মেরে রক্ত বার করে দিতেন। তারপর আমার কান্না থামাবার জন্যে আঘাতের চোটে আমায় অজ্ঞান করে ফেলতেন। আমার বয়স যখন বছর

ছয়েক, তখন একদিন মাতাল হয়ে মা আমাকে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চললেন। যেমনি মা আমাকে এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করলেন অমনি আমি মার এড়াবার জন্য একদিকে ঝুঁকে পড়লাম। মা টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন রাস্তার উপর। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চলন্ত লরি এসে তাঁকে পিষে মেরে ফেলল।

এমনি সময় একজন মানব হিতৈষিণী মহিলা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমায় একা এবং অসহায় দেখে আমার উপর তাঁর মায়া হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন, স্নান করালেন, খাইয়ে দিলেন। বহু দুঃখের শানে পড়ে পড়ে আমার বুদ্ধি বেশ ধারাল হয়ে উঠেছিল। আমি আমার বুদ্ধি খাটিয়ে যদ্দুর সম্ভব তাঁর দরদ জাগাবার চেষ্টা করলাম। এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সফল হয়ে ছিলাম, আমি যে ছোট্ট একটি ভালো ছেলে, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ রইল না। তিনি আমাকে সন্তান রূপে গ্রহণ করলেন আমায় শিক্ষিত করে তুললেন। এইসব উপকারের বিনিময়ে আমি তাঁর চাপানো প্রার্থনা, গীর্জায় যাওয়া ধর্ম-উপদেশ প্রভৃতি নানা রকমের উৎপাত সইতাম। এছাড়া তাঁর একটা মিনমিনে ন্যাকা নরম ভাব ছিল। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হত খুব তেতো আর কড়া কথা শুনিয়ে ভদ্রমহিলার অর্থহীণ আশাবাদকে নষ্ট করে দিতে। কিন্তু এইসব প্রবৃত্তিগুলিই আমি চেপে রেখেছিলাম। তাঁকে খুশি করবার জন্য আমি হাঁটু গেড়ে বসে আমার সৃষ্টিকর্তার খোশামুদি করতাম। যদিও আমাকে সৃষ্টি করে তাঁর কি গৌরব বেড়েছে তা বুঝতে পারতাম না। ভদ্রমহিলাকে খুশি করবার জন্যই মনে কৃতজ্ঞতা এতটুকুও অনুভব না করেও বাইরে কৃতজ্ঞতার ভান করতাম। এবং তাঁর কাছে সর্বদাই 'ভালো' হয়ে থাকতাম। শেষকালে আমার যখন একুশ বছর বয়স হল, তখন তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে উইল করে দিলেন। এরপর বোধহয় বুঝতেই পারছেন, তিনি আর বেশিদিন বাঁচলেন না।

তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আমার বৈষয়িক অবস্থা ভালোই থেকেছে। কিন্তু আমার সেই আগেকার বছরগুলোর কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না। আমার মায়ের নিষ্ঠুরতা, প্রতিবেশীদের হৃদয়হীনতা, ক্ষুধার যন্ত্রণা, বন্ধুহীন অবস্থা, নিরাশার ঘন অন্ধকার, এ সবই আমার সৌভাগ্য শুরু হবার পরও আমার সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে রইল। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ রইল না, একজনও নয়, যাকে আমি ঘৃণা না করি। এমন কেউ নেই, একজনও নয়, যাকে আমি চরম যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখতে না চাই। আপনি আমাকে দেখাতে চেয়েছেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তৃষ্ণায় উন্মাদ হয়ে ব্যর্থ আক্রোশের যন্ত্রণায় ছটফট করে মরছে। আহা! কি মনোরম দৃশ্য!

আমার কৃতজ্ঞতা বোধ করবার এতটুকু ক্ষমতা থাকলে আমি এখন আপনার প্রতি খানিকটা কৃতজ্ঞ থাকব, আপনাকে প্রায় বন্ধু বলেই ভাববার লোভ হত। কিন্তু দু'বছর আগেই ঐ ধরনের অনুভূতির ক্ষমতা আমার নিঃশেষ হয়ে গেছে। আপনি আমার পক্ষে খানিকটা সুবিধাজনক, এ কথা স্বীকার করব, কিন্তু ঐটুকুই, তার বেশী নয়।

আপনি বাড়ি যাবেন। গিয়ে দেখবেন আপনার সেই অপদার্থ যন্ত্রটি ফেটে চৌচির হবে অন্য কোনো কিছুর ক্ষতি না করেই। আপনি জানতে পারবেন যে যার ওপর জয়লাভ করবেন ভেবেছিলেন, যাকে নিতান্তই খামখেয়ালী এবং বেয়াড়া ভাবে আপনি নিজের চাইতে নিকৃষ্টতর বলে মনে করেছিলেন, শেষপর্যন্ত সেই আমিই লাভ করতে চলেছি সেই চরম বিজয় যা আপনি নিজের জন্যে ধরে রেখেছিলেন। আমার পরিকল্পনায় বাধা দেওয়া তো দূরের কথা বরং আমার চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য যে আর একটি মাত্র জিনিষের অভাব ছিল, আপনি ঠিক সেই জিনিষটিই আমাকে যুগিয়ে দিয়েছেন। আপনি যখন তৃষ্ণায় মরতে থাকবেন, কয়েক ঘণ্টা ছটফট করবেন দুরন্ত যন্ত্রণায়, আর জানবেন যে আমার শেষ মুহূর্তগুলিতে আমি আনন্দ উপভোগ করে গেছি আপনার যন্ত্রণা কল্পনা করে।

কিন্তু তিনি যখন কথা বলছিলেন তখন আমার মনে সহসা একটা ঘৃণার উদয় এল। লোকটি যে পাপিষ্ঠ সে বিষয়ে আমার গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি যখন পৃথিবী ধ্বংস করতে চান, তখন আমার মনে হল, পৃথিবীটাকে ধ্বংস করাটা পাপ। আমি যখন ভেবেছিলাম পৃথিবীটাকে ধ্বংস করব, তখন স্বপ্ন দেখেছিলাম মালিন্য দূর করবার ক্ষমতায়। যখন ভাবলাম পৃথিবী ধ্বংস করবেন ইনি, তখন চোখের সামনে ভেসে উঠল দানবিক ঘৃণার ছবি। ইনি বিজয়ী হবেন এ আমি কিছুতেই হতে দিতে রাজি ছিলাম না। যে পৃথিবীকে আমি ঘৃণা করে এসেছিলাম, তাঁর কথা শুনতে শুনতে সেই পৃথিবীকেই আমার সুন্দর মনে হতে লাগল। মানুষের প্রতি যে ঘৃণা তাঁর কাছে ছিল নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, আমার মনে হল, আমার কাছে সেটা ছিল একটা সাময়িক পাগলামি মাত্র। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। তিনি যতোই দাম্ভিক উক্তি করুন না কেন তাঁকে আমার পরাজিত করতেই হবে। এক মুহূর্তের জন্য তিনি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন।

কতগুলো বাড়ী এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! আজ থেকে মাত্র কয়েকদিন বাদে ওদের প্রত্যেকটি বাড়ীর ভেতর থেকে লোক পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে আসবে। আমি তো দেখব না, কিন্তু

প্রত্যেকবার সময়ে আমার মনের চোখে এই মনোরম দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হবে।'

তিনি যখন একথা বলছিলেন, তখন তাঁর পিঠ ছিল আমার দিকে। আক্রমণ আশংকা করে আমি আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে একটি রিভলবার এনেছিলাম। চট করে সেটা বার করে ফেললাম।

বললাম, না! তা কখনোই হবে না।'

ক্রুদ্ধ ভ্রুকুটি করে তিনি ফিরে তাকালেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করে হত্যা করলাম। আমি প্রথমে রিভলভারটি মুছে ফেললাম, তারপর দস্তানা পরে রিভলভারটি তাঁর পাশে তার আঙুল দিয়ে জড়িয়ে রেখে দিলাম, তাড়াতাড়ি তাঁর টাইপ রাইটারে একখানা চিঠি টাইপ করলাম যাতে তিনি লিখেছেন, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। চিঠিতে তাঁর জবানিতে লিখলাম, আমি নিজেকে দৃঢ়চেতা ব্যক্তি বলে ভাবতাম, দেখছি আমি তা নই। পাপ করেছি, অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হচ্ছি। আমার সর্বশেষ পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হবার মুখে। আমার সম্মুখে নিদারুণ অপমান আর চূড়ান্ত সর্বনাশ। আমি এ অবস্থার সম্মুখীন হতে পারব না, তাই আত্মহত্যা করেছি।'

তারপর আমি বাড়ি ফিরে গেলাম, এবং অকারণ বিস্ফোরণ থেকে বাঁচাবার জন্য আমার অকেজো যন্ত্রটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম ঠিক সময় মতো।

সাত

ডাঃ মালাকোকে হত্যা করার পর কিছুদিন আমি সুখী এবং নিশ্চিন্ত রইলাম। আমার মনে হল এতদিন তাঁর ভেতর থেকেই একরকম বিষাক্তবাষ্প বেরিয়ে এসে তাঁর আশেপাশের সমগ্র এলাকাটিকে অপরাধ, পাগলামি এবং দুর্ঘটনায় ভরিয়ে রেখেছিল। এখন তিনি বিগত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত আনন্দে থেকে নিজের কাজে উন্নতি করতে পারব, শান্তিতে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোকেও বজায় রাখতে পারব। কয়েকমাস আমার বেশ স্নিগ্ধ, নিরুপদ্রব এবং যথেষ্ট পরিমাণে ঘুম হল। ডাঃ মালাকোর সেই পিতলের নাম-ফলকটি চোখে পড়বার পর অনেক দিন যা হয়নি, মাঝে মাঝে অবশ্য মনে পড়ত শ্রীমতী এনারকার বাস করছেন, পাগলদের মধ্যে একা বিষণ্ন অসহায় ভাবে। ভাবলাম তাঁর জন্য আমি যা কিছু করা সম্ভব করেছি। তাঁর জন্য আর মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। আমি সংকল্প করলাম তাঁর চিন্তাকে আর কখনোই ঠাঁই দেব না।

একজন মনোহারিণী বুদ্ধিমতী মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হল। তাঁর প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল মনো বিকলনের জটিলতার বিষয়গুলিতে তাঁর

গভীর জ্ঞান দেখে। আমি ভাবলাম, এইতো এমন একজনকে পেয়েছি, যিনি ভগবান না করুন, কখনো প্রয়োজন হলে যে অদ্ভুত দুষ্টচক্রের মধ্য দিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে, বিশ্লেষণ করে তার রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন। অনতিদীর্ঘ পূর্বরাগের পর আমি এই মহিলাকে বিবাহ করে ভাবলাম সুখী হয়েছি। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে অদ্ভুত অস্বস্তিকর চিন্তা আমার মনের ভেতর এসে ভিড় করত। দৈনন্দিন সাধারণ কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ আমার মুখের ওপর খেলে যেত একটা আতংকের ভাব।

আমার স্ত্রী বলে উঠতেন, ওকি? তুমি যেন কি এক বিভীষিকা দেখলে মনে হল। আমাকে খুলে বললেই বোধহয় ভালো বোধ করবে।

আমি বলতাম, না ও কিছু নয়। পুরোনো একটি বিরক্তিকর স্মৃতি মনে পড়ে হঠাৎ আমার পরিকল্পনায় একটু ব্যাঘাত ঘটাল।

কিন্তু আমি আতংকের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম এই অস্বস্তিকর চিন্তাগুলো ক্রমেই আরো বেশি ঘন এবং আরো বেশি জীবন্ত হয়ে আসছে। কল্পনায় দেখতাম যেন ডাঃ মালাকোর জীবনের শেষ ঘণ্টায় যে কথোপকথন তাঁর সঙ্গে হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে তাই চালিয়ে যাচ্ছি। মুহূর্তের জন্য তাঁর শান্ত ঘৃণাভরা মুখটি সুস্পষ্ট হয়ে যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। আমার মনে হত যেন শুনছি তাঁর গম্ভীর অবজ্ঞাপূর্ণ কণ্ঠস্বর : আপনি ভাবেন আমি হেরে গেছি, তাই না? পড়ার ঘরে যখন আমি একা বসে থাকতাম তখন এরকম হলে আমি চীৎকার করে বলতাম, হ্যাঁ, তাই ভাবি। জাহান্নামে যান।

একবার যখন এইভাবে চীৎকার করছি এমনি সময়ে দরজা দিয়ে ঢুকে আমার স্ত্রী অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকালেন।

ক্রমে আমি আরো ঘনঘন তাঁর কল্পিত উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলাম। মনে হত তিনি যেন বলছেন, শ্রীমতী এনারকারের বিশেষ কিছু উপকার করতে পারেন নি আপনি। পেরেছেন কি? যেন কানের সামনে মুখ এনে ফিসফিস করে বলছেন, আপনি ভেবেছেন আপনার পাগলামি সেরে গেছে, তাই না? আমার কাজের ক্ষতি হতে লাগল, কারণ যখনই আমি একা থাকতাম তখনই কতকগুলো সম্ভাব্য উক্তিকে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারতাম না। ঘুরেফিরে মনে হত যেন তাঁর কণ্ঠে শুনছি : পৃথিবী ধ্বংস করবেন, আরো কত কি করবেন। কত খাসা মতলব তো করেছিলেন। এখন একবার তাকিয়ে দেখুন আপনি কি! মর্টলেকের একজন অতি সাদাসিধে সভ্যভব্য ভালো মানুষ। সত্যিই কি ভাবেন তুচ্ছ একটা রিভলভারের সাহায্যে আপনি আমার ক্ষমতা আর প্রভাব এড়িয়ে যাবেন? আপনি কি জানেন না আমার শক্তি হচ্ছে আত্মিক, আপনার নিজের ভেতরে যে দুর্বলতা তারই মধ্যে

এই শক্তি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? আমাদের যে শেষ কথাবার্তা হয়েছিল তাতে আপনি নিজে যে মানুষ বলে ভান করেছিলেন তার অর্ধেকও যদি আপনি হতেন তাহলে আপনি যা করেছেন তার জন্ত প্রকাশ্যে অপরাধ স্বীকার করতেন। অপরাধ স্বীকারই বা বলি কেন, গর্ব করতেন বুক ফুলিয়ে। পৃথিবীর মানুষকে আপনি বুঝিয়ে দিতেন কি দানবের হাত থেকে আপনি পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন। আপনি গর্ব করে বলতেন, আপনি একজন বীর-পুরুষ, আমার এই এক ব্যক্তির ভেতরে পাপ এবং অকল্যাণের যে শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, আপনি একটি মাত্র সংঘর্ষে তাঁকে পরাজিত করেছেন। আপনি কি তেমন কিছু করেছেন? করেন নি। তার বদলে আপনি একটা অকেজো, মিথ্যা ভানকরা স্বীকারপত্র ফেলে এসেছিলেন। তাতে অত্যন্ত ঘৃণ্য দুর্বলতা আরোপ করেছিলেন সেই আমারই চরিত্রে সমগ্র মানব জাতির ভেতর একমাত্র যার কাছাকাছিও দুর্বলতা কখনো ঘেঁষেনি! আপনি কি ভাবেন আপনার এ অপরাধের কোনো ক্ষমা আছে? আপনি যদি আপনার কৃত-কার্যের জন্য গর্ব প্রকাশ করে বেড়াতেন, তাহলে হয়তো বা ভাবতে পারতাম আপনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার অযোগ্য নন। কিন্তু আপনার এই তুচ্ছ, মিনমিনে বিবাহিত জীবনে আপনি আমার এমন ঘৃণার পাত্র হয়েছেন যে, আমি মৃত হলেও আপনাকে দেখিয়ে দেব আপনাকে ধ্বংস করবার ক্ষমতা আমার আছে।

তিনি এই বলেছেন বলে আমি কল্পনা করে নিলাম। প্রথম প্রথম আমি জানতাম এ আমার কল্পনা, কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল ততই আমি বেশি করে অনুভব করতে লাগলাম তাঁর প্রেতাত্মা কল্পনা নয়, বাস্তব। এমন কি, মাঝে মাঝে আমি যেন দেখতাম তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর নিখুঁত কালো পোষাক, তাঁর মাথার চুলগুলো মোলায়েম, তেল চকচকে। একবার খেপে উঠে আমি সোজা তাঁর ছায়ামূর্তির মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম। সেটা যে ছায়ামূর্তি মাত্র এইটে নিজেকে নিঃসংশয়ে বোঝাবার জন্যে যে ভীষণ মুহূর্তে আমার দেহ সেই ছায়ামূর্তির স্পর্শ পেল সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস অনুভব করে আমি চিৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। আমাকে পাণ্ডুর মুখে থরথর করে কাঁপতে দেখে চিন্তিত হয়ে আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, আমার কি হয়েছে। আমি বললাম, নদীর ওপরকার কুয়াশা লেগেই একটু কম্পজ্বরের ভাব দেখা দিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারলাম তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, এই ব্যাখ্যাই সব নয়। ডাঃ মালাকোর প্রেতাত্মা যখন তাঁর মৃত্যুতে আমার যে অংশ ছিল, সেটা গোপন করে যাওয়ার জন্য আমাকে বিদ্রূপ করতে লাগলেন, তখন আমি ভাবতে শুধু করলাম হয়তো সবকিছু স্বীকার করলে আমাকে তিনি রেহাই

মেরেছেন।

আমি যেভাবে তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছি! দৃশ্যটি আমার স্বপ্নে এইভাবে শেষ হত। কিন্তু জেগে উঠেই শুনতে পেতাম সেই প্রেতাত্মার গভীর অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি: 'হা—হা! কিন্তু আসলে তো আপনি এমনটি করেন নি। করে ছিলেন কি?

আমার এই নিদারুণ যন্ত্রণা ক্রমেই বেড়ে চলল। প্রেতাত্মার আবির্ভাব আরো ঘনঘন হতে লাগল। গত রাত্রে সবকিছু পৌঁছে ছিল চরম সীমায়। আগেকার চাইতে আরো বেশি জোরালো স্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠলাম চিৎকার করে: হাঁ, আমি করেছি—আমিই করেছি।

আমার চিৎকারে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, কি করেছ তুমি?

আমি বললাম, ডাক্তার মালাকোকে হত্যা করেছি। তুমি হয়তো ভেবেছ, তুমি একজন সাধারণ বৈজ্ঞানিক কর্মীকে বিয়ে করেছ, কিন্তু তা নয়। তুমি বিয়ে করেছ এমন একজন মানুষকে যে অসামান্য সাহসী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ, মর্তলোকের অন্য কোন বাসিন্দার যা নেই। এক নির্মম দানবকে যে শেষ করে ফেলেছে। ডা: মালাকোকে আমি হত্যা করেছি, এবং সেজন্য আমি গর্বিত।

আমার স্ত্রী বললেন, হয়েছে, হয়েছে। এবার ফের ঘুমিয়ে পড়ো। আমি উত্তেজিত হয়ে দাপাদাপি শুরু করলাম। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। আমি দেখলাম আমার স্ত্রীর অন্যান্য অনুভূতির চাইতে ভয়টাই বেশি প্রবল হয়েছে। ভোর হতেই শুনলাম তিনি টেলিফোনে কথা বলছেন—

এখন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমি আমার বাড়ীর দরজায় দেখছি দুজন পুলিশের লোক, আর একজন বিখ্যাত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসক। আমি দেখছি যে দুর্ভাগ্য আমার দিকেও এগিয়ে আসছে। আমার সামনে আমি আর কিছুই দেখছি না। শুধু নি:সঙ্গতা আর শ্রান্তিতে ভরা দীর্ঘ, ক্লান্তিকর বছরের পর বছর। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে শুধু একটি ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি। যেসব পুরুষ এবং মেয়ের উন্মাদের আচরণ কিছুটা ভদ্র, বছরে একবার করে তাদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের আওতায় নাচের আসরে মিলিত হতে দেওয়া হয়। বছরে একবার আবার আমার দেখা হবে শ্রীমতী এনারকারের সঙ্গে, যাঁকে ভুলতে চেষ্টা করা আমার কখনোই উচিত হয়নি। আর যখন আমাদের দেখা হবে, তখন দুজনে মিলে অবাক হয়ে ভাবব দু'জনের বেশি প্রকৃতিস্থ লোক পৃথিবীতে কখনো থাকবে কিনা!

জাহাটোপক

অতীত

উদ্বুদ্ধ-বোধ-বিদ্যা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান বিশিষ্ট অধ্যাপক, ড্রিউজ জসটাডেস তাঁর ভারী পদক্ষেপে দীর্ঘ গাউনটিকে নিয়ে উপনীত হলেন সুজকোর ইনকাসের বিখ্যাত বাড়ীটিতে। ওখানে অপেক্ষা করছিল নতুন শিক্ষায় উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীরা। তাঁর অপেক্ষাকৃত কম নামী পিতা অধ্যাপক ড্রিউডাস্টের মৃত্যুর পরে তিনি ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন।

যেসব ছাত্রদের কাছে তিনি ভাষণ দিতে চলেছেন, তারা হল সবচেয়ে প্রতিভা-সম্পন্ন একশো জন। তারা সাধারণ পড়াশোনা শেষ করে উদ্বুদ্ধবোধ বিদ্যার শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেছে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম অধ্যয়ন করবে বলে। উন্মুখ তরুণ মুখগুলি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, তারা নিঃসন্দেহ যে তাঁর ঠোঁট থেকে নির্গত হবে জ্ঞানের কঠিন বাক্য।

একশো জনের মধ্যে আছে দু'জন, যারা বিশেষ প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারে। তাদের একজন হল তাঁর পুত্র টমাস। যাকে ঘিরে আশা যে, সে পিতার লোভনীয় পদটি অধিকার করবে। অন্যজন হল একটি মেয়ে। যার নাম দিওতিমা। সে রূপবতী, নিষ্ঠাবতী এবং বিদুষী। সে টমাসের হৃদয় অধিকার করেছে।

গলাটা পরিষ্কার করে এক চুমুক জল পান করে প্রফেসর বলতে শুরু করলেন— আমার আজকের ভাষণের বিষয় হল, জাহাটোপকের তেরোশো বছর আগের কথা। যারা সে সময়ে বাস করে তারা তার নাম দিয়েছে বিংশ শতাব্দী। এই সুখের স্বর্গে যাঁরা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের ধারণা হল, তোমরা নির্বাচিত একশো জন আমাদের মহৎ স্রষ্টা জাহাটোপকের পবিত্র ধর্মের কথা শুনতে শুনতে মানসিক স্থৈর্য হারাবে না। ঐ বিশ্বাস আমাদের অন্তরে প্রোথিত আছে, আমাদের বিশ্বাস ও জ্ঞানের সঙ্গে একীভূত হয়েছে।

তোমরা যেন এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যেওনা সেটা ছিল অন্ধকারের শতাব্দী। যাইহোক, ইতিহাসের অনুগত ছাত্র হয়ে এটা হল তোমাদের কর্তব্য, হয়তো কঠিন এবং দুঃখজনক, কোন কল্পনাকে হত্যা করা, যখন তোমরা সেটাকে সত্য এবং ভাল বলে জেনে এসেছ। অন্ধকারের শতাব্দীতে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে যাদের মহৎ বলা যেতে পারে। তোমাদের সেইসব লোকের কথা শুনতে হবে যাঁরা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং যাঁদের ওপর

বর্ষিত হয়েছে অনেক লজ্জা। তোমরা হয়তো এই সত্যটাকে অস্বীকার করতে গিয়ে ব্যথা পাবে যে যখন তাদের সন্তান সংখ্যা তিনের বেশি হত তখন তারা কিন্তু আমাদের মত অতিরিক্তটিকে প্রদান করতো না রাষ্ট্রের গৌরব বর্ধণে, কিন্তু স্বার্থপরের মত তাদের বাঁচিয়ে রাখত। এক কথায় তোমাদের ঐতিহাসিক কল্পনা-শক্তিকে পালন করতে হবে। তোমরা মনে রেখো যে তোমরাই হলে নির্বাচিত ভাগ্যবান ছাত্রের দল, যারা বৃহত্তর পটভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে। তোমরা বুঝতে পারবে যে এই লেকচার-রুমে যা বলা হবে তা জ্ঞানীদের জন্যে, অশিক্ষিতদের প্রতি ভাষণ নয়। এই কথা বলে, আমি আমার শিক্ষণ শুরু করছি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীটি ছিল অবক্ষয় ও পরিবর্তনের যুগ। এই সময় গ্রাইকো জুডাইয়ান মতবাদকে সরিয়ে দিয়েছে ক্রুসো স্নাভিক দর্শন। এটা হল সেই সময় যখন অন্ধকার ও অশিক্ষা ঢেকেছে দেশছে, যখন তরুণ ও প্রবীণদের মন থেকে আত্মচেতনা হয়েছে বিলুপ্ত। অথচ এটির অবর্তমানে সমাজ স্থায়ী হতে পারে না। একে বলা হয় বিশ্বাসের কালের কাছে প্রকৃতির তন্ময়তার মৃত্যু। যখন গ্রাইকো, জুডাইয়ান বিশ্লেষণ অবিসংবাদিত ভাবে গৃহীত হয়েছে, মাত্র কটি সামান্য পরিবর্তন ছাড়া সকলে এই মতবাদকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সেই কাল এমন একটি সংস্কারাছন্ন মতবাদের অবলুপ্তি ঘটিয়েছিল যে, আমি ঘোষণা করে আনন্দিত, এমনটি আর কখনো ঘটে নি।

একে বলা হয় সহনশীলতার মতবাদ। মানুষ প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে যে নাগরিকদের ধর্ম-বিশ্বাসের মৌলিক মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি রাষ্ট্র স্থায়ী হতে পারে। এটি ছিল উন্মাদের প্রলাপ মাত্র। এটি সৃষ্টি করেছিল গ্রাইকো জুডাইয়ান বিশ্লেষণ। এই মতবাদটি ক্রুসো স্নাভিক দর্শনবাদের কাছে পরাভূত হয়। আবেগ যেন আমাকে বিপথে চালিত না করে। আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি না এবং আমি আশা করি যে তোমাদের মধ্যে কেউই মুহূর্তের জন্যে ভেবো না যে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। তবুও আমি বলতে পারি গ্রাইকো জুডাইয়ান বিশ্লেষণী অথবা ক্রুসো স্নাভিক দর্শনবাদ, কোনটির মধ্যেই সত্যের সামান্যতম কণা অবশিষ্ট ছিল না। ওতে ছিল না জাহাটোপকের ঐশ্বরিকতা, ছিল না লাল মানবদের স্বীকৃত প্রাধান্য। কেউই আমাদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত জীবনের সুখী স্তম্ভগুলিকে আত্মস্থ করতে পারে নি। আমি একটি মাত্র কথাই বলতে চাই, সেটা হল যখন ঐ মতবাদগুলি প্রচলিত ছিল এবং যখন ওরা স্থির ভাবে অনিবার্যতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ততদিন তাদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল সমস্ত সমাজে। একমাত্র এই কারণে আমরা জাহাটোপলকিয়া চেতনার প্রতি ঋণী।

সমস্ত অতীত ব্যবস্থাগুলি এতই ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে তারা নিজেদের পতনের কারণ হয়। প্রুসো স্লাভিক সিদ্ধান্তকে বর্তমানে ত্রুটিহীন বলে ধরা হয়, উত্তর পুরুষরা সে কথাই ভেবেছিলেন, যারা ছিলেন সিনো জাভানিজ মতবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের ত্রুটি ছিল। অবশেষে সেই ত্রুটি তাদের পতন ডেকে আনে। একমাত্র জাহাটোপলকিয়ান পদ্ধতি ছিল নির্ভুল এবং সেইজন্য একমাত্র জাহাটোপলকিয়ান মতবাদই মানব অস্তিত্বের শেষদিন পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকবে।

প্রফেসার বললেন যে কিভাবে আমরা বিজয়ীদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গ্রাংকো জুডাইয়ান দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করেছি পবিত্র সাটালিনাসএর পদযাত্রাকে সম্মান করেছি এবং পরাজিত মতবাদকে অবদমিত করেছি, কিন্তু প্রফেসার দেখালেন যে যেখানেই সম্ভব ঐতিহাসিক অবশ্যই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করবেন। এবং তিনি উভয় পক্ষের মতবাদকে তাঁর পাওয়া গবেষণায় সমান অংশ দেবেন।

সৌভাগ্যক্রমে তিনি বলতে থাকেন, সম্প্রতি অকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যারা একটি মহান শতাব্দীর সমাপ্তি জনিত হতবুদ্ধিতা ও হতাশার প্রতি পাঠকদের চিত্ত মানবিক সহানুভূতিতে ভরিয়ে তুলবে।

সেই তথ্য পত্রটি পাঠ করে অধ্যাপক বলতে থাকেন—

প্রুসো স্লাভিক দর্শনবাদের প্রভুত্ব করার সময় কোন তথ্য আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু বিখ্যাত দেবতা ডায়ালসেটের ভক্তরা উত্তর অঞ্চলের সমতল ভূমিতে বিজয়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করে এবং সমস্ত হৃদয়হীন অনুভূতি দ্বারা তাদের উন্মত্ত ধারণাটিকে মণ্ডিত করে। দু'জন মহান ব্যক্তি, মার্কাস এবং লেনিনিয়াস, এত বেশী বিখ্যাত হয়েছিলেন যে বিশ্বের প্রতিটি অংশের প্রতিটি বাসিন্দার কাছে তাঁদের নাম পৌঁছে যায়। এই দুজন প্রতিষ্ঠাতা পরিচিত ছিলেন যথাক্রমে দীর্ঘ শ্মশ্রু-মণ্ডিত ব্যক্তি এবং হ্রস্ব শ্মশ্রু-মণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে। সাধারণ লোক বিশ্বাস করত যে তাঁদের যাদুকরী ক্ষমতা নিহিত ছিল অস্বাভাবিক আচরণের মধ্যে। যাদের উত্তরসূরী সাটালিসাস, যাঁর জ্ঞান ছিল অনেক বাস্তব—তিনি পূর্বসূরীদের থেকে অনেক কম সম্মান পেয়ে ছিলেন। শ্মশ্রুর পরিবর্তে তাঁকে চিহ্নিত করা হত সামান্য গোঁফ দ্বারা।

যে জার্মান ভাষাতে সেই যুগের পবিত্র গ্রন্থাবলী রচিত হয়, সেগুলি সাটালিনাসের পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই পরবর্তীকালে মাত্র কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি সেই জ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারেন। কিন্তু সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য ছাড়া তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে পারতেন না। এই বাধা নিষেধ আরোপ করার প্রয়োজন ছিল। কেননা ঐ সমস্ত গ্রন্থাবলীতে

এমন উক্তি ছিল, যেগুলি প্রকাশিত হলে শাসকদের বিব্রত করে তুলবে এবং শাসিতদের মনে গড়ে তুলবে আন্দোলনের মানসিকতা।
কয়েক শতাব্দী ধরে ঐ ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু অবশেষে এমন সময় এল, যখন শাসনকর্ত্তারা নিজেদের নিরাপদ বলে ভাবলেন এবং তাঁরা চীন দেশের সন্দেহ-সংকুল পণ্ডিতদের মতবাদ শুনতে অনুমতি দিলেন।
ঐ সন্দেহপরায়ণ পণ্ডিতদের মধ্যে কয়েকজন দুরভিসন্ধি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের অনিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিজীবী সুলভ ঔৎসুক্য পূর্ববর্তী বংশটিকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল! কিন্তু অন্যরা সংখ্যায় যাঁরা ছিলেন গরিষ্ঠ, তাঁদের ছিল মহৎ উদ্দেশ্য। তাঁরা ভেবে পেতেন না যে কেন শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গরা পবিত্র গ্রন্থাবলীর ওপর এক তরফা অধিকার বজায় রাখবে। তাঁরা ঐসব বই তাঁদের নিজের ভাষাতে অনূদিত করতে দৃঢ় সংকল্প হলেন। শাসনকর্তারা এ ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন। তাঁরা জানতেন না যে এতগুলো প্রাচীন পবিত্র পুস্তক আছে যা কিনা দুর্জ্ঞেয় এবং ধ্বংস উৎপাদনকারী। ধীরে ধীরে তাঁরা তাঁদের স্রষ্টাদের গ্রহণযোগ্য করে তুললেন এবং সন্দেহ বাতিকতাকে করলেন আকর্ষনীয়। তাঁরা নিজেরা কিন্তু সেই সন্দিগ্ধ মনোভাব থেকে দূরে রইলেন।
ঘৃণিত চেতনাকে নিকটগামী বন্ধনে আবদ্ধ করে তাঁরা গোপনে ধৈর্যসহকারে প্রসো স্লাভিক রাজত্বের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়ে ব্রতী হলেন। একটি পূর্ব নির্দিষ্ট দিনে, যেদিনটি তাঁদের অন্তরের নিভৃতে নিহিত ছিল, সেই দিনে তাঁদের নিদ্রা গেল ভেঙে। তাঁরা তাঁদের শাসকদের ধ্বংস করলেন প্রাকটোয়ার বিষাক্ত সবজির বিষের মাধ্যমে। এমন ভাবে সুরু হল সিনো-জাভানিজ কাল, যেটি আমাদের নিজস্ব সুখী সময়ের পুর্ববর্তী।

আমাদের নিজেদের দেশ এখন তিক্ত যন্ত্রণার দীর্ঘ শতাব্দী পার হয়ে বিরাট গৌরবময় এবং আত্ম-অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে। গ্রাইকো জুডাইয়ান সভ্যতার শেষ চারটি শতাব্দীতে লাল মানবরা বিতাড়িত হয়ে শোষিত হয়, ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। আমাদের বিরাট মহাদেশে স্থাপিত হয়েছিল শ্বেত মানবদের প্রভুত্ব! তাই মহাদেশ একদিন প্রকৃতির আশীর্বাদ পেয়েছিল প্রথম ইঙ্কা সাম্রাজ্য।
এই মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল যে ঐসব হৃদয়হীন স্রষ্টাদের পতন ডেকে আনবে মুক্তি। প্রসো-স্লাভরা গ্রাইকো জুডাইয়ানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়, আমাদের পেছনে এসে দাঁড়ায় এবং স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করে। কিন্তু যখন বিজয়ী হল, সমস্ত শপথ ভুলে যাওয়া হল এবং সেই সাহসী লাল মানবেরা যাদের সাহায্য ছিল অপরিহার্য্য তারা নিজেদের অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখতে পেল

না! সিনো জাভানিজ শাসন আমাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়নি। একমাত্র দূরাগত অতীত থেকে ভেসে আসা পবিত্র ইনকা সভ্যতার প্রাচীন আভিজাত্য এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে সুপ্তোত্থিত বিরাট একটি ক্ষুদ্রতম নিভৃত দেশে বেঁচে থেকে এই আশা প্রকাশ করল যে, একদিন আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর ফিরে আসবেন এবং আমাদের হাতে তুলে দেবেন সেই পৃথিবী, যাতে আমরা আমাদের মহানুভবতা ও বেদনার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা করেছি।

সিনো জাভানিজরা পূর্ববর্তী শাসন কর্তাদের মত ধীরে ধীরে নিজেদের নিয়ে গেল আনন্দ অন্বেষণ ও সহজ জীবনের পথে। আমাদের ঐশ্বরিক জীবনের দুর্গম শিখর অথবা অগম্য উপত্যকাগুলি তাদের আকর্ষিত করতে পারল না। তারা বাস করত সমতল ভূমিতে নির্মিত প্রাসাদে। পরিবৃত থাকত বিলাসী উপকরণ। তাদের সেবা করত, সেটা বলতে গিয়ে আমি লজ্জা পাচ্ছি। তাদের সেবা করত আমার আপন জাতির ক্রীতদাসরা। সেইসব ক্রীতদাস, যাদের কোন অধিকার ছিল না বিলাসে, অধিকার ছিল না তাদের প্রভুদের মহত্বে।

এইসময় এক হাজার বছর আগে আবির্ভূত হলেন মহৎ জাহাটোপক। সেখানে প্রথমে কিছু মানুষ তাঁকে সাধারণ মানুষ ভাবে কিন্তু আমরা জানি সেটা ভুল ধারণা। তিনি এসেছিলেন আকাশ বিদীর্ণ করে, পা রেখেছিলেন কটোপাকসিতে। আমাদের জাতের অনেক মানুষ তাঁর পবিত্র আবির্ভাবের সঙ্কেত পেয়েছিলেন। সেই বিখ্যাত পর্বত শীর্ষ থেকে তিনি তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে নেমে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যাঁরা একদিন তাঁকে গৌরবময় ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছিলেন, যখন কুখ্যাত ধ্বংসকারী পিসারোর উদ্ভব হয় নি। এক স্বর্গীয় ঐকান্তিকতা বোধ সকলকে রহস্যময় একতায় উদ্বুদ্ধ করে। তারা চীন দেশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। সেখানে সাইবার প্রদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধের পর স্বর্গীয় জাহাটোপক তাদের বিজয়ের পথে নিয়ে যায় কটোপাকসির বিষ দ্বারা। তিনি ছিলেন ত্রিশ বছর। প্রথমে ব্যাপৃত ছিলেন যুদ্ধের কাজে এবং তার পরে বিশ্বজোড়া বিজয় অর্জিত হলে তিনি শান্তির দুরূহ কাজে আত্মনিবেশ করেন। যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে আমরা বাস করছি সেটি তাঁরই সৃষ্ট। মহান আইনের গ্রন্থটি পরবর্তী শতাব্দীগুলির সামান্যতম পরিবর্তন সঙ্গে নিয়ে আমাদের নীতি নির্ধারক হয়ে আছে। এবং আমরা হৃদয়ের সমস্ত ঋণ বর্ষণ করছি এমন এক পুরুষকে যিনি অপার্থিব চেতনা থেকে উদ্ভূত ক্ষুদ্রতম প্রাণের মধ্যেও বিরাজিত।

দুই
বর্তমান

জাহাটোপকের সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত হতে কিছু সময় গিয়েছিলো। কিন্তু তাঁর মতবাদ ছিল এমন দৃঢ় ও নির্ভুল যে তাঁর আবির্ভাবের পরবর্তী এক হাজার বছরে তাতে কোন লক্ষণায় পরিবর্তন সাধিত হয়নি! জাহাটোপকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে পূর্ববর্তী সমস্ত সাম্রাজ্যকে কোমলতার দ্বারা সমাপ্ত করা হয়েছে —জীবন যাপনের স্নিগ্ধতা, অনুভবের কোমলতা এবং চিন্তার সরলতা, এইসবকে তাঁর অবলম্বিরা অগ্রাহ্য করবে এবং এদেরকে অগ্রাহ্য করতে হলে তাদের জানতে হবে সেই দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় মতবাদ—যা প্রশ্ন বিনা স্বীকৃত এবং দাক্ষিণ্য ব্যাতিরেকে প্রযোজ্য।

প্রথমে ঈশ্বরের কাছ থেকে এই বিশ্বাস অর্জন করতে হবে যে লাল মানবদের শ্রেষ্ঠত্ব কাল্পনিকতা মাত্র। লাল মানবদের মধ্যে পেরুর অধিবাসীরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে না, মেক্সিকো বাসীদের পরবর্তী স্থান দেওয়া সত্বেও। শ্বেতাঙ্গরা যখন পশ্চিম গোলার্ধকে তাদের মহত্ব দ্বারা পরিপ্লাবিত করেনি তখন জন্ম নিয়েছিলো যে প্রাচীন মায়া সভ্যতা তাকে প্রশংসা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এর চেয়ে বেশী গৌরব স্থাপিত আছে ইনকাসের সুপ্রাচীন করতলে। কটোপাকসির অঞ্চলে উৎপন্ন হত বিষাক্ত আণুবীক্ষণীক এককোষী উদ্ভিদ, যাদের বিরুদ্ধে পবিত্র রক্তসম্পন্ন পেরুপ্রবাসী ইণ্ডিয়ানরা গড়ে তোলে প্রতিরোধ ক্ষমতা, কিন্তু সেই বিষ অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেয় মারাত্মক মৃত্যু। ঐ ভয়ঙ্কর বিষের সঙ্গে লড়াই করার বৃথা চেষ্টা করার পর বিশ্বের অবশিষ্ট অংশের মানুষ ইনকাসের প্রভুত্বকে মেনে নেয়। এবং অনেক শতাব্দী ধরে বিদ্রোহ ছিল একটা অচিন্তনীয় ঘটনা।

শোষিত জাতি তাদের প্রভুত্ব বজায় রেখেছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিয়মনীতি দ্বারা। তাদের কোন শারীরিক আরাম দেওয়া হত না। তারা শয়ন করত কঠিন শয্যাতে, মাথায় দিত কাঠের বালিশ। তারা পরিধান করত চর্ম নির্মিত পোষাক। নারী অথবা পুরুষকে যৌবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিধান করতে হত একটিমাত্র পোষাক। কুয়াশাচ্ছন্ন আবাহাওয়াতে অথবা পার্বত্য তুষারপাতের মধ্যেও ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে বাধ্য করা হত। এপিফ্যানিদের বার্ষিক ভোজন ছাড়া অন্য সময়ে মিলত সাধারণ খাদ্য। অবশ্য পরিমাণে তা ছিল পর্যাপ্ত। প্রতিদিন পেরুভিয়ানরা যথেষ্ট শারীরিক ব্যায়াম করত,

সম্পূর্ণ শক্তি অর্জনের জন্যে। মদ এবং তামাক ছিল তাদের কাছে নিষিদ্ধ কিন্তু প্রজারা ঐ দুটি নেশা করার অধিকার পেত।
মহান জাহাটোপক অনুমান করেন যে বিশেষ জাতীয় শস্য ভক্ষণ করা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। যে পেরু প্রবাসী ঐ শস্য খেত, এমনকি অন্যান্য খাদ্য না পাওয়া গেলেও, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। এবং যারা ঐ ভয়ঙ্কর কার্যটির সাক্ষী থাকত তাদেরকে পবিত্র করণের দীর্ঘ এবং বেদনাবহুল পথ পার হতে হত। এই নিষেধ বজায় ছিল শুধুমাত্র পেরুভিয়ানদের ওপর। কেননা অন্যরা ইতিমধ্যেই তাদের রক্তকে দূষিত করেছে। এখন কোন ভাবেই তাদের পরিষ্কার করা যাবে না।
ঐ কঠোর নিয়মানুবর্তিতা শুরু হত শৈশবে, বিশেষ করে বালকদের ক্ষেত্রে। বিদ্যালয়ের ঘণ্টাগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হত। শারীরিক ব্যায়াম এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায়। কোন বালককে একথা বলতে দেওয়া হত না যে সে ক্লান্ত শীতার্ত অথবা ক্ষুধার্ত। যদি সে বলত তবে সে শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের কাছে অবহেলিত হত তাই নয়, অন্য ছেলেদের চোখে সে হত ঘৃণিত। ঐ কঠোর শারীরিক পদ্ধতি অনেককে মেরে ফেলত। কিন্তু সেই ঘটনার জন্য কেউ অপরাধী হত না। ভাবা হত যে ঐসব দুর্বল বালকদের বাঁচিয়ে রাখা অন্যায়। তারা মারা যেত অজ্ঞাতে এবং যদি তাদের পিতামাতা সন্তানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে চাইতো, তাদের তা করতে হত গোপনে, জীবিত সন্তানদের নিরাপত্তার ভয়ে।
বালিকাদের শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ছিল কিছুটা অন্যরকম। কেননা সন্তান ধারণের জন্যে সুস্বাস্থ্যের খুব প্রয়োজন নেই। কিন্তু বালিকাদের মনে অহঙ্কারের সামান্যতম অনুপ্রবেশকে দমন করা হত, আবেগের প্রকাশকে মেনে নেওয়া হত না। কিন্তু তারা ইনকাদের প্রতি ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ করতে পারত। সম্পূর্ণ আনুগত্যকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হত, এমনকি সহস্র যন্ত্রণার মধ্যেও। মাত্র কয়েকজন, যাদের মধ্যে পুরুষালী কাঠিন্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটত, তারা পেত কিছুটা স্বাধীনতা এবং তাদের দেওয়া হত কিছু বাড়তি উৎসাহ।
প্রথম যৌবনে ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট বিশেষ গুণাবলীর অধিকারিণীদের বাদ দিলে নারীজাতিকে গার্হস্থ্য কর্তব্যে নিয়োজিত করা হত। তারা পুরুষদের সমান মর্যাদা পেত না, কেননা রণক্ষেত্রে তারা ছিল অপাংক্তেয়। একথা সত্যি, প্রথম বছরগুলিতে কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি। এর কারণ ছিল একটাই, পেরু প্রদেশীরা অপরাজেয় বলে প্রতিভাত হত। তারা ভুলত না জাহাটোপক তাদের শিখিয়েছিলেন যে শুধুমাত্র প্রচণ্ড ক্ষমতা দ্বারা তারা তাদের সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারবে এবং নিয়ামকের মিথ্যা অনুভূতি পূর্ববর্তী প্রতিটি মহান-

জাতির পতন ডেকে এনেছে! রমনীরা সেই কারণে তাদের অধীনতা বজায় রাখবে এবং স্বামীরা গৃহকোণে প্রভুত্ব করার মনোভাব কায়েম করবে, সেটা পরবর্তীকালে বৃহত্তর ক্ষেত্রে হবে অপরিহার্য।

কঠিনতম এক পবিত্রতাকে দৃঢ় ভাবে পালন করা হত। রমনী অথবা পুরুষ কাউকেই মঙ্গলের পথ থেকে বিক্ষিপ্ত হতে দেওয়া হত না। শুধুমাত্র অবৈধ প্রেম, যেকোন ভালবাসাকে সন্দেহের চোখে দেখা হত। পিতামাতা কর্তৃক স্থির হত বিবাহ অথবা কারও ক্ষেত্রে সেটা নিয়ন্ত্রণ করত ধর্মযাজকেরা। দু'পক্ষই মনে করত যে যৌথজীবন আনন্দ সন্ধান করবে না, তার কর্তব্য হবে রাষ্ট্র এবং মহান জাহাটোপকের সেবা করা। এই সত্যের অবমাননাকারীদের শাস্তি দেওয়া হত এবং তাকে পেরু প্রবাসীদের অঞ্চল থেকে নির্বাসিত করে অন্যত্র প্রেরণ করা হত।

জাহাটোপক শিক্ষা দিয়েছিলেন যে পেরুভিয়ানরা গৌরব-মণ্ডিত নিয়ন্ত্রণকারী আভিজাত্য বজায় রাখবে। তাদের জনসংখ্যা এত দ্রুত বাড়বে না যে, তারা দারিদ্র্য কবলিত হবে। পেরু ভূমিতে শক্তি এবং সামর্থ্য নিয়ে বাস করতে পারবে না। তাদের স্থান খুঁজতে হবে অন্যত্র। তাদের মহান ধর্ম এবং নীতি-বোধ সেই কারণে প্রতিটি বিবাহিত দম্পতিকে এই শিক্ষা দিত যে তিনটি সন্তানের জন্ম হবার পরে আর কোন নবজাতক ভূমিষ্ঠ হলে জন্ম সময় থেকে এক মাসের মধ্যে তাকে যেন হত্যা করা হয়। যাতে দেশে খাদ্যের অভাব দেখা না দেয়। যাতে প্রমাণিত যে পিতামাতা ছিল নিরুপায় এবং উৎপাদনের দেবতা জাহাটোপকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হত উপাচার—আত্মনিবেদনের প্রতিক হিসেবে। একদা ঐ জাতির মধ্যে এই ধারণা অনুপ্রবেশ করে যে অতিরিক্ত সন্তানকে হত্যা করার চেয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ শ্রেয়—। কিন্তু প্রভাবিত মতবাদ ঘোষণা করল যে জন্মনিয়ন্ত্রণ হল ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট জীবনের বিরুদ্ধে একটি পাপ। পক্ষান্তরে সন্তানকে ভক্ষণ করার মাধ্যমে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা হয় যে তার জীবন পিতামাতার যৌথ জীবনের অংশ মাত্র এবং সেই ত্রয়ী সর্বদা রহস্যময়ভাবে একীভূত। নিয়ম অনুসারে নিজের সন্তানকে হত্যা করা ও ভোজন করা গভীর ধার্মিক অনুষ্ঠান। জীবন সাগরের চিরবহমান ধারাটিকে এইভাবে শারীরিক সত্তায় রূপান্তরিত করা হয়। এবং এই কারণে ঐ কাজটি ছিল বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

যদিও সমস্ত পেরুপ্রদেশীরা অন্যান্য জাতের ওপর নিজেদের আভিজাত্য স্থাপন করেছিল। তাদের নিজেদের মধ্যেও শ্রদ্ধেয় সমাজ গড়ে ওঠে। সেই আভিজাত্য স্থাপিত ছিল অংশত জন্মের ওপর এবং অংশত কার্যকরতার ওপর। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন যেকোন বালক অথবা বালিকা সেই

বিশেষ শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারতো, কিন্তু তার অধিকাংশ সদস্য হল জাহাটোপকের মুক্তির মহান যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সেনাপতিদের বংশধর। পুরোহিতদের নির্বাচিত করা হত অভিজাতদের মধ্য থেকে। তারা ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী। সাধারণ মানুষদের চেয়ে অভিজাত শ্রেণীর মানুষরা কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী স্বাধীনতা পেত।

তাদের পোষাক ও খাদ্য সম্পর্কিত আইনের হাত থেকে আংশিক ভাবে রক্ষা করা হত।

প্রাচীন পেরু ও মেক্সিকোর প্রথাকে অনেকখানি শাসন করতো ধর্ম। জাহাটোপককে সূর্যের সঙ্গে একাত্ম করা হত এবং তাঁর মহান রশ্মির দ্বারা শস্য জন্মায় এই ধারণা প্রচলিত ছিল। সেখানে ছিলেন একজন দেবী, যিনি চন্দ্রের প্রতীক কিন্তু তখনকার সমাজে তিনি ছিলেন কম পরিচিতা। তিনি কিন্তু জাহাটোপকিয়ান বছরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন।

শীতের অয়নের পরে প্রথম অমাবস্যাতে, যখন সূর্য এবং চন্দ্র উভয়ে তাদের কিছু কিছু মহত্ব হারায়, তখন তারা অদৃশ্য উপায়ে একটি পবিত্র ও প্রাচীন পদ্ধতি দ্বারা স্নাত হয়। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে জাহাটোপক সূর্যের দেবতা হয়ে যান। তখন চন্দ্রের দেবী থাকেন অস্পর্শিতা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে পুরোহিতরা।

সূর্য এবং চন্দ্রকে একত্রে আনা হয় নতুন জীবন সঞ্চারের জন্যে। পুরোহিতরা নির্বাচিত কুমারী কন্যাকে গাম্ভীর্য সহকারে নিয়ে যান ইনকাতে যেখানে উপযুক্ত পুরুষের সঙ্গে মিলনে সূর্য তার হৃত শক্তি ফিরে পায়। যাতে সেই মিলন যতটা সম্ভব সম্পূর্ণ হয়, সেই জন্য ইনকারা পরবর্তী প্রভাতে সেই কন্যাকে উপভোগ করে। সূর্যকে সেবা করার জন্যে যার কুমারীত্বের আর কোন প্রয়োজন নেই।

শীতকালীন জল বিষুবের পরে অনুষ্ঠিত হয় এপিফনিদের সব চেয়ে বড় জাতীয় উৎসব। যখন এক মুহূর্তের জন্য তাদের সমস্ত জীবন পদ্ধতি হয় অনিয়ন্ত্রিত।

বছরের কুমারীর সঙ্গে ইনকার বাৎসরিক সহবাস একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান মাত্র। ঐ ঘটনায় জন্ম হয় একটি মানুষের। কিন্তু সেই রমণীকে দেওয়া হয় জাহাটোপকের স্ত্রীর সম্মান। যতক্ষণ ঐ উৎসব চলতে থাকে, ততক্ষণ ঐ সম্মান থাকে অক্ষুণ্ণ। যেকোন রমণীর পক্ষে কাঙ্ক্ষিত ঐ মহত্তম সম্মানটি যে পায় এবং যে পরিবার ঐ সম্মান ভোগ করে তারা উভয়েই হয় গর্বিত। প্রতিজ্ঞারত মৃত্যুকে উপেক্ষা করে নব বিবাহিতা বধূ আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। মধুরতম গীতি কবিতাগুচ্ছ দ্বারা সেই মহান ঘটনাকে সুসজ্জিত করা হয় এবং স্বর্গলোকে

উত্তরণের সময় বাজতে থাকে নিনাদ—।

একদা, সেই শাসনের প্রথম শতাব্দীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকাকে স্পন্দিত করে দেয়। ইনকা প্রবাসীদের কাছে প্রথম শ্রদ্ধেয় এক পুরুষ জাহাটোপকের নববধূকে এত ভালোবেসে ফেলেন যে তিনি চান নি যে ঐ রমনীকে হত্যা করে ভক্ষণ করা হবে। তিনি চেয়েছিলেন সেই বধূ থাকবে জীবিতা এবং তিনি গোপনে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতেন।

এর পরিণতি যা ঘটল সেটা ছিল জানা। সূর্য তার শক্তি উদ্ধার করতে পারল না, প্রতিদিন তার উদয় হল দেরীতে। ঐ ইনকা পুরুষটি দ্রুত বৃদ্ধ হলেন। হারালেন তাঁর চুল এবং দাঁত। জমে উঠল হতবুদ্ধিতা এবং হতাশা। জমে উঠল অন্ধকার অবিশ্বাস। বসন্তকালীন উৎসবে, সূর্যের নিয়মিত না ওঠা সত্ত্বেও সেটি ঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আকাশ থেকে নেমে আসে বিদ্যুতের ছটা এবং সেই ইনকার মৃত্যু হয়। পরবর্তী কালে এই সত্য আবিষ্কৃত হল যে তাঁর মা ব্যভিচারে লিপ্তা ছিলেন, এবং সেই কারণে, সিংহাসনে তাঁর কোন অধিকার ছিল না। ওই ঘটনায় বুদ্ধিজীবী মহলে কিছু সন্দেহ দেখা যায়, কিন্তু পরবর্তী কালে তা হল অন্তর্নিহিত।

স্পেনীয়দের রাজত্বকালে যে অঞ্চল ইকুয়েডর এবং চিলি নামে পরিচিত ছিল, প্রাচীনকালে সে দুটিও ছিল পেরুর অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাটোপক ইনডিয়ান রক্তের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলেন। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের নির্বাসিত করা হল এবং মেসটিজোফেরকে নির্বিজ করা হল কিন্তু যাদের মধ্যে বিদেশী রক্তের অনুপ্রবেশ ঘটে নি তারা থেকে যায়। সেই কারণে মাঝে মাঝে শ্বেতাঙ্গ অথবা কৃষ্ণাঙ্গ শিশুর জন্ম হত। সমস্ত নবজাত শিশুকে রাজ্যের ডাক্তার পরীক্ষা করতেন। যদি রক্তের বিন্দু আবিষ্কৃত হত তাহলে পিতামাতা সেই শিশুকে ভক্ষণ করত এবং বন্ধ্যাকরণে প্রবৃত্ত হত।

যখন সেই শাসনের বয়স ছিল কম, ঐ কঠিন কাজ অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সমস্ত দম্পতিদের সন্দেহের চোখে দেখা হত এবং গোপন রক্ষী বাহিনী তাদের উপর কড়া নজর রাখত। দুশো বছর এইভাবে চলার পরে বিদেশী রক্তের শেষ বিন্দুটুকু অপসারিত হল। পবিত্র ভূমিতে বিচরণ করল মহান ইনডিয়ানরা।

পেরুর বাইরে নীতি ছিল অন্যরকম। মেক্সিকো প্রবাসীদেরও একই চোখে দেখা হত। সৈন্যদলে এবং বিদেশী দূতাবাসের পদে তাদের অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হত কেননা তাদের রক্ত ছিল পবিত্র, কিন্তু সর্বোচ্চ পদে তাদের রাখা হত না। উচ্চ শিক্ষায় তাদের প্রবেশ ঘটতো এবং কুজকোর বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা ভর্তি হতে পারত। অন্যান্য ইনডিয়ানরা আরো কম

সুযোগ পেত কিন্তু একথা মেনে নেওয়া হত যে তাদের সামর্থ্য আরও বেশী স্বীকৃতি যোগ্য। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ পীতরা, বাদামী ও কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণের মানুষকে নীচু জাতি হিসেবে ধরত এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের অবমাননাকর জীবনে আবদ্ধ রাখা হত। একথা সত্য যে সেখানে ছিল বিভেদ। কৃষ্ণাঙ্গরা যারা কোনদিন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারে নি তারা ঘৃণিত হলেও ভীত ছিল না। শেতাঙ্গ এবং পীত মানবেরা যেহেতু বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য গঠন করেছিল, তাই তারা ছিল সন্ত্রস্ত এবং মানসিক দিক থেকে হীন।

ইনডিয়ান ছাড়া অন্যদের প্রতি শিক্ষা উন্মুক্ত ছিল না। সকলকে প্রত্যহ দশ ঘণ্টা দৈহিক পরিশ্রম করতে হত। যদিও পেরু প্রদেশ সুপ্রাচীন কাঠিন্যময় সরলতাকে রক্ষা করেছিল এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপসারণ যেকোন বিষয়কে দমন করতো। পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ কিন্তু শিল্প ভিত্তিক মতবাদে নিবেশিত হয়ে আধুনিক হয়ে ওঠে। বিদেশী ভূমিতে স্থাপিত হল কলকারখানা, খনির নোংরা আবর্জনা ধোঁয়া বিষাক্ত বাতাস ঢেকে ছিল পরিবেশ। পেরুর অধিবাসীরা বিশ্বাস করত এবং পৃথিবীকে শেখাতে চাইতো যে পেরুভিয়ানরা সূর্যের পুত্র। এবং অন্যান্য জাতি এসেছে নীচু বংশ থেকে।

জাহাটোপক শিক্ষা দিয়েছিলেন স্নিগ্ধ প্রভাবের দ্বারা ইনডিান ব্যতীত জনসমষ্টিকে শাসন করতে। যখন তাদের দশ দৈহিক পরিশ্রম শেষ হত, তখন তাদের সামনে ধরা হত মদ এবং অন্যান্য নেশার দ্রব্য। বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হত না এবং সার্বজনীন ব্যভিচারকে উৎসাহিত করা হত। গোপন রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে ডাক্তারদের বিরত করা হত।

যদি কোন পেরুভিয়ান নিচু জাতের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। পেরুভিয়ান রক্ষীরা, দেশের জনতাকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্যে যারা ছিল অপরিহার্য, তারা সাবধানতার সঙ্গে নিজেদের রক্ষা করতো চারিপাশের ভয়ঙ্কর পরিবেশ থেকে।

তারা লক্ষ্য করত যে কিভাবে ক্রীতদাসরা নিষিদ্ধ শস্য খায়। অবলোকন করতো তাদের স্বজাত্যবোধের সর্বোচ্চসীমা। এভাবে রোগ এবং অন্যান্য কারণে ঐ জাতীর জনসংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এমন কথা বলা হল যে অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবীতে থাকবে শুধু লাল মানব। এবং কল্পনা করা হত যে ভবিষ্যতে সমস্ত জাতির মানুষের সমতাকে স্বীকার করা হবে না।

এমন হাস্যকর দৃষ্টিশক্তিকে কিছু কিছু সন্দেহ রেখেই মেলে ধরা হত চোখের সামনে। বিদেশের গভর্নরদের অনেক বেছে নির্বাচিত করা হত। কেননা

অভিজ্ঞতা থেকে এই জ্ঞান লব্ধ হয়েছে যে যাদের চরিত্রে দৃঢ়তা থাকে না তারা নানা ধরনের স্নায়বিক অসুখে ভোগে। ক্রীতদাসদের প্রতি ধারাবাহিক নিষ্ঠুর ভাবে অথবা কৌশল দ্বারা তাদের ওপর প্রভুত্ব কর, এই দুটি ছিল গভর্নরদের কাজ।

গভর্নরদের মধ্যে বিরলতম ক'জন ছিল যারা মানব ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী এবং সুপ্রাচীন গ্রাইকো-জুডাইয়ান মহাকাব্য থেকে ঐ বোধকে উদ্দীপ্ত করতেন। এই ধরণের লোকদের খুব সতর্কভাবে চালিত করা হতো। সুজকোর উদ্‌বোধ-বিদ্যা কেন্দ্রে ঐ ধরণের বিপদের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রদান করা হত।

সময় বয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধরণের অনুভূতি ক্রমশঃ কমে গেল। কেননা সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যবস্থা তখন সফলতা অর্জন করেছে এবং ক্রীতদাসরা ক্রমেই অবনমিত হতে হতে পরিপূর্ণ পশুতে পরিণত হয়েছে।

কয়েক শতাব্দী বাদে পেরু জাতের প্রভুত্ব স্থাপিত হল।

তিন

ত্রয়ী

পাফেসর ডিউজ ডাস টাডেসের ভাষণ সমস্ত শিক্ষাবর্ষ ধরে চলল। সেই বক্তব্য টমাস এবং দিওতিমার মধ্যে আগ্রহী আলোচনার সৃষ্টি করে যাতে দিওতিমার বান্ধবী ক্রেইয়া ছোট্ট অংশ নিয়েছিল।

প্রাচীন ইতিহাস পঠন ও ভাষণ শ্রবণের মাধ্যমে দিওতিমার মধ্যে সমস্যা আর বিস্ময়ভরা অনুভূতির সৃষ্টি হল। সে বিশ্বাস করতে চায় না যে নরমাংস ভক্ষণ করাটা প্রয়োজনীয় অথবা আকাঙ্ক্ষিত কি না।

প্রফেসর ডিউজ ডাসটাডেস বর্ণিত উপাখ্যানে বধূকে চন্দ্রের সঙ্গে একাত্ম করে বলা আছে, এটি শুধুমাত্র একটি অপূর্ব রূপক।

একদিন সকালে দিওতিমার মনে এল ঐ সাংঘাতিক ভাবনাটি—কেন, যদি সহবাস রূপক-ধর্মী হয়, তবে খাদ্য গ্রহণও কাল্পনিক হবে না কেন? জীবন্ত রূপটিতে রূপান্তরিত করা হবে না?

এই চিন্তার আবর্তে সে শীতল হল। সে কেঁপে উঠল এবং শীর্ণা হল। উল্লাস—চিত্তে কারণ অন্বেষণ করল। কিন্তু ভাবনা ছিল অপরাধের, তাই সে আর ভাবতে চাইল না। অন্যান্য প্রশ্নও এল মাথায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সে অনেকদিনের অব্যবহৃত একটি ধূলিমলিন গ্রন্থ দেখতে পেল। এটিতে ছিল মহান জাহাটোপকের পূর্বেকার অন্ধকারের

শতাব্দীগুলির বিশ্লেষণ। দিওতিমা ঐ গ্রন্থের বিশাল ঔৎসুক্যে নির্ভর করতে পারল না, গ্রাইকো জুভাইয়ান বিশ্লেষণে সে অবাক হয়ে গেল। কোন একটি রচনাতে সে আবিষ্কার করল এমন একটি মতবাদ যা মানুষের ভালো মন্দকে শুধু মাত্র তার জাতির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাকে ছড়িয়ে দিয়েছে সমগ্র মানব প্রজাতির মধ্যে। সে আরও আবিষ্কার করল, লাল মানবদের অনেক বছর আগে এমন মানুষ এসেছিল, যাদের ভাবনা ও ভাষণ তার কাছে জাহাটোপলকিয়ান শতাব্দীর চেয়ে কোন অংশে কম বলে মনে হয় না। সে অবাক হয়ে ভাবল যে শ্বেতাঙ্গ, পীতবর্ণ অথবা বাদামী বর্ণের মানুষের অবনতির কারণ কি? এটির মূলে কি আছে? জাতিভেদ, বৈষম্য অথবা তথাকথিত দীনতা যার মূলে দাঁড়িয়ে আছে পেরুভিয়ান শ্রেষ্ঠত্ব।

এইসব সন্দেহ সম্পর্কে সে কদাচিৎ মুখর হতো, কিন্তু তার প্রচণ্ড ভাবনার ছাপ ছিল তার দেহে।

দিওতিমার মানসিক অবস্থাতে টমাস বিপদে পড়ল। দিওতিমার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এত গভীর যে তার ঠোঁট থেকে ঝরে পড়া প্রতিটি বাক্যই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এবং দিওতিমার নিষেধ সত্বেও সহপাঠী হিসেবে সে তাঁর সন্দেহগুলোকে একেবারে যুক্তিহীন বলে ভাবতে পারে নি। বিপদে পড়লেও তার বিশ্বাস কিন্তু অটুট। সে ভেবেছে যে জাহাটোপলকিয়ান গোঁড়ামী না থাকলে সমাজ ভেঙে পড়বে এবং শুধু হবে বিশ্বব্যাপী গোলমাল।

সকলের বিরুদ্ধে সকলে লড়াই করছে। যেটা তার কল্পনা, সেটি বাস্তবে ঘটলে সভ্যতার মৃতুকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। বিজ্ঞান অথবা সাহিত্যের কি পরিণতি হবে! নিয়ন্ত্রিত পারিবারিক জীবনের কি সমাপ্তি ঘটবে? যুদ্ধোন্মাদ জাতির মনে তৃষিত লড়াইয়ের বিরুদ্ধে কি প্রতিরোধ থাকবে?

এই সমস্ত ভয়াবহতাকে তার মতে, প্রতিরোধ করা সম্ভব, শুধুমাত্র ঐতিহ্যসম্পন্ন গোঁড়ামী দ্বারা। যদি সন্দেহ একবার ঐ সুমহান প্রাচীরে ক্ষুদ্রতম ফাটল ধরায় তাহলে পুরো ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। একটি সংস্কারের অন্ধকার সমস্ত ধরিত্রীকে ছেয়ে দেবে সর্বত্র, মানুষ পরিণত হবে আজকের পরাধীন জনতার চেয়েও হীন জাতিতে।

এইসব চিন্তা তাকে দিওতিমা সম্পর্কে নতুন করে ভাবাল যে, মেয়েটি তার তাৎক্ষণিক ঔদাসীন্যে সব ভুলে গেছে।

ও দিওতিমা! সে হয়তো বলবে, সাবধান হও। তুমি এমন এক পথে ভ্রমণ করতে চলেছো, যে পথ তোমাকে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে। তুমি পথ হারাবে। আমি চাইনা যে তুমি ঐ পথে একা চলো, আবার তোমাকে ভালোবাসি বলে আমি তোমার সাথী হতেও পারছি না।

ফ্রেইয়া, যে ওদের আলোচনাতে মাঝে মাঝে অংশ গ্রহণ করতো, সে কিন্তু ওদের দৃঢ় মনোভাবকে মেনে নিতে পারল না। দিওতিমাকে সে শৈশব থেকে চেনে। সে হল এক সম্মানিত পিতার কন্যা। বংশগত ভাবে জাহাটোপলকিয়ান ভাবধারার প্রতি অনুগতা। তার স্মৃতিতে দিওতিমার অনেক ছবি আছে। এক প্রতিভাশালী পিতার কৃতিপুত্র হিসাবে টমাসও জাহাটোপলকিয়ান সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সে বিশ্বাস করে যে ঐ সভ্যতার প্রতিটি ভিত্তি হল পবিত্র। ফ্রেইয়া তার নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। সে জানে না যে তার মধ্যে কি নিহিত আছে। সে সর্বদা ভ্রমণ করে স্বপ্নময় রহস্য তন্ময়তায় এবং এই ধারণাই তার প্রতিভার বিচ্ছুরণকে অনেকখানি স্তিমিত করেছে।

যখন দিওতিমা কোনো বিষয়ে তার মত প্রকাশ করতে চায় তখন ফ্রেইয়া মিষ্টি হেসে বলে—প্রিয়সখি, ঠিক আছে, তুমি নিশ্চয় এই মতবাদে বিশ্বাস কর না। এবং দিওতিমা যে ফ্রেইয়ার ধারণাকে বিস্মিত অথবা আন্দোলিত করতে অনিচ্ছুক, সে তখনকার মত এমন অভিনয় করে যেন তার অনুভূতি আরো গভীরে প্রোথিত।

দিওতিমার পরিবার পেরুর সুপ্রাচীন অভিজাত তন্ত্রের বাহক। মুক্তিযুদ্ধে তাদের এক পূর্বপুরুষ জাহাটোপকের বৃহত্তম বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে ঐ পরিবারের সুসন্তানরা নিজেদের বংশমর্যাদার শ্রীবৃদ্ধি করে গেছেন। সূর্যের জন্য নির্বাচিত স্ত্রীকে কয়েকবার এই পরিবার থেকে বেছে নেওয়া হয়। এইসব কন্যাদের প্রতিকৃতি ঐ পরিবারের ভোজন কক্ষের সম্মান বৃদ্ধি করছে। তাদের ঘিরে রেখেছে চির নতুন সজীবতা। তাদের বসত বাড়ীটিকে সুজকোর শ্রেষ্ঠতম আবাস বলা যেতে পারে। এখানে আছে একটি মনোরন উদ্যান, যেটি ধাপে ধাপে উঠে গেছে পার্বত্য উপত্যকায় এবং ভরে গেছে অসংখ্য ফুলের বর্ণে ও গন্ধে।

ফ্রেইয়ার পরিবার এতখানি সম্মানিত না হলেও আভিজাত্যের গৌরব করতে পারে। অপরপক্ষে, টমাস কিন্তু এই উচ্চতম মহলে প্রবেশ করেছে শুধুমাত্র তার বিশিষ্ট পিতার মেধা ও জনসেবা দ্বারা। সুপ্রাচীন পরিবারগুলির প্রতি তার অন্তরেও নিহিত আছে শ্রদ্ধা মিশ্রিত মনোভাব। কিন্তু দেশের সার্বিক উন্নতি সাধনে কৃতিসন্তানদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য হওয়াতে সরকার মনীষীদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। এইভাবে বুদ্ধিজীবীরা সমাজের উঁচুস্তরে উঠতে পেরেছেন। তাই দিওতিমা যখন তার পিতামাতার কাছে নিজের দুই ঘনিষ্ট বন্ধু ফ্রেইয়া আর টমাসের নাম বলেছিল, তখন তাঁরা চেয়েছিলেন যে তাঁদের কন্যা যেন উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে আধিপত্য ও উন্নতির মাপকাঠিতে, কুটিলতার তুলাদণ্ডে ওদের

চরিত্র বিচার করে।

তার পিতামাতা, যদিও সে কদাচিৎ তার গোপন চিন্তাধারা নিয়ে কথা বলতো, কিন্তু উপলব্ধি করে যে তাদের কন্যার মনে—মননে—চিন্তায় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। দিওতিমা তার ধারণাকে স্থির সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে চলে, সে আগে থেকেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না। তাঁদের মতে ঐভাবে নেমে আসবে ধ্বংস ও অশ্রদ্ধা। কন্যার বন্য ভবিষ্যৎ বানীতে তাঁরা চিন্তিত হলেন। যদিও তাঁরা জানতেন না যে ঐ বন্যতার সীমানা কতদূর বিস্তৃত। তাঁরা ভাবলেন দিওতিমার মানসিক দ্বন্দ্ব তার যৌবনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যেখানে বাস্তব পৃথিবী সম্পর্কে সামান্য অভিজ্ঞতার ছোঁয়া আছে। ফ্রেইয়ার সঙ্গে তার সখ্যতাতে তাঁরা আনন্দ প্রকাশ করতেন, কেননা এই জাতীয় বন্ধুত্ব ক্ষতিকারক হয় না। যেন কোন সময় তাঁরা হতাশ হয়ে এই ভেবে দুঃখ পেতেন যে, তাঁদের কন্যা কেন ঐ বিচিত্র মনোভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দিওতিমার প্রতিভা ও বিদ্যানুরাগ সম্পর্কে শিক্ষকদের উক্তি শোনাবার পরে তাঁদের চিন্তা কিছুটা প্রশমিত হত। তাঁরা অনুভব করতেন যে সময় একমাত্র দিওতিমার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং তাকে আরো মনোযোগী করে তুলতে পারে। যেটা এই মুহূর্তে তার নেই।

পিতার বিরাট সম্মান এবং নিজস্ব কৃতিত্বপূর্ণ পরিচয় দ্বারা অলঙ্কৃত টমাসকে তাঁরা দিওতিমার সাধারণ এক বন্ধু বলে মেনে নিয়েছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁদের একটাই চিন্তা ছিল—টমাসের প্রতিভার বিরাটত্বে তাঁরা শঙ্কিত হতেন। কেননা তাঁদের মতে, দিওতিমার মানসিক বিকাশের জন্য ঐ প্রতিভা মূল্যহীন। কিন্তু তাঁরা জানতে পারলেন যে, টমাসের প্রতিভার সঙ্গে তার পিতার প্রতিভার মূলগত পার্থক্য আছে এবং টমাসের পাণ্ডিত্য তার সম্মানিত পিতামাতার মান রাখতে সমর্থ হবে।

এইসব ভাবনাই দিওতিমার মাকে অনুপ্রাণিত করল টমাস ও ফ্রেইয়াকে চা পানের আসরে নিমন্ত্রণ করতে।

বাড়ির কর্ত্রী হিসেবে দিওতিমার মা সর্বদাই অতিথিদের সেবা করতে তৎপর কিন্তু প্রথমেই তিনি যতখানি আন্তরিকতা ঢেলে দেন ক্রমশঃ তার তীব্রতা কমতে থাকে। তাঁর বচন ছিল প্রায় নিখুঁত। তাঁর আবেগ ছিল স্পর্শনীয়। ব্যাকরণ অথবা কথা বলার নিয়ম। নীতিকে অবশ্য উপেক্ষা করা যেতে পারে। কুঞ্চিত ভ্রুর সামনে এলে অবশ্য ঐ নিখুঁত ব্যাপারটি কালিমালিপ্ত হতে পারে। মায়ের সামাজিক মর্যাদার ওপর দিওতিমা সামান্য শ্রদ্ধা অর্পণ করতো। দিওতিমার বচন ছিল আকর্ষক। তার কিছু কিছু শব্দ বহুল প্রচলিত। বাকী-

গুলিতে অশ্লীলতার সামান্য ছাপ আছে। তার বুদ্ধির বিচ্ছুরণকে সে অগ্রাহ্য করতে পারতো না এবং কোন কোন সময় সে বাবার বন্ধুদের নিয়ে ঠাট্টা পর্যন্ত করে বসে।

প্রিয় কন্যা, তাঁর মা বললেন, এই জাতীয় ছেলেমানুষী বজায় রাখলে এবং গুরুজনদের উদ্দেশ্যে ঠিকমত শ্রদ্ধা না দেখালে তুমি কোনদিনই স্বামী খুঁজে পাবে না। দিওতিমা যে টমাসের প্রতি কিছুটা অনুরক্তা সেই তথ্যটি জেনে এবং টমাস যে তার প্রতি সাহসী কন্যার ওপর নিষেধজারী করার উপযুক্ত সেটা মনে করে তিনি টমাসের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি নিশ্চয়ই জানি যে প্রফেসর ড্রিউজ জস টাডেস তোমার মত মেয়েকে বাতিল করে দেবে, তাই না টমাস ?

এই উক্তিতে টমাস প্রচণ্ড বিব্রত বোধ করল। গোপনে সে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে এক মত হলেও তার আনুগত্য তাকে দিওতিমাকে ব্যথা দিতে বলল না। যাইহোক ফ্রেইযা এলো পরিত্রাণ করতে। সে ঐ স্থানটির প্রশংসায় মেতে উঠল।

সে বলল—তুমি কত সুখী দিওতিমা, কেননা এই অনুপম উদ্যানে বসে তুমি চিরন্তন তুষারপাত দেখতে পাও এবং এই সত্য অনুভব কর যে আমাদের মহান ধর্ম ঐ সুউচ্চ শিখর শ্রেণীর মতই অনন্ত এবং অসীম।

দিওতিমার মা এইসব আবেগকে ভাগ করে নিলেন। কিন্তু তিনি কথার মাধ্যমে নিজের মনোভাব প্রকাশে অপারগ হলেন। তাই প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে তিনি স্থির থাকাই মনস্থ করলেন। যখন তিনি এক মুহূর্তের জন্য ফ্রেইয়ার উচ্ছ্বসিত বক্তব্যের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে বিব্রতা, দিওতিমা তখন দ্রুত বলে—শোন, ফ্রেইয়া শোন। ঐ শিখরগুলি চিরন্তন নয়। আমরা ভূমিজ্ঞান অধ্যয়ন করে জেনেছি যে ওগুলির সৃষ্টি হয়েছে কোন প্রাকৃতিক ঘটনায়, আবার একদিন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমার কি মনে হয় না, ঐ সুউচ্চ শিখরগুলির মত আহাটোপলকিয়ান সভ্যতার মতবাদগুলিও ক্ষণস্থায়ী ?

ঐ মন্তব্য বহন করলো বেদনার্ত নীরবতা। যেটা ভেবে টমাস বলে ওঠে—আমার মনে হয় দিওতিমা শুধুমাত্র ঠাট্টা করছে না, সে বোধহয় তার বক্তব্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে কৌতুকপ্রিয়তা।

—ঠিক বলেছেন, তাঁর মা বলেন—আমরা বোধহয় তার প্রতি বেশী নরম হয়ে উঠেছি। আমার বেশ মনে আছে কয়েক বছর আগে তার প্রিয় পিতা, যে এখন কবরে শায়িত থাকলে আমি খুশী হতাম, সে পূর্ববর্তী [illegible]দের বিখ্যাত আমুদের সম্পর্কে কটূক্তি করে আমায় বেদনা দিয়েছিল। [illegible]াকের সকলের

মত দিওতিমার মনেও চেতনা আসবে। এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে আশা ভেঙে গেল।

দিওতিমার চিন্তার মধ্যে সন্দেহের ক্ষীণ অনুপ্রবেশ বিভিন্ন আবিষ্কারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সে ধুলিধুসর গ্রন্থখানি পেয়েছিল, যেটির মাধ্যমে সে গবেষণা করতে চায়, সেটি এখন অনেক দূরে আছে বলে মনে হল। কোন এক রচনাতে যে সেইসব শয়তান ইনকাদের সম্পর্কে জেনেছিল, যারা পবিত্র নববধূদের ভোজন করতো না। সে দেখল যে সেই যুগে এমন অনেক মানুষ ছিল, যারা বিশ্বাস করতো সূর্যের শক্তি হারাবার ঘটনাটা ক্ষণকালের। দেশের পুরোহিতরা সমস্ত ঘড়ির সময়কে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো যে তারা দিনের বেলা পিছিয়ে পড়ত এবং রাতে যেত এগিয়ে। এইভাবে এই ধারণা বদ্ধমূল করা হত যে দিনেরা আর বাড়ছে না এবং রাতেরা আর কমছে না। তারা আবিষ্কার করে যে সেই ইনকা, চুল আর দাঁত হারায় ধারাবাহিক বিষ প্রয়োগের ফলে এবং তাকে হত্যা করা হয়, কিন্তু বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয় নি। তাকে হত্যা করা হয়েছিল দুটি অতি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক মেরুর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। তার উত্তর পুরুষেরা স্বভাবত সেই ঘটনায় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে কিন্তু নির্মমতার সঙ্গে সেই প্রতিবাদকে স্তিমিত করা হয়। দিওতিমা অনুভব করলেন যে যুক্তি দ্বারা নয়, সংস্কার দ্বারা ঐ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো

ইনকার রাজপরিষদে অতি উচ্চ পদে আসীন তার এক কাকার সংস্পর্শে এসে সে নিজের বিশ্বাসের ওপর আরেকটি আঘাত পায়। ঐ ভদ্রলোক একসময় প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জ্বরের ঘোরে এমন কথা বলেন যা শুনলে মনে হবে উন্মাদের প্রলাপ। তাঁকে মাঝে মাঝে সেবা করতো দিওতিমা, তার কাছে কাকার প্রলাপ ছিল জ্বরের ঘোরে বলা কঠিন সত্যের মত।

তিনি প্রচণ্ড হাসতে হাসতে বলতেন—জনগণ বিশ্বাস করেন যে, পুরোহিতরা পবিত্র নববধূকে নির্বাচিত করেন। কিন্তু এই কথা শুনে তারা কত না দুঃখ পাবে যখন তারা জানবে ইনকার কামনা মেটানোর জন্যে সবচেয়ে আবেদনময়ী কন্যাটিকে নির্বাচন করে রাজসভা।

রাজসভা একদল লোকের মাধ্যমে উদাত্ত কণ্ঠে প্রাচীন সঙ্গীত পরিবেশন করে। জাহাটোপলকিয়ান ধর্মের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় ঐ উদাত্ত কণ্ঠস্বর। তাদের অলৌকিক এবং দূর বিস্তৃত কণ্ঠমাধুর্য উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর আবেগকে স্বর্গীয় পরিপূর্ণতায় নিয়ে যায়। যতক্ষণ তারা শ্রবণ করে ততক্ষণ তাদের হৃদয় স্বর্গ অনুসারী হয়ে ওঠে। তাদের অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে দ্রবীভূত হবার রহস্যময় বোধটি জাগরিত হয়।

একথা এতক্ষণ সহজেই অনুমেয় যে ঐসব ধর্ম-সঙ্গীতের দ্যোতনা শুধুমাত্র অবিশ্বাসী জনগণের মুখকে ধর্মের পবিত্র মুখোশ দিয়ে ঢেকে রাখা। কাকার বক্তব্য থেকে দিওতিমা এখন এই ভাবনা করতে পারে।

সেই দুটি বিরাট অবিশ্বাস—একটি দীর্ঘদিনের, অন্যটি ধারাবাহিকভাবে সংঘঠিত হতে হতে বহমান বর্তমানকালে। এ দুটি অবিশ্বাস দিওতিমাকে প্রচণ্ড প্রতিবাদে উদ্বেল করল। কিন্তু তখনকার জন্যে সে তাতে সাড়া দিল না। টমাসের সঙ্গে কথা বলার সময় সে তার সাংঘাতিক ভাবনার প্রকাশ ঘটাত না। সে আশা করতো যে ধীরে ধীরে টমাসকে তার ভাবনার অংশীদার করে নেবে। সে জানতো যেকোন আচমকা আঘাত টমাসকে বিব্রত করে।

নিজের স্বর্গীয় সৌন্দর্য থাকা সত্বেও ফ্রেইয়া টমাসের নিভৃত চেতনার তুলনায় ছিল নেহাৎ সাধারণ। দিওতিমাকে টমাস ভাবত আকর্ষণীয়া রমনী, আন্দোলনে ভরন্ত, এবং বিপদ বহনকারিনী। সে অনুভব করত যে দিওতিমার সাহচর্য তাকে বিপদসংকুল পর্বত আরোহণের শিক্ষা প্রদান করে। সে নিজেকে উদাসীন করতে পারে না, হারিয়ে যেতে পারে না, আবার সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করতেও তার প্রাণে লাগে!

চার

ফ্রেইয়া

একদিন এক পার্বত্য ঝরণার ধারে বসে এই তিনজন গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিল। তখন দিওতিমা দেখতে পেল যে তাদের পেছনে অবস্থিত গাছের আড়াল থেকে উঠে আসছে একদল লোক। পোষাক দেখে বোঝা যায় যে তারা হল রাজগৃহের কর্মচারী। তাদের একজন ফ্রেইয়ার দিকে দেখাল এবং অন্যজন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। দিওতিমা ঐ ঘটনায় কি যেন অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পেল, কাকার কাছ থেকে সে শিখে নিয়েছে।

সে বিবর্ণ হয়ে গেল, ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে বললো—আমাদের এখন শহরে ফিরে যাওয়া উচিত।

অন্যরা প্রশ্ন করলো—কেন? কি হয়েছে?

অনেকখানি হেঁটে নিরাপদ দূরত্বে এসে দিওতিমা বললো যে সে বুঝতে পেরেছে ফ্রেইয়াকে জাহাটোপকের পরবর্তী নববধূ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

—কিন্তু, তুমি কি করে বুঝলে? ওরা দুজন প্রশ্ন করে।

দিওতিমা জবাব দেয়—সেটা আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। কিন্তু তোমরা দেখো, আমার অনুমান সঠিক।

অনতিবিলম্বে ক্রেইয়ার নির্বাচনকে জনসমক্ষে ঘোষণা করা হল। ক্রেইয়ার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল অনাস্বাদিত আনন্দে। সে গ্রাইকো জুডাইয়ান যুগের ম্যাডোনার মত শিহরিতা হয়ে ওঠে। দিওতিমা প্রচণ্ড আঘাত পায় এবং অনুভব করে যে আশৈশবের প্রিয় বান্ধবীকে ধর্মীয় কুসংস্কারের শিকার হতে হচ্ছে। দিওতিমার অনুভূতির কথা জেনে টমাস মত প্রকাশে বিরত হল। এই ব্যাপারে সে দিওতিমার মতবাদকে সমর্থন করতে অনিচ্ছুক, আবার সেই মতকে অগ্রাহ্য করার বেদনা সহ্য করতে পারে না।

ক্রেইয়ার পিতামাতা এই ঘটনায় আনন্দিত হলেন এবং আশান্বিত হলেন এই ভেবে যে এই নির্বাচন তাঁদের পরিবারকে সম্মানিত করবে। ক্রেইয়ার মত বান্ধবী থাকাতে দিওতিমার মাও তাকে অভিনন্দিত করলেন এবং সমস্ত অতিথিদের ঐ গৌরবময় সখ্যতার কথা জানালেন।

ঐ ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যে ক্রেইয়াকে নিয়ে যাওয়া হল। এখন তাকে বিশুদ্ধকরণ ও পবিত্রকরণের দীর্ঘ নিয়ম পালন করতে হবে। এই ঘটনায় দিওতিমা শোকাচ্ছন্ন হল। টমাস নীরবে আনন্দ প্রকাশ রোধ করলো। দিওতিমার অন্তরে তখন এই আশা জাগরিত আছে যে টমাস কোন না কোন দিন ঐ ঘটনার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারবে।

সন্দেহ সংকুল এবং সমস্যা তাড়িত মনোভাবের মধ্যে ক্রেইয়ার প্রস্তুতি এগিয়ে চলল।

ধর্মীয় উদারতার অনুপ্রেরণায়, শতাব্দী বাহিত পবিত্র ধারণার অনুপ্রবেশে ক্রেইয়া ধীরে ধীরে সেই রোমাঞ্চিত আবেগে আপ্লুত হয়ে গেল! সে যেন স্বর্গীয় দেবতা। জাহাটোপকের নববধূদের জন্যে নির্মিত সুপ্রাচীন ও সুদৃশ্য পোষাকে তাকে করা হল সজ্জিতা। প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠার পরে তাকে পবিত্র ঝর্ণা ধারায় স্নান করান হত, যে জলধারা শুধুমাত্র জাহাটোপকের নব বধূদের কাছে গ্রহণীয়, সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যুর সমাধি। তাকে অলঙ্কৃতা করা হল বহুমূল্য রত্নরাজিতে। যার গায়ে জাহাটোপকের পার্থিব জীবনের ইতিবৃত্ত খোদিত আছে। সে শ্রবণ করে অপার্থিব পবিত্র কণ্ঠস্বরের উদাত্ত সংগীত। তাকে খাওয়ানো হয় সাধারণ স্ত্রী পুরুষের পক্ষে লোভনীয় খাবার। তাকে শোনানো হয় সূর্য সান্নিধ্যে—উদ্দীপ্তা চন্দ্রিমার প্রেমোচ্ছল কাব্য-গাঁথা। তাকে দেখানো হয় জাহাটোপক এবং নববধূর পবিত্র কামনা চঞ্চল দৃশ্যাবলী।

এই সুপ্রাচীন কল্পনাবিলাসের মধ্যে তার পূর্ববর্তী দৈনন্দিন জীবনের স্মৃতিরা ক্রমশঃ বিস্মৃতির অতলে হারাতে থাকে; সে স্বপ্নের মধ্যে পদক্ষেপ করে। নিঃশ্বাস নেয়! তার মনে হয়, দিনে দিনে ঈশ্বরী-আত্মা তাকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছে।

অবশেষে চরমতম দিনটি এসে গেল। অগণিত নক্ষত্রের সুষমামণ্ডিত বিকিরিত নীলাম্বর পোষাকে সজ্জিতা। বিচ্ছুরিত আলোক দ্যুতির বাহিকা হয়ে ফ্রেইয়া ধীর পদচালনায় অতিক্রম করতে থাকে পবিত্র সোপানাবলী এবং এগিয়ে যায় অপেক্ষারত ইনকার দিকে। অগ্রসর হতে হতে সে অনন্ত বিশালতা এবং অসহনীয় সৌন্দর্যের গান গাইতে থাকে। সেই গানখানি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে এসে পৌঁছয় শেষতম সোপানে এবং দেখতে পায়, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষীত ইনকা।

ইনকা! একটি মানুষ, যার আছে মোটা দুটি ঠোঁট, ভোঁতা নাক এবং শূকর-চোখ, আছে প্রচুর মেদ। তাকে দেখে সে ভাবতে পারে না স্বর্গীয় আত্মা অথবা জাহাটোপকের প্রতীক। সেই পুরুষ শক্ত হাতে তাকে টেনে নেয়। বলে—এখন তোমার পোষাক খুলে ফেল। আমি সারারাত অপেক্ষা করবো না।

ফ্রেইয়ার মনে হয় ঈশ্বর বোধহয় এইভাবে সামনে আসে। সে নিজেকে তাঁর পদতলে নিবেদিত করতে অধীর হয়ে ওঠে। মহান কার্য সমাপ্ত হওয়ার পরে ঐ পুরুষ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয় এবং তার নাক ডাকতে থাকে। ফ্রেইয়া কিন্তু তখনো তার ঘুমন্ত দেহের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

মধ্যরাতে পুরোহিতরা এসে নিস্তব্ধতার মধ্যে খুলে দেয় গোপনে এক দুয়ার এবং তার দিকে হাত ইশারা করে। অভিভূতের মত ফ্রেইয়া তাদের অনুসরণ করে এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে।

যথাসময়ে ইনকার ঘুম ভাঙে। প্রাতঃরাশ খেতে খেতে সে বলে—যেকোন মূল্যে মেয়েটিকে পাওয়া গেছে। তোমরা তাকে সারা বছরের জন্য জীবিত রাখতে পার।

পাঁচ

দিওতিমা

ফ্রেইয়াকে নিয়ে যাবার পর, তার মৃত্যু হলে, দিওতিমার মানসিকতায় ঘটে যায় বিরাট পরিবর্তন। সে এখন আনন্দ এবং বুদ্ধিদীপ্তিতে ভরা। সে ভালোবাসছে শিক্ষাগত খেলা এবং আর্থিক মনোভাবকে পেছনে ফেলে নির্ভর করছে সামাজিক রীতিনীতির ওপরে। এখন ফ্রেইয়ার অবর্তমানে সে মিথ্যা ধারণার সামাজিক ফলশ্রুতি সম্পর্কে উদাসীনা। সরকারী নীতির একটিমাত্র শব্দকেও সে গ্রহণ করতে পারছে না। তার কাছে এখন একথা পরিস্কার হয়ে গেছে যে জাহাটোপক সাধারণ মানুষ মাত্র এবং পেরুভিয়ানদের আধিপত্য

সম্পর্কিত তার মতবাদ হল জাতীয় গৌরবের মানবিক প্রতিবেদন! শীতকালীন অয়ন সম্পর্কে যেসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঘটে যায় তার অসাড়তার বিষয় সে জেনে গেছে। জেনেছে সেগুলো কতখানি অবাস্তব আর নির্মম। সে জানে ক্রেইয়াকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত করা হয়নি, সে প্রাণ দিয়েছে এক নৃশংসের কামনাতে। কিন্তু দৃঢ় প্রোথিত এই সামাজিক সমস্যাটি এতই কঠিন যে দিওতিমা এখন অন্তঃস্থ চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত। তার ভাবনার মধ্যে বিদ্রোহ যত রূপায়িত হতে থাকে, সে ততই বহিঃপ্রকাশকে সীমায়িত রাখতে চায়।

তার উগ্রতার মনোভাবে দুঃখপ্রাপ্ত টমাস আশা করে যে এটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। যখন সে দিওতিমার সঙ্গে সমস্যার প্রথম অঙ্কুর নিয়ে আলোচনা করত তখন দিওতিমা টমাসের মতবাদের প্রতিবাদ না করে এমন ভাব দেখাত যেন টমাস তাকে বোঝাতে পেরেছে। সে অনুভব করতো টমাস তাকে ভালবাসে এবং বিনিময়ে সেও টমাসকে দিতে পারে ভালোবাসা। কিন্তু আত্মনিবেদনের ক্রমবর্ধমান অনুভূতি তার হৃদয়ে সমস্যার সঞ্চার করে। ঐ অনুভূতি তাকে শুধুমাত্র মানবিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি আত্মনিবেদনে বিরত করে। তার ঔদাসীন্যে টমাস ব্যথা পায়। অবশেষে এমন একদিন আসে, যেদিন দিওতিমা স্থির করে যে সে আর টমাসের কাছ থেকে তার সেইসব ভাবনাগুলিকে গোপন করবে না। যে ভাবনা দ্বারা সে জাগরিত মুহূর্তের প্রতিটি ক্ষণ আচ্ছন্ন থাকে।

এক সকালে আনডিয়ান উপত্যকাতে ভ্রমণ করছিলো টমাস এবং দিওতিমা। উদ্বেলিত ঝরণার উন্মুক্ত সৌন্দর্য তাদের পদতলকে করছিল ধৌত। তাদের মাথার ওপরে অগম্য উচ্চতায় দাঁড়িয়ে থাকার তুষারাবৃত শিখর মাথা তুলে দিয়েছে সু-উচ্চ আকাশের সুতীব্র নীলিমায়। ঐ উপত্যকার অধিকাংশ অঞ্চল তখনও অন্ধকারে ঢাকা কিন্তু পর্বতের ছায়া ভেদ করে আলোর বিকরণ এসে উদ্ভাসিত করে তুলেছে দুটি একটি স্থান। দিওতিমার নিখাদ সৌন্দর্যের মহান নীরবতাকে টমাস ভেবে নিল এ এক অনন্য সমন্বয়—নীচের উষ্ণ সৌন্দর্য এবং ওপরের ঐ শীতল বিশালতার। ঐ দৃশ্য এবং সেই নারীর মহামিলনে তার হৃদয়ে অমানবিক অনুভূতির সঞ্চার করল। ভালোবাসা তার মধ্যে বহ্নির মত জ্বলে ওঠে, কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার চেয়ে বড় এক অনুভূতি—শ্রদ্ধা বিস্ময় এবং মানব আত্মার সর্বোচ্চ সীমা উত্তোরণের আত্ম অনুভূতি।

ভালোবাসার সাধারণ শব্দাবলীকে যথেষ্ট মনে হল না। অনেকক্ষণ সে হেঁটে গেল স্পন্দিত নৈঃশব্দের মধ্যে। অবশেষে টমাস দিওতিমার কাছে ফিরে এসে বলে—এই মুহূর্তে আমি শিখতে চাই যে জীবনকে কিভাবে ভালবাসবো।

—হ্যাঁ, সে বলে, জীবন হবে ফুলের মত কোমল আর মনোরম। সে হবে শিখরের মত অটল স্বচ্ছ, সে হবে আকাশের মত অসীম এবং মহান। জীবন সম্পর্কে এই মনোভাব থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের সভ্যতার নোংরামী ও ভয়াবহতার মধ্যে এ চেতনা আসতে পারে না।

—নোংরামী এবং ভয়াবহতা! টমাস চীৎকার করে—তুমি কি বোঝাতে চাও?

—এখানে অন্ধকার আছে। দিওতিমা বলে, এখানে একজন সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের আসনে বসে অনেক অন্যায় করে।

ঐ কথায় টমাস কেঁপে উঠল—একজন সাধারণ মানুষ? সে প্রশ্ন করে—তুমি নিশ্চয় মহান জাহাটোপকের কথা বলছো না!

—হ্যাঁ। দিওতিমা বলে, তিনি স্বর্গীয় নন। শুধুমাত্র ভয়ের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ রহস্য এবং স্বর্গীয়তা। ভীতি, প্রচণ্ড ভীতি মৃত্যুর, ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রাকৃতিক শক্তির, মানুষের নিষ্ঠুরতার। সুউচ্চ শিখর থেকে মাঝে মাঝে মৃত্যু গড়িয়ে আসে নিচের উপত্যকায়। শিখরের ওপর যে নিয়মনীতি স্থাপিত আছে তাহলো নির্মম। তাই সমবেদনার আবরণে ঢেকে তার নির্মমতাকে কমানো হয়। কিন্তু যেকোন ভিত্তিই উপেক্ষণীয়, যে রহস্যভিত্তি উৎপাদন করে সেটাও বর্জনীয় এবং যেসব মানুষ ভিত্তিতে বিশ্বাস করে তারাও করুণার পাত্র।

জাহাটোপক ঈশ্বর নন, তিনি সাধারণ মানুষমাত্র। অনেক ক্ষেত্রে পশুর চেয়েও অধম। যে সংস্কারে ফ্রেইয়াকে আত্মবলি দিতে হল, তার কোন স্বর্গীয় উৎস নেই। তার কোন অংশে সুমহান আবেশ নেই। ভগবান এখানে রাত্রের ছায়ামাখা ভয়ের অঙ্গারে। এই অন্যায় সংস্কারের কাছে মাথা নোয়ালে মানুষকে শারীরিকভাবে বিনষ্ট হতে হবে। তারা সময়ের ক্রীতদাস। কিন্তু অনন্ত সময়কে যথাযথ মূল্য দেওয়া হয় না, ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তকে সম্মান করা হয় মাত্র। আমি এই সংস্কারের প্রতিবাদ করতে চাই। যতদিন আমার দেহে প্রাণ থাকবে, আমি পর্বতের মত সোজা হয়ে দাঁড়াবো। যদি বেদনা আসে, আসবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেটা আরেকটি বেদনা দূর করবে মাত্র। কিন্তু আমার ধারণার কোন পরিবর্তন হবে না।

যতক্ষণ দিওতিমা কথা বলছিল, টমাসের হৃদয় বিপরীতমুখী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন হতে থাকে। দুটি কণ্ঠস্বর, যে স্বর তাকে দিওতিমার মনোভাবের সঙ্গে একাত্ম হতে উদ্বুদ্ধ করে, যেই স্বর তাকে দূর থেকে ডাক দেয়। কিন্তু আরেকটি সত্তা, পূর্বেরটি থেকে যার শক্তি কম নয়। হয়তো বা বেশী। সেটি তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এতদিন ধরে সে যা শিখেছে, যে সমাজে তারা বাস করে সেই সমাজ তাকে যা শিখিয়েছে, বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় যে সমস্ত অনুভূতিকে-

শৈশব থেকে সযত্নে লালন করেছে তার বিরুদ্ধে মুখর হয় এবং দিওতিমা ঈশ্বর বিহীন পৃথিবীর যে ছবি এঁকেছে সেটা তাকে মহাজাগতিক বিহ্বলতায় পরিপূর্ণ করে।

সে ভাবে, একজন ঈশ্বর যত নির্মম তিনি হোন না কেন, তিনি তো সম্পূর্ণ শত্রু হতে পারেন না। কেননা তিনি আমাদের মত আবেগ অনুভব করেন, এমন একজন দেবতা বিহীন এক মহান শীতল, জীবন-বিহীন মহাবিশ্ব যেটা অচিন্তনীয়ভাবে উৎপাদিত ও বিলীন, মানবসত্তার প্রতি উদাসীন, যে আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত সৃষ্ট এবং শোকবিহীনভাবে সমাপ্ত, তার প্রতি টমাসের প্রবল অনীহা।

এই মহাজাগতিক বিহ্বলতা তার ভালবাসাকে কুন্ঠিত করে রাখে। বিবর্ণ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে দিওতিমার দিকে ফিরে বলে—না, আমি তোমার পৃথিবীকে মেনে নিতে পারলাম না। আমি তোমার ভাবনাতে বাস করতে পারবো না। আমি সেই অমান্য অমানবিকতার শীতল ঝড়ের মধ্যে মানবীয় উষ্ণতার সদা কম্পমান শিখাটিকে জীবন্ত রাখতে পারবো না। সুতরাং আমাদের পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস ভাঙ্গবার কাজটি তোমাকেই বহন করতে হবে। আমরা পৃথক পথে চলবো।

তারা ধীরভাবে হাঁটতে থাকে নীরবতার মধ্যে। অবশেষে তারা উপত্যকার একটি বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে তারা দেখতে পায় যে ইনকার দূতরা অপেক্ষা করছে।

—তোমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তারা দিওতিমার উদ্দেশ্যে বলে এবং তাকে নিয়ে যায়। যতক্ষণ না দিওতিমা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় ততক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে টমাস। কিন্তু সে একটি কথাও বলে না, পদচালনা করে না।

এ বছরের নববধূরূপে দিওতিমার নির্বাচনের সংবাদটি সরকারীভাবে তার পিতামাতাকে জানালো হলো। শ্রেণী থেকে তার অনুপস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক ড্রিউজ ডাস টাডেসকেও সংবাদটি দেওয়া হল। তাঁদের কন্যার প্রতি অর্পিত সম্মানকে স্মরণীয় করে রাখতে দিওতিমার পিতামাতা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে পালন করে এক বিরাট আনন্দ উৎসবের আয়োজন করলেন। সুজকোর সম্ভ্রান্ত পরিবারের সমস্ত মানুষ বিবাহের যৌতুক এবং অভিনন্দনসূচিত বার্তা নিয়ে উপস্থিত হলেন। আত্মতুষ্টির অব্যক্ত মনোভাবে দিওতিমার মা উপহার এবং ভাষণ গ্রহণ করলেন। তার পিতা, যিনি হলেন সৎ এবং কিছুটা যুক্তি নির্ভরশীল, তিনি শান্তচিত্তে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেন এবং বিধিনিষেধে তৃপ্তিকে অর্ধেক ঢেকে রাখলেন! আদর অসাধারণ সামাজিক সফলতা অর্জন করল এবং দিওতিমার পরিবার এই সম্মানে নিজেদের সবচেয়ে

অভিজাত বলে ভাবল।
দিওতিমার গৌরবে প্রফেসার নিজের আনন্দ প্রকাশ করলেন। চন্দ্রের দেবী লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর প্রভাবে দিওতিমা আত্মত্যাগের উপযুক্তা হয়ে উঠেছে। প্রফেসার ড্রিউজ ডাস টাডেস তাঁর পুত্রকে আত্ম-নিবেদিতা নারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য অভিনন্দিত করলেন। কিন্তু টমাসের উদাসীনতা দেখে কিছুটা অশান্ত হয়ে রইলেন। তিনি অনুভব করলেন যে, যতই দুর্ভাগ্যজনক আবেগ হোক না কেন দিওতিমার সখ্যতা থেকে বঞ্চিত তরুণ টমাস কিছুটা কাতর তো হবেই।
কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর গুজব ভেসে বেড়াল। সকলে বলতে লাগল, দিওতিমা নাকি পবিত্র শক্তির সম্মান গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। সে নাকি বিশুদ্ধি-করণের অনুষ্ঠানগুলি বর্জন করেছে। সে তার দেহে চন্দ্র দেবীর উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। সে নাকি ইনকার সম্পর্কে অশ্রদ্ধাজনক উক্তি করে চলেছে এবং সে এমন কথাও বলার সাহস রাখে, এপিফানির উৎসব পালিত না হলেও সূর্য চন্দ্র যথাসময়ে উদিত হবে।
এ গুজব ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। পুরোহিতরা এবং দূতেরা দ্বিধার মধ্যে পড়ে যায়। সুপ্রাচীন-কাল থেকে এতদিন অবধি মাত্র একবারই এই উৎসবে বাধা পড়েছিল। যখন নকল ইনকা নব বিবাহিতাকে ভক্ষণ করতে চায় নি। তারা ভেবে নিল যে ইনকাকে তারা দিওতিমার প্রতিবাদের কথা জানাবে না। কিন্তু তারা দিওতিমার অনড় মনোভাবকে ভেঙ্গে দিতে সবরকম চাপ সৃষ্টি করবে এবং তাদের দৃঢ় ধারণা, দিওতিমা একদিন নতি স্বীকার করবে।
এই ধারণা করে তারা দিওতিমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এমন কয়েকজন মানুষকে বেছে নিলেন যাঁরা তাকে প্রভাবিত করতে পারে।
ঐ কথা বলার প্রথম জন হলেন তাঁর মা। তাঁর মা নিজের সম্পর্কে গর্বিতা, কিছুটা অহঙ্কারী, আবেগের উপস্থিতি বেশী নেই, আছে আত্মতৃপ্তি ও আত্ম সংযমের মনোভাব। এখন এসব পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি হয়েছেন তীব্রভাবে অনুভূতিপরায়ণা। পৃথিবীর কোন মানুষের সমালোচনা তিনি সহ্য করতে পারেন না।
নিজের আত্মজাকে তিনি দেখতে পেলেন একটি বন্ধ কুঠুরিতে, পবিত্র পোষাক পরিহিতা, তাকে আহার্য দেওয়া হয়েছে রুটি আর জল। চোখের উদাত্ত অশ্রুকে সংযত করে বিকীর্ণ বেদনার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।
তারপর বললেন—দিওতিমা কি করে তুমি তোমার মনকে এই ঘটনার মধ্যে টেনে আনলে? তোমার কি মনে পড়ে না, পবিত্র সেই উৎসবের দিন-গুলোর কথা? যখন আমাদের সযত্ন লালনে তুমি জ্ঞানের মধ্যে বেড়ে উঠতে

আর প্রতিদিন তোমার কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের মনে জাগতো বর্তমান আশা! যে পরিবারটি অনেক শতাব্দী ধরে গৌরবময় এই ভূখণ্ডের ইতিহাসের মিলনটা বহন করছে সেই গর্বিত পরিবারটির কথা তুমি কি করে বিস্মৃত হলে? যারা তোমাকে এতখানি স্নেহ করে, তাদের হাতে তুমি কি করে তুলে দিলে এই হৃদয় বিদারক কার্য? তুমি কি জান না, লজ্জাহীনা কন্যার জননী হওয়ার মধ্যে কতখানি লজ্জা লুকিয়ে আছে?

ও দিওতিমা, আমি নিজেকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না, তুমি শুধু একবার বল যে এটা হল একটা অশুভ স্বপ্ন মাত্র। তাহলে আমি তোমকে আবার আগের মত ভালবাসতে পারবো।

এই অবধি বলার পর আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে এবং তিনি আর কথা বলতে পারেন না।

মায়ের ভগ্নকণ্ঠস্বর শুনেও দিওতিমা নিশ্চল ছিল। এখন সে গর্বিতা এবং শীতল হয়ে বলে—মা, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধার থেকেও আরো বড় কিছু আছে, যেটা পারিবারিক সম্মানের চেয়ে মহান। এমনকি হাজার বছর ধরে বহমান এই অনড় মতবাদের চেয়েও বিস্তৃত। এই সুমহান উপলব্ধির ভিত্তি স্থাপিত আছে মিথ্যা নিষ্ঠুরতা এবং শোষণের ওপর! যদিও আমি জানি যে তুমি এই বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে না। এই ঘৃণিত অনুষ্ঠানে আমি কোন ভূমিকা নিতে পারি না। যদি তোমার অশ্রুজলে আমাকে টলাতে না পার, মনে করো না সেটা তোমার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা। সেটা হল এক সর্বব্যাপী অগ্নি, যার শিখায় আমি উদ্দীপ্ত। জানি, তুমি একে অনুভব করতে পারবে না। তুমি আমার মতবাদকে স্বীকার করবে না। সেটাও আমি জানি। আমি শুধু বলবো যে তুমি যেন এই কথাটা ভুলে যেও, আমার মত একটি মেয়ে কখনো তোমার কন্যা ছিল।

ধীরে সুগভীর হতাশার মধ্যে তার মা দিওতিমাকে নিঃসঙ্গতার মধ্যে রেখে চলে গেলেন।

মা বিফল হবার পর এলেন দিওতিমার পিতা। পরের দিন তিনি ঐ কুঠুরিতে প্রবেশ করলেন। তাঁর বক্তব্যের ধরণ ছিল মায়ের থেকে আলাদা।

—এস, তিনি বললেন, তুমি কেন বোকার মত কাজ করছো? আমি দেখছি তুমি খুব তাড়াতাড়ি অনেক কিছু জেনে নিয়ে রাজপরিষদের দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত অনুষ্ঠানের বিরোধীতা করছো। তুমি কি বিশ্বাস করো না যে, কোন চেতনাসম্পন্ন মানুষ চন্দ্র এবং সূর্যের পারস্পরিক সম্পর্কের মতবাদকে বিশ্বাস করে না? অথবা ভেবে দেখ, যে ইনকাকে আমরা সবাই জানি এবং

শ্রদ্ধা করি, তিনি বছরের মাত্র একটি দিন ঈশ্বর মহিমা লাভ করেন। আমরা ভালভাবে জানি যে ঐ মহান রাত্রে তাকে কোন ধর্মীয় আসক্তি উজ্জীবিত করে না। কিন্তু আমরা এইসব বিশ্বাসের বিরোধিতা করতে পারি না, কেননা ভিত্তিহীন হলেও তারা রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক। এই অনুষ্ঠান সরকারকে নিয়ন্ত্রিত রাখে এবং স্বদেশে ও সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

যদি সমস্ত জনতা তোমার মত চিন্তা করে, তাহলে কি ঘটবে সেটা কি একবার ভেবে দেখেছো? পেরু জুড়ে শুরু হবে বিশৃঙ্খলা, বাইরে জ্বলবে প্রতিবাদের আগুন এবং খুব তাড়াতাড়ি সভ্যতার প্রাসাদ যাবে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে। তুমি ইনকার কাছে আত্মনিবেদন করতে চাও না, কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছো যে এই আত্মনিবেদন হল আইন, শৃঙ্খলা ও সামাজিক স্থায়ীর কাছে জীবন বলিদান। একজন রাজার কাছে পরাজয় স্বীকার করা নয়।

…তুমি সত্যের উপাসনা কর, কিন্তু কোন সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার পক্ষে সত্য কি যথেষ্ট? অধ্যাপক কি তোমাকে এই কথা শেখাতে পারেননি—সমস্ত সাম্রাজ্য সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে। আমি এই কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি যে তুমি হয়তো রাজদ্রোহী। যদি এখনো তোমার মতবাদ পরিবর্তন না কর তাহলে রাষ্ট্র তোমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করবে না।

বাবা, দিওতিমা বলে—আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে তুমি পেরুভিয়ান স্টেটকে ভগবান বলে মান। যদি সামান্য কিছুটা কল্পনা শক্তি থাকে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে, যে-সমাজে তোমার জীবন কেটে গেছে তার চেয়েও মহৎ সমাজ সৃষ্টি হতে পারে। এবং পিতা আমি শঙ্কিত এই ভেবে যে তোমার কল্পনাশক্তি প্রবল নয়। যে আমাদের পৃথিবী সৃষ্টি করেছে তার চেয়েও সুন্দর পৃথিবীর ভাবনা আমার মধ্যে আছে! যে বসুমতীতে আরও বেশী বিচার থাকবে, থাকবে ক্ষমা ভালবাসা এবং সর্বোপরি থাকবে আরও সখ্যতা। এই সখ্যতার পৃথিবীতে সংখ্যা ও বিশৃঙ্খলা থাকতে পারে কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মৃত দৃঢ়তার চেয়ে সেই অবস্থা অনেক ভাল।

এই কথায় তার বাবা রাগে লাল হয়ে যায় এবং উচ্চকণ্ঠে বলেন—অবাধ্য কন্যা, আমি তোকে তোর ভাগ্যের হাতে অর্পণ করে দিলাম!

তিনি সূর্যালোকের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে হেঁটে যান।

ঐ জেদী বন্দিনীকে এবার দেখতে এলেন প্রফেসার। তিনি বদ্ধ ঘরে প্রবেশ করে সম্মোহনসূচক ভঙ্গিমার দ্বারা দিওতিমার ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণ করে আরোপিত গাম্ভীর্য নিয়ে বলতে থাকেন—আমার হতভাগিনী কন্যা, তোমাকে আমি

এই পরিবেশে দেখে যথেষ্ট দুঃখিত। কিন্তু একথা ভেবে আমি লজ্জিত হচ্ছি যে তোমার এই অবস্থার জন্য অংশত আমিও দায়ী। কেননা দিনের পর দিন ধরে আমার ভাষণ শুনতে শুনতে তোমার মনের মধ্যে প্রতিবাদের আগুন জলে উঠেছিল। তাই আমিও তোমাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। দিওতিমা, তুমি আমাকে বল কেন তুমি ঐ মতবাদকে বিশ্বাস করতে পারছো না? তুমি আমার কাছে মন পরিষ্কার করে কথা বলতে পারো।

—ঠিক আছে। দিওতিমা বলে, যখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন, আমি আপনার তথ্যকে বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি যে সামাজিক উপযোগিতা বিষয়ে আপনার ধারণা অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং আপনার অপরিবর্তনীয় মনোভাবের ভিত্তি এত কঠিন যে তা মেধার মৃত্যু ঘটায়। আমি মনে করি সত্য আবিষ্কারে আপনার উদাসীনতা এবং বহমান বোধের প্রতি আপনার নিবেদনের কোন যুক্তি নেই। এখন সব আবরণ ভেদ করার পর, আমি জানতে চাই যে আপনি কি বলেন?

এসব রূঢ় বাক্যবাণে অধ্যাপক ক্রোধান্বিত হয়ে যান এবং এক মুহূর্তের জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ভর্ৎসনা করতে উদ্যত হন। দিওতিমাকে নিষ্প্রভ মনে হয়। সে তার চেতনার মধ্যে এমন অবাস্তবতা ও দ্বিধামিশ্রিত সন্দেহের প্রকাশ ঘটিয়েছে যে অধ্যাপক তাতে প্রচণ্ডভাবে হতাশ না হয়ে পারেন না। দিওতিমা জ্ঞানের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ না করে তার অপরিণত বুদ্ধি দ্বারা হেঁটে বেড়াচ্ছে নীচের উপত্যকায়।

প্রচণ্ড সংযমে নিজের বিরক্তিকে গোপন করে অধ্যাপক এই সত্য উপলব্ধি করেন যে খারাপ ব্যবহারে মেয়েটি রুক্ষ হয়ে উঠেছে এবং জল ও রুটি খেয়ে সে তার চরিত্রিক মাধুর্য হারিয়েছে। জীবনব্যাপী ভাষণ দেবার প্রবণতা, এখন অধ্যাপককে সাহায্য করল এবং এখন তিনি তাকে যে ভঙ্গীতে কথা বললেন সেটা তাঁর মহত্ব এবং তাঁর তারুণ্যের পটভূমিকায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে।

—দিওতিমা, তিনি বললেন, এমন কতকগুলি সত্য আছে যা তোমার জানা উচিত নয়। এমনকি এই শেষমুহূর্তেও আমি তোমার সামনে তোমার ব্যক্তিত্বের সমস্ত ক্ষমতা উপস্থিত করছি। আমি সবকিছুর উৎস থেকে শুরু করতে চাই। তুমি কি পবিত্র জাহাটোপকের অসামরিকত্বকে অস্বীকার করছো?

—হ্যাঁ, দিওতিমা বলে। আমাদের শেখানো হয়েছে যে তিনি স্বর্গ থেকে রহস্য-জনক উপায়ের মধ্যে এসেছেন। আমার মনে হয় তিনি মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আকাশযান থেকে হেলিকপটার চড়ে এখানে আসেন। আমাদের

শেখানো হয়েছে যে তিনি অমর এবং এই পৃথিবীতে তাঁর কাজ শেষ হলে তিনি রহস্যজনক উপায়ে স্বর্গে ফিরে যান। এই তথ্যটিকেও আমি বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি যে তাঁর সর্বশেষ অসুখের সময় তাঁকে সেনা-বাহিনীর জেনারেলরা ঘিরে রাখেন এবং বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। আমি বিশ্বাস করি যে তাঁর মৃত্যুদেহকে কটোপাক্সির খাদে শায়িত করা হয়। আমার পরিবারের মধ্যে গোপনে এই উপাখ্যান প্রচারিত হয়েছে, কেননা আমার এক পূর্বপুরুষ এইসব অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। সকলকে গোপনীয়তার শপথ নিতে হতো। শুধুমাত্র পুরুষরা এই কাজের জন্য বিবেচিত হত। কিন্তু পুরুষদেরও অসুখ করতে পারে, সেই অসুস্থতা ডেকে আনতে পারে প্রলাপ, আর প্রলাপের ঘোরে যেকোন গোপন তথ্য উচ্চারিত হতে পারে।

প্রফেসার দেখলেন যে এই বিষয়ে সত্য ভাষণের প্রয়োজন আছে।

তিনি বললেন—আমার প্রিয় ছাত্রী, তোমার কথা মেনে নিলাম। তুমি বলছ যে চেতনার অন্তর্গত সত্যের বাইরে কিছু তথ্য আছে। কিন্তু তুমি কেন উপলব্ধি করতে পারছো না, আমাদের ভূখণ্ডের গোঁড়া মতবাদের উর্দ্ধে অনেক সুমহান তত্ত্ব আছে যা হেলিকপটার অথবা সামরিক অনুষ্ঠানের চেয়ে ব্যাপক। স্বর্গীয়তার সঙ্গে হেলিকপটারের কোন যোগাযোগ আছে কি? তারা হল শুধু জিজ্ঞাসা, সন্দেহ, কিন্তু মহাজাগতিকতার প্রাথমিক মতবাদের মধ্যে কেন্দ্রীক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। যদি আমাদের স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠাতা এই ধরণের কোন পথ আবিষ্কার করে থাকেন তাহলে সেটা হবে আমাদের সকল জিজ্ঞাসার বাইরে।

তাছাড়া তুমি যখন একথা স্বীকার করছো যে, তিনি স্বর্গ হতে আসেননি, তখন আমার শুধু একটা প্রশ্ন আছে—তুমি কি স্থিরভাবে জান, স্বর্গের অবস্থিতি কোথায়? তুমি কি কখনো এই বিরাট স্বর্গীয় সত্য উপলব্ধি করেছো যে স্ব আছে? সেখানে আছে স্বর্গীয় চিন্তাধারা এবং জাহাটোপক যেখান থেকেই আসুন না কেন, সেখানে স্বর্গীয় চিন্তাধারা রয়ে গেছে।

তাঁর মৃত্যু সম্পর্কেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। যদি তাঁর পার্থিব উপস্থিতি শীতল ও জীবনহীন হয়ে যায় তাতে আমাদের কতটুকু ক্ষতি?

যদি তাঁর ভক্তেরা সশ্রদ্ধ চিত্তে সেই অপার্থিব অগ্নিকে উদযাপন করে, যার মাধ্যমে তারা স্বর্গীয় আগ্নেয় প্রদেশে উপনীত হতে পারে, তাহলে কি তাঁর মতবাদকে পালন করা হবে না। পার্থিব আকর্ষণ নয়, আমাদের ঈশ্বরকে অর্চনা করতে হবে বিশেষ শক্তি ও সত্য দ্বারা। সেই শক্তি অথবা আত্মা এবং সত্যের অবস্থিতি আমাদের অন্তরে, দেহে নয়।

তুমি যেসব উগ্র কথা বললে, সর্বজন স্বীকৃত শ্রদ্ধেয় ঈশ্বর সম্পর্কে যেসব সন্দেহ আকীর্ণ উক্তি করলে, তাতে হয়তো পার্থিব চেতনার কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু আত্মিক ভাবে সেটা আমি তোমাকে অনুভূত করার চেষ্টা করেছি সেই বোধ থেকে তুমি অনেক দূরে চলে যাবে। সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও স্বর্গীয় সুষমা আমাদের ধর্মকে উজ্জীবিত করতে পারে।

—প্রফেসার, মেয়েটি জবাব দেয়, আপনার বক্তব্য আকর্ষক, কিন্তুআমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তাতে আপনি আঘাত প্রাপ্ত হবেন। আমি বিশ্বাস করি যে পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা এবং কল্পনা আছে, যা সত্য এবং মিথ্যায় মেশানো। আমি জানি যে স্বর্ণালী সোপানের মতবাদ অনেক দূর। আমার সন্দেহ হয় আপনি সেই মতবাদে প্রবলভাবে আকৃষ্ট। আপনি সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে অবস্থিত সোপানের ওপর হেঁটে চলেছেন। আপনি এতক্ষণ ধরে যে কথা বললেন সেটা আপনার ঐ মনোভাবেরই পরিচয়। কিন্তু আমার কাছে ঘটনাটা হল অপ্রিয় এবং তাদের অঙ্গীকার করা যায় না।

আমি জানি যে ঐ মহান ইনকা আমার বান্ধবী ফ্রেইয়ার মাধ্যমে তাঁর পাশবিকতা মেটান এবং পরে তাকে হত্যা করেন। এটা হল ঘটনা। এবং আপনি যতই ঘটনাকে কুয়াশা ও রহস্য তন্ময়তার আবরণ দ্বারা ঢাকতে চান, সেটি ঘটনাই থেকে যাবে এবং যতদিন আপনি তার কাছ থেকে আপনার দৃষ্টিকে লুকিয়ে রাখবেন ততদিন সে তার রহস্য দ্বারা আপনাকে বিষাক্ত করে তুলবে।

প্রফেসার বলেন—তোমার বক্তব্যের কাঠিন্য আমি মেনে নিলাম। আমার মনে হচ্ছে যে তোমার শিক্ষাক্রমের বাইরে তুমি দার্শনিক মতবাদ নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করেছো। তুমি কি জান যে কোন মতবাদের সত্যতা নির্ভর করে তার সামাজিক উপযোগিতা এবং আত্মিক গভীরতার ওপরে? কয়েকটি অশ্লীল ঘটনার মাধ্যমে তাকে নিরূপণ করা যায় না। তোমার বান্ধবী ফ্রেইয়ার তুলনায় তোমার মতবাদ কতখানি বিপজ্জনক সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছো। আত্মবলিদানের মুহূর্তে ফ্রেইয়ার মানবিক চিন্তার আলোড়ন কি মহান ছিল! সে ছিল নিবেদিতা, মানব জাতির উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়েছিল তার প্রাণ! এখন চিন্তা কর, এর বিনিময়ে সে কি পেয়েছে!

ক্ষণকালের জন্যে হলেও সে চন্দ্রদেবতার সঙ্গে একীভূত হয়েছিল। তোমার দ্বিধাগ্রস্ত মনে এই মহামিলনের কোন ছাপ পড়বে না। সে পরিপূর্ণ হয়েছিলো চিরন্তন নিঃসঙ্গতা ও চিরকালীন সৌন্দর্য বোধে, যারা হল অবিনাশী। সে ভেসে ছিল আকাশের মধ্যে, মুক্তি পেয়েছিলো মরণশীল জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণা থেকে। এখন চিন্তা কর যে, মানবজাতি তার সুমহান আত্ম নিবেদনের জন্য কতখানি ঋণী থাকবে।

সেইসব কবিতা, ধীর মন্দ্রীত সঙ্গীত, আহংকারিক চিত্রাবলী এবং সুমহান মন্দিরের কথা ভাব। যারা দৃষ্টি ও আত্মাকে স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করে। তুমি কি চাও পৃথিবী থেকে এইসব মূল্যবোধ হারিয়ে যাবে? তুমি কি চাও, মানবজাতি কুৎসিত নিঃস্ব জাতিতে পরিণত হবে! তুমি কি চাও কবিতা, সঙ্গীত এবং স্থাপত্য হারিয়ে যাবে? কিন্তু স্বর্গীয় তন্ময়তা না থাকলে এই বোধগুলি বাঁচতে পারে না। কেননা এরা তন্ময়তা থেকে সৃষ্ট। এখানে আমি ব্যাপক অর্থে শব্দটি ব্যবহার করলাম।

যদি শিল্প এবং সংস্কৃতি তোমার কাছে মূল্যহীন হয়, তাহলে সামাজিক গঠনের কি দাম আছে? আইন অথবা সততা অথবা সরকার হবে মূল্যহীন। তুমি কি মনে কর, এরা বেঁচে থাকবে? তুমি কি মনে কর যে মানুষ হত্যা এবং চৌর্য্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে? পেরুপ্রদেশী ছাড়া অন্যান্যদের সঙ্গে দৈহিক মিলন ঘটাবে না? যদি তাদের ওপর জাহাটোপকের দৃষ্টি না থাকে? তুমি দেখছো যে সত্য হল এমন জিনিষ যার সামাজিক গুরুত্ব আছে এবং আমাদের ধর্মের মতবাদগুলি কি সেই অর্থে সত্য নয়? আমি তোমায় অনুরোধ করছি যে তুমি আত্মার্জিত অহংকারকে বিসর্জন দাও। মহাকালের জ্ঞানের কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং এইভাবে তুমি তোমার পিতামাতা, শিক্ষকমণ্ডলী এবং সহচরদের মনে যে লজ্জা, ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তুলেছ তার অবসান ঘটাও।

—না!

দিওতিমা চিৎকার করে—না! হাজার বার বলবো না! আপনার সর্বোচ্চ সভ্যতা হল আপনার সর্বোচ্চ আত্মদম্ভ মাত্র। আপনি যে সামাজিক উপযোগিতার কথা বললেন সেটা হলো আপনার অন্যায় অধিকার রক্ষা করার কৌশল! আপনি যে অসাধারণ সততার পক্ষে সওয়াল করলেন সেটা বৃহত্তর মানব জাতির প্রতি শোষণ এবং অবিচার। আমার চোখ খুলে গেছে, এবং আপনার প্রভাবিত শব্দাবলী আমার দৃষ্টিকে আর বন্ধ করতে পারবে না।

অবশেষে প্রফেসার ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলেন—তাহলে তুমি তোমার অনমনীয় মনোভাবে এবং ধ্বংস উন্মত্ত জেদে বিনষ্ট হও। যে ভাগ্য বিপর্যয় তুমি পেতে চলেছো তার মধ্যে তোমাকে আমি রেখে গেলাম।

এই বলে তিনি বিদায় নিলেন। দিওতিমাকে অনুতপ্তা করে তোলার একটি মাত্র সম্ভাবনা অবশিষ্ট রলই। একথা জানা আছে। টমাস তাকে ভালবাসে, এবং এটা আশা করা যায়, সেও টমাসকে ভালবাসে। অধিকার যেখানে বিফল হয়েছে, ভালবাসা সেখানে জয়ী হতে পারে। এটা স্থির হল যে তার সঙ্গে টমাসকে একবার দেখা করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু যদি টমাস

বিফল হয়! তাহলে তার মতবাদ থেকে ফেরাবার জন্ত আর কোন প্রয়াস চালানো হবে না।

টমাসের প্রহর কাটছে উত্তেজনা, ভীতি এবং দুর্ভাগ্যের মধ্যে। প্রেমিক হিসেবে সে দিওতিমার মৃত্যুতে কষ্ট পাচ্ছে। উত্তমী পুরুষ হিসেবে সে ভেবেছিল সফলতার পথ মসৃণ, সে তার ঘনিষ্ঠতমা বান্ধবীর ঐ পরিণতি দেখে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শংকিত হয়ে উঠেছে। তর্কবিত্তা এবং ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে সে তার পিতার সুমহান জ্ঞানকে প্রশ্ন করেন নি। কিন্তু যদি দিওতিমার বিশ্বাস তার মতবাদকে বিস্মিত করে তাহলে পরিণাম হবে সাংঘাতিক। টমাস দেখেছে যে এই ঘটনার পর পূর্ববর্তী বন্ধুরা দিওতিমাকে এড়িয়ে চলে এবং সে তার নিজের দলে নেতৃত্বের সম্মান হারাতে বসেছে।

দিওতিমার সঙ্গে কথা বললে তার পিতা রাগান্বিত হয়ে তাকে গাম্ভীর্যপূর্ণ কঠিনতায় বলেন—টমাস, দিওতিমাকে শয়তানের আত্মা অধিকার করেছে। আমার অধিত বিষয় যার প্রতি আমি এতদিন অসম্পূর্ণ মনোযোগ আরাত্তি করেছিলাম। বিধ্বংস-কারী অগ্নি হতে উৎপন্ন প্রজ্জলিত শিখার মত তার মন থেকে ভয়ংকর ভাবনা বিদীর্ণ হচ্ছে। আমি জানি না যে এই বিষের প্রতিরোধক হিসেবে তোমার মস্তিষ্কে কি সঞ্চিত থাকতে পারে। তোমার দিকে চেয়ে আমি খুব বেশী আশা করি না।

কিন্তু আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত যে পিতৃত্বের ভালবাসা তুমি এতোদিন ভোগ করেছো তাকে পুনরুদ্ধার করতে হলে তোমাকে সহজ হতে হবে। এবং সকলকে পরিষ্কার ভাবে জানাতে হবে তুমি তার ঘৃণিত মতবাদকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার কর। এবং বোঝাতে হবে যে তার পরিণতিতে তুমি এতটুকু দুঃখিত না। এখনো আস্থা আছে। যেখানে তার পিতামাতা ও আমি বিফল হয়েছি, সেখানে তুমি হয়ত সফল হতে পারো। যদি তুমিও হেরে যাও, তাহলে তোমার কর্তব্য হবে দিওতিমার অনুপস্থিতে বেদনার্ত না হওয়া।

এইসব সাবধানসূচক শব্দাবলীর ধ্বনিকে কানের মধ্যে রেখে টমাস নিজে দিওতিমাকে রুদ্ধ কক্ষে দেখতে গেল। ক্ষণকালের জন্ত তার সৌন্দর্য এবং নিঃসঙ্গতা তাকে আত্ম উপলব্ধিশূন্য করে দেয়। মানসিক ভালবাসা এবং প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা প্রথম দর্শনে গাম্ভীর্য ও সংস্কারকে ভাসিয়ে দেয়। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে বলে—দিওতিমা, আমি কি তোমাকে বাঁচাতে পারবো?

আমার হতভাগ্য টমাস, সে বলে, এই ধরণের বোকামিতে তুমি কি আনন্দ পাও? আমি যাই করি না কেন, মৃত্যু আমার নিশ্চিত। হয়তো আমি

মারা যাব জাহাটোপকের নববধূ হিসেবে জাতীয় সম্মান এবং অন্তরের লজ্জা নিয়ে। অথবা আমি মারা যাব আসামী হিসেবে, আমার নিজস্ব চেতনা ছাড়া আর সবাই যাকে ধিক্কার ঘৃণা দেবে।

তোমার নিজস্ব চেতনা! টমাস বলে, তুমি কি করে সেই চেতনাকে এতখানি মহাজ্ঞান ও দীর্ঘ মহাকালের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবাদ হিসেবে ভাবছ? ও দিওতিমা, তুমি এতখানি নিশ্চিত কি করে হলে? তুমি কিকরে জানলে যে আমরা সবাই ভুল পথে চলেছি? আমার পিতার প্রতি কি তোমার কোন শ্রদ্ধা নেই? তুমি কি তোমার পূর্বপুরুষদের অস্বীকার করতে চাও? আমি তোমায় ভালবাসি। আমি আশা রাখি তুমি হয়তো আমাকে ভালবাস কিন্তু এখন দেখছি সেই আশা অর্থহীন। একথা বলতে আমি কতখানি দুঃখিত হচ্ছি যে, এখন তুমি আমার গভীরতম অনুভবের প্রতি আস্থাশীলা নও, এখন তোমাকে আমি ভালবাসতে পারি না। ও দিওতিমা, এই অনুভূতি যে আমার সহ্যের বাইরে!

দিওতিমা বলে, তোমাকে এই নিষ্ঠুর সঙ্কটের মধ্যে এনে আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। এতদিনের মধ্যে তুমি মসৃণ ও সম্মানিত ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা কর নি। এখন থেকে তোমাকে বেছে নিতে হবে, যদি তুমি আমাকে নিন্দা কর, তোমার ভবিষ্যৎ আরও মসৃণ হবে। যদি না কর হয়তো হবে সম্মানিয়া। কিন্তু আমি জানি, তুমি যতই আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে চেষ্টা কর, আমাকে নিন্দা করলে তোমার হৃদয়ের অন্তস্তল সুখী হবে না। তুমি হয়তো দিনের কর্মব্যস্ত প্রহরে জনগণের নিন্দা শুনে তোমার আনন্দভাব নীরব করে রাখবে। কিন্তু রাত্রে তুমি একটা দৃশ্য দেখতে পাও যেখানে আমি তোমাকে সুন্দরতম পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করি। এবং তুমি তোমার দেহখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দাও, বিষাদের মধ্যে তোমার ঘুম ভাঙলো।

আমি জানি, ক্ষণকালের জন্য হলেও, যে পৃথিবীর ছবি তোমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেটা হলো সেই পৃথিবী যার জন্যে আমি নিন্দিত হতে চাই। এটা সূর্য এবং চন্দ্র কর্তৃক উজ্জীবিত আকাঙ্ক্ষা নয়। এটা সেই অহংকার ও বেদনা নয়, সাম্রাজ্যের জন্য অহংকার এবং সাম্রাজ্য হারানোর জন্য বেদনা। মানব জীবনে যে কামনা থাকা উচিত, এটা সেই কামনাও নয়। এর উৎস হল ভালবাসা এবং সত্য। এখানে ভয়হীন চিত্তে বাস করা যাবে, সর্বজন অংশ নিতে পারে এমন আনন্দ পাওয়া যাবে। সকলকে অপমানিত করে আত্মসুখ গ্রহণ করা হবে না। আনন্দ ও জীবনের নিভৃত ঝরণাকে রুদ্ধ করে ঘৃণিত শারীরিক নিরপত্তাকে লজ্জা দেওয়া হবে। যারা ভয়

বিহীন রোমাঞ্চ জগতের দ্বারা খুলে দেবে তারা পাবে সম্মান। আমরা নিজেদের বন্ধ রাখব শিকলে, বাইরে আমাদের আত্মাকে শৃঙ্খলিত করা হয়।
এই সত্যটা আমরা বিস্মৃত হই যে, যে মানুষ আরেকজনকে বন্দী করে, সে নিজেই বন্দী হয়ে যায় ভীতি ও ঘৃণার কারাগারে। এবং যে শৃঙ্খল আমরা অন্যের দেহে চাপিয়ে দিই সেটা আমাবের মানসিকতাকে বেঁধে ফেলে। যে সূর্য আমাদের উপত্যকাকে আলোকিত করে তার কথা চিন্তা কর। আলোক পৃথিবীর অন্ধকার স্থানগুলিকে উজ্জ্বল করে। তোমার অনুভবের সীমানা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, আমার মৃত্যুর পরে তোমার একমাত্র কাজ হবে আমার মতবাদকে এগিয়ে নিয়ে চলা।
কয়েক মুহূর্তের জন্যে দিওতিমার কণ্ঠস্বর তার হৃদয়ের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু সে কঠিন সংযম দ্বারা আবেগকে শাসন করে তার তাৎক্ষনিক ভাবালুতাকে ক্রোধে রূপান্তরিত করে।
তুমি কি করে এমন চিন্তা কর ? তুমি কি করে ভাব যে তোমার ধারণা আমার চিন্তাকে আপ্লুত করে দেবে ? তোমার সঙ্গে আর কথা বলা বৃথা। তোমাকে মরতেই হবে। এবং যে শয়তানীকে তুমি পবিত্র মনে করছো তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।
এই কথা বলে টমাস তার কুঠুঁরী থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়।
টমাসের বিফলতার পরে কর্তৃপক্ষ দিওতিমাকে অনুতপ্ত করার সমস্ত আশা ছেড়ে দিলেন। এক নতুন বধূকে নির্বাচিতা করা হল। এবং সেই বধূ যে মুহূর্তে স্বর্গীয়তার সঙ্গে তন্ময়তাপূর্ণ মহামিলন অনুভব করবে ঠিক তখন দিওতিমাকে সর্বজন সমক্ষে হত্যা করা হবে।
ঐ দিনটিকে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হল। শহরের কেন্দ্রীয় স্থানে নির্মিত হল বেদী। প্রথম সারিতে ছিল বিশিষ্টজনদের আসন ; তার পেছনে সমস্ত জনতা লোভী আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা উল্লাস প্রকাশ করছে নিন্দা করছে এবং আনন্দ করছে। তারা বাদাম আর লেবু খাচ্ছে। তারা এই ভেবে আশান্বিত হচ্ছে যে এক মহান ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করতে চলেছে।
সামনের সারির বিশিষ্ট অতিথিরা গাম্ভীর্য বজায় রেখেছেন। সিংহাসনে আসীন ইনকা স্বর্গীয় নীরবতা পালন করছেন। তিনি হয়তো দিওতিমার বক্তব্য শুনেছেন তাই তাঁর মনে জেগেছে ভীতি। এর পুরস্কার হিসেবে তিনি তার মৃত্যুদৃশ্যকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে চান।
দিওতিমাকে উলঙ্গ করে রাখা হয়েছে একটি শান্ত এবং অচঞ্চল আধারে ! জনতা চীৎকার করে বলছে—ঐ হল সেই দুষ্ট রমনী। এখন সে ঈশ্বরকে দেখতে পাবে !

দিওতিমাকে দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা হল, জ্বলে উঠল আগুন। যে মুহূর্তে অগ্নিশিখা তাকে স্পর্শ করলো তখন সে টমাসের দিকে বিস্মিত এবং বিদীর্ণ নয়নে তাকাল। সেখানে ঝরে পড়ছে বেদনা, দয়া এবং অনুরোধ, তার দুর্বলতার প্রতি করুণা এবং নিজের অসমাপ্ত কাজকে বহন করার অনুরোধ। দিওতিমার বেদনা টমাসের হৃদয়কে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তার করুণা টমাসের পৌরুষত্বকে অভিশপ্ত করে তোলে। তার আত্মবলির ভঙ্গীটি টমাসের মনে অগ্নিশিখার মত জ্বলে ওঠে।

এই মুহূর্তে সে উপলব্ধি করে তার ভুল হয়েছে। সে দেখতে পায় যে যেটা ঘটে চলেছে সেটা ভুল। সে উপলব্ধি করে দিওতিমা মানবজীবনের সর্বশেষ আকাঙ্ক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে আছে! এবং ঐসব অভিজাতরা ও অসংখ্য জনগণ ভীতির হাতে নিহত। এই সাঙ্ঘাতিক মুহূর্তে সে অনুশোচনা করে। কিন্তু তার উপলব্ধির তুলনায় অনুশোচনা শব্দটি খুবই কোমল। দিওতিমার দেহখানি অগ্নিশিখায় নিমজ্জিত হলে সে হৃদয়ের গভীরে প্রবল অনুরাগ অনুভব করে। যে অনুরাগ তাকে দিওতিমা কর্তৃক অসমাপ্ত কাজে নিজেকে নিবেদিত করতে বলে। যে অনুরাগ তাকে ডাক দেয় ভীতি নিষ্ঠুরতা থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করতে।

সে চীৎকার করে বলতে চায়—দিওতিমা, আমি তোমার থাকব।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সে অচেতন হয়ে পড়ে। সেই আর্তনাদ তার হৃদয়ের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে।

ছয়

টমাস

দীর্ঘদিন টমাস অতিবাহিত করলো হাসপাতালে, ভীষণভাবে অসুস্থ ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে। আঘাতপ্রাপ্ত রমনী ও শয়তান পুরুষ সম্পর্কে তার মনে ভাসতে থাকে অসহনীয় দৃশ্যাবলী। তার কানের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে মৃত্যু-উন্মাদ মানুষের চীৎকার। সে দেখতে পায় অগ্নিশিখাকে, দেখতে পায় মৃত্যুকে। ধীরে মানসিকতা পরিবর্তিত হয়, স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং সে নিজের সমস্ত চরিত্রকে অভঙ্গুর দৃঢ়তায় রূপান্তরিত করে ফিরে আসে।

এখন সে আর আগের মত কোমল স্বভাবের অমুক্ত যুবক নয়, সে বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সহজ পথে নীচু শ্রেণীর সরলতা অর্জন করতে চায় না। প্রবল আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উদ্দীপ্ত অন্তরদৃষ্টির সাহায্যে সে অবলোকন করে, পেক্ক

প্রদেশের সমস্ত নিয়ম ত্রুটিযুক্ত। যাদের প্রতি তার পূর্বপুরুষ অনুরক্ত। তার মেধা, সেটা এখন সংস্কার দ্বারা আবদ্ধ না থেকে যান্ত্রিক পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। সে চাইছে মূল্যবোধের বাইরে অবস্থিত বিশুদ্ধতাকে আত্মস্থ করতে। কিন্তু শুধুমাত্র তার চেতনার মুক্তি ঘটেছে তাই নয়, তার হৃদয় হয়েছে স্বাধীন। পেরু প্রদেশীরা শিখে এসেছে যে রাষ্ট্রকে ঈশ্বরের পার্থিব আবরণ হিসেবে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং রাষ্ট্রকে যারা তাদের সবটুকু সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবে, তাদের উদ্দেশ্যে সীমায়িত রাখতে হবে হৃদয়ের সহানুভূতি। কিন্তু এই রাষ্ট্র দিওতিমাকে ধ্বংস করেছে। ঐ নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে টমাস অনুভব করল যে সে সমস্ত নিষ্ঠুরতাকে প্রতিরোধ করবে। এ সমস্ত অমানবিকতাকে যে সমস্ত সংস্থা প্রশ্রয় দেয় তাদের সকলের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহী হবে। শুধুমাত্র স্বদেশে নয়, যেখানে মানবজাতির অস্তিত্ব আছে। ভালবাসা, ঘৃণা এবং সেটা প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষার আগুনে পুড়ে একক সত্তায় উপনীত হয়েছে। দিওতিমার প্রতি তার প্রথম ভালবাসা এবং সেটা রূপান্তরিত হয়ে ছড়িয়ে আছে সমস্ত শহীদদের প্রাণে। যারা দিওতিমাকে নিন্দা করেছে, তাদের সকলের প্রতি ঘৃণা এবং যে সমাজ ঐ নিন্দাকে সম্ভব করেছে সেই সমাজের প্রতি ঘৃণা। চেতনা মেধা তাকে বলছে জাহাটোপকের স্বর্গীয়ত্ব মিথ্যা। সূর্য এবং চন্দ্র ঈশ্বরীয় আত্মা নয়। তারা হল জীবনহীন জড় পদার্থ। জন্ম-নিয়ন্ত্রণে ঘৃণা করা কুসংস্কার, এবং নিজেদের সন্তানকে ভক্ষণ করা সহানুভূতি সঞ্চার করে।

এই চিন্তা করে, হৃদয়ে ও মননের এই অবস্থা নিয়ে টমাস প্রতিজ্ঞা করে যদি সম্ভব হয়, সে পৃথিবীতে সম একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে, যে ব্যবস্থা হবে তার এযাবৎ মেনে নেওয়া সমাজের চেয়ে ভালো এবং তার সঙ্গে দিওতিমার অন্তর্দৃষ্টির সাদৃশ্য থাকবে, তার হৃদয়ের নিভৃতস্থানে অবস্থিত অনুশোচনাকে সে বজায় রাখবে দিওতিমার দুঃখজনক স্মৃতির মধ্যে।

দিওতিমার স্মৃতিকে সে বিবর্ণ হতে দেবে না। পৃথিবীর পরিবর্তন আনবে, আত্মনিবেদন অথবা অর্থহীন সংলাপ দ্বারা দিওতিমাকে অশ্রদ্ধা করবে না। শ্বেততপ্ত ভাবনা নিয়ে বরফ শীতল আবরণে ঢেকে সে কাজ সুরু করে। প্রথমে তাকে একটা পরিকল্পনার কথা ভাবতে হবে, তারপর সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। জনসমক্ষে অথবা যে সমস্ত মানুষকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তাদের কাছে সে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনার ত্রুটি, শব্দেও উচ্চারণ করলো না। হৃদয়ে অনুভূত সমস্ত সন্দেহ নিয়ে তার পিতা এবং অন্যান্য সকলের কাছে পবিত্র হবার চেষ্টা করল। দিওতিমার

মৃত্যুর শেষ কদিনে তার যে অবিশ্বাস ছিল সেটা হল অন্তর্হিত। তার জীবন ধীর গতিতে সাফল্য থেকে সাফল্যের সোপানে উঠতে লাগল। সমকালীনদের মধ্যে সে অর্জন করলো নেতৃত্বের আসন এবং তার ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করলো।

পল নামে এক তরুণ ছিল তার অনুগত বন্ধু এবং সেবক। কোন এক গ্রীষ্ম-কালীন রাত্রির শেষ প্রহরে সে পলের কাছে তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিল। প্রথমে কুণ্ঠিত হয়ে, পরে ধীরে, সাড়া পাবার পর, ক্রমশঃ সম্পূর্ণভাবে। দিওতিমার মৃত্যু পলকে ক্রুদ্ধ করেছিল, কিন্তু সে তার ক্রোধকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। টমাসের কথায় পলের প্রতিবাদ উজ্জীবিত হয়। প্রভাত আসা অবধি তারা সমস্ত গ্রীষ্মরাতটি আলোচনার মধ্যে অতিবাহিত করে। তারা যতটুকু সম্ভব প্রতিকার করার জন্যে অঙ্গিকার নেয়।

ইচ্ছুক বিদ্রোহীদের নিয়ে তারা ধীরে গঠন করে এক গোপনসংস্থা। বিজ্ঞানের ছাত্রেরা অনুভব করে যে চন্দ্র সূর্যের আলৌকিকতা ভিত্তিহীন। ইতিহাসের ছাত্রেরা অন্য জাতিকে অবমাননার মতবাদে বিশ্বাসী থাকতে পারে না। মনো-বিদ্যার ছাত্রেরা পিতামাতার স্নেহের শ্বাপদস্বরূপ পরিণতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চায়। সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও রাজদরবার থেকে ইনকার যে কাহিনী শ্রুত হয় সেটা তাঁর স্বর্গীয় জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু টমাস তখনো অধীর হয়নি।

গোপনে সে তার দলীয় কর্মীদের এখন একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহিত করে যেটা সরকারের অজ্ঞাত। পেরুর শক্তি মৃত্যুর প্রতীক এককোষী উদ্ভিদ কটোপাকসিকে চেনে কিন্তু এক মেধাবী তরুণ চিকিৎসক প্লেগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক আবিষ্কার করলেন। টমাসের সংগঠনের কয়েকজন দূরাগত প্রদেশের গভর্নর পদে আসীন হলেন। পেরু প্রদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে তারা তরুণ সমাজকে নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকলেন। পেরু সরকার এতদিন ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষকে হীণ করে রাখার যে চক্রান্ত করেছিল তার বিরুদ্ধে তারা সক্রিয় হল। পলকে কিলিমাঞ্জারো প্রদেশের রাজ্যপাল করে পাঠানো হল। ক্ষমতার দিক দিয়ে সে ছিল দ্বিতীয় স্থানে। প্রকৃতির বিরূপতার ফলে ঐ প্রদেশের অধিবাসীরা কর্মঠ এবং দৃঢ় স্বাস্থ্যের অধিকারী। সে নীরবে তাদের আস্থা অর্জন করতে থাকে এবং বহু শতাব্দী বাহিত পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের উপায় বলেই দেয়। বিদ্রোহকারীদের অনেকে পেরু প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বলেই কিন্তু উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করল না।

অবশেষে কুড়ি বছর ধরে সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়াসের পরে টমাস চিন্তা করলেন যে

এবার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় এসেছে। যেসব কাজ করা হবে, সেগুলোকে তিনি সাবধানতার সঙ্গে চিহ্নিত করলেন। টমাস, তিনি ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর। তিনি ঘোষণা করলেন, এক নির্দিষ্ট দিনে তিনি দারুণ একটি ঘটনা ঘটাবেন। তাঁর সমস্ত অনুগামীদের সেই কক্ষে সমবেত হতে বলা হল, যেখানে তিনি ভাষণ দেবেন। পিতার মতই তিনি নির্দিষ্ট সময়ের আগে অবতরণ করলেন। মঞ্চে উঠে গেলেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে পিতার বক্তব্যের কোন সাদৃশ্য ছিল না। তিনি তার সমস্ত বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসকে প্রকাশ করলেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্মিত করে দিয়ে ভাষণ দিলেন। তার বক্তব্য দীর্ঘ অভিনন্দন লাভ করল।

দেখা দিল হতবুদ্ধিতা এবং বিশৃঙ্খলা। উচ্চতর কর্তৃপক্ষ তাঁকে অন্তরীণ করতে সমর্থ হল এবং দিওতিমার মত তাঁকেও এপিফ্যানির বাৎসরিক উৎসবে অগ্নিশিখা দ্বারা হত্যা করার কথা ঘোষণা করা হল।

এরপর কি ঘটতে পারে সেটা ছিল সরকারের ধারণার অতীত। তার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু কৃত্রিম বৃষ্টি উদ্ভাবন করেছেন এবং এর মাধ্যমে অগ্নিশিখাগুলিকে নিভিয়ে ফেলা যাবে। টমাসের হত্যার সঠিক সময়টি জেনে নিয়ে তার বন্ধু পল, কিলিমানজারোর প্রধান অফিস থেকে উড়ে এলেন বিশেষ আকৃতির এক আকাশযানে। যেটি সুজকোর বৃষ্টিবাহিত মেঘের ওপর দিয়ে শব্দের চেয়ে দ্রুত ছুটে চললো। সেখান থেকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন একটি হেলিকপটার যেটি শহরের উন্মুক্ত স্থানে অবতরণ করে টমাসকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল কিলিমানজারোয়। উপস্থিত দর্শকরা অবিশ্বাস্য ঘটনায় বিমূঢ় হয়ে গেল।

পদস্থ কর্মচারিদের অভাবিত বিদ্রোহে সরকার পঙ্গু হয়ে পড়ল। সুজকোর কর্তৃপক্ষ যখন কিলিমানজারোতে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহের কথা জানতে পারলো তখন তারা ভাবল যে ঐ বিষাক্ত উদ্ভিদের সাহায্যে সেই ঘটনার প্রতিবিধান করতে পারবে। যখন তারা জানতে পারলো, আফ্রিকার অধিবাসীরা সেই প্লেগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছে তখন দেখা দিল আতঙ্ক। তারা আরও জানতে পারল টমাসের বিজ্ঞানীরা নতুন পবিত্র পর্বতে আগ্নেয় উপত্যকা থেকে তেজস্ক্রিয় মৃত্যু যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এক শতাব্দী ধরে যারা কখনো এ ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয় নি তারা এবার হতবুদ্ধি হয়ে গেল। যখন টমাসের অনুগামীরা বিমানবহর নিয়ে তাদের আক্রমণ করল, চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল, মৃত্যু উদ্রেককারী ধুলো দ্বারা তাদের হত্যা করতে উদ্যত হল তখন শাসক কর্তৃপক্ষ পরাজয় স্বীকার করে নিল। তাদের জীবন দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

কিলিমানজারোকে করা হল সরকারের প্রধান কেন্দ্র। পৃথিবীর রাষ্ট্রপতি পদে

নির্বাচিত হলেন টমাস এবং পলকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করা হল। সকলে স্বীকার করে নিলেন যে এক নতুন যুগের আগমন ঘটেছে। এবং জাহাটোপকের কালের হয়েছে অবসান।

নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে টমাস ক্রীতদাসদের অপমান করার পদ্ধতিগুলি পরিবর্তিত করলেন। তিনি শারীরিক কাজের সময়সীমা হ্রাস করলেন। শ্রমিকদের অত্যধিক প্ররিশ্রান্ত করে সৃজনীমূলক কাজ থেকে তাদের বিরত রাখবার জন্য পেরু সরকার দৈনন্দিন দশ ঘণ্টা কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করেন।

নিজস্ব অনুগত বিজ্ঞানীদের সাহায্যে টমাস দ্রুত পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে চললেন। তিনি স্বাস্থ্য এবং আনন্দকে ক্রমবর্ধমান রেখে জাতিকে আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন।

যাদের পর্যাপ্ত শিক্ষা আছে তাদের সকলকে তিনি দিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশ এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৃথিবীর সমস্ত অংশে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করলেন। এতদিন ধরে অবহেলিত রাষ্ট্রগুলিতে চিত্রকলা কবিতা এবং সঙ্গীতের সুমহান বিস্ফোরণ ঘটলো। অবদমিত শক্তির, যারা দীর্ঘ শতাব্দী ধরে ছিল ঘুমন্ত তারা জেগে উঠলো বিরলতম মহাযুগের প্রাণচাঞ্চল্যে। তিনি শেখালেন যে ঈশ্বর বলে কিছু নেই।

যদিও জনগণ বিশ্বাস করতো তার প্রাণ বেঁচেছে অলৌকিক উপায়ে, তবুও তিনি ঘোষণা করলেন অলৌকিকতা অবাস্তব। সেখানে ছিল এমন অনেক মানুষ যারা তাকে জাহাটোপকের আসনে আসীন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই সম্মানকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং আদেশ দেন যে সমস্ত বিদ্যালয়ে যেন ঐ মতবাদকে অস্বীকার করার শিক্ষা দেওয়া হয়।

তাঁর রাজত্বে কোন পুরোহিত ছিল না। ছিলনা অভিজাত শ্রেণী, ছিল না শোষক জাতি এবং শোষিত শ্রেণী।

সাত

ভবিষ্যৎ

টমাসের অনেক বছরব্যাপী শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটলো তাঁর মৃত্যুতে।

এই হল টমাসের বন্ধু পল কর্তৃক বিবৃত মহান বিপ্লবের বর্ণনা। কিলিমানজারো কালের পবিত্রগ্রন্থ রচিত হওয়ার সময় থেকে তাঁর জীবন এবং মতবাদ সম্পর্কে ঐ মত প্রচারিত ছিল।

কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল যে টমাসের মতবাদেও কিছু ত্রুটি আছে এবং জন-সমক্ষে পলের গ্রন্থ পঠিত হলে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। তিনি এই বিভাজন নির্দেশ করতে যত্নশীল ছিলেন না। যে বিভেদ নির্দেশ করবে, তার কোন বর্ণনা বাস্তব এবং কোনটি রূপক।

এখন পৃথিবীতে সর্বজন স্বীকৃত মতবাদ হল প্রকৃতপক্ষে টমাস ছিলেন দেবতা এবং দিওতিমা ছিলেন দেবী। আমরা জানি যে তারা উভয়েই কোন একটি সময়ে মানবিকতাকে ফিরিয়ে অনেন, কিন্তু পার্থিব জীবন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তারা ফিরে গেছেন স্বর্গীয় জীবনে। যে জীবন থেকে মাত্র কটি বছর তাঁরা সঞ্চিত রেখেছিলেন আমাদের মুক্তির জন্য।

নিজের অলৌকিকতাকে অস্বীকার করে টমাস তাঁর পার্থিব জীবনকে মহান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচশ বছর পরে বিশিষ্ট চিন্তানায়ক গ্রেগরিয়াল যত্ন সহকারে এইসব বিশ্লেষণ করেন।

কিছুদিনের জন্য গ্রেগরিয়ালের সংশোধনী সহ পলের গ্রন্থ বিতারিত হতে থাকে, কিন্তু দেখা যায় যে এর ফল মারাত্মক হতে পার। তাই এখন সংশোনী সহ ঐ পুস্তক নির্দিষ্ট পাঠক দ্বারা পঠিত হয়। এর পরেও ভয়াবহতাকে অস্বীকার করা যায় নি।

নিউজীল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ গ্রন্থের একটি কপি আছে। এই কপিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছে, তার শেষ পাতায় আছে এক অদ্ভুত লেখা।

যেটি বলছে—আমি, টুপিয়া জাতিতে নাগাপুহি, রুয়াপেরুর উপত্যকায় ব্যবসা করি। আমি গ্রেগরিয়ালের মতবাদকে অস্বীকার করছি। আমি বিশ্বাস করি যে গ্রেগরিয়ালের চেয়ে টমাস ছিলেন বুদ্ধিমান। তিনি লিখিত ভাবে প্রমাণ করেন যে, যে সমস্ত ঘটনাকে তাত্ত্বিক মনোভাবসম্পন্ন পুরোহিতরা সর্বসাধ্য মনে করে সেগুলোকে সহজে সম্পাদিত করা যেতে পারে। এখন থেকে এটাই হবে আমার আরাধ্য কাজ। যদি সম্ভব হয়, আমি পৃথিবীকে তার প্রাচীন অবিশ্বাসে ফিরিয়ে নিয়ে যাব যেটা মুক্ত পুরুষরা সঞ্চারিত করার প্রয়াস করেছেন।

এই শব্দরাজি হল অনন্য শক্তিসম্পন্ন, এর পরিণতি এখনও অনির্দিষ্ট।

পার্বত্য বিশ্বাস

ইউনেসকোর নেপালী প্রতিনিধি বিস্মিত এবং অবাক হয়ে গেলেন। এই প্রথম তিনি তাঁর অধীন উপত্যকার নিরাপত্তার সময় খুঁজে পেয়েছেন। এবং পশ্চিমের আশ্চর্যজনক অভিশাপে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। গত সন্ধ্যায় বিমানে অবতরণ করে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত এবং সকাল অনেকটা গড়িয়ে যাবার আগে তাঁর প্রচণ্ড ঘুম ভাঙল না।

যে ওয়েটার তাঁর প্রাতঃরাশ নিয়ে এল তার কাছ থেকে তিনি জেনে নিলেন, যে রাস্তার দিকে তাঁর চোখ পড়েছে সেটিকে বলে পিকাডিলি। কিন্তু ছায়াছবি থেকে বর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেখার মত কিছু নেই। ওখানে সাধারণ যানবাহন নেই। চলেছে নারী পুরুষের বিরাট মিছিল, যাদের হাতে রয়েছে অনেক নিশান, এবং সেখানে কি লেখা আছে সেটা তিনি পড়তে পারছেন না। নিশানের অক্ষরগুলি ছড়িয়ে আছে সমস্ত রাস্তায় এবং তাদের ধারাবাহিক প্রদর্শনী দেখতে দেখতে অবশেষে ভদ্রলোক অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন।

তারা সবাই বিভিন্ন উপায়ে একটি সত্যকে প্রকাশ করতে চাইছে। প্রথমটিতে লেখা আছে মলিবডেনামের জয় হোক! সুস্বাস্থ্যের অঙ্গীকার! আরেকটিতে লেখা—মলিবডেনামকে সমর্থন করুন! তৃতীয়টি সংখ্যায় কম হলেও আকর্ষণীয়, এটি বলছে—পবিত্র মলিবডেনাম দীর্ঘজীবী হোক! একটি অদ্ভুত নিশানে লেখা আছে ভয়ঙ্কর শব্দ—কুখ্যাত ম্যাগনেটদের মৃত্যু হোক!

মিছিলটি ছিল বিশাল এবং এক মাইলের চারভাগের একভাগ পার হবার পর দেখা গেল এক দল গায়ক-গায়িকাকে, যারা অগ্রসরকারীদের কানে রণসঙ্গীত শোনাচ্ছে—

সবার পক্ষে সেরা
ধাতু মলিবডেনাম,
পেশী বাড়ায়, অসুখ সারায়,
মহান সে নাম।

ঐ সঙ্গীত যে ছন্দে স্পন্দিত, সেটি হল—

কিন্তু ঐ প্রতিনিধি জানতেন না কোন কিছুই, কেননা গ্রীশচানদের নীতির মধ্যে এমন কোন আবেদন নেই।

যখন তিনি চিন্তা করছেন যে ঐ মিছিল কোনদিনই শেষ হবে না, তখন দেখা

দিল এক শূন্যতা ! তারপর ঘোড়সোওয়ার পুলিশ-বাহিনীকে দেখা গেল। তারপর চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো আরেকটি শোভাযাত্রার দল, হাতে তাদের সম্পূর্ণ অন্য ফেস্টুন ঝুলছে। কেউ কেউ বলছে—আউরোরা বোহোরা গৌরবান্বিত হোক ! অন্যরা বলছে—উত্তর মেরুকে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হোক ! কেউ কেউ বলছে—চৌম্বকত্ব থেকে সর্বময়তা !

ঐ দ্বিতীয় শোভাযাত্রাকারীদের মধ্যে দেখা গেল, একদল গায়ক গায়িকাকে। কণ্ঠে যাদের উদাত্ত সঙ্গীত, সেটা তার কাছে প্রথম পদযাত্রার সঙ্গীতের মতই দুর্বোধ্য। তারা গাইছে—আমি যাই

উত্তরে

আমার জেট গতির রথে,

আমি মেরুতে থামি

আত্মাকে নমি

হ্যারিয়েটের চেয়ে রোরা বোহোরার পথে।

প্রতি মুহূর্তে তাঁর ঔৎসুক্য বাড়তে থাকে। অবশেষে সেটাকে তিনি দমন করে থাকতে পারেন না। তিনি ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যান এবং শোভাযাত্রায় যোগ দেন। খাঁটী প্রাচ্যদেশীয় কায়দাতে তিনি তাঁর পার্শ্ববর্তী পথচারীকে প্রশ্ন করেন—মহাশয়, আপনি কি অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলবেন, কেন এই সঙ্গীতময় শোভাযাত্রা পশ্চিমদিকে এগিয়ে চলেছে ?

লোকটি প্রচণ্ড বিস্মিত হয়ে বলে ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন ! আপনি কি বলতে চাইছেন যে চুম্বকদের বিষয় কিছুই জানেন না ? আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন ?

স্যার ? প্রতিনিধিটি বলেন—আমার বোকামিকে ক্ষমা করবেন। আমি কিছুক্ষণ আগে আকাশ থেকে নেমেছি, এবং এতদিন কাটিয়ে ছিলাম বৌদ্ধ এবং সাম্যবাদী-দের দ্বারা অধিকৃত হিমালয়ে। যারা হল শান্ত এবং সাধারণ মানুষ, যারা কোন একটি ধর্মের প্রতি অনুগত নয়।

—তাই বলুন ! যদি তাই হয়ে থাকে তবে আপনাকে বোঝাতে হলে আমার অনেক কষ্ট করতে হবে।

প্রতিনিধি ভদ্রলোক নীরব হয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। তার মনে হয় এই সময়ের মধ্যে তাঁর শুভবুদ্ধি জাগরিত হবে।

অবশেষে শোভাযাত্রাটি এসে পৌছায় বিরাট আকৃতির এক গোলাকৃতি অট্টালিকায়। পার্শ্ববর্তী পদযাত্রাকারী তাকে জানান, ওটির নাম অ্যালবার্ট হল। শোভাযাত্রী-দের কয়েকজন ঐ হলের মধ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু বেশীরভাগ দাঁড়িয়ে থাকেন পথে। নেপাল প্রদেশী ভদ্রলোকটিকে প্রথমে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করা

হয়। পরে তাঁর সামাজিক মর্যাদার কথা বলা হলে তাঁকে প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে একটি আসন দেওয়া হল।

ঐ অনুষ্ঠানে তিনি যা দেখলেন এবং যা শুনলেন তার মাধ্যমে তিনি ঐসব অদ্ভুত লোকেদের বিশ্বাস, অনুষ্ঠান এবং চিন্তাধারায় আলোকপাত করতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ বিষয় রয়ে গেল তার বোধশক্তির বাইরে। অবশেষে তিনি স্থির করলেন, এরপর থেকে তাঁর জীবন অতিবাহিত হবে হিমালয় অঞ্চলের সন্ন্যাসীদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায়।

কাজটা সহজ ছিল না। চারটি মাস অতিক্রান্ত হবার পর তাঁর মনে হল যে, এবার তিনি সর্বসমক্ষে তাঁর গবেষণার কথা প্রকাশ করতে পারেন। ঐ বারটি মাসের মধ্যে তাঁর সান্নিধ্যে আসার দুর্লভতম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং তাঁর প্রখর জ্ঞানে অংশ নেবার ইচ্ছা আমার পূরণ হয়েছিল। ঐ প্রচণ্ড বিতর্কের বিবৃতি প্রদত্ত হল, এর মূলে আছে তাঁর লিখিত বিবরণী। তাঁর পরিশ্রম ব্যতিরেকে আমার বিবৃতি এতখানি তথ্য নির্ভর এবং নির্ভুল হত না।

দুই

নেপালী প্রতিনিধি যে দুটি বিরোধী দলের মধ্যে বিতর্ক দেখেছিলেন তারা সম্প্রতিকালে বিস্ময়করভাবে বর্ধিত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে শুরু করেছে।

তাদের একটি দলকে বলা হয় মলিবডেনাম, অন্যটি হল নরদান ম্যাগনেটস অথবা সংক্ষেপে শুধু ম্যাগনেটস। দুটি সংস্থারই প্রধান অফিস স্থাপিত হয়েছে লণ্ডন শহরে। মলিবডেন্সদের কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যে-ব্যক্তি দ্বারা তাঁর নাম জেরুইয়া টমকিনস এবং ম্যাগনেটস সংস্থার প্রধান হলেন ম্যানাসেহ মেরো। দুটি ক্ষেত্রেই প্রাথমিক মতবাদ হল সরল।

মলিবডেন্সরা বিশ্বাস করে যে মানবিক শক্তি ও স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য খাদ্যদ্রব্যে বহুল পরিমাণে মলিবডেনামের উপস্থিতি থাকা প্রয়োজন। তাদের জনপ্রিয় কথাটি হল—তিনি যা ভক্ষণ করেন, তা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য। তিনি যা ভক্ষণ করেন না, ঈশ্বরের কাছে তা থাকে অজানা। পরবর্তীকালে তারা ঐ শব্দাবলীর শেষ অংশটিকে পরিবর্তিত করে বলেছে—তিনি যা ভক্ষণ করেন না, ঈশ্বর সেটা ভক্ষণ করেন না।

এখানে তিনি হলেন এমন মানুষ যিনি মলিবডেনাম খান। এই তথ্যের সমর্থনে তারা একটি গল্প বলে থাকে, যার সত্যতা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ নই।

তাদের গল্পে বলা হয় যে, অস্ট্রেলিয়ার কোন একটি জেলাতে গৃহপালিত পশুর বিরাট একটি দল বিনষ্ট হতে হতে বেঁচে যায়। যদিও তাদের উপযুক্ত চারণ-ভূমি ছিল না, ইউরোপ বা এশিয়া মহাদেশ হলে ঐ প্রাণীদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু মলিবডেনামের কল্যাণে তারা বেঁচে যায়।

কোন কোন বায়োকেমিস্ট এবং চিকিৎসক, যদিও তারা তাদের মহলে বিশেষ সুপরিচিত নন, মন্তব্য করেছেন—মলিবডেনামের খাদ্যপ্রাণ আছে। এই মতবাদকে ঐ তত্ত্বের প্রবক্তারা তাদের মতবাদ সম্পর্কে প্রচার করে থাকে। বর্তমানে এই অতি পরিচিত ধাতুটিকে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা ক্রমহ্রাসমান বলে মলিবডেনামের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধের আশঙ্কা খুব বেশী না থাকায় এই ধাতুটির ব্যবহার আজ পড়তির দিকে।

মলিবডেন্সরা সুখকে সমর্থন করে না। তারা সমস্ত মানুষকে ভাই বলে মানতে চায়। শুধুমাত্র নরদান ম্যাগনেটেরা হল তাদের শত্রু। তবে নরদান ম্যাগনেটদের তারা অস্ত্র দ্বারা পরাভূত করবে না, তাদের পরাস্ত করবে সত্যের বিশুদ্ধ রশ্মির ছাপ।

নরদান ম্যাগনেটরা মানবিক কল্যাণের অন্তর্নিহিত সত্যকে সম্পূর্ণ অন্য মতবাদে স্থাপিত করেছে। তারা বলে—আমরা সবাই হলাম পৃথিবীর সন্তান এবং স্কুলের ছাত্র জানে, এই পৃথিবী হল, একটা বিরাট চুম্বক। আমরা সবাই আমাদের মধ্যে ভাগ করে নেব, কিন্তু আমরা যদি তাঁর কল্যাণকামী শক্তির প্রতি আত্মনিবেদিত না হই তাহলে আমরা হব কালিমালিপ্ত এবং বিভ্রান্ত। তাই আমরা সর্বদা এমনভাবে শয়ন করবো যাতে আমাদের মাথা উত্তর চুম্বক মেরুর দিকে থাকে এবং আমাদের পা দুটি থাকে দক্ষিণ চুম্বক মেরুর দিকে যারা নিয়মিতভাবে এই পদ্ধতিতে শয়ন করবে তারা ধীরে ধীরে দেহের মধ্যে পৃথিবীর চুম্বকশক্তির অংশবিশেষ অনুভব করবে। তারা হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সুখী এবং জ্ঞানী।

এই মতবাদকে নরদান ম্যাগনেটরা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেছে।

দুটি দলের মধ্যেই অন্তঃস্থ এবং বহিঃস্থ বৃত্ত আছে। অন্তঃস্থ বৃত্তের নাম হল অ্যাডেপটস এবং বহিঃস্থ বৃত্তের নাম অ্যাডহেরেনটস। এই দুটি বৃত্ত যদিও একই মতবাদে বিশ্বাস করে কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। মলিবডেন্সরা তৈরী আংটি আঙুলে পরে, নরদান ম্যাগনেটরা চুম্বক দিয়ে তৈরী নালটে গলায় ঝোলায়।

অ্যাডেপটসরা তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছে পবিত্র কাজে, গভীর অধ্যয়ন এবং সমাজ সেবায়! দুটি সংস্থার অ্যাডেপটসরা হল স্বাস্থ্যবান সুখী এবং সৎ।

মাদকদ্রব্য অথবা তামাক তাদের কাছে নিষিদ্ধ।

তারা সন্ধ্যার শেষ প্রহরে শয়ন করে। মলিবডেন্সদের কাছে দীর্ঘতম রাতের প্রয়োজন স্বাস্থ্যবাহী মলিবডেনামকে হজম করে রক্তের স্রোতে মিশিয়ে দেওয়ার জন্যে। নরদান ম্যাগনেটসরা দীর্ঘতম রাতকে বেছে নেয় এই কারণে যাতে অন্ধকারে ঘণ্টাগুলিতে তাদের দেহের ওপর পৃথিবীর চৌম্বকশক্তি পরিপূর্ণ-ভাবে কাজ করতে পারে।

বিশ্বাসকে অন্তরের মধ্যে রেখে অ্যাডপটসরা অবিশ্বাসীদের আচরণে মনোক্ষুণ্ন হয়। তবে একথা সত্যি যে তাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সমস্যা আছে কিন্তু তারা জ্ঞানের সাহায্যে সেইসব সমস্যাকে তুচ্ছ করার অনুভূতি অর্জন করেছে। এক সময়ে মলিবডেন্সদের উগ্র সমর্থকদের মধ্যে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল, মানুষের পবিত্রতার পরিমাপ হবে সে প্রতিদিন যতখানি মলিবডেনাম আত্মস্থ করে তার ওপরে। কোন কোন সময়ে তাদের ত্বক হত ধাতব এবং দেখা যেত যে অতিরিক্ত মলিবডেনাম ভক্ষণের ফলে তাদের নানা ধরণের শারীরিক বিপত্তি দেখা দিয়েছে। প্রবীণরা অনেক উত্তপ্ত বাদানুবাদের পর ঐ মতবাদকে অস্বীকার করেন। কিন্তু ঐ দুঃখজনক ঘটনাটির পরে এমন সমস্যা আর দেখা দেয়নি।

ম্যাগনেটসদের মধ্যে গোঁড়ামির আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের কোন কোন সমর্থক বলতো—যদি পৃথিবীর চৌম্বক রেখার মধ্যে শয়ন করলে শুভবুদ্ধির উদয় হয় তাহলে আমরা বিছানা ছেড়ে উঠবো না। কেননা এর ফলে আমাদের একাগ্রতা ভেঙে যাবে। ওইসব লোকেরা চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় শুয়ে থাকতো, আত্মীয় অথবা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতো না। মলিবডেন্সদের মত এই সংস্কার-টিকেও অনেক বিতর্কের পরে প্রবীণরা বাতিল করে দেন! স্থির হয় যে অসুস্থ না হলে কোন নরদান ম্যাগনেট চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বারো ঘণ্টার বেশী বিছানাতে কাটাতে পারবে না।

এইসব সমস্যাবলীর উদ্ভব হয় প্রাথমিক দিনে। বর্তমানে সমাজ কল্যাণমূলক কর্মধারার দ্রুত সাফল্য এবং স্বাস্থ্য ও শক্তির উত্থান তাদের জীবনকে আনন্দময় করে তুলেছে। অ্যাডপটসরা একটি বিষয়ে এখনো চিন্তিত—মলিবডেনসরা বুঝতে পারে না কেন প্রভিডেন্স (জাতীয় সরকার) নরদান ম্যাগনেটদের বাঁচিয়ে রেখেছে এবং নরদান ম্যাগনেটসরা অনুধাবন করতে পারে না, কেন প্রভিডেনস মলিবডেন্সদের বাড়তে দিচ্ছে। দুটি সংস্থাই মনে করে যে এর পেছনে কোথাও কোন রহস্য আছে। এবং মানুষের চেতনার কোন অঙ্গই তাকে প্রভিডেন্সের মহান নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখায়নি।

তবে তাদের দৃঢ়বিশ্বাস, একদিন না একদিন সত্য উদ্ঘাটিত হবেই। যে দলটি ধারাবাহিক সত্যানুরাগী তারা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করবে।

ইতিমধ্যে অ্যাডপটসদের কর্তব্য হবে উদাহরণ দ্বারা, নীতি দ্বারা, জ্ঞানী শব্দাবলী দ্বারা সেই আলোকে ছড়িয়ে দেওয়া। এই ক্ষেত্রে উভয় দলের সাফল্য হয়েছে অলৌকিক।

প্রাথমিক যুগে অধিবাসীদের মুখ থেকে নির্গত হয়েছে হাস্যকর মন্তব্য।

কেন মলিকডেনাস! তারা প্রথম তুলেছে, স্ট্রনটিয়াম নয় কেন? কেন নয় বেরিয়াম? এই একটি মাত্র মৌলিকের কি অদ্ভুত গৌরব আছে?

বিশ্বাসীরা উত্তর দিয়েছ যে ঐ রহস্যকে প্রকাশ করা যায় না এবং একমাত্র বিশ্বাসীদের কাছে তার প্রকাশ ঘটে।

নরদান ম্যাগনেটসদের কাছে একই জাতীয় সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ প্রথম তুলেছে—দক্ষিণ চুম্বক মেরু নয় কেন? দক্ষিণ গোলার্ধের অধিবাসীরা বার বার জানতে চেয়েছে তারা কেন দক্ষিণ মেরুর দিকে মাথা রেখে শয়ন করবে না? তারা নরদান ম্যাগনেটসদের মুষ্টিযুদ্ধে আহ্বান করেছে, সেখানে প্রমাণিত হবে দক্ষিণ চুম্বক মেরুর শক্তি উত্তরের মতই।

এইসব প্রশ্নকে নরদান ম্যাগনেটসরা শান্তভাবে গ্রহণ করেছে। তারা বলেছে যে ঐ মতবাদে বিশ্বাসীদের কাছে শারীরিক শক্তি অর্জনের জন্য কোন একটি বিশেষ মেরুর প্রতি দুর্বলতা দেখানো অসুচিত। এভাবে তারা সম্পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে সমর্থ হবে না। পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির অংশবিশেষকে আত্মস্থ করতে হলে দুটি মেরুর মধ্যে যোগাযোগ থাকা উচিত। দেহ এবং আত্মার পরিপূর্ণ মিলনে চরম বিশ্বাসীরা অর্জন করবে শ্রেষ্ঠত্ব।

যারা বিশ্বাস করে যে দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুর মতই শক্তিশালী, তারা কি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে, কেন সৃষ্টিকর্তা উত্তর গোলার্ধে বেশী ভূমিখণ্ডের সৃষ্টি করেছেন? এই যুক্তি দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে যে ঐ যুক্তিকে ছেদন করার মত অস্ত্র তাদের হাতে নেই। মলিবডেনসদের মতোই নরদান ম্যাগনেটসরা যুক্তি দ্বারা বিতর্ককে জয় করে নিল।

দুটি মতবাদের সমর্থকরা বিচার দ্বারা বিবেচনা করল যে সত্যের প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা তারা মিথ্যার প্রতি আকর্ষণকে পরাভূত করতে পারবে। সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়ামিকে পরাজিত করতে হলে প্রয়োজন সঠিক পন্থা। যখন এ দুটি মতবাদের বয়স ছিল স্বল্প, তখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য জগতের কোন কোন মনীষী ঐসব সমস্যার জবাব দিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু তাঁরা জনপ্রিয়তার জোয়ারের কাছে শক্তিহীন হয়ে পড়েন, এবং এক সময়ে বৃহত্তর জনসমাজ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দামী খবরের কাগজগুলো, যারা শুধুমাত্র উঁচুস্তরের বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পঠিত হত, যাদের প্রচার সংখ্যা

ছিল সামান্য, তারা উদাসীন ও নিরপেক্ষ থাকে। তারা দুটি সংস্থার কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করত। তাই উচ্চস্তর শিক্ষা-সম্পন্ন মানুষদের কাছে ঐসব ঘটনাবলী অজ্ঞাত থেকে যেত। সম্ভাদরের সংবাদগুলি প্রথমে দুটি দলের তোষামোদ শুরু করে, কিন্তু এটি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় কেননা নরদান ম্যাগনেটসদের সম্পর্কে প্রশংসা-বাক্য বর্ষিত হলে মলিবডেনসরা হিংসায় জ্বলে উঠতো। মলিবডেনসদের কৃতিত্ব সম্পর্কে কোন সংবাদ প্রকাশিত হলে নরদান ম্যাগনেটসরা প্রতিজ্ঞা করতো যে তারা ঐ নিচুস্তরের পত্রিকা ভবিষ্যতে আর পড়বে না।

জনপ্রিয় কাগজগুলিকে তাই কোন একটি বিশেষ মতবাদের সমর্থক হতে হয়। দি ডেইলি লাইট্রেনিং নিল নরদান ম্যাগনেটসদের পথ এবং দি ডেইলি যানভার অবলম্বন করলো মলিবডেনসদের। দিনে দিনে দুটি কাগজই প্রকাশিত হতে থাকল নিজস্ব দলের অলৌকিক বিবরণী এবং বিপক্ষ দলের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হতে থাকল অসংখ্য কটূক্তি। সাংবাদিকসুলভ কুশলতার এই পারস্পরিক বিদ্বেষ এতখানি বেড়ে গেল যে জাতীয় একতা হল ধ্বংস। পরিশেষে আবশ্যক করা হল গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

এই সমস্যা শুধু বৃটেনে সীমাবদ্ধ রইল না। ইউনাইটেড স্টেটস এবং কানাডার মধ্যে বেড়ে গেল ব্যবধান।

তিন

মলিবডেনসদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মলি বিঃ ডীন নামের এক মধ্য বয়সিনী আমেরিকান বিধবা। তাঁর স্বামী ছিলেন প্রভূত বিত্তশালী পুরুষ কিন্তু তাঁর চরিত্রের মধ্যে ছিল কৃপণতা। তিনি পৈত্রিক সূত্রে এবং চাতুরীপূর্ণ বিনিয়োগের মাধ্যমে কলোরাডোতে বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হন। তাঁর স্ত্রী যাকে তিনি তাঁর অসাধারণ ভাগ্যের সবটুকু দিয়ে যান, তিনি হলেন এমন একজন মহিলা যাঁরা আজন্ম বিধবা। এই ধরণের মেয়েদের যারা বিবাহ করে তারা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হতে পারে না। মিস্টার ডীন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে দেহত্যাগ করেন। মলি যদিও তার দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে চান না, তাই মলিবডেনামের গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে করতে তিনি বলেন—এই পরম উপকারি ধাতুর কথা কি আমার প্রিয় স্বামী জোহাথ হাফাট জানতে পারছে? যে এখন আছে ঐ বিরাট পর্দার ওপারে। মিসেস মলি বিডীন, যিনি স্বামীকে হারাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরাট ভূসম্পত্তির মালিকানা অর্জন করেন, তিনি

হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে সমস্ত পৃথিবীর মলিবডেনাম খনির দশভাগের ন'ভাগ তাঁর অধিকারে আছে। তিনি ঐ খনিজ পদার্থের নামের সঙ্গে নিজের নামের সাদৃশ্য আবিষ্কার করে বিস্মিত হলেন। তাঁর মনে হল, এই সাদৃশ্য কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এ হল পরম শক্তিমান দেবতার কাজ। এখন থেকে তাঁর গৌরবজনক কাজ হবে নিজের নামকে, নতুন বিশ্বাসবোধকে উদ্বুদ্ধ করা! যে বোধটি হবে পূর্ববর্তী সবকটি মতবাদের চেয়ে পবিত্র এবং তাঁর নিজের কাজে লাভজনক।

এই নতুন মতবাদের সমর্থকদের মলিবডেনাম আত্মস্থ করার শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তাঁর নামের অনুসরণে তাদের নামাকরণ হবে মলিবডেনস। সৃজনীমূলক এই চিন্তা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং অনতিবিলম্বে ধার্মিক ও বাণিজ্যিক পদযুগলের ওপর ভার দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। তিনি এক কোম্পানি স্থাপন করেন যার নাম দেওয়া হয় অ্যামাল গামেটেড মেটালস। এই কোম্পানির সমস্ত অধিকার তাঁর হাতের মধ্যে রাখা হয়, যদিও এখানে তার নাম উল্লেখিত হয় নি। একই সময়ে তিনি তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারাকে জেরুইয়া টমকিনসের মনে অনুপ্রবিষ্ট করান। বয়সে ঐ ভদ্রলোক তাঁর চেয়ে কিছু ছোট এবং ব্যাপটিস্ট ধর্মযাজক হিসেবে বিরাট খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু গোঁড়ামি থেকে সামান্য বিচ্যুতির ফলে কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হয়েছেন। মলির শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব বোধে তিনি সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। তিনি মলির স্বর্গীয় উপলব্ধি প্রতিটি শব্দকে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করে ঐ মৌলিক মতবাদকে মানব সমাজের নবজাগরণের জন্যে ছড়িয়ে দিতে স্থির করলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষার মতই বিরাট ছিল তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা।

মলি দ্বিধাহীন ভাবে তাঁর মনে মলিবডেনসদের পবিত্র ভ্রাতৃত্বের কার্যাবলী অর্জন করেন।

নরদান ম্যাগনেটরা তাদের সৃষ্টির জন্যে ঋণী যাঁর কাছে তাঁর নাম স্যার ম্যাগনাস নর্থ, যদিও এই সত্য তাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হয়নি। স্যার ম্যাগনেটস ছিলেন ক্যানাডার জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব এবং তিনি শূন্য উত্তর পশ্চিমের বিরাট প্রান্তরের মালিক ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঐ অঞ্চলে খনিজসম্পদ লুকিয়ে আছে। তিনি উত্তর-পশ্চিমকে মানচিত্রে স্থান দিতে চাইলেন।

তাঁর নির্দেশে বিশিষ্ট ভূপদার্থবিদরা চুম্বক মেরুর সঠিক উপস্থিতি অন্বেষণে আত্মনিবেশ করল। যেমন তিনি আশা করেছিলেন, দেখা গেল যে উত্তর চুম্বক মেরুর অবস্থান হল তাঁর ভূমিখণ্ডের কেন্দ্রে। তিনি আরও আবিষ্কার

করলেন অথবা তার দ্বারা নিযুক্ত বিজ্ঞানীরা অন্বেষণের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন চুম্বক মেরুর কাছে আছে একটি আগ্নেয় পর্বত। আগ্নেয় প্রভাবে অথবা তেজস্ক্রিয়তার ফলে চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের মাটি সদা উষ্ণ। তুষার জমতে পারে না এবং সেখানে আছে এমন একটি হ্রদ যেখানে শীতের দিনে জল জমে বরফ হয় না।

এইসব তথ্য সংগ্রহ করে তিনি এক বিরাট অভিযানে মন দিলেন। নৃতত্ত্ব-বিদ্যার এক অধ্যাপকের সহায়তায় তিনি এস্কিমো ও নরদার্ন ইনডিয়ানদের সুপ্রাচীন বিশ্বাসের পটভূমিকায় নতুন মতবাদের জন্ম দিলেন। যেটি পরে নরদার্ন ম্যাগনেটস নামে পরিচিত হয়। কিন্তু ঐ নৃতত্ত্ববিদ কর্তৃক সাবধান হয়ে এবং খেয়োর বাজারের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি অনুভব করলেন, মানুষ শুধুমাত্র যুক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। যুক্তির তার্কিক মন নিয়ে তিনি তার মতবাদকে অনড় প্রমাণ করতে মানুষের হৃদয়ে কোমলতর আবেগকে আক্রমণ করার উপযুক্ত চাবির সন্ধান করলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁর পক্ষে ঐ নতুন মতবাদকে প্রচার করা সম্ভব হবে না। সেই প্রচার হবে একাধারে শক্তিশালী এবং রহস্যময়, মানুষের হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে হাতছানি দেবে। এর জন্যে প্রয়োজন এমন একজন মানুষ যিনি পুরুষ ও নারীর অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করে সুখ অন্বেষক হবেন, কিন্তু অকর্মণ্য হবেন না।

এমন একজন মানুষকে খুঁজে বের করার কঠিনতম কাজটি তিনি অর্জন করলেন ঐ নৃতত্ত্ববিদের হাতে। ঐ ভদ্রলোক লস এঞ্জেল এবং শিকাগোতে বিভিন্ন মতবাদের প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে নতুন মতবাদের প্রয়োজন আছে। স্যার ম্যাগনাসের নির্দেশ অনুসারে তিনি তা ব্যক্ত করেননি। অবশেষে তিনি তিন জনের ক্ষুদ্র তালিকা প্রস্তুত করে স্যার ম্যাগনাসের হাতে অর্পণ করলেন তাঁর চূড়ান্ত মতবাদের জন্যে।

এই তিনজনের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যাকে স্যার ম্যাগনাস মনে করলেন অসাধারণ। তিনি হলেন উইনিপেগ অঞ্চলের এক মহিলা। তার মধ্যে নতুন কিছু করার বাসনা প্রবল। তাঁর ভঙ্গিমা হল রাজকীয়, উচ্চতা হল ছ-ফুট চার ইঞ্চি, দেহের অন্যান্য আকৃতিও সমানুপাতিক। তাকে যাঁরা দেখেছে তারা অনেকে তাকে ভেবেছে স্টাচু অফ লিবার্টির প্রতীক কিন্তু তিনি ছিলেন আরও পবিত্র। একটিমাত্র বিষয় তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করে, সেটি হল তাঁর নাম। তিনি হলেন অ্যামেলিয়া স্কেগস। স্যার ম্যাগনাস যখন তাঁর মতবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকেন তখন তিনি এই ভেবে ব্যথা পান যে ঐ মতবাদে বিশ্বাসীদের স্কেগেনডম অথবা স্কেগিয়ানিটি নামে

অভিহিত করা হবে। তাঁর মনে পড়লো মাগলটোনিয়ানদের দুর্ভাগ্যের কথা। মাগলটনের মতো বিদঘুটে নামটি ছাড়া আর সবকিছু ছিল তাদের দখলে।

ঐ সমস্যা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্যে বিমূঢ় করে রাখে। অবশেষে তিনি এক বিস্ময়কর সমাধানে উপনীত হন। যখন তিনি সেটি আবিষ্কার করেন তখন তিনি মনস্থ করেন যে রাজকীয় অ্যামোনিয়ার কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানাবেন।

—মিস স্টেগস, তিনি বলেন, আপনার প্রতিভার বিচ্ছুরণ অবলোকন করে আমার মনে হয়েছে যে আপনি নির্দেশের কথা জানেন। ঈশ্বর আপনাকে মানবজাতির মঙ্গলসাধন করতে এখানে পাঠিয়েছেন। এই কাজে শুধু যে আপনার শরীর আপনাকে সাহায্য করবে তাই নয়, আপনার আত্মার মহত্ব আপনাকে দেবে অনুপ্রেরণা। আপনি কি জানেন যে আপনার এক উদ্দেশ্য আছে? সেই মহৎ মতবাদকে জানতে না পারলে আপনি আপনার উদ্দেশ্যকে অনুভব করতে পারবেন না। প্রভিডেন্সের নির্দেশে আমি আপনাকে আকাশচুম্বী আত্মিক সোপানাবলীর পথ দেখাবো, যে পথে হাঁটবার জন্যে আপনি ভাগ্য কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

তারপর তিনি অ্যামেলিয়াকে নরদার্ন ম্যাগনেটসদের নীতিগুলি বুঝিয়ে দিলেন।

তাঁর কথা শুনে অ্যামেলিয়ার মন আত্মিক বহ্নিতে উজ্জীবিত হল। তাঁর মনে এতটুকু দ্বিধা রইল না। এই হল সেই ধর্ম যার জন্যে তিনি ছিলেন তৃষিতা। এই হল সেই সুখী সত্য যা কানাডাকে করবে পবিত্রভূমি এবং চৌম্বক শিহরণ-এর মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত বিশ্বাসীদের মহান-তীর্থে নিয়ে যাবে।

স্যার ম্যাগনাসের মনে আরও একটি দ্বিধা ছিল। তিনি বললেন—যে নাম নিয়ে আপনি পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছিলেন, সেই নামটিকে এবার ভুলে যেতে হবে। আপনাকে এমন একটি নাম নিতে হবে, যার প্রতিটি অক্ষর হবে আপনার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতিধ্বনি। তাই আজ থেকে আপনি পৃথিবীর সমস্ত জাতির মানুষের কাছে এক নতুন ও সুমহান নামে পরিচিতা হবেন। আপনাকে ডাকা হবে আউরোরা বোহরা বলে।

অ্যামেলিয়ার মনে রহস্যময় অনুভব এসে পৌঁছলো! যখন তিনি স্যার ম্যাগনাসের সান্নিধ্য হারালেন, সেই মুহূর্ত থেকে সফল হল তাঁদের যৌথ প্রয়াস কিন্তু স্যার ম্যাগনাসের নির্দেশ অনুসারে তিনি তাঁকে রাখলেন নেপথ্যে।

সমস্ত পরিধির মধ্যে পরিচিতা ও সফল হতে আউরোরা বোহরার বেশী সময়

লাগলো না! মানাশে মেরো নামের এক অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের সহায়তা লাভ করার মত সৌভাগ্য তাঁর ছিল। ঐ ভদ্রলোক নিজের চরিত্রের অসম্পূর্ণতার প্রতি অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর হৃদয়ে ধার্মিক গুণাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটেনি। যদিও তাঁর পবিত্র মায়ের প্রভাব তাঁর চরিত্রে রেখাপাত করাটাই ছিল স্বাভাবিক।

এই অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করার জন্যে তিনি আউরোরা বোহরার সাহায্য নিলেন। এই ভদ্রমহিলার প্রতি তাঁর চিত্তে অনুভূত হলো অলৌকিক অসাধারণ বোধ। যদি কেউ প্রশ্ন করতো যে তিনি কি আউরোরাকে ভালবাসেন, তাহলে তাঁর চিত্ত অব্যক্ত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হত। এ-ঠিক ভালবাসা নয়, এটা হল এক অদ্ভুত শ্রদ্ধাবোধ। তিনি আউরোরার পদমূলে অর্পণ করলেন বাস্তব সম্পর্কে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা। বিনিময়ে চেয়েছিলেন আউরোরার অনির্বচনীয় অনুভূতি যার মাধ্যমে ঐ মহতী মহিলা বিপুল সংখ্যক নর-নারীকে প্রভাবিত করবেন।

চার

নরদান ম্যাগনেটসদের সফলতার প্রাথমিক ঘটনাবলীর মধ্যে প্রধানতম হল, চুম্বক মেরুতে বিরাট বৃত্তাকার স্যানাটোরিয়াম স্থাপন করা। এই আবাসগৃহের নামকরণ করা হল—ম্যাগনেটিক হোম। এখানকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রতিটি শয্যা উত্তর মেরুর দিকে মুখ করে রাখা হল। তাদের অপরদিকটি রইল দক্ষিণ চুম্বক মেরুর দিকে। স্যানাটোরিয়ামের এই জাতীয় অবস্থিতির জন্যে এখানে পার্থিব চৌম্বক শক্তির প্রভাব হল সর্বাধিক। অ্যাডহেরেনটসদের অধিকাংশ মানুষ সাধারণ নির্দেশ মান্য করে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ তাদের উপলব্ধি প্রাথমিক মাসে অবিশ্বাসের দিনগুলির প্রভাবস্বরূপ আঁকড়ে ধরে নিরপেক্ষ মনোভাব। এই জাতীয় অশান্ত হৃদয়ের যথার্থ অবিশ্বাসীদের আনা হত পোলার স্যানাটোরিয়ামে। আরামপ্রদ আকাশযান তাদের বহন করে নিয়ে আসতো রমণীয় ঐ আবাসে। বিশ্বাসীদের কাছে মদ এবং তামাক নিষিদ্ধ হলেও স্বাস্থ্যের কারণে এখানে ও দুটির প্রচলন ছিল।

প্রথম দিকে স্যানাটোরিয়ামে যেসব বিক্ষুব্ধ-চিত্তের মানুষ এসে উপস্থিত হয় তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল জেডিডিয়া জেলিফি। যে হ্যারিয়েট হেমলক নামের এক অনন্যা রূপবতী মহিলা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে মানসিক বিকৃতির সীমান্তে উপনীত হয়েছিল। আউরোরা বোহরার চৌম্বকত্ব তাকে

সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তোলে। এই কারণে সে আনন্দে অভিভূত হয়ে তার মুক্তিকে কালজয়ী পংক্তিদ্বারা অভিনন্দিত করে। পরবর্তীকালে ঐ কবিতাটি হয়েছিল নরদার্ন ম্যাগনেটস পদযাত্রীদের উদাত্ত সঙ্গীত। যেটি নেপালী প্রতিনিধির শ্রবণশক্তিকে স্তব্ধ করে দেয়।

চুম্বকমেরুর সঠিক অবস্থিতি ছিল ঐ স্যানাটোরিয়ামের কেন্দ্রস্থ এক বৃত্তাকার অংশে। ওখানে পোঁতা ছিল একটি নিশানদণ্ড। সেখানে সর্বদাই উদ্বেলিত হত নরদার্ন ম্যাগনেটসদের পতাকা, যাতে আঁকা আছে আউরোরা বোহরার মুখ এবং যেখানে দৃশ্যমান উৎসারিতা আউরোরা বোরালিসের ঝর্ণাধারা। কিন্তু প্রতিদিন একবার করে যখন বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াত অবিশ্বাসীরা তখন ঐ পতাকাকে স্থানান্তরিত করে হাজির হতেন প্রস্ফুটিত কালো পোষাক পরিহিতা স্বর্গীয় মহিলাটি। তিনি উদ্ভূত জ্ঞানের ভাষণ দ্বারা সকলকে চমকিত করে দিতেন। তাঁর মাথার ওপর স্থাপিত হত একটি শ্রবণযন্ত্র। তার মধ্যে আটটি ছিল সোজাসুজি, যথাক্রমে উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমের দিকে। এইগুলি ছিল রৌপ্য নির্মিত। কিন্তু ওখানে ছিল আরো একটি শ্রবণযন্ত্র. এটি নির্মিত হয়েছিল বিশুদ্ধ স্বর্ণ দিয়ে। এটি আকাশের দিকে মুখ তুলে থাকতো যাতে তাঁর কণ্ঠস্বর পৃথিবীর সাথে সাথে স্বর্গ থেকেও শ্রুত হয়।

তিনি এসে দাঁড়াতেন অদৃশ্য এক মঞ্চে। সেই চলমান মঞ্চটিকে ধীর গতিতে আবর্তিত করা হত বৃত্তাকার কক্ষে। আর দেওয়ালে থাকত ঈষৎ স্বচ্ছ কাঁচ এবং তিনি তাঁর বিরাট দুটি চোখকে কখনও বিদীর্ণ করে দিতেন, কখনো করতেন আবেগময়, কখনো সেখানে বিচ্ছুরিত হত রহস্য। যখন তিনি চৌম্বক ধারার বর্ণনা দিতেন তখন তাঁর সমস্ত দেহটি মৃদুমন্দ আলোড়িত হত। তাঁর কণ্ঠস্বর, যার কোন তুলনা পার্থিব পৃথিবীতে নেই, তাঁর মধ্যে চলমান পার্বত্য ঝঞ্ঝা এবং অশান্ত সামুদ্রিক ঝড়ের অনন্ত সহবাস লক্ষ্য করা যেত।

—ম্যাগনেটিজমের প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ—তিনি হয়তো বলতেন—আমি আমাদের পবিত্র বিশ্বাসের কথা আপনাদের কাছে বলতে এসে নিজেকে সৌভাগ্য-বতী বলে মনে করছি। যে অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা আমি উদ্ভূত যেটা আপনাদের মধ্যে পরিপ্লাবিত করে দেবার আনন্দে আমি গৌরবান্বিত। আমাদের চুম্বকময় বসুমা তার শক্তি ও শান্তি প্রবাহিত হচ্ছে আমার মধ্যে। তাঁর বহ্নি চলমান আমার শিরায়, তাঁর অসীম নীরবতা বাস করে আমার চিন্তায়। হে আমার প্রিয়তম শ্রোতাগণ, আমার স্থির বিশ্বাস, এই দুটি বোধ আপনাদের মধ্যে প্রবাহিত হবে, হয়তো তার সম্পূর্ণতা কিয়দংশে হ্রাস পাবে।

আপনাদের জীবন কি সমস্যাসংকুল এবং অশান্ত। আপনারা কি মনে করেন

যে পূর্ববর্তী সময়ে আপনার স্বামী অথবা স্ত্রীর কাছ থেকে যে অনির্বচনীয় ভালবাসা পেয়েছিলেন, বর্তমানে সেটা কমে গেছে! আপনাদের বাণিজ্য কি আগের মতো উন্নতি করতে পারছে না? যতখানি শ্রদ্ধা আপনাদের প্রাপ্য আপনাদের প্রতিবেশীরা কি ততখানি শ্রদ্ধা প্রদানে অনিচ্ছুক?

হতাশ হবেন না। প্রিয় বন্ধুগণ, আমাদের মহান বসুমাতার হাত দুখানি আপনাকে রক্ষা করবে। আপনাদের দুঃখকে ক্ষণকালের জন্যে মেনে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করুন। সমস্ত সমস্যাকে প্রকাশ করুন। চৌম্বক শক্তির প্রবাহ আসুক আপনাদের দেহে। যে ভালবাসা শক্তি এবং আনন্দকে আমি উপলব্ধি করছি আপনারাও তার অংশীদার হন!

শ্রোতাগণের মধ্যে বিভিন্নমুখী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর অলৌকিকত্ব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। হতাশ মানুষ হতেন সাবধানী, নিরাশ্রয় মানুষের মনে আসতো প্রশান্তি এবং আউরোরার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করে তাঁরা পারস্পরিক একতাতে আবদ্ধ হতে চাইতেন।

মলিবডেন্সদেরও বিনোদন প্রাসাদ ছিল। এটি ছিল কলোরাডোর এ্যাকমে আলপের শীর্ষে। এটি হল দশ হাজার ফুট উঁচু এক পর্বত শিখর যা বছরের আটমাস আবৃত থাকে তুষারে কিন্তু বাকী চার মাস স্বর্গীয় রূপ ধারণ করে পার্বত্য পুষ্পের অনুপম সৌন্দর্যে।

ঐ প্রাসাদ থেকে পথ চলে গেছে চতুর্দিকে। চলে গেছে পর্বতে, উপত্যকায়, অরণ্যে, ঝরণায়। অদূরে দৃশ্যমান লাল কলোরাডো নদী। এটি শুধুমাত্র মলিবডেনের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এ্যাকমে আলপ ছিল তাঁর অধিকৃত মলিবডেনাম অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত। সমস্ত অঞ্চলের এই বিনোদন প্রাসাদটিকে বলা হত এ্যাকমে স্যানাটোরিয়াম। উঁচু পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে উঠতে হলে হেলিকপটার ছিল অপরিহার্য। অতিথিদের বিমানে করে আনা হতো স্টেভনভাতে এবং সেখান থেকে তাদের বহন করা হত আরামপ্রদ আকাশযানে। এইসব আকাশযানদের সর্বদা প্রস্তুত করে রাখা হোত।

ম্যাগনেট স্যানাটোরিয়ামের তুলনায় এ্যাকমে স্যানাটোরিয়াম কোন অংশে কম আরামপ্রদ ছিল না। যদিও একথা সত্যি যে, নবাগতরা তাদের দৈনন্দিন আহার্যের তালিকায় অজ্ঞাত খাদ্যের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হত। তারা হয়ত দেখতো, তাদের প্রথম দিনের নৈশভোজে সরবরাহ করা হয়েছে মলিডাসিয়াস *মুলিগাটাওয়ানি, মলিব পলিপ,* মলিব-ডেনাইজড মারটেস এবং মলিক্যুয়ান *মেরিনগুয়ান অথবা অন্য কিছু। কেননা মলিবডেন সর্বদা সতর্ক ছিলেন যাতে* একঘেয়েমী কাটানো যায়। তাই প্রতিদিন তিনি মলিবডেনাম দ্বারা প্রস্তুত

ভিন্ন ভিন্ন আহার্যের ব্যবস্থা করতেন। বলা যেতে পারে ঐ ধাতুটিকে বিভিন্ন মুখোশ পরানো হত।

মলিবডেন যে পরিবেশ সৃষ্টি করেন তার সঙ্গে আউয়োরা বোহ্‌রার অনেক বৈসাদৃশ্য ছিল। আউয়োরা বোহ্‌রা বিশ্বাস করতেন ধরিত্রীর রহস্যময় শক্তিতে এবং সেই শক্তিকে উপলব্ধি করার মতবাদ প্রচার করতেন। অপরদিকে, মলিবডেন প্রতিটি মানুষকে নিজস্ব শক্তির প্রকাশ ঘটাতে আবেদন করতেন, তার সেই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি যার মাধ্যমে সে ভাগ্যকে জয় করতে পারবে। বাইরের সাহায্যকে তিনি মেনে নিতে পারতেন না।

প্রতিদিন সান্ধ্য আহারের সময় স্যানাটোরিয়ামের অতিথিরা তাঁর বেতার ভাষণ শুনতো। সেই ভাষণে তিনি প্রতি নরনারীর কাছে, এমনকি শিশুর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে তাদের ইচ্ছাশক্তির ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করতেন। কেননা এই ইচ্ছাশক্তিই হল আমাদের সর্বশেষ অবলম্বন। তিনি এইভাবে মানুষের হৃদয়ের সুপ্তবোধের উন্মেষ ঘটাতেন।

—তোমরা কি কখনও, তিনি হয়তো বলতেন—সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে চাও না ? মনে হয় কি, ভীষণ অবসাদ ! প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি নিয়ে তোমাদের দিন শুরু হয় ! চড়ে বসো তোমাদের যান্ত্রিক ঘোড়ার পিঠে এবং স্বাস্থ্য আহরণকারী ঐ কাজের পর তোমরা শারীরিক ব্যায়ামে মন দাও। তোমাদের কোমর সোজা রেখে হাত দিয়ে পায়ের পাতা স্পর্শ কর নিরানব্বই বার। এরপর গলিত তুষারজলে স্নান করতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। স্নান শেষ হলে তোমরা আড়ম্বরবিহীন প্রাতঃরাশে মনঃসংযোগ কর। এই প্রাতঃরাশ যেন তোমাদের খিদে মেটায়, শক্তি দেয়, সারাদিনের যেকোন কাজের জন্য তোমাদের প্রস্তুত করে।

তোমাদের খাদ্য কি শুধু প্রাণহীন সমাহার ? তা কেন হবে ? প্রাতঃরাশ পূর্ব ব্যায়াম দ্বারা অর্জিত শক্তির এক অংশকে মিশিয়ে দাও। তোমাদের বিনিয়োগ কি আর্থিক ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে ? এতে শঙ্কিত হয়ো না, যান্ত্রিক অশ্ব হতে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা তোমরা তাকে অতিক্রম করতে পারবে। তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এমন এক নতুন বিনিয়োগ পন্থা আবিষ্কার করতে পারবে যার ভবিষ্যৎ সাফল্য অবিসংবাদিত।

যদি পাপ চিন্তায় আচ্ছন্ন হয় মন, যে এই পবিত্র প্রাসাদেও অনুপ্রবেশ করে তাহলে কি তোমরা বেশীক্ষণ নিদ্রামগ্ন থাকবে ? তোমরা কি মলিবডেন বিহীন মারটনে আত্মনিবেশ করবে ? তোমরা কি কখনও শয়তানের দ্বারা আবর্তিত হও না ? তাহলে এই প্রাসাদের কেন্দ্রকে দশবার আবর্তন করো। এবং পবিত্র পুস্তকের প্রতি মনোনিবেশ করো।

যখনই তোমরা মলিবডেনাম, দা কিয়োর ফর মরবিড মণ্ডিংস নামক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবে তখন তোমাদের চোখ স্বাস্থ্য বর্ধনকারী পাঠক্রমে আকর্ষিত হবে। এবং তোমরা তোমাদের জীবনশক্তি দ্বারা এইসব ভাষণ চিন্তা হতে মুক্তি পাবে।

সর্বোপরি একথা মনে রেখো···শুধুমাত্র ধ্যানের দ্বারা উন্নতি সম্ভব নয়, তার জন্যে প্রয়োজন কর্ম, সুঠাম কর্ম, স্বাস্থ্যপ্রদানকারী কর্ম, শক্তি বর্দ্ধনকারী কর্ম! যখন শয়তানের আস্ফালনে তোমরা হবে ভীত তখন কর্মে আত্মনিবেশ কোরো এবং কি ধরণের কর্তব্য তার সন্ধান পাবে পবিত্র খণ্ড—মলিবডেনামের পবিত্র নামে উৎসর্গ কর। কর্তব্যে!

পাঁচ

মলিবডেন এবং আউরোরা বোহরা তাঁদের বিনোদন প্রাসাদ দুটির বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা উপস্থাপিত করেন দুই ম্যানেজারের হাতে। তাঁরা হলেন যথাক্রমে মিঃ টমকিনস এবং মিঃ মোরো। উভয়েই স্থির জানতেন যে, যে মতবাদের হয়ে তিনি কাজ করছেন, সেই মতাবলম্বীদের প্রধান উদ্দেশ্য হল অন্য মতবাদের সমর্থক-দের ঘৃণা করা। তাঁরা মনে করতেন, তাঁদের মতবাদই সার্বভৌম। প্রতিক্ষণে প্রতিপক্ষের বিনাশ কামনা করতেন। তাই তাঁরা প্রত্যেকে বেডরুম এবং পাবলিক রুমে ডিকটোফোন রাখতেন যার মাধ্যমে তাঁর অতিথিদের সঙ্গে সংলাপ চালাতে পারতেন।

এত স্বাধীনতা সত্বেও, আমন্ত্রণী পরিষদের সযত্ন প্রয়াস সত্বেও কিছু কিছু সন্দিগ্ধ মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটতো।

এ্যাকমে আলপের সমস্ত অতৃপ্তির কারণ অন্বেষণ করতেন চতুর গোপন সংস্থার প্রধান মিঃ ওয়োনোর। ম্যানেজমেণ্টের কাছে মিঃ ওয়োনোর ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে স্যানাটোরিয়াম অন্বেষণ করেছে। ব্যবস্থাপক সমিতি উপলব্ধি করেছে যে তিনি হলেন এক সফল ব্যবসায়ী কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবিবেচক। তিনি হয়তো বলতেন—আমি দুটি মতের গুণাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছি, এবং দেখছি যে উভয়পক্ষের যুক্তি এইরকম। এই অবস্থায় আমি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো?

এই অবস্থায় তাঁর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তিনি মলিবডেন্সদের কাছে এসে শান্তি পাবার চেষ্টা করেন এবং বাহ্যিকভাবে শান্তি পান। কিন্তু যদিও তাঁর অবস্থার উন্নতি হতে থাকে, সম্পূর্ণ আরোগ্য তখনও আসেনি এবং

সিদ্ধান্ত করা হয় যে কিছুদিনের জন্ত এ্যাকমে আলপের সাহায্য নেবেন। কর্তৃপক্ষের সমর্থনে তিনি সম্মত হলেন। বাণিজ্যিক ব্যাপারগুলি সেই সময়ের জন্তে অধঃস্তনদেন হাতে অর্পণ করে তিনি অবসরের গৃহে স্থান নিলেন।

কিন্তু কোন কোন সময় তাঁর মন্তব্যকে মেনে নেওয়া সম্ভব হত না। যেমন নৈশ আহারের শেষে কথা বলতে বলতে তিনি হয়তো বলতেন—তোমরা জান মলিবডেনসদের জন্মে মলিবডেনাম কি আশ্চর্য কাজ করেছে। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে আমার প্রশ্ন আছে। পবিত্র পুস্তকে আমি তার কোন উত্তর পাইনি! যেহেতু মলিবডেনামের অবস্থিতি মূলতঃ কলোরাডোতে কেন্দ্রীভূত তাই এই রাজ্যের অধিবাসীরা মনে করতে পারে যে তারা অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দাদের থেকে বেশীমাত্রায় মলিবডেনাম ভোজন করে। কিন্তু আমি এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের শরীরের মাপ নিয়ে দেখেছি বিভিন্ন প্রদেশীয়দের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ নেই। এই বিষয়টি, আমি স্বীকার করি, আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আরেকটি বিষয়ে আমি চিন্তিত। আমি আমার পরিচিত এক চিকিৎসককে অনুরোধ করেছিলাম তিনি যে এক সৎ মলিবডেন-এর দেহে প্রবেশ করা এবং নির্গত হওয়া মলিবডেনামকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেন, যে আমাদের পবিত্রগ্রন্থ বর্ণিত নির্দেশানুসারে মলিবডেনাম ভক্ষণ করছে। তাঁকে আরও অনুরোধ করা হয়, একজন সাধারণ নাগরিকের দেহে তাই পরীক্ষা চালাতে।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে এক স্বাস্থ্যবান মলিবডেনের দেহে যতখানি মলিবডেনাম আছে তার পরিমাণ সাধারণ খাদ্যের মানুষের দেহে সঞ্চিত মলিবডেনামের সমান। আমার মনে হয় এইসব সমস্যার উত্তর থাকা উচিত। কিন্তু আমি এখনও সেই উত্তর পাই নি। মিঃ টমকিনসের মত ব্যস্ত লোককে এমন করে বিব্রত করতে চাই না। তোমরা কি কেউ উত্তর দিতে পারো?

দেখা গেল যে এ্যাকমেতে তিনি অনেকের কাছে এই জাতীয় উক্তি করে চলেছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকাতে অবশেষে তাঁকে সুস্থ করে গৃহে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল।

ম্যাগনেটিক হোমে একই জাতীয় সমস্যা দেখা দিল। জনৈক মিঃ থরনি, যিনি নাকি এসেছেন এক অজ্ঞাত জগৎ থেকে, তিনি তাঁর পরিভ্রমণ জনিত ক্লান্তি দূর করতে ওখানে আশ্রয় নেন। নরদার্ন ম্যাগনেটসদের দ্বারা উপস্থাপিত জীবন শক্তিকে হতাশ ও দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে গ্রহণ করেন।

তিনি পরিণত হলেন এক উগ্র সমর্থকে এবং তাঁর বিশ্বাসী বন্ধুরা তাঁকে

উন্নতির পথে নিয়ে চললো কিন্তু এই উন্নয়নের গতি ছিল মন্থর এবং তাঁর অনুরাগ যখন ক্রমশঃ কমে আসছে তখন কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় স্থির হল যে চুম্বক মেরুতে ভ্রমণ না করলে তিনি সুস্থ হবেন না। তাঁকে পাঠানো হল এ্যাকমে আলপে যেখানে ডিকটোফোনের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের মনের ভাব জেনে নেওয়া হয়।

জানা গেল যে মিঃ থরনির সংলাপে তাঁর বিদ্রোহী মননের প্রতিফলন ঘটেনি, কিন্তু তিনি যে মনে মনে বিব্রত হয়েছেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। সন্দেহ করা হল যে আউরোরা বোহোরার প্রতি তাঁর সার্বিক শ্রদ্ধা নেই। কেননা তিনি কখনো তাঁর বক্তব্যের প্রতি অনুরক্ত হননি।

তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছো, তিনি কোন প্রতিবেশীকে বলতেন, আউরোরা প্রকৃত পক্ষে কে?

না, প্রতিবেশী হয়তো ঈষৎ ব্যথিত চিত্তে জবাব দিত, আমি মনে করি না যে এই প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের আছে।

মিঃ থরনি হয়তো বলতেন—যাইহোক, প্রকৃতপক্ষে তিনি রক্ত মাংসের পার্থিব মহিলা মাত্র। আমার দীর্ঘ ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে তার মধ্যে অলৌকিকত্ব নেই। আমার মনে হয় তার প্রকৃত উচ্চতা ছ'ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি থেকে ছ'ফুট সাড়ে চার ইঞ্চির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারছি না এই কারণে যে আমরা তাঁকে প্রতিসারক কাঁচের মধ্যে দেখি। তবে আমার স্থির বিশ্বাস তিনি হলেন সুঠাম দেহের রমণী।

দেবীর প্রতিমূর্তির প্রতি এই জাতীয় উক্তি অশোভন, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, ব্যথা পেলেও অনেকে মিঃ থরনির মতবাদকে সমর্থন করতো। তার ফলে মহতী রমণীর অপার্থিব ক্ষমতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ক্রমশঃ কমতে থাকে। যে মাটিতে তিনি অশ্রদ্ধার বীজকে দ্রুত বাড়াতে পারতেন সেখানে ঘটতো তাঁর চরম প্রকাশ। তিনি হয়তো বলতেন—তোমরা জানো, চৌম্বক তথ্যের স্বপক্ষে তেমন কোন যুক্তি নেই। কেননা তিব্বতের এক অনতিক্রমনীয় উপত্যকায় আছে এমন একটি অঞ্চল যেটি উত্তর চুম্বক মেরুর দিকে তাকানো। কিন্তু ঐ উপত্যকাটি এত সরু যে মানুষ ওখানে যেতে পারে না। ওখানে হীরক খনি আছে। ওখানকার অধিবাসীরা উত্তর দিকে মাথা রেখে শয়ন করতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ দক্ষিণে মাথা রাখে। হয়তো অনেকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল, উত্তর দিকে শুয়ে থাকা লোকেদের শক্তি দক্ষিণের মানুষদের শক্তির চেয়ে বেশী।

আমি আমার জীবনের অনেকগুলি মূল্যবান বছর ওদের মধ্যে অতিবাহিত

করে দীর্ঘ অনুসরণের দ্বারা এই জ্ঞান অর্জন করেছি যে এ বিশ্বাস ভিত্তিহীন। আমার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমার মনে কোন দ্বিধা নেই, কিন্তু আমার সন্দেহ হল তোমরা হয়তো আমার কথার গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারছো না। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আমার এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারো তাহলে আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

যখন ভিকটোফোনের মাধ্যমে মিঃ থরনির সংলাপ শ্রুত হল তখন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করলেন যে সত্য অন্বেষণের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে আর উৎসাহ দেওয়া অনুচিত। তাই তাকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে সুস্থ করে বাড়ী পাঠানো হলো এবং ঐসব প্রতিবাদী প্রশ্নাবলী হতে বিরত থাকতে অনুরোধ করা হল।

ছয়

এই জাতীয় সামান্য সমস্যাগুলি থাকা সত্ত্বেও প্রগতির গতি ছিল বিস্ময়কর। বুদ্ধিজীবীরা ছাড়া স্ক্যানডিনেভিয়ার অধিবাসীরা নরদার্ন ম্যাগনেটসদের সমর্থন করলো। আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের মানুষ এগিয়ে এলো এই মতবাদের স্বপক্ষে এবং তাদের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন, কালের আবর্তনে চৌম্বকমেরু হবে তাদের দেশে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মলিবডেনসদের প্রাধান্য দেখা যায়। ইওথা রাজ্যে আবিষ্কৃত হল মলিবডেনামের বিরাট উৎস। এই তথ্য প্রকাশিত হয় বুক অফ মরমনে, এবং পরে তা স্থান পায় বিখ্যাত পুস্তক মলিবডেনাম, দা কিওর অফ মরবিট মফিস্সে।

চরম সত্যকে অনুভব করতে মলিবডেন ইওথা রাজ্যে স্থাপন করলেন পবিত্রভূমি। সমস্ত পশ্চিম জগৎ জুড়ে যে-সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত যুবক ক্রেমলিন অথবা ভ্যাটিক্যানের প্রতি আত্মসমর্প করতে অনিচ্ছুক ছিল, তারা এই দুটি নতুন মতবাদের কোন একটির মধ্যে মানসিক ও আবেগময়ী প্রশান্তি খুঁজে পেল।

ইংল্যাণ্ডে, যেখানে উভয় মতবাদীরা সংখ্যায় ছিল প্রায় সমান, সেখানে দেখা দিল তুমুল বিবাদ। টেস্টম্যাচ আর জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারলো না। পুরোনো ফুটবল দলগুলির জনপ্রিয়তা গেল কমে, মলিবডেনস ও ম্যাগনেটসদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিরাট প্রতিযোগিতাগুলি বিপুল সংখ্যক মানুষকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হল। কিন্তু যেকোন অ্যাথলেটিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মলিবডেনস ও ম্যাগনেটসদের সফলতা ছিল সমপর্যায়ের, তাই কোন দলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপিত হল না।

দেখা গেল যে সমর্থকদের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে রক্তাক্ত বিবাদ। অবশেষে

নতুন আইন প্রবর্তন করে মলিবডেনস ও ম্যাগনেটদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হল। একদল পরিচিত হল দক্ষিণ পন্থী হিসেবে, অন্য দলের পরিচয় হল বামপন্থী। যারা নিরপেক্ষ মনোভাবকে প্রকাশ করতে চাইলো তাদের আলাদা দলে রাখা হল।

অনেকে ভ্রূকুঞ্চিত করে হয়তো প্রশ্ন তুলেছে যে বিবদমান দুইটি দলের মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপন করা কি সম্ভব নয়? তারা ভেবেছে, আমরা কারো সঙ্গে যাব না, কারো বিরুদ্ধে দাঁড়াবো না। প্রকৃতপক্ষে দুটি দলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের নিয়মনীতিগুলি প্রবর্তিত করার জন্যে প্রয়াসের অন্ত ছিল না।

টেমপোর সাপলিমেনটারি লেটারস নামে অভিহিত একগুচ্ছ পত্রাবলীতে দুটি মতবাদের ওপর মত প্রকাশিত হয়। একটি প্রবন্ধ বলে—একথা স্বীকার করতে হবে শীতল সমালোচক চেতনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা উভয়ে মতবাদের মধ্যে হতাশ পশ্চিম নতুন আশা ও নতুন জীবন পেতে পারে। কিন্তু প্লেটো থেকে সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাস পর্যন্ত সে ধারাটিকে আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে ঐতিহ্য সহকারে পালন করে এসেছি সেই ধারাটির সমর্থকরা কিছুটা বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। খৃশ্চান বিশ্বাস চরম সত্য নয়, এই সত্যটিকে মেনে নিলেও অন্তর্নিহিত করলে নতুন মতবাদকে সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। দক্ষিণপন্থী মানুষ মলিবডেনাম ও ম্যাগনেটসদের মধ্যে নির্বাচন করলে অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাবে। কিছুদিন আগে যন্ত্রবাদী দর্শন আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীদের স্বীকৃত মতবাদকে সমর্থন করে।

মহাজ্ঞানের যে গোপনতম উৎস সত্যনিষ্ঠা দ্বারা অর্জিত হয়, যার অন্তরালে থাকে না হিংসাশ্রয়ী ঘটনার নিরীক্ষণ, সেই মহাজ্ঞানই মলিবডেনস ও ম্যাগনেটসদের উৎস।

সমাজতান্ত্রিকদের চিন্তাবলীর মৃত্যু ঘটুক. অখণ্ড আধিপত্যবাদের যে নির্লজ্জ বেদীমূলে স্থাপিত পশ্চিমী-সভ্যতার চতুর সম্ভাব্যতার মৃত্যু ঘটুক। মলিবডেনস এবং ম্যাগনেটসদের মতবাদকে জ্ঞানপীপাসু মানুষমাত্রই সমর্থন করবে কিন্তু আমরা তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আচরণের নিন্দা করি।

আমরা বিশ্বাস করি, এই উপলব্ধি আমাদের একার নয়। যদি দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ মতবাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য সমন্বয় ঘটে তাহলে আমাদের পশ্চিমী মূল্যবোধ এমন এক সত্যশক্তিতে উজ্জীবিত হবে যা প্রাচ্যের অনড় ঈশ্বরবাদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারবে।

এইসব গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধির অন্তরালে আছে প্রভাবশালী সত্তা। বৃটিশ

গভর্নমেন্ট, কমনওয়েলথের প্রতি অনুরাগ এবং ইউনাইটেড স্টেটের প্রতি আনুগত্য নিয়ে স্বীকার করলেন ক্যানাডা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অংশের মধ্যে বিতর্কিত বিবাদ দানা বাঁধছে। যদি এখন থেকেই ঐ বিবাদকে বিনষ্ট না করা হয় তাহলে রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং ন্যাটোর অস্তিত্বকে সে বিপন্ন করে তুলবে।

ইংল্যাণ্ডে দুটি দলের সমর্থকরা সংখ্যায় ছিল সমান। উভয়েই শক্তিশালী কিন্তু আধিপত্য বিস্তারে অক্ষম। বৃটিশ সরকার মিঃ টমিনস এবং মিঃ মেরোর সামনে সমন্বয়ের প্রস্তাব রাখলেন। অবশেষে দুটি দলের মধ্যে স্থাপিত হল শান্তিপূর্ণ অবস্থানের নীতি।

মিঃ টমকিনস এবং মিঃ মেরো দীর্ঘ টেলিফোনের মাধ্যমে মহতী মানব মলিবডেন এবং আউরোরা বোহোরার সঙ্গে আলোচনা করলেন। আউরোরা গোপনে স্যার ম্যাগনাস নর্থের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

এইসব আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত হবে এক বিরাট সমাবেশ। সেখানে জনগণ বিতর্ক দ্বারা ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণ করবেন। এই ছিল সরকারের মনোবাসনা।

কিন্তু দল দুটির বিশ্বাস ছিল অন্যরকম। প্রতিটি দলের সমর্থকরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো যে তাদের বিজয় হলো অনিবার্য। এই দৃঢ় বিশ্বাসকে পাথেয় করে তারা সরকারী প্রস্তাবে সমর্থন দিল।

স্থির হল যে অকসব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রফেসারের সভাপতিত্বে ঐ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। ঐ মহাজ্ঞানী ভদ্রলোক বিলুপ্ত অসমানিয়ানদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন হটেন টটদের বিশ্বাস এবং পিগমিদের মূল্যবোধ। তাই সরকারপক্ষ ভাবল যে তিনি মলিবডেনস এবং ম্যাগনেটসদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন আচরণ করবেন। কিন্তু তাঁকে সাহায্য করার জন্যে নির্বাচিত করা হল অসংখ্য সহযোগীকে, যাদের প্রত্যেকের নির্বাচন হল পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের ভিত্তিতে যাতে কোন বিশেষ দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখানো হয়।

দক্ষিণ দিকে সমবেত হল ম্যাগনেটসরা, বামদিকে আসন নিল মলিবডেনসরা। স্টেজে, হলের মেঝেতে গ্যালারিতে সমবেত হল দর্শকবৃন্দ। দুটি দলের মধ্যে রাখা হল সম্যক ব্যবধান এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অপলক দৃষ্টি রইল তাদের ওপর। যেকোন উপায়ে শান্তিরক্ষা করতেই হবে।

আউরোরা বোহোরা এবং মলিবডেন তাদের পার্বত্য আবাস থেকে অবতরণ করে বিশ্বস্ত অনুগামীদের ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রাক্কালে উজ্জীবিত করলেন। মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দুটি সিংহাসনে তাঁরা উপবেশন করলেন! যাদের

মধ্যে ব্যবধান বেশী ছিল না। মলিবডেন সমস্ত মানব সমাজকে ভালো বাসতেন কিন্তু তিনি আউরোরা বোহরাকে সহ্য করতে পারতেন না। সমগ্র মানব জাতির প্রতি আউরোরা বোহোরার ছিল গভীর অনুরাগ কিন্তু তিনি মলিবডেনের প্রতি পোষণ করতেন ঘৃণা।

উপবিষ্ট দর্শকমণ্ডলীকে নিরীক্ষণ করে মলিবডেন ভীষণ কুটিল এবং ঘৃণিত চোখের সর্পিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আউরোরা বোহোরার দিকে। সে দৃষ্টি এতই বিষাক্ত ছিল যে কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্তাকে শিহরিত করে দিতে পারে।

ওপরের দিকে দ্রুত নিরীক্ষণ করে আউরোরা বোহোরার চোখ উদাসভাবে তাকিয়ে রইল সমবেত মানুষের দিকে। যদিও সময়ে সময়ে তিনি বিপরীত দিকে অবস্থিত সিংহাসনের দিকে তাকাচ্ছিলেন কিন্তু মনে হল যে তিনি কিছুই দেখছেন না। তাঁর ক্ষণিক দৃষ্টি যেন মলিবডেনকে স্পর্শ করছে না। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কতখানি নিঃশঙ্ক হলে এই আবেগশূন্য দৃষ্টি লাভ করা যেতে পারে সেটা দেখানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

মিঃ টমকিনস এবং মিঃ মোরো দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের ডেস্কের সামনে। তাঁদের হাতে ছিল যুক্তি এবং তথ্যের বাহক। তাঁরা বিপরীত পক্ষকে পর্যুদস্ত করার যুক্তিগুলিকে সাজিয়ে নিচ্ছিলেন।

জেরুইয়া টমকিনসের পাশে বসে আছে তার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী জাসারি। জাসারিকে তার পিতা যত্ন সহকারে ঐ সংস্কারকে রক্ষা করার মন্ত্রগুলি শিখিয়েছে, এক মুহূর্তের জন্যে সে মলিবডেনসদের নীতির প্রতি প্রতিবাদী হয়নি। সে কখনো ভাবেনি যে তার বাবার মতবাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন মতবাদের অস্তিত্ব থাকতে পারে এবং যখন মৃত্যু এসে পিতাকে আনন্দময় জগতে নিয়ে যাবে তখন পিতার অসমাপ্ত কাজে সে আত্মনিবেশ করবে।

কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ মলিবডেনাম দ্বারা পরিপূর্ণ খাদ্য আহার করা সত্ত্বেও সে ছিল কিছুটা ভাবুক প্রকৃতির যুবক। সে তত্ত্ববিদ্যার চেয়ে কবিতাকে ভালবাসতো। যদিও মলিবডেনামকে পৈশিক বৃদ্ধির প্রতীকরূপে ধরা হয়, কিন্তু সে ছিল কিছুটা ব্যথিত অভিব্যক্তির। সে ভাবতো কবি কীটস তার ওড-টু-অটম কবিতাটি রচনা করে আনন্দের মধ্যে সে নিজেই সৃষ্টি করল আর এক শরৎ বন্দনা। যার প্রথম পংক্তিটি হলো—

> শারদ পত্রাবলীর মুখ
> বারলি বৃক্ষরাজির কম্পন,
> ডেকে আনে দুঃখ,
> আনে তুষার এবং বেদন।

কখনো সে স্থির কাজে মনোনিবেশ করতে পারতো না। মলিবডেন অফিসের আনন্দ ও নিরাপত্তার মধ্যে সে নিজের বিষণ্ণতা এবং বিপদকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইতো।

মানাহে মোরোর পাশে, জাসারির ঠিক বিপরীত দিকে বসে ছিল মোরোর কন্যা লিয়া। জাসারির মত লিয়াকেও কঠিনতর সংস্কারের মধ্যে মানুষ করা হয়েছে। জাসারির মত সেও পিতাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু জাসারির মত তার মনেও ছিল নানা সমস্যা। আউরোরার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করার ভয়াল মুহূর্তগুলি ছিল তার সামনে। কখনো কখনো অফিসে সে পিতাকে সাহায্য না করে মন দিত পিয়ানোতে। মেলডেনস হল ছিল তার প্রিয়। যদিও মাঝে মধ্যে সে শপিনকে আশ্রয় করতো। তার প্রকৃত অনুরাগ কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি ছিল না। সে ভালবাসতো পুরোনো দিনের প্রেমপিপাসু সংগীত যেমন—গেইলি দা ট্র্যাউবাডোর এবং বেইলিফের ডটার অফ ইমলিগটন! সে যথার্থ রূপবতী না হলেও তার ভঙ্গিমার মধ্যে ছিল অনুপম তন্ময়তা। তার চোখ দুটি ছিল বিষাদক্লিষ্ট।

জাসারি এবং লিয়া স্বাভাবিক কারণেই পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে। জাসারি প্রথমে আউরোরা বোহোরার দিকে সংক্ষিপ্ত সমর্পণী দৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু তাঁর বিশালত্বে বিস্মিত হয়। লিয়া মলিবডেনের অন্তর্ভেদী চোখের দিকে তাকিয়ে এত ভীতা হয় যে সে আত্মগোপন করতে চায়।

এমনভাবে সাবধানী হয়ে তারা পরস্পরের দিকে তাকাতে থাকে। তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ চলতে থাকে মঞ্চে যখন দুই মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে চলেছে প্রবল বিতর্ক।

চারটি ভীত চোখ যেন নীরব ভাষায় বলতে চায়—সত্যি, আমাদের চোখের ভাষা কি এত ভয়ঙ্কর? আমার প্রিয় পিতা কি তবে ভুল ভেবেছেন? এমন কি হতে পারে না, যে-মত আমি বিশ্বাস করি, সেই বিশ্বাসই তোমার হৃদয়ে বাস করে? কোন সার্বজনীন মানবিক বোধে এইরূপ বৈসাদৃশ্যকে ভেঙ্গে ফেলা যায় না?

এইসব প্রশ্ন উচ্চারণের মাধ্যমে তারা পরস্পরের দিকে তাকাতে থাকে।

ইতিমধ্যে সভার কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রথমে ওরা দুজন পরিবেশ সম্পর্কে ছিল সজাগ।

প্রফেসর তাঁর আমন্ত্রণী ভাষণ প্রদান করলেন। যে ভাষণটি তিনি এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী যত্নসহকারে এমনভাবে প্রস্তুত করেছেন যাতে তার মধ্যে যেন সমালোচনার বিন্দুমাত্র উপস্থিতি না থাকে এবং সেটি যেন নিরপেক্ষতার

দিক থেকে ত্রুটিশূন্য হয়। কিছুটা বিব্রত হয়ে গলা পরিষ্কার করে তিনি বলতে শুরু করেন—

মহামান্য পণ্ডিতমণ্ডলী, উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আমরা সবাই জানি এই মহামিলনের অন্তরালে আছে বিচ্ছিন্নতা। (চতুষ্পার্শ্ব থেকে শোনা গেল ঘন ঘন কোলাহল) কিন্তু একটা ব্যাপারে আমরা মতৈক্য ঘটাতে পারছি না। আমরা সবাই সত্যকে অন্বেষণ করতে উৎসাহী, কিন্তু তার সঠিক পথটি খুঁজে পাচ্ছি না।

হলের উভয় পার্শ্ব থেকে কোলাহল ভেসে আসে—না, না ওরা সত্যানুসন্ধানী নয়! বেচারী প্রফেসর কিছুটা হতভম্ব হয়ে আবার বলতে শুরু করেন—ঠিক আছে। দুটি মতাদর্শের প্রতি আমার প্রবল শ্রদ্ধা আছে। কেননা দুটি মতবাদের অন্তরালে অনেক পণ্ডিত মনীষীর সুচিন্তিত চিন্তাবলীর প্রকাশ ঘটেছে। গোলাপ যুদ্ধের সেই ঘটনাবহুল দিনগুলির কথা স্মরণ করুন, অথবা সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা বনাম পার্লামেন্টের মধ্যে সংঘটিত শোচনীয় বিতর্কের কথা ভাবুন। প্রতি ক্ষেত্রেই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে আমরা বহিঃশত্রুর উপস্থিতির কথা বিস্মৃত হয়েছিলাম। এই মহা সম্মেলন ডাকবার উদ্দেশ্য হল অন্তর্দ্বন্দ্বকে রোধ করে ধার্মিক বিশালতাকে সংরক্ষিত রেখে যাতে দুটি মতবাদ সংযুক্ত হয়ে জাতীয় জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক যেকোন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে তার উপায় অণেষন করা।

এই সময় আবার তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হল। চতুর্দিক থেকে চিৎকার ভেসে আসে—সেটা সোজা! অপর পক্ষ আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হোক।

অধ্যাপক আবার তাঁর পূর্বলিখিত ভাষণের কয়েকটি পাতা উল্টে, ভেবে নিলেন যে ঐ সভার উত্তপ্ততার মধ্যে ভাষণ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি দ্রুত সমাপ্তি টানলেন—কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমার কাজ নয়। যেহেতু আমরা গণতন্ত্রের যুগে বাস করি তাই এ ব্যাপারটি আপনাদের দ্বারা মীমাংসা করা হবে। আমি শুধুমাত্র সাহায্য করতে পারি। ঈশ্বর আপনাদের প্রতিনিধিদের সহায়তা করুন।

এই জাতীয় প্রাথমিক মন্তব্যের পরও সভার পরিবেশ তপ্ত রয়ে গেল। এমন কি সভার সভাপতি প্রতিনিধিদের আহ্বান করতে পারলেন না, সেই দায়িত্ব দেওয়া হল পুলিশ কমিশনারের ওপর। তিনি প্রচণ্ড গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন যে প্রতিপক্ষের তিনজন বক্তাকে কুড়ি মিনিট করে বলতে দেওয়া হবে। টসে দেখা গেল, মলিবডেনস-এর বক্তা প্রথম তাঁর বক্তব্য রাখবেন। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে চারিদিকে বিরাট পুলিশ বাহিনী অপেক্ষা করে আছে। বিশৃঙ্খলতার প্রথম সংকেত দেখা দিলেই হলটিকে দর্শকশূন্য করা

হবে। এইভাবে তিনি দর্শকদের ক্রোধকে অনেকখানি প্রশমিত করে দেন। তাই শ্রোতারা বাধা প্রদান না করে প্রথম দুজন বক্তার ভাষণ শোনে।

এই দুটি বক্তৃতা দেন মিঃ টমকিনস এবং মিঃ মেরো। প্রত্যেকেই নিজের মতবাদের গুণাবলী এবং সফলতা উল্লেখ করেন কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। হলের মধ্যে শোনা যায় হাত তালির শব্দ, অনেকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিদ্রামগ্ন হয়। মনে হয় যেন গোটা সমাবেশটি বিশাল বিরক্তিতে পরিণত হবে। কিন্তু ওখানে সঞ্চিত ছিল অগ্নিশিখা। মিঃ মেরো আসন গ্রহণ করলে মিঃ টমকিনস মিঃ থরনিকে আমন্ত্রণ করলেন ভাষণ দেবার জন্যে।

প্রথম বাক্যরাজি দ্বারাই মিঃ থরনি হলের বাতাসকে করে দিলেন উত্তপ্ত—ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয়গণ এবং নরদান ম্যাগনেটসরা, তিনি শুরু করেন—আমি হলাম মলিবডেনিক সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান। আমি এমন সব তথ্য জানি যা আপনাদের অজানা। আমি স্যার ম্যাগনাস নর্থের আয়ের পরিমাণ জানি। আমি জানি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত তাঁর সম্পত্তির সীমানা। আমি জানি তিনি প্রতিটি সন্ধ্যা কাটান মহতী রমণী মিস বোহোরার উষ্ণ সান্নিধ্যে।

এই সকল কথায় সমস্ত জনতা কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ম্যাগনেটসরা জানত মিঃ থরনি তাদের বন্ধু। মলিবডেন্সরা তাঁর নতুন ভূমিকাতে অবাক হয়ে যায়। যখন সমাবেশটি নিস্তব্ধতার মধ্যে তখন মিঃ ওয়েগনার উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করেন—তোমরা এতক্ষণ মিথ্যা শুনে এলে। আমি তোমাদের সত্য কথা শোনাচ্ছি! তোমরা অ্যামাল গামেটেড মেটালস সম্পর্কে কতটুকু জানো? কতটুকু জানো তার প্রধান শেয়ার হোলডারের ভাগ্য সম্পর্কে। কতটুকু জানো তার মধ্যে মলিবডেনামের ভূমিকা সম্পর্কে। আমি ম্যাগনেটসদের সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান হিসেবে, অনেক আশ্চর্য উত্তর দিতে পারি। সম্ভাবনা হলো অপরিসীম, এর ভিত্তি হল মলিবডেনাম এবং তার সৌভাগ্যবতী কর্ত্রী ঐ বিধবা ডিন!

তিনি আসন গ্রহণ করার পর দুটি পক্ষই ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ওঠে। একদিক থেকে চীৎকার ওঠে—স্যার ম্যাগনেসের মৃত্যু ঘটুক! তাঁর কলঙ্কিত মতবাদ নিপাত যাক। অপর দিক থেকে ধ্বনি ওঠে—হত্যাকারিণী মলি বিনষ্ট হোক। বিভেদপন্থী মতবাদ ধ্বংস হোক।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখা দেয় গভীর বিশৃঙ্খলা। তারপর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রবল প্রচেষ্টায় জনতা শান্ত হলে প্রতিদ্বন্দ্বী যাজকদের মধ্যে শুরু হয় রক্তাক্ত সংগ্রাম। অবশেষে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের সাহায্যে হলটিকে পরিষ্কার

করে। অশ্রুসজল চোখে, হতাশ ও ক্ষুব্ধ হাজার হাজার মানুষ পথে নেমে পড়ে। বাইরের বাতাস তাদের উজ্জীবিত করলে তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে লড়াই করতে থাকে। পোষাক ছিঁড়ে যায়, দেহে আঘাত লাগে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

মধ্যরাত অবধি চলে সেই অকারণ সংগ্রাম, অবশেষে নিঃস্ব হয়ে পবিত্র অনুগামীরা শীতল ফুটপাতে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়।

সাত

পুলিশের সহায়তায় ঐ সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গোপনে পলায়ন করেন। নিজেকে নিষ্ক্রিয় দেখে সভাপতি চলে যেতে চান। নেপালী প্রতিনিধি বিতর্কের আশংকা করে প্রফেসারের কাঁধে হাত রেখে বলেন—আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। ওঁরা দুজন পুলিশের গাড়ীর সামনে আসেন, প্রফেসার তাঁর নতুন বন্ধুকে প্রশ্ন করেন—আমরা কোথায় যাব? নেপালী দূতাবাসে!

ক্লান্ত এবং আশাহত হয়ে তিনি সেখানে পৌঁছান। তারপর মনের শক্তি ফিরে এলে তিনি ভাবতে বসেন। তখন তাঁকে তাঁর নিজস্ব বিষয় অধ্যাপনা করার জন্য নেপালের হিমালয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তাঁকে তাঁর অজানা একটি ভাষায় সই করতে বলা হয়। তিনি তাই করেন, এবং অবশেষে, অনেক দিন বাদে জানতে পারেন যে ঐ পত্রে উদ্ধৃত ছিল—বিশ্বের মধ্যে তেনজিং হলেন প্রথম মানুষ, যিনি এভারেস্টের চূড়ায় পদার্পণ করেন।

তাঁকে বিমানে করে তাঁর নতুন কর্মক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। দশ বছর বাদে তিনি তাঁর বিশাল গবেষণা শেষ করেন। এই গবেষণার বিষয় হল পশ্চিম জগতের আদি-বাসীদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম এবং সংস্কার। কিন্তু এই গবেষণাগ্রন্থটি কোন ইউরোপীয় ভাষাতে রচিত হয় নি।

দুজন মহতী মহিলা পুলিশের সামনে নতুন সমস্যা নিয়ে আসেন। মলিবডেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী আউরোরার দিকে দ্রুত এগিয়ে যান। তাঁর কাছে গিয়ে তিনি তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা আউরোরার মুখমণ্ডলকে রক্তাক্ত করে দেন। তখন আউরোরা খোলা হাতে তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি মেঝেতে পড়ে গিয়ে চীৎকার করে ওঠেন—শয়তানী! ডাইনী!

আউরোরার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, যার মধ্যে অনেকখানি শিহরণ মাখা। কয়েকজন পুলিশ মলিবডেনকে তুলে নেয়। বাকী দশজন আউরোরা

বোহোরাকে ঘিরে ফেলে। তারপর তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয় ব্ল্যাক মারিয়াতে। সেখানে তাঁরা পুলিশের আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দিনী থেকে পরস্পরের প্রতি অশ্লীল উক্তি করতে থাকেন। উভয়কেই শান্তিভঙ্গের অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন কুঠরীতে, আরামদায়ক প্রতিফলন থেকে দূরে নিশি যাপন করেন!

মিঃ টমকিনস এবং মিঃ মেরো পুলিশের সাহায্যে তাঁদের নিজ নিজ অফিসে ফিরে যান। তাঁরা ব্যথিত চিত্তে তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনার ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেন। প্রবল ধ্বংসের মধ্যে তাঁরা বিনোদন কক্ষে নিশি যাপন করেন। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, তাঁদের পাশে পড়ে আছে নিঃশেষিত মদের পাত্র।

জাসারি এবং লিয়া, তারা পরস্পরের প্রতি এতখানি নিমগ্ন ছিল যে চারপাশে কি ঘটছে সেটা তাদের চেতনাতে ধরা পড়ে নি। অনেকক্ষণ বাদে চিৎকারে তাদের তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। নিরপেক্ষ দর্শকদের মধ্যে বসেছিলেন সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের সচিব অ্যান্তানিয়াস ওয়াগথে ান। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তথ্য সংগ্রহের জন্যে। তিনি বসেছিলেন জাসারি ও লিয়ার ঠিক পেছনে। তিনি হলেন নরম মেজাজের মানুষ, প্রথম থেকেই তাদের পারস্পরিক অনুরাগ প্রত্যক্ষ করেন। অবশেষে তিনি উভয়ের দিকে তাঁর দুটি হাত প্রসারিত করে বলেন— এসো, তোমাদের নিরাপদে নিয়ে যাই।

তাঁর উপস্থিতিতে কিছুটা বিরক্ত হলেও উভয়েই তাঁর মন্তব্যকে মেনে নেয়। পুলিশের সাহায্যে তিনি নিরাপদে তাদের তাঁর ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। তারপর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রী হলেন সৎ স্বভাবের রমণী তরুণ তরুণীর প্রতি আছে তাঁর সহানুভূতি। তিনি স্বামীকে বলেন—আমার মন চায় না যে এই ছেলেমেয়েরা আজ রাতে তাদের বাড়ীতে ফিরে যাবার চেষ্টা করুক, পথে এখনো গোলমাল চলছে, কেউ জানে না ক্রুদ্ধ জনতা কি করবে। যদি মিঃ জাসারি বসবার ঘরে সোফার ওপর শুতে পারে তাহলে মিস লিয়ার জন্যে আমরা অতিথি ঘরটি ছেড়ে দিতে পারি। ওরা দুজনেই আজ রাতটুকু এখানে কাটাতে পারে।

কৃতজ্ঞ চিত্তে এই মন্তব্য মেনে নিয়ে ওরা ওখানে থেকে যায় এবং ক্লান্তির ফলে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ে।

যেহেতু সেই বিশাল সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো শনিবারে, পরদিন সকালে মিঃ ওয়াগথে ান তাঁর বাড়ীতে বসে তরুণ তরুণীদের সমস্যা দূরীকরণে নিজেকে নিবেদিত করেন। তিনি জানতেন না যে তাদের মনে কোন্ মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছে! মলিবডেনিক বিশ্বাস হয়তো স্থাপিত ছিল তাদের আর্থিক

অসঙ্গতির ওপর। জাসারির চিন্তাবলির মধ্যে সেই ভয়াল সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল। স্যার ম্যাগনাস নর্থের প্রতিপত্তি এবং অর্থের অন্তরালে আছে কি শুধু ম্যাগনেটস? এই নৈশ স্বপ্ন লিয়াকে জীবনের শূন্যতার দিকে নিয়ে গেল।

তাদের অতৃপ্ত দেখে এবং প্রাতঃরাশ গ্রহণে তাদের অনিচ্ছা দেখে মিঃ ওয়াগথোন তাদের সন্দেহ সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন তোলেন।

এই ব্যাপারগুলি কি সত্যিই? তারা উভয়েই প্রশ্ন করে।

আমার মনে হয় তারা প্রচণ্ড রকম সত্যি! তিনি বলেন, আমার অফিসের কাজ হল উভয় মতবাদ সম্পর্কে তথ্য অন্বেষণ করা। বোর্ড অফ ট্রেড থেকে আমি জানতে পেরেছি, এ্যামাল গামেটেড মেটালস কোম্পানিতে মিসেস ডিনের কতখানি অংশ আছে এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা সমিতি থেকে আমি জেনেছি যে স্যার ম্যাগনামের অধিকৃত অঞ্চলের আয়তন কতখানি এবং সেখানে খনিজ সম্পদের অনন্ত সম্ভাবনা আছে। স্যার ম্যাগনাসের সঙ্গে আউরোরা বোহোরার সম্পর্ক বিতর্কিত এবং তাঁর ওপর পুলিশের নজর আছে। আমার স্থির বিশ্বাস, তোমাদের পিতারা, গতকালের সমাবেশে প্রতিফলিত তথ্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এবং আমি জানি তাঁরা সৎভাবে সমস্ত অন্তর দিয়ে নিজ নিজ মতবাদকে সত্য ও মঙ্গলময় বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছেন।

আমার মনে হয় ক্রমে ক্রমে তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর মতবাদের অনুগামী হয়ে উঠবে। কিন্তু তোমরা যদি এই বেদনাদায়ক পরিবেশে আমার প্রদর্শিত পথে চলো তাহলে তোমাদের জীবন সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে স্থাপিত হতে পারে।

সেটা কি হতে পারে, উভয়ে বলে, এতজন মানুষের চিত্তকে আন্দোলিত করার এই মতবাদ দুটির ভিত্তি হল বিরাট এক ফাঁকি?

হতেও পারে, তিনি বলেন, আমার বক্তব্য হল দুটি মতবাদের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করা। পৃথিবীতে অনেক ধর্মীয় আন্দোলন ঘটে। তার কোনটি হয় সীমায়িত, কোনটি বজায় থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, কিন্তু একটি আন্দোলনের শক্তি ও জীবন তার সৎ ভিত্তির ওপর নির্ভর করে না।

এই সময় তিনি তাঁর শেলফ থেকে একটি বিরাট পুস্তক বার করলেন, এটি হল ধার্মিক চিন্তাধারার ডিকসনারি।

তোমাদের কি মনে হয় না যে বর্তমানে যে মতবাদের প্রতি তোমরা এতখানি বিশ্বস্ত, ভবিষ্যতে মানুষের কাছে সেটি প্রমাণিত হবে মূর্খের মতবাদে। এই গ্রহে গত

দুহাজার বছরের ধার্মিক চিন্তাধারাগুলি লিপিবদ্ধ আছে। এটি সামান্য অধ্যয়নে তোমরা অনুধাবন করতে পারবে এর অনেকগুলি মতবাদের তুলনায় তোমাদের মতবাদ দুটি আরো বেশী গ্রহণযোগ্য এবং আধুনিক।

তোমাদের উভয়ের মতবাদের প্রথম অক্ষর হল "এম"। দেখা যাক, এম আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট অন্যান্য মতবাদের কি অবস্থা। তোমাদের আমি মাকারিয়ান মতবাদের কথা বলতে পারি। অথবা মাজোরিনিয়ানস, অথবা মালাকানেস, কিংবা মার্সিলিনিয়ান্স, এবং মার্কোসিয়ান্স, মাসবোহিয়ান্স মেলসিসেডে হিংয়ান্স, মেটালকিস মনিটাই, মোরেল সস্কি, মাগ্যাল টোনিয়ান্স। উদাহরণ স্বরূপ আমরা মার্কোসিয়ান্সদের কথা বলতে পারি। যারা মার্কাস ও ম্যাজিসিয়ানকে অবলম্বন করতো যাদুকরী বিদ্যার সম্পূর্ণ প্রকাশে এ্যানাকসি লাউস এর সম্মোহনী শক্তি ও ম্যাগীদের চতুরতার আর্থিক মিলন। এই ভাবে এই ধর্ম বহু বিবাহের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে এবং সমস্ত শক্তির উর্দ্ধে অবস্থিত স্থানে অবতরণ করার শক্তি অর্জন করে।

এখানে মানুষ তার ইচ্ছা অনুসারে যে কোন কাজ করতে পারে। যদি তোমরা মোরেল সস্কি ধর্মের অনুগামী হতে তাহলে বছরের এক বিশেষ দিনে তোমাদের যেতে হতো একটি নির্জনতম স্থানে। সেখানে তোমরা নিজেরাই দীর্ঘ গহ্বর খনন করে সেটিকে কাঠ, খড় এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ করতে। অন্যান্যেরা যখন উদাত্ত কণ্ঠে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত পরিবেশন করতো তখন তুমি নিজেকে ঐ গহ্বরে নিমজ্জিত করতে। আগুন লাগানো চারিদিকে উপস্থিত জনতার সহর্ষ সঙ্গীতের মধ্যে তুমি আত্মবিনাশের দ্বারা কাল্পনিক স্বর্গে আরোহণ করতে।

না, আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, তোমাদের মতবাদেও এমন অনেক ত্রুটি আছে। এটি যেন এক বছরের শিশুকে পদক্ষেপ করার ক্ষমতা প্রদান করে। আমি চিন্তা দ্বারা উপলব্ধি করি যে ওটি সত্য কিন্তু ওটি থেকে বিরত থাকলে আমাদের মঙ্গল। এখন আমার অনেক কাজ, এখনকার মত আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি।

মুখোমুখি বসে থেকে ওরা কিছুক্ষণ বিরক্তির নীরবতা পালন করে। তারপর জাসারি ইতস্তত চিত্তে বলে—গতকাল যা শুনেছি এবং আজ আমাদের সহৃদয় বন্ধু যে মন্তব্য করলেন তা আমি গ্রহণ করতে পারছি না। কিন্তু আমার একটি অনুভূতির কথা আমি বলতে পারি। যখন আমি তোমার দিকে তাকাই, তখন তোমার চোখে দেখেছিলাম বিচ্ছুরিত পবিত্রতা এবং মৃদুমন্দ প্রশান্তি। তারপর আমি আর বিশ্বাস করতে চাই নি যে সমস্ত নরদান ম্যাগনেটসরা হীন জাতি।

ওহো, মিঃ টমকিনস্, লিয়া জবাব দেয়। তোমার কথায় আমি খুশী হয়েছি। এবং ...এবং...আমি মলিবডেনদের সম্পর্কে একই উপলব্ধি করেছিলাম।

ওহো, মিস মেরো! সে বলে, তাহলে আমরা কি ধ্বংসের মধ্যে নতুন সত্যকে আবিষ্কার করিনি? একা পথ চলতে চলতে সন্দেহ সংকুল মন নিয়ে, পূর্ববর্তী সঙ্গিদের কাছ থেকে হতাশা সঞ্চার করে আমি কি বলতে পারি না, এই বাহ্যিক নীরবতার রাত্রে আমরা পরস্পরকে আবিষ্কার করেছি?

আমার মনে হয়, মিঃ টমকিনস, তুমি তা বলতে পারো, লিয়া বলে।

এরপর তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। কিছুক্ষণের জন্যে তারা পারস্পরিক আনন্দ উপলব্ধিতে তাঁদের বেদনার কথা বিস্মৃত হয়। তারপর লিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—কিন্তু জাসারি, আমরা এখন কি করবো? আমরা কি আমাদের পিতৃপুরুষকে আঘাত দেব? নয়তো আর কি করার আছে? আমরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবার পরেও কি আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে পারবো?

—না, সে বলে, সেটা অসম্ভব। যত কষ্টই হোক না কেন, আমরা আমাদের পিতাদের জানাবো, আমাদের বিশ্বাস ভেঙে গেছে। তুমি আর আমি, এখন থেকে, প্রিয়তমা লিয়া, একই চিন্তায়—শব্দে—কাজে বাস করবো। আমরা প্রবঞ্চিত আত্মা নিয়ে বাঁচতে পারবো না।

ব্যথিত চিত্তে তারা স্থির করে যে পিতার কাছে স্বীকার করবে। কিন্তু প্রেমের নব উজ্জীবিত অগ্নিতে দৃপ্ত হয়ে তারা পরস্পরের সামনে শপথ করতে ভোলে না।

আট

আরো কিছু আলোচনার পরে জাসারি এবং লিয়া স্থির করল যে তারা তাদের স্বীকারোক্তির সময়টি পিছিয়ে দেবে। কেননা ওয়াগথ্রোন তাদের আরো একটি রাত্রি অতিবাহিত করতে আমন্ত্রণ করলেন। লাঞ্চের পরে তারা পৌছল কেনসিঙ্গটন গার্ডেনে। এতদিন তাদের সময় কেটে গেছে অফিসের একঘেয়ে কাজে, সময় কেটেছে রবিবারের প্রার্থনা সভায়। এখন তারা বন্য প্রকৃতির এমন সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে এতখানি আবেশ অনুভব করলো যে তারা যেন আলপস পর্বত অথবা ভিকটোরিয়া জলপ্রপাতে ভ্রমণ করছে।

বহুবর্ণ-রঞ্জিত টুলিপ ফুলের দিকে তাকিয়ে জাসারি বলে—আমার মনে হয় এতদিন আমরা আমাদের জীবনের মুহূর্তগুলোকে হত্যা করেছি। কেননা মলিবডেনামের সঙ্গে এই টুলিপ ফুলের কোন সম্পর্ক নেই।

—তোমার কথাগুলো কি মনোরম!' লিয়া জবাব দেয়। আমি স্বীকার করি এই বন্য মাধুর্যের সঙ্গে চৌম্বকত্বের কোন সম্পর্ক নেই।
মতবাদের আচ্ছন্নতাকে অস্বীকার করে তারা ক্রমশঃ হৃদয় এবং মনকে প্রসারিত করে দেয়। তাদের অন্তরের সুপ্ত বাতায়নগুলির ঘুম ভাঙে। তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী মৌন, কোমল এবং আবেগময় ঘটনার প্রতি মনোনিবেশ করে।
গোপন লজ্জাকে সঙ্গে নিয়ে জাসারি কবিদের কবিতাকে ভালোবাসে। সে যেন ঘুমের ওষুধ দ্বারা আচ্ছন্ন কোন রোগী। লিয়া তার নিভৃত মুহূর্তে হাত রাখে সাধের পিয়ানোতে, যখন তার বাবা থাকেন অনুপস্থিত। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে তিনি সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত না হওয়াতে লিয়া তাঁকে বোঝায়। সে চৌম্বক সঙ্গীত চর্চা করছে। অবশেষে তারা উপলব্ধি করে যে তাদের অনুভূতিকে আর প্রচ্ছন্ন রাখতে হবে না।
কিন্তু তাদের মন থেকে তখনো ভীতি সম্পূর্ণ দূর হয়নি। তারা সারা পৃথিবীকে ভয় করে, ভয় করে নিজেদের। লিয়া বিব্রত চিত্তে জাসারিকে প্রশ্ন করে—তুমি কি মনে কর সত্যকে অবলম্বন না করে সৎভাবে বাঁচা যায়? এতদিন অবধি আমি নিষ্পাপ জীবনযাপন করেছি। আমি কখনো কটুবাক্য বলিনি, কখনো মদ্যপান করিনি, আমি কখনো তামাক সেবন করিনি। চুম্বক মেরুর দিকে মাথা না রেখে কখনও শয়ন করিনি, কোনদিন অধিক রাত্রে শুতে যাইনি অথবা নির্দিষ্ট সময়ের পরে শয্যা ত্যাগ করিনি এবং আমি আমার বন্ধুদের মধ্যে এই অনুরাগকে সঞ্চারিত করে আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি মাত্র। কিন্তু মহান চুম্বক এই বসুমাতার প্রতি আত্মনিবেদন না করে, উৎসর্গীকৃত জীবনের পথে পদার্পণ না করে আমি কি নিঃশ্বাস নিতে পারবো?
—হায়! সে বলে, আমার মনেও উচ্চারিত একই প্রশ্ন। আমার মনে হয় প্রতিদিন সকালে আমি নিরানব্বই বার পায়ের আঙুল স্পর্শ না করলে দিনটি কলঙ্কে ভরে যাবে। কিন্তু আমার এখন আর মনে হয় না যে মদ অথবা তামাক নরকের পথ দেখায়। তাহলে এতসব সন্দেহ নিয়ে আমাদের কি হবে? আমরা কি নৈতিক অধঃপতনের পথে পা বাড়াবো? ঘটবে আমাদের শারীরিক অবনতি? আমাদের জন্যে কি অবশিষ্ট থাকবে? সতীর্থদের জন্যে, আমরা কি মদ্যপ, চরিত্রহীন এবং হতাশ জীবন রেখে যাব না! যখন আমাদের সঙ্গে আমাদের পিতার দেখা হবে তখন আমরা কি যুক্তি দ্বারা তাঁদেরকে বোঝাতে সক্ষম হব যে মানবজাতির উন্নয়নে তাঁদের ধর্মের আর কোন প্রয়োজন নেই?
এখনো আমি পরিষ্কার উত্তর পাইনি। কিন্তু মনে হয় উপযুক্ত সময়ে আমরা উজ্জীবিত হতে পারবো।

আমার মনে হয় তাই হবে। লিয়া বলে, কিন্তু স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই আমার ভয় আছে। আমরা কি পাপ থেকে বিরত? তুমি তোমার কবিতা দ্বারা এবং আমি আমার পিয়ানোকে সঙ্গে নিয়ে অনেক পাপ করেছি! যদি অতীতে আমরা পাপী হয়ে থাকি তাহলে এখন আমাদের কি হবে?

এইসব গভীর চিন্তা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে তারা শান্তভাবে ওয়াগথ্রোনের চায়ের আসরে যোগ দেয়।

সোমবার সকালে তারা তাদের পিতার কাছে গিয়ে নিজেদের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করবে বলে মনস্থ করে এবং সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রত্যাশা করে।

জাসারি তার পিতাকে দেখতে পায় তাঁর অফিসে, যেখানে তিনি বন্ধ্য বিতর্ক দ্বারা আচ্ছন্ন। ডেস্কে স্থাপিত রয়েছে পদত্যাগপত্রের চিঠি। এতদিনের বন্ধুভাবাপন্ন সংবাদপত্রগুলি পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। রবিবারের সেই রক্তাক্ত সংগ্রামের পর উভয় ধর্মের অনুগামীরা চিন্তা করছে যে দুটি মতবাদই সমানভাবে তাদের প্রতারণা করেছে। শনিবার রাত্রে জনতার অর্দ্ধেক মিঃ টমকিনসকে সমর্থন করে, বাকি অর্দ্ধেক মিঃ মোরোর পথ নেয়। কিন্তু আজ যদিও জনগণের উপস্থিতি চোখে পড়েনি, সামান্য কজন পথচারী উভয়ের প্রতি নিক্ষেপ করছে হৃদয়ের ঘৃণা। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী তাদের রক্ষা করে চলেছে।

মিঃ টমকিনস তাঁর হৃত বিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করে এখন প্রভিডেনসদের কাছ থেকে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ চাইছেন। জাসারিকে অবলোকন করে ক্ষণকালের জন্যে তাঁর অভিব্যক্তিতে আশার প্রকাশ ঘটে।

—আমার প্রিয় পুত্র, তিনি বলেন—তোমাকে দেখতে পেয়ে আমি দারুণ খুশী হয়েছি। কিন্তু তোমাকে, তোমাকে আমি তোমার দূর শৈশব থেকে মানুষ করেছি চরমতম সত্যে, যাতে তুমি আমার মহান অবসানের পরে অকলঙ্ক জীবনযাপন করে অপরাজেয় বিশ্বাসের মতবাদকে সঞ্চারিত করতে পার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই কৃষ্ণতম দিবসে তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। এখন আমার যৌবন হারিয়ে গেছে এবং আমি মহান চার্চের কাছ থেকে বিদায় চাইছি। আমার কর্তব্যের শেষতম বছরগুলি সমাগত। কিন্তু তুমি, তোমার যৌবনের নতুন উদ্দীপনা নিয়ে, তোমার অকম্পিত হৃদয়ের দৃঢ়তা নিয়ে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত ধার্মিক সত্তাকে আরো পবিত্র, মহান, এবং বিচ্ছুরিত করে দিতে পারো। মনে রেখো শনিবারের ঘৃণিত ঘটনাবলী তাকে ধ্বংস করলেও নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি।

জাসারির হৃদয় গভীরভাবে আন্দোলিত হয় এবং তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সে সমস্ত হৃদয়ে অনুভব করে। তার পিতার দীর্ঘ প্রতিক্ষিত উত্তর সে

মেনে নিতে পারে না। বুদ্ধিজীবীর সমস্যা তাকে আচ্ছন্ন করে, মলিবডেনামের শারীরবৃত্তীয় উপযোগীতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ চিত্তে সে নীরব থাকে। লিয়ার চিন্তা তাকে তার পিতার কাছে আত্মনিবেদনে বাধা দেয়। তার পিতা কখনোই নরদান ম্যাগনেটসদের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের স্বপক্ষে মত দেবেন না। জাসারি অনুভব করে তাকে কথা বলতে হবে। পিতার হৃদয়ে বেদনা সঞ্চারিত হলেও।

—পিতা, সে বলে, আমি আপনার বেদনাকে উপলব্ধি করতে পারছি না। আমি আমার বিশ্বাস হারিয়েছি। আমরা জানি মলিবডেনাম বুকের অসুখ সারায় কিন্তু আপনি হয়তো জানেন অথবা সন্দেহ করেন আমার ফুসফুসে টিউবার-কুলেশিশ হয়েছে। আমাদের বলা হয় মলিবডেনাম পেশীর পুষ্টিসাধন করে, কিন্তু যেকোন শিশু আমাকে মুষ্টিযুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে। এইসব সন্দেহের অবসান ঘটানো যেতে পারে, হয়তো পাওয়া যাবে কোনো উত্তর। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য অনুভূতি হল, আমি লিয়া মোরাকে ভালবাসি।…

—লিয়া মোরো! তার পিতা আর্তনাদ করে উঠল।

—হ্যাঁ, লিয়া মোরো। সে আমার স্ত্রী হবে বলে কথা দিয়েছে। আমার মত সেও এতদিনের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে পারছে না। আমার মত সেও এই বিশ্বাসের নশ্বর পৃথিবীর মধ্যে বেদনার্ত সত্যকে মেনে নেবে বলে প্রতীক্ষা করেছে। আপনার আদর্শ নয়, মিঃ মোরোর আদর্শ নয়, আমরা এখন থেকে অন্য মতবাদকে বিশ্বাস করবো। আমাদের জীবনকে কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন করবো না, স্বর্গের বাতায়নের দিকে খোলা থাকবে আমাদের মন। কোন উষ্ণ এবং আরামদায়ক আচ্ছাদনে আমাদের আবৃত রাখবো না!

—ওহো, জাসারি! তার পিতা বলেন। তুমি আমার হৃদয়কে মথিত করছো। তুমি মৃতার্ত মানুষের হাত থেকে ভাসমান বয়াটি তুলে নিচ্ছো! এতে আমার মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী যেন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। আমার নিজের পুত্র যোগ দিয়েছে শত্রুদের দলে! ওহো, কী ভীষণ দিন! এবং শুধু আমি নই, তোমার হৃদয়হীন কার্য দ্বারা তুমি সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করছো।

মানবসত্তা সম্পর্কে তোমার কতটুকু জ্ঞান? তুমি কি জান তোমার স্বর্গের মুক্ত বাতায়নে কতখানি বন্য বিশৃঙ্খল শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটবে? তুমি কি মানুষকে হত্যা, বলাৎকার, মিথ্যাচার, ব্যভিচারের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে? তুমি কি চিন্তা করছো ঘৃণিত শক্তিগুলিকে অবরুদ্ধ করতে পারবে? হায়, তোমার আচ্ছাদিত জীবনে বুঝি মানব সত্তার অন্ধকারতম দিনগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনুগত আছ। তুমি বিশ্বাস করছো যে কোমলতা এবং সততা মানব-

হৃদয়ে সহজাতভাবে সঞ্চারিত হয়! তুমি ভেবে দেখনি তারা হলো অতি প্রাকৃতিক বিশ্বাসের অতি প্রাকৃতিক ফলশ্রুতি মাত্র। এরা হল সেই বিশ্বাস যাদের আমি স্থাপনা করেছি। এবং এই অন্ধকার প্রহরে আমি স্বীকার করছি যে নরদান ম্যাগনেটসরাও সেই কর্তব্যে ব্রতী ছিল।

তবে এখনো আমি বিশ্বাস করি যে, মধ্যদিনের সূর্যের মত স্থাপিত আছে আমাদের মতবাদ যখন নরদান ম্যাগনেটসরা হল শেষ গোধূলির বিদায়ী রশ্মি। কিন্তু তোমার আত্মার মধ্যে আমি গোধূলির প্রতিফলন দেখছি না, আমি দেখছি অন্ধকারের প্রতিচ্ছবি, অগম্য রাত্রির অন্ধকার। এবং নিশীথ রাত্রে অন্ধকারের কার্যধারা সম্পাদিত হয়! এখন তোমার কাজ হবে তোমার আমার মধ্যে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করা, যে শূন্যতা আমার সঙ্গে নরদান ম্যাগনেটসদের বিচ্ছিন্নতা থেকেও ভয়ঙ্কর।

নিজের সত্তাকে চমকিত করে আসারি পিতার বক্তব্যকে অভাবিত গাম্ভীর্যে প্রতিরোধ করে।

—না! সে বলে, না! এইভাবে মিথ্যাকে আশ্রয় করে মানবজাতিকে বাঁচান যাবে না। যখন আপনারা ভেবেছেন, আপনারা শুধু সততার প্রাসাদ করে চলেছেন, সেটি সত্যি কি ছিল সততার প্রাসাদ? মলিবডেনের ভাগ্য হয়েছে বচিত। আপনারা তাঁকে মহতী মহিলা রূপে শ্রদ্ধা করেছেন। আউরোরা বোহোরার মুখমণ্ডলকে রক্তাক্ত করে দেবার অন্তরালে সেই পবিত্রতা কি তাঁকে উৎসাহিত করেছিল? সেই অলৌকিকত্ব কি তাঁকে অ্যামাল গেমেটেড মেটালিস কোম্পানির ছদ্মবেশে তাঁব আর্থিক সম্পত্তি ক্রমবর্ধমান রাখতে উজ্জীবিত করে? এবং গৃহের সমীপে এসে পিতা, আপনি কি আমার জীবনকে আপনার নিষ্ঠুরতার জন্যে উৎসর্গ করতে চান? আপনি কি আমার দুরারোগ্য ব্যাধি না সারিয়ে আমাকে সুনিশ্চিত মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছেন না? আমার ক্ষেত্রে আপনার সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় অন্ধতা কি ঘটাতে চলেছে! আমি বিশ্বাস করি না যে মানবসংঘ এতখানি নীচ। কিন্তু কোন আরোপিত মতবাদের দ্বারা তাদের দমিয়ে রাখা যায় না। কেননা যারা নীতি প্রবর্তক তারা নিজেরাই সেইসব অনুভূতির দ্বারা আবৃত। তারা নিজেদের ইচ্ছাপূরণে নিয়মনীতিকে ব্যবহার করবে। না, আপনারা শয়তানীকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন না। কেননা নিয়ন্ত্রিত মিথ্যাচার বরং বহিঃপ্রকাশের থেকেও সাংঘাতিক।

পিতা, বিদায়, চিরবিদায়! এখন থেকে আমার ভালবাসা এবং সহানুভূতি রইল আপনার প্রতি কিন্তু আমার কর্তব্য, আমার থাক।

এই কথা বলে সে চলে যায়।

লিয়ার সঙ্গে তার পিতার সংলাপ একই পরিণতি ঘটায়। মিঃ টমকিন্স এবং মিঃ মোরো উভয়েই তাঁদের পুরোনো কাজে মনোসংযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু নতুন যুগে সামান্য কজন মানুষ ব্যতীত সকলেই হয়ে ওঠে বিশ্বাসঘাতক। মিঃ টমকিন্স এবং মিঃ মেরোকে তাঁদের রাজকীয় অফিস ছেড়ে দিতে বলা হয়। কেননা মিসেস ভিন এবং স্যার ম্যাগনাস এবার তাঁদের অর্থকরী উদ্যোগকে বন্ধ করতে চাইছেন। ওরা দুজনেই এতদিন স্বেচ্ছা-সেবা করে এসেছেন, তাই এখন দারিদ্রতা এসে তাঁসের গ্রাস করে।

স্যার ম্যাগনাস এবং মলিবডেন প্রভূত পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করেও তাদের সম্পত্তি বজায় রাখে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইউনাইটেড স্টেটস এবং কানাডার মধ্যে বিবাদ দূরীভূত হয় এবং শুরু হয় তাদের যৌথ-উদ্যোগ। আউরোরা বোহোরা, যার সাফল্য নির্ভর করতো স্যার ম্যাগনাসের অর্থের ওপর, তিনি এখনও স্যানাটোরিয়ামে অবস্থান করছেন এবং আগের মত অভিনন্দিত করছেন সামান্য কজন অতিথিকে।

কিন্তু ধীরে ধীরে স্থানটি জনশূন্য হয়ে আসে। কয়েকজন অনুগামী তখনো তাঁর শক্তির অবসানে শোক প্রকাশ করছে। কিন্তু কয়েকজন সংস্কারাচ্ছন্ন অনুগামী অতিরিক্ত মলিবডেনাম ভক্ষণে তাদের দেহে দুরারোগ্য ব্যধি অনুপ্রবেশ আবিষ্কার করছে। তিনি ক্রমশঃ নিজেকে নিমজ্জিত করছেন অতিরিক্ত মদ্যপানে, ধীরে ধীরে হ্যাসিসের স্নায়ু আবিষ্টকারী অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে পড়েছেন। অবশেষে তাঁকে এক মানসিক আবাসে স্থানান্তরিত করা হল। তখন তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।

জাসারি এবং লিয়া, যারা ভেবেছিল যে তারা তাদের জীবন কাটাবে আরামপ্রদ ভাবে, তারা এখন কঠিন বাস্তবের সামনে এসে দাঁড়ালো। জাসারি, যে মিঃ ওয়াগথে্নকে তার নবলব্ধ জ্ঞানের বিশালতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ করেছিল সে এখন সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ে একটি ছোট পদের চাকরি পায়। মিসেস ওয়াগথেন তাদের একটি ছোট ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিলে তারা পরস্পরকে বিয়ে করে।

গৃহের কাজে আচ্ছন্ন থেকে লিয়া জাসারির প্রতি তার ভালবাসাকে উজ্জীবিত রাখে। প্রাক্তন ধারণা তাকে আকর্ষিত করতে পারে না, কিন্তু জাসারির পক্ষে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপাটি ছিল আরো কঠিন। আগে সে সিদ্ধান্ত নিত সহজভাবে, এখন সেটি হয়েছে সমস্যাসংকুল।

সে করবে? অথবা করবে না? সে বিশ্বাসী হবে? অথবা বিশ্বাস ভাঙবে? নিজের আত্মাকে জাসারি দ্বিধা বিভক্ত করে সন্দেহে সোপানবিহীন অট্টালিকায় আসীন হয়।

সে জীবনের রবিবারগুলি অতিবাহিত করে দীর্ঘ নিঃসঙ্গ পদযাত্রায়।
এক শীতের সন্ধ্যায়, মৃদু বৃষ্টিপাত এবং কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণ সমাপন করে সে নিজেকে এক গৃহের সামনে আবিষ্কার করে, সেখানে মলিবডেনামের অতি পরিচিত প্রায় বিস্মৃত সঙ্গীতের মূর্ছনা তাকে বিস্মিত করে। হারমোনিয়াম সহকারে তারা গাইছে—

সবার পক্ষে সেরা
ধাতু মলিবডেনাম,
পেশী বাড়ায়, অসুখ সারায়
মহান সে নাম।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে উচ্চারণ করে—আমি কি কোনদিন সেই আত্ম-নিবেদনের যুগে ফিরে যেতে পারব? হায়! দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতাভরা এই দিনগুলি কি ভয়ঙ্কর!

দ্বিতীয় পর্ব

ছোট গল্প

লাসার পথ (The Road To Lhasa) তখন The Right will Prevail শীর্ষক ছোটগল্পটি ব্যতীত অন্যান্য গল্পগুলি প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে, 'Satun in the suburbs' নামে।

রাসেলের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প হল "কন্যা অগ্নিসম্ভব" (The Corsican Ordeal of Miss X)। এই গল্পটি 'Go' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর সংখ্যাতে। এখানে রাসেল 'অনামী' নামে লেখেন।

"ইনফ্রা রেডিও স্কোপ" (Infra Radio Scope) শীর্ষক গল্পটি ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে লণ্ডনের Daily Mail-এ ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে।

একটি মধুর প্রতারণা (Benefit of Clergy) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় Harper's Bazaar পত্রিকাতে, ১৯৫৩ সালের জুনে।

'লাসার পথ' গল্পটি প্রথমে Fact and Fiction গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

লাসার পথ

এক

আমি স্থির করলাম যে ওয়েস্ট মিনিস্টার সেতুটি হল আমার শ্রেষ্ঠতম গন্তব্য। সেদিন ছিল নভেম্বরের এক অন্ধকার সন্ধ্যা। ছিল বিদীর্ণকারী বৃষ্টি এবং শীতল কুয়াশা। পথ ঢাকা ছিল পিছল কাদার আস্তরণে এবং সেতু থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আমি নদীটি দেখতে পাচ্ছিলাম না। ভয়ের কাঁপনে আমি ভাবলাম যে জল নিশ্চয় খুব শীতল হবে। কিন্তু আরেকটি চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। যদি পৃথিবীটা আরও ভাল না হয়, তাহলে এই বীভৎস গ্রহে বসবাস করার স্বপক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

এই চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলাম। কিন্তু যখন আমার বিবেকের মধ্যে শেষতম বাধাটি এসে দাঁড়িয়েছে তখন একটি দৃঢ় হাত আমার ঘাড় চেপে ধরে। আর গম্ভীর কণ্ঠে বলে—ওহো, না, এটার কোন দরকার নেই।

আমি বিস্মিত হয়ে পেছন দিকে তাকাই। সেই বিস্ময়ের মধ্যে মেশান ছিল কিছুটা আনন্দ। আমি দেখতে পেলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক দীর্ঘাকৃতি দৃঢ় চেহারার ভদ্রলোক। তাঁর অভিব্যক্তিতে বিদেশীর ছাপ স্পষ্ট। তিনি পরিধান করেছেন ফারের দামী কোট।

—প্রিয় বন্ধু। তিনি বলেন, আমি দেখছিলাম তুমি কি করতে চলেছিলে। কিন্তু আমার আদর্শ হল, যখনই সম্ভব, তখনই মৃত্যুকে রোধ করে নতুন আশার সঞ্চার করা। আমার সঙ্গে এসো, তোমার সমস্যার কথা বলো। যদি আমি তার সমাধান করতে না পারি তবে আমার বিস্ময়ের অন্ত থাকবে না।

তাঁর বাচন ভঙ্গির দৃঢ়তা আমাকে অবাক করে দেয়। আমি তাঁর বাচন মেনে নি। তিনি একটি ধাবমান ট্যাক্সিকে থামিয়ে তাঁর গন্তব্য বলেন, ক্যাম্প ডেন হিল! চলার পথে আমরা দুজনেই ছিলাম নির্বাক। যে বাড়ীটিতে আমরা এসে উপস্থিত হলাম সেটি বিশাল এবং বিচ্ছিন্ন উদ্যান দ্বারা আবৃত। তিনি আমাকে তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন, অসংখ্য পুস্তকে পরিপূর্ণ একটি বড় আকারের ঘর, যাকে উষ্ণ রেখেছে প্রজ্বলিত অগ্নি। তিনি আরামদায়ক একটি চেয়ারে বসে আমাকে সিগার দিলেন, তারপর হুইস্কি ও সোডা দিলেন।

আমি হতাশা ও শীতের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন ঐ আগুন

আর হুইস্কি আমাদের উষ্ণ করতে শুরু করল, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—এখন, আমার মনে হয়, তোমার সমস্যাগুলো বলবার সময় এসেছে।

ঐ হুইস্কি, সিগার এবং উষ্ণতা, তাদের সমন্বয়ে আমার অসহনীয় যন্ত্রণা হল দূর, ভেঙ্গে গেল বাধার প্রাচীর। এবং আমি ঐ সম্পূর্ণ অজানা সত্তার কাছে স্বীকারোক্তি রাখতে চাইলাম, তিনি যেন আমার মহান স্বীকারকর্তা।

সেটি হল এক শোচনীয় আর হতাশ কাহিনী। আমার পিতা হলেন বিত্তবান এবং বিশ্বজোড়া সুনামের অধিকারী। আমি ছিলাম এক সরকারী কর্মচারী কিন্তু সফলতার কোন অঙ্গীকার আমার ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি অকল্পনীয় রূপবতী মহিলা আরাবেলা মেমওয়ারিংয়ের সংস্পর্শে আসি। প্রথম দর্শনের মুহূর্ত থেকে সে আমার চলমান চিন্তাকে গ্রাস করে, স্বপ্নকে করে শিকার। আমি আমার কর্তব্য ভুলে গেলাম। বিস্মৃত হলাম বন্ধুদের। আমার পিতার সুনাম বজায় রাখবার গুরুত্বকে ভুলে যেতে বাধ্য হলাম। এবং কি করে আমি আরাবেলার প্রিয়জন হতে পারি সেই চিন্তা আমাকে গ্রাস করলো। তার হৃদয় জয় করতে চাই নি। কেননা আমি জানতাম, সে ছিল হৃদয়হীনা।

পূর্বপুরুষদের আভিজাত্য থাকা সত্বেও সে শুধু অর্থ এবং বিলাসকে ভালবাসত। এই দুটি বস্তুর প্রতি ছিল তার উন্মাদকর আকর্ষণ, এবং এই দুটি তৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করতে সে তার শারীরিক আকর্ষণকে কাজে লাগাত। এসবই আমি জানতাম, এবং তাকে প্রতারিত করতে পারতাম, কিন্তু আমি তা করিনি। অনতিবিলম্বে আমি আবিষ্কার করলাম যে তার ক্ষণস্থায়ী ভালবাসাকে জয় করতে হলে আমার প্রয়োজন অজস্র অর্থের।

আমি আমার সঞ্চয় শেষ করে দিলাম। আমি জুয়ার আসরে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে এবং সৌভাগ্যবতী রমণীকে কাছে পেতে কিনে নিলাম বহুমূল্য রুবির লকেট। আসল কথা হল, আমি জুয়ার আসরে যে জোচ্চুরি করেছিলাম সেটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তারপর আমি আমার বাবার অ্যাকাউন্টে জালচেক জমা দিই।

এই কথা জানতে পেরে আমার পিতা আমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে শুরু করেন, তাঁর সম্পত্তির অধিকার থেকে আমায় করেন বঞ্চিত। আমার বোকামির কথা শুনে আরাবেলা আমাকে ব্যঙ্গ করল মাত্র। ঐ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

দুই

যখন আমি আমার স্বীকারোক্তি শেষ করি, তখন আমি হতাশা ব্যঞ্জের চোখে তাকাই আমার রক্ষকের দিকে এবং বলি—আমার মনে হয় আপনি স্বীকার করবেন যে এই অবস্থায় যেকোন আশা হল অসম্ভব।

হায়, আমার প্রিয় বন্ধু, তিনি বলেন, আমি তোমার সমস্যার সমাধান করতে পারি। আমার সখ হল আত্মহত্যা রোধ করা। তুমি যদি আমার কাছে চাকরি কর তাহলে সবাই খুশী হতে পারে। অশ্রু সজল চোখে, আমি তাঁর হাতখানি হাতের মধ্যে নিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম।

—ওহো, আমার প্রিয় বন্ধু, তিনি বলেন। এর জন্যে এতখানি কৃতজ্ঞ হবার কারণ নেই। সকলেরই নিজস্ব সখ থাকে, আমারও আছে।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আমাকে কি করতে হবে?

প্রথম কথা হল, তুমি আমার বাড়ীতে ছদ্মবেশে থাকবে। অজ্ঞাতবাসের সময় তোমার দীর্ঘ দাড়ি গজাবে। তোমার ঘন ভ্রু দুখানিকে তুলে ফেলা হবে আর তোমায় পরতে হবে সরু ফ্রেমের চশমা। তোমাকে নতুন একটি নাম নিতে হবে এবং আমি তোমাকে এমন পাশপোর্ট দিয়ে সাহায্য করবো যেটি উচ্চ পদস্থ অফিসারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনেও জাল বলে প্রতিপন্ন হবে না। যতদিন তোমার দাড়ি বাড়তে থাকবে, ততদিন তুমি আমার বাড়িতে থাকবে। আমি তোমাকে শিক্ষা দেব। বিনিময়ে আমার নিরাপত্তার জন্যে কি ভূমিকা গ্রহণ করবে?

পরবর্তী মাসে আমার অজ্ঞাতবাস চলতে থাকে। আমাকে জানানো হয় যে আমার রক্ষকের নাম আগুই নালডো গারসিনাসিয়া। তিনি হলেন আন্দিজ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছোট রাষ্ট্র সানইসড্রোর অধিবাসী। তিনি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে এখন এই মতবাদে বিশ্বাস করেন যে ঐতিহ্যের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস মানবজাতিকে হতাশার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

সেই কারণে তিনি এক বিশ্বভ্রাতৃত্ব-সংগঠন স্থাপন করেছেন, তিনি যার নাম দিয়েছেন দা লীগ অফ দা ফাইট ফর দা রাইট।

তিনি বিশ্লেষণ করলেন যে—রাইট হল দক্ষিণ, বামের বিপরীত। অসত্যের বিপরীত নয়। তিনি জানালেন যে তাঁর সাতজন অনুগামী আছে, যারা তাঁর সঙ্গে প্রতি শনিবার নৈশ আহারে উপস্থিত হয়ে প্রচার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে। তিনি আমাকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন, তাঁর উদ্দেশ্য হল মহৎ এবং জনকল্যাণকর। তাই তাঁকে সাহায্য করতে গিয়ে হৃদয়ে

যেন সামান্যতম প্রশ্ন না থাকে। আমার স্বীকারোক্তি থেকে তিনি আমার চেতনার সম্যক পরিচয় পেয়েছেন, সেটা খুব কোমল নয়। যেহেতু তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করার অর্থ ধ্বংস ও কারাগার। আমি আমাকে তাঁর অনুগামী হিসেবে প্রকাশ করতে ইতস্তত করলাম না।

অজ্ঞাতবাসের মাসে, যখন আমার চিবুক আচ্ছাদিত হতে থাকে ঘন দাড়িতে তখন আমি আগুই নালডোর উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকি। প্রথমে আমার মনে হয়েছিলো তাঁর পরিকল্পনাগুলি অসম্ভব কল্পনা মাত্র, কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর শক্তির উৎস সম্পর্কে অবহিত হয়ে আমার মনে হল তাঁর সাফল্য সম্ভব হতে পারে। তাঁর জন্ম হয়েছিলো যে ছোট্ট গ্রামে সেখানে এক ধরণের গুল্ম জন্মায়, যাদের অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। ঐ গুল্ম ঐ পরিমাণে খেলে এমন এক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন গোপনতম কথাকে স্বীকার করতে ইচ্ছা করে। অধিক পরিমাণ সৃষ্টি করে চিরস্থায়ী উন্মাদ অবস্থা এবং আরও অধিক পরিমাণ ডেকে আনে মৃত্যু।

ঐ গুল্ম আর কোথাও জন্মায় না। অনেক শতাব্দী থেকে গ্রামবাসীরা ঐ উদ্ভিদের বিচিত্র গুণাবলীকে প্রতিরোধ করার শক্তি অর্জন করেছে। প্রকৃত পক্ষে তারা ঐ গুণগুলির কথা জানে না। কেননা, তাদের গ্রামে বিদেশীদের পদচিহ্ন পড়ে কদাচিৎ। একদা যখন আগুই নালডো ছিলেন তরুণ, পেরুর সঙ্গে সীমান্ত বিতর্ক সমাধান কল্পে এক বলিভিয়ান ভদ্রলোক একদল পর্যবেক্ষককে সঙ্গে নিয়ে ঐ গ্রাম পরিদর্শনে আসেন। ঐ ভদ্রলোককে এবং তাঁর দলটিকে মৃত্যুকারী গুল্মের স্যালাড দেওয়া হয়। তাঁরা সবাই বলিভিয়ান সরকারের গোপনতম ঘটনাগুলি বিবৃত করেন। আগুই নালডো ইউনাইটেড স্টেট থেকে মেডিসিন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। তিনি তাদের মানসিক বিপর্যয়ের কারণ অন্বেষণ করেন এবং পরবর্তী পরীক্ষা দ্বারা নিজের সন্দেহকে স্থাপন করেন। তাঁর হাতে যে ক্ষমতা অর্পিত ছিল, সেটিকে তিনি দ্রুত অনুধাবন করেন। ভয় দেখিয়ে তিনি গড়ে তোলেন বিশাল ভাগ্য।

তাঁর জন্মভূমি, ঐ গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকে তিনি আরামপ্রদ জীবনযাত্রার বিনিময়ে ক্রয় করে ফেলেন। যাতে তারা ঐ ভয়াল উদ্ভিদের কথা কাউকে না জানায়। ঐ বীভৎস মূল থেকে তিনি তৈরী করেন এক গুড়ো পাউডার। যখন তিনি কোন মানুষকে নিজের হাতের মুঠোয় আনতে চাইতেন, তিনি তাকে নৈশ ভোজে নিমন্ত্রণ করে খাদ্যে ছড়িয়ে দিতেন ঐ পাউডার। সেই মুহূর্ত থেকে লোকটি আগুন নালডোর হাতের মধ্যে চলে আসতো। হয় তাকে মানত হবে অথবা ভোগ করতে হবে যন্ত্রণা।

এবং এই অনন্তশক্তিকে আমি মানবকল্যাণে ব্যয় করেছি। তিনি শেষ করেন, আমি বিধ্বংসকারী সত্তাকে অপসারিত করতে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি মানব সমাজকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে চলেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি স্বীকার করবে এই মহান কাজে আত্মনিয়োগ করতে পেরে তুমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছো।

অজ্ঞাতবাসের মাসে শুধু আমার দাড়ি বর্ধিত হল না, আমি অদ্ভুত চিন্তাধারার কাছে আত্মনিবেদন করলাম। আগুই নালডো ছিলেন এক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্ব। তাঁর জ্ঞানের বিশালতার কাছে কোন সন্দেহ দাঁড়াতে পারতো না। তাঁর সংস্কৃতির বিস্তার ছিল সীমাহীন। ইতিহাসে জ্ঞান ছিল বিস্ময়কর। এইসব গুণাবলী ছাড়াও তাঁর বিশাল এবং বিদীর্ণ চক্ষু দুটির মধ্যে নিহিত ছিল সম্মোহনী ক্ষমতা। যাত্রারা তিনি তাঁর সংলাপের সময় আমার ইচ্ছাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখতেন।

ঐ মাসের শেষে তিনি তৃপ্ত হয়ে বলেন—আগামী শনিবার তুমি আমাদের মহান নৈশভোজে যোগ দেবে এবং সেখানে তোমাকে আমি পরিচিত করবো আমার সহকর্মীদের সঙ্গে।

তিন

শনিবারের সন্ধ্যাটি এল এবং আমি আমার রক্ষক ছাড়া আরও সাতজনের উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম। আমাকে জানাল হল যে জনগণের কাজের জন্যে সাতজনকেই সপ্যানিয়ানাম ও সানইয়াশসো দেশের পাশপোর্ট দেওয়া হয়েছে। যে দুটি আমাকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আগুই নালডোর বাড়ীতে আমরা পরস্পরকে আমাদের প্রকৃত নামে চিনতাম। যেহেতু আমাদের সকলকে স্বদেশে, হয়তো বা বিদেশে, পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, ঐ পারস্পরিক জ্ঞান অবিশ্বাসকে অসম্ভব করে আমাদের অভঙ্গুর বিশ্বাসের দ্বারা আবদ্ধ করে।

প্রথম নৈশভোজে আগুই নালডো সকলকে জানালেন আমার সমস্যার কথা এবং ঐ দলে যোগ দেওয়ার কারণের কথা। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—আগামী সপ্তাহে আমাদের অতিথিদের প্রত্যেকে তোমার সামনে স্বীকারোক্তি করবে, তোমাকেও স্বীকারোক্তি করতে হবে। এইভাবে তুমি আমাদের পবিত্র ভ্রাতৃত্বের পুরোনো সদস্যদের সমমর্যাদা লাভ করবে।

ওদের মধ্যে দুজন, পরের দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা ছিলেন কাউন্ট মিজার সান্ট গ্রাভো এবং ব্যারেন সামবক। আমি জানতাম

যে কাউন্ট সিজার ছিলেন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের কাউন্ট। জন্মসূত্রে ভেনিসিয়ান। সুসজ্জিত এ মানুষটিকে প্রথম দর্শনে আপনার মনে হবে যে কোন বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করতে শেখেন নি। কিন্তু আপনার এই মনোভাব ত্রুটিপূর্ণ। কেননা একটি মাত্র বিষয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল, যেটি হচ্ছে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিষয়। তিনি সম্রাট দ্বিতীয় ফেডিরিকের স্মৃতিচারণ করতেন এবং লর্মাড শহরের অর্থপিশাচ ব্যবসায়ীদের হাতে এ মহান মানুষের পরাজয়ের জন্যে শোক প্রকাশ করতেন। এক মুহূর্তের জন্যে তিনি আশা প্রকাশ করতেন যে মুসোলিনী হয়তো সুপ্রাচীন গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। কিন্তু হিটলারের উত্থান তাঁকে মনে করাত, হোয়েন স্টাউফেনরা হল জার্মান, এবং তিনি বিশ্বাস করতেন মুসোলিনী যেন হিটলারের আনুগত্য ত্যাগ করেন। একনায়কত্বে তিনি শ্রদ্ধা করতে পারতেন না, তাঁর এই আদর্শের জন্যে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়।

ব্যারন সামবকের অনেক সাদৃশ্য ছিল কাউন্ট সিজারের সঙ্গে। তিনি ছিলেন খর্বাকৃতি লোক, যাঁর চেহারাকে হয়তো আমি তাচ্ছিল্য করতাম যদি না থাকত তাঁর বিশাল ও বীভৎস দুটি গোঁফ। তাঁর পদক্ষেপে প্রকাশিত হত আবেগময় ক্ষমতা এবং তাঁর হাতে ছিল অসীম শক্তি। তিনি অভিভূতের মতো পেছন দিকে তাকিয়ে চেয়ে থাকতেন বালটিক ব্যরনটসদের দিকে, যেখান থেকে তাঁর উৎপত্তি। তাঁর মনে পডতো, কীভাবে তাঁরা টিউটেনিক সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল, সেটি এখনও উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিস্তৃত আছে। ঐ অন্ধকার সমস্যাসংকুল ভূমিতে টিউটোনিক নাইটদের বিচ্ছুরিত সেবা এবং ধর্মবোধকে তিনি কল্পনার চোখে অবলোকন করতেন। যদিও ১৯২৭ সাল থেকে নির্বাসিত। তিনি তখনও বিশ্বাস করতেন, ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে তিনি হয়তো তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের উদ্ধার করে প্রাচীন গৌরবের দিনগুলিকে ফিরে পাবেন। ইতিমধ্যে তাঁর সংস্কারবিহীন মনোভাবের পরিচয় রাখতে তিনি সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন।

আমি প্রশ্ন করলাম—কিভাবে আপনারা আগুই নালডোর সঙ্গে পরিচিত হলেন? তাঁরা বলেন—সেই কাহিনী বিস্ময়কর। তিনি আমাদের দুজনকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেন এবং নৈশভোজের পর আমাদের গ্রামোফোন রেকর্ড শুনতে বলেন। কিন্তু আমরা কথা বলতে চাই। ঠিক আছে, তিনি বলেন, মনে হয় আপনাদের ভুল হচ্ছে। আমি যে রেকর্ড আপনাদের শোনাতে চাইছি সেটি শুনতে আপনারা প্রবল আগ্রহী।

তাই আমরা মত দিলাম। ঘটনা আমাদের বিস্মিত করল।

আমরা মধ্যরাত্রে গোপনে ব্ল্যাক ফরেস্টে মিলিত হতাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ক্রেমলিন এবং ভ্যাটিকানের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করান। এই প্রয়াসটিকে যথেষ্ট গোপন রাখা হয়। শুধুমাত্র নিষ্ঠাবান সমর্থকরা এর কথা জানতো। আমানের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর মধ্যে অন্য কেউ এ প্রকল্পের কথা জানে না এবং আমরা প্রতিশ্রুত চুক্তিটি সম্পাদন করতে চলেছিলাম। কিন্তু আগুই নালডো তাঁর গুপ্তচরদের মাধ্যমে অনেক গোপন তথ্য জেনে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর একটি বিরাট গোপন সংগঠন আছে যারা সর্বত্র মূল্যবান সংবাদ অন্বেষণ করে।

তিনি যে রেকর্ডটি আমাদের শোনালেন, সেটি হল আমাদের মধ্যরাত্রির সংলাপের সম্পূর্ণ বিবরণ। যদি সেটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তিনি শপথ করলেন, যদি আমরা তাঁর দলে যোগ দি, তাহলে রেকর্ডটি প্রকাশিত হবে না। আমরা তাঁর মতবাদকে মেনে নিলাম।

চার

ভ্রাতৃত্ব সংস্থার আরেকজন সদস্য আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি হলেন ইজিপ্টের অধিবাসী। তাঁর নাম ছিল স্থলেইমান আব্বাস। তিনি তাঁর সত্তা থেকে ইজিপ্টকে নিশ্চিহ্ন করার বাসনায় নাম পরিবর্তন করেছেন। তাঁর জাতীয়তাবোধ তাঁকে দিয়েছে যথেষ্ট সফলতা কিন্তু ইসলাম বিরোধিতা তাঁকে ইজিপ্ট সরকারের শত্রু করেছে। তিনি তীব্র ভাবে বিশ্বাস করেন যে ইজিপ্ট সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুই মহত এবং নিম্ন নাইলের বাসিন্দাদের সব কিছুই বর্জনীয়। তাঁকে বোঝানো হয়েছে, যদি ফারাওদের সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং হৃত সংস্কৃতি স্থাপিত হয় তাহলে সমস্ত মানুষ সুখে থাকতে পারবে। তিনি বলেন—চিন্তা করে দেখো, আমাদের গৌরবময় দিনে, আমরা বিশ্ব-সংস্কৃতিকে কি দিয়েছি। তোমাদের শিক্ষা এখনও তিনটি প্রাথমিক স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তোমরা কি তোমাদের ওপর অসহায়ভাবে নির্ভর করে থাকা শিশুদের কখনও শেখাও যে ঐ প্রাথমিক তিনটি স্তম্ভ তাদের উৎসের জন্যে আমাদের দেশের কাছে ঋণী। তোমাদের পশ্চিম দেশের মানুষদের মধ্যে ক'জন আমার নামের উৎপত্তি জান? তোমরা কি জান, আথোমেশ ছিলেন বিশ্বের প্রাচীনতম অঙ্ক পুস্তকের রচয়িতা। যদি সংস্কৃতির অন্য জগতে প্রবেশ করি তাহলে তুমি জানতে পারবে, ফারাওদের দিনে ইজিপ্ট থেকে চিত্রাঙ্কনবিদ্যা ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। এখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল শূন্যতা ভরা সাহারা মরুভূমি।

তোমরা, পশ্চিম দেশের মানুষ গ্রীকদের প্রশংসা কর। কিন্তু তোমরা কি চিন্তা করেছো, আমার দেশের সঙ্গে পরিচিত হবার পর গ্রীক সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়? আমার দেশকে যে দীর্ঘতম রাত্রি অতিবাহিত করতে হয়, তার সূচনা হয়েছিল উন্মাদ ক্যামবাইসেগের আমলে। সেটি চলতে থাকে মাতাল আলেকজান্ডারের রাজত্বে এবং শয়তান এ্যান্টনির সময়ে। ইজিপটের শক্তিকে খর্ব করতে এগিয়ে আসে দুটি সেমিটিক ধর্ম। এবং আজকের দিনে, যারা তাদেরকে ইজিপটের জাতীয়তাবাদের উগ্র সমর্থক বলে প্রমাণ করে, তারাও এক নির্বোধ আরব দ্বারা উদ্ভাবিত সংস্কারকে মেনে চলে।

আমার পূর্বপুরুষ ফারাওরা, কল্পনা করতেন যে তাঁরা সেমাইটসদের সাহায্য নেবেন তাই তাঁরা মরুভূমিতে মুসাদের পাঠাতেন। হায়, তাঁরা ক্রাইস্ট এবং মহম্মদের উৎপত্তির গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করেন নি! পারস্য দেশীয়রা, ম্যাগডোনিয়ানসরা, রোমানরা, আরবরা, তুর্কীরা, ফরাসী এবং ব্রিটিশরা একে একে আমার অসুখী দেশকে শোষণ করেছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই লক্ষ্য নয়। সর্বোপরি প্রয়োজন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, যেটি আমি ইজিপটে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি। এর ফলেই আমার সমস্যার উদ্ভব হয়।

কায়রোর কৃতঘ্ন সরকার এখনও চৌদ্দ শতাব্দীর অতীত সেমিটিক বিজয়ীর কাছে পরাজিত এবং প্রবলভাবে প্রতিরোধ করে আমনরের জাতীয়তাবাদ। ইজিপটের বাইরে ইজিপসিয়ান জাতীয়তাবাদকে স্বাগত জানানো হয় না। সর্বত্র আমি দেখলাম, যে সরকারের সঙ্গে আমার বিরোধ ঘটছে। যদি না আগুই নালডোর সাহায্যকারী হাত এসে আমাকে উদ্ধার করতো তাহলে আমি সেমিটিক প্রচারক ত্রয়ীর ক্রাইস্ট, মহম্মদ অথবা মার্কসের দ্বারা শোচনীয়ভাবে নিগৃহীত হতাম। আমাকে অনন্ত আনন্দ দিয়ে আগুই নালডো বোঝালেন যে আমার ধর্মনীতি হল তাঁর বিশ্বব্যাপী "দক্ষিণ পন্থার জন্য যুদ্ধ করা" ধর্মের অন্তর্গত অংশ মাত্র। এই পবিত্র বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধে আমি আমার সুচিন্তিত ঘৃণাকে প্রকাশ করতে পারলাম। এখন আমি আবার এই স্বপ্ন দেখছি যে, সেদিন সমাগত। যখন আগুই নালডোর প্রচার অর্জন করবে সফলতা, ইজিপট আর একবার মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম চেতনার উদ্বোধক হবে!

যতক্ষণ তিনি কথা বলছিলেন, আমি আমার সত্তাকে সমানুভূতিমণ্ডিত আবেগে পরিপূর্ণ রেখে তাঁর বাচন-ঝরণার কাছে নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু যখন তিনি আমার কাছ থেকে চলে গেলেন, আমি চোখ মুছলাম এবং আমার মনে হল যেন স্বপ্ন থেকে উঠেছি। আমি মনে মনে বললাম—নাইলের অধিবাসীদের প্রশংসা করাটা ভাল। কিন্তু তিনি কি করে ইউক্রেতিস,

তাইগ্রিস, সিন্ধুর কথা বিস্মৃত হলেন? বললেন না, হলুদ নদী অথবা ইয়াংসির কথা? আমার মনে হয় তাঁর ইতিহাস চেতনা সংস্কারাচ্ছন্ন, কিন্তু যেহেতু আমি আগুই নালডোর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমি তাঁর বাহক হিসেবে কাজ করবো।

যখন আমি এশিয়ার নদীগুলির কথা ভাবছিলাম, তখন আমার কাছে এলেন আগুই নালডোর আর এক সমর্থক, মেক্সিকো প্রদেশী কারলস-ডিয়াজ। বর্তমানে যাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে, কুইটজালকোয়াটাল। আহোমেশের মত তিনিও অতীতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। কিন্তু তাঁর অতীত ফারাওর মত দূরাগত অতীত নয় এবং আহোমেশের মত তিনিও তাঁর মতবাদ দ্বারা স্বদেশীর কাছে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছেন। প্রাক-কলম্বিয়ান মেক্সিকোর সারা সভ্যতাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। তাঁর ধারণা স্পেনীয় এবং শ্বেতাঙ্গরা তাঁর স্বদেশের শান্তিকামী ও উন্নয়নশীল সভ্যতাকে বর্বরের মত ধ্বংস করেছে। শিল্প এবং সৌন্দর্য প্রেমিকের চিত্তে হতাশা সঞ্চার করে তছনছ করেছে অনুপম নিদর্শনগুলি। মাত্র একজন ইউরোপীয় মনীষীকে তিনি সামান্য সহানুভূতিসম্পন্ন বলে মনে করেন। সেই মনীষীর নাম কার্ল মার্কস।

মেগ্রিতে স্পেনীয়রা হল উচ্চশ্রেণী এবং ইনডিয়ানরা সর্বহারা। তাই মার্কস তাঁর দৃষ্টিতে ইনডিয়ানদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। আমার মনে হয় না, এই ব্যাপারে তাঁর মত গ্রহণযোগ্য। কেননা, মার্কস হয়তো অ্যাজটোনিয়াম অনুযায়ী আত্ম-হননের দ্বারা বিত্ত অর্জনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবেন না। আহোমেশের স্বপ্নের মতো কার্লডিয়াজের স্বপ্নের মধ্যেও হিংসাত্মক ঘটনার উপস্থিতি আছে। তিনি আশা করেন যে ইনডিয়ানরা শ্বেতাঙ্গদের বিতাড়িত করে রায়োগ্রাণ্ডি থেকে কেপহরন পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড দখল করবে। আধুনিক অস্ত্র অর্জন করে তারা শেষঅবধি তাদের মহাদেশের উত্তর অঞ্চলকে অধিকার করে প্রদান করবে সেইসব আদিবাসীদের যারা কলম্বাসের পদক্ষেপের পূর্বে ভ্রমণ করতো ঐ বিরাট অঞ্চলে।

তাঁর কল্পনাশক্তির সবচেয়ে রক্তাক্ত দিকটি হল, তিনি বিশ্বাস করেন যে এক দিন আকাশচুম্বি বাড়িগুলি ধ্বংস হবে আর ম্যানহাটান পরিণত হবে অরণ্যে। তাঁর এই আশাকে ওয়াশিংটন সন্দেহ করে এবং এই সন্দেহ তাঁর জনপ্রিয়তাকে বর্ধিত করেনি। মার্কসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তাঁকে কমিউনিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু বিপ্লবের স্বপক্ষে তার অনিয়ন্ত্রিত সমর্থন তাঁর অজ্ঞানতার পরিচয় মাত্র। ধরা পড়ার দিনেই তাঁকে আগুই নালডো উদ্ধার করেন। তাঁকে দেওয়া হল নতুন নাম, জাল পাশপোর্ট, প্লাষ্টিক

সার্জারি তাঁকে দিল নতুন মুখ। তিনি তাঁর পুরোনো নামকে ঘৃণা করতেন। কেননা, সেটি ছিল স্প্যানিশ। আনন্দের সঙ্গে তিনি স্থির করলেন যে তাঁর নতুন নাম হবে কুইটজাল কোয়াটাল। এইভাবে তিনি আগুই নালডোর লেফটেনান্ট হিসেবে তাঁর প্রচারকে গোপনে সংবাহিত করার কাজে যোগ দেন।

ডাঃ আগুই নালডোর লেফটেনান্টের সঙ্গে কথা বলে আমি আবিষ্কার করলাম যে তাঁরা দুটি ভাবে বিভক্ত! সেখানে আছেন এমন কয়েকজন যাঁদের স্থির বিশ্বাস, দক্ষিণীদের জন্যে সংগ্রাম একদিন সফল হবেই। কিন্তু অন্যেরা ছিল সম্পূর্ণভাবে বন্দী। একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁদের সবাই আগুই নালডোর এজেন্ট দ্বারা ধৃত হয়েছেন। কিন্তু যাঁরা তার অঙ্গীকার আবদ্ধ উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করতেন। অন্যেরা শুধুমাত্র নিজেদের বাঁচিয়ে যেত।

দ্বিতীয় বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন ডাঃ মাউলেভেরের। যাঁকে আমি একাধারে আকর্ষণীয় ও বিতৃষ্ণ কারক হিসেবে আবিষ্কার করি। ক্যানসারের উৎপত্তি এবং বিনাশের বিষয় গবেষণা করে তিনি বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাবিদ্যার ব্যক্তি হিসেবে বিরাট সম্মান অর্জন করেন। আমাদের সংলাপের মধ্যে জানা গেল যে ক্ষমতা ও অর্থ দুটিই তিনি প্রবল ভাবে অর্জন করেছেন। এবং কোনটির প্রতি তাঁর আসক্তি নেই। যখনো তিনি ধরা পড়েননি তখন সন্দেহমনা লোকেরা নিরীক্ষণ করতো যে তাঁর অর্থবান রোগীরা তাকে যথেষ্ট অর্থ না দিলে ক্যানসারে মারা যেত। তাঁর বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগ প্রমাণ করার জন্যে পুলিশের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দিল। সেই মুহূর্তে তিনি আগুই নালডোর দ্বারা উদ্ধার পেলেন, উদ্ধার পেলেন কারাবাস ও মৃত্যুর হাত থেকে।

ডাঃ আগুই নালডো মাউলেভেরের নাম ও চেহারা পরিবর্তন করে তাঁকে সান ইসিডো থেকে আসা নতুন ডিপ্লোমা প্রদান করলেন। এটি তাঁকে চিকিৎসা বিদ্যার জগতে নতুন করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সাহায্য করবে। এই সাহায্যের বিনিময়ে তিনি আগুই নালডোর বিরক্তি উৎপাদনকারী মানুষের দেহে ক্যানসারের উপস্থিতি সম্পর্কে গবেষণা করতে শপথ নিলেন। যদি সেই রোগী তাঁর মতবাদকে পরিবর্তন না করে অথবা জন-জীবন থেকে অবসর না নেয় তাহলে ডঃ মাউলেভেরের কর্তব্য হবে তাকে ক্যানসারে মেরে ফেলা। তাঁর শিকার ছিল দু'ধরণের—যারা "দক্ষিণদের জন্যে সংগ্রাম" মতবাদের প্রত্যক্ষ বিরোধী এবং যারা সানইসিডো রাষ্ট্রের শত্রু। কিন্তু ঐ দুটি দলকে একাত্ম করার প্রয়াস নেওয়া হত।

ডঃ মাউলেভেরের আমার সামনে বিশ্লেষণ করলেন উদাসীনভাবে। তাঁর

রোগীদের যন্ত্রণা ছিল তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অবহেলার বিষয়। এই মুহূর্তে তিনি আগুই নালডোর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ও অধিকারের পরিমাণে সন্তুষ্ট কিন্তু আমার মনে হল, সুযোগ পেলে তিনি স্বাধীন অপরাধের চেষ্টা করবেন। সেই সুযোগ এখনও আসেনি কিন্তু আমার মনে হল তিনি এখনও আশা ছাড়েন নি। তিনি একটি আবিষ্কার করেছেন যেটি তাঁর মতে গুরুত্বপূর্ণ। এটি হল—আগুই নালডোর গ্রামে উৎপন্ন উন্মাদ মূলের বিধ্বংসী ক্ষমতার প্রতিরোধ স্পৃহার গতি ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। যদি ঐ গ্রামের অধিবাসীরা অন্যত্র বসবাস না করে, তাহলে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও হ্রাস পাবে।

আগুই নালডোর সংগঠনে রাশিয়ান সদস্যদের উপস্থিতিতে আমি বিস্মিত হলাম। তাঁর নাম হল জেনারেল জিনস্কি। ১৯৪৫ সাল অবধি তিনি সোভিয়েত সরকারের সুনজরে ছিলেন কিন্তু যুদ্ধের সময় এবং পরবর্তী মাসে তিনি জার্মান-স্বপক্ষে এক বিতর্কিত মতবাদ পোষণ করেন। এই মতবাদের ভিত্তি ছিল যে জার্মানরা ১৯০৯ সালের মত আবার রাশিয়ার শত্রু হতে পারে। এই সিদ্ধান্ত তাঁকে সরকারের বিরাগভাজন করে, তিনি প্রায় মৃত্যুমুখে পড়েন যখন আগুই নালডোর গোপন বাহিনী তাঁকে উদ্ধার করে। সোভিয়েত সিক্রেট সার্ভিস সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ জ্ঞান তাঁকে ঐ সংগঠনের অপরিহার্য ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যদিও হৃদয়ে তিনি তখনও ছিলেন কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী, ব্যক্তিগত ঘৃণা তাঁকে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করতে আগ্রহী করেছিল এবং আত্মরক্ষার জন্যে তিনি আগুই নালডোর কাজ করতে বাধ্য হন।

আগুই নালডোর লেফটেনান্টদের মধ্যে ছিলেন আর একজন প্রাক্তন কমিউনিস্ট। আমেরিকার অধিবাসী উডরু বরডভ। তিনি হলেন একটি ইচ্ছা সম্পন্ন মানুষ। তিনি নিজেকে শীর্ষস্থানে দেখতে চাইতেন। একদা তিনি বিশ্বাস করতেন সাম্যবাদ সমগ্র পৃথিবীকে জয় করবে, তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। যখন এটি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়, তিনি হলেন তথ্য-বাহক। আমেরিকান কমিউনিস্টদের সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করলেন কমিউনিস্ট বিরোধীদের কাছে। কিছুদিন বাদে সংবাদপত্রগুলিতে তাঁর গুরুত্ব কমে যায় এবং তিনি আর প্রথম পাতায় স্থান পান না। তখন তিনি নতুন করে শপথ নিলেন। এই শপথ তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে আনল। কিন্তু কখনও দক্ষিণপন্থীদের সাহায্য করে, কখনও বা বামপন্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি অপরাধ করে চললেন। এক ভয়াল মুহূর্তে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় আগুই নালডোর এজেন্ট এবং তাঁকে বুদ্ধি সহকারে উদ্ধার করেন। আগুই নালডো দেখলেন যে তিনি

পশ্চিম দেশীয় কমিউনিস্টদের এজেন্টদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানেন। আগুই নালডো কর্তৃক দেওয়া নতুন নামে তিনি পশ্চিমের সাম্যবাদবিরোধী সংগঠনে শিরোনাম হয়ে ওঠেন।
এইভাবে তিনি যা অর্জন করেন, সেটা ছিল তাঁর আশার চেয়ে কম। কিন্তু তাঁর প্রতি আগুই নালডোর বিশ্বাস অটুট আছে।

পাঁচ

যে নৈশ ভোজে আমাকে সংস্থার কাছে পরিচিত করা হয়, সেখানে আমি ঐ দলের একমাত্র মহিলা সদস্যের দ্বারা আকৃষ্ট হই। কিন্তু, সেই সময়ে আমি তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। সে ছিল অনন্যা রূপসী। বেশ লম্বা। তার ছিল ঘন কালো চুল, এবং বড় আবেদনী চোখ। তার ভঙ্গিমা ছিল গর্বিতা এবং অহঙ্কারীকা। সেই প্রথম, নৈশভোজে যে কম কথা বলে।
তাকে আমি আর দেখিনি। কিন্তু আগুই নালডোর লেফটেন্যাণ্টদের কাছ থেকে জানতে পারি যে সে হল তাঁর নিকটতম অনুগামিনী এবং তাঁর গোপন বিষয়গুলি জানে। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে উঠি, আমার আগ্রহকে প্রশমিত করতে সেই সংলাপের প্রয়োজন ছিল। আমি জানতে পারি যে তার নাম হল ইরমা এবং সে সুপ্রাচীন হাঙ্গেরীর রাজবংশ-জাতা।
তার সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমার মনে হল আমি যেন আভিজাত্যের সঙ্গে কথা বলছি। অন্যান্যদের মতো সে বিশ্বাস করে না যে সে আগুই নালডোর দ্বারা অধিকৃত। বরং তার বিশ্বাস তাকে সহকর্মিনী হিসেবে পেয়ে আগুই নালডো নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে পারে। অন্যদের মতো তাকে ভয় দেখিয়ে ধরে আনা হয়নি। সে "দক্ষিণদের জন্যে সংগ্রামী" মতবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক। এবং এই বিশ্বাসই তাঁকে আগুই নালডোর সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য করেছে। এইসব সে আমাকে বিশ্লেষিত করে—তুমি অবাক হয়ো না, আমি দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন করছি। আমি হাঙ্গেরীর সুপ্রাচীন বংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছি এবং অ্যাটিলার রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে স্নায়ুতে। এইসব মহান উৎসকে সঙ্গে নিয়ে আমার পক্ষে কল্পনা করা কতখানি কলঙ্কিত যখন আমি দেখি যে যারা একদা অ্যাটিলার নামে ভীত ও কম্পিত হত, তারাই এখন আমাদের পদদলিত করে রেখেছে। তারা

অ্যাটিলাকে রোমের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদী হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে।

ঐ সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে ওরা কি ধারণা পোষণ করতে পারে? তারা কি জানে এ মিলন অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে কি বন্ধন সৃষ্টি করবে? আমি সেটা বিশ্লেষণ করতে পারবো না। যতদিন বাঁচবো, আমি রাজতন্ত্র ও এতিহ্যের স্বপক্ষে দাঁড়াবো। যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে আগুই নালডোর আদর্শের সঙ্গে আমার আদর্শের কোন সংঘাত নেই, তাই আমি তার বিরাট কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। আমি জানি যে তার কিছু কিছু পদ্ধতি সুপ্রাচীন এবং আমাদের কালের নৈতিকতাকে আঘাত করে কিন্তু আমার মহান পূর্বপুরুষদের শক্তি আমাকে সমর্থন করে এবং ঈশ্বরের নামে যে কোন কাজে আত্মনিয়োগ করতে বদ্ধ পরিকর করে!

ইরমা আগুই নালডোর সমস্ত গোপন সংকেত জানতো। তাঁর কাছ থেকে আমি তাঁর কার্যধারা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানলাভ করলাম। ঐ উন্মাদ গুল্ম তাঁকে অসাধারণ সুযোগ দিয়েছে যাতে তিনি মানুষকে ভয় দেখিয়ে জব্দ করতে পারেন। তাঁর বিত্তের অধিকাংশ তিনি ব্যয় করেছেন তাঁর আন্তর্জাতিক গোপন সংস্থার কাজে—যার মাধ্যমে তিনি সম্ভাব্য শিকারদের সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য নিতে চান। প্রতিটি অসাম্যবাদীদের তিনি তাঁর চেতনাতে কেন্দ্রীভূত করে বামপন্থীদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে জনতা বিস্মিত হয়ে, বিভক্ত হয়ে দক্ষিণপন্থী হয়ে ওঠে। প্রগতিপন্থী লোকেরা নিরাশ হয় এবং তাদের মতধারা নিশ্চিহ্ন হতে থাকে।

সাম্যবাদী দেশে অন্য প্রক্রিয়া গৃহীত হয়, তার সফলতা বেশী হয়নি। এই সকল দেশে এমন প্রমাণ ছিল যাতে সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের আধিপত্য মানা হয়নি। তারা ছিল গোপন পুলিশের নিরীক্ষণের বিষয় এবং এটিকে এখন ভুলে যাওয়া হচ্ছে। যদি তিনি সফল হন তাহলে তাঁকে লৌহ প্রাচীরের বাইরে এনে সাম্যবাদবিরোধী এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা হবে।

আমার মনে হল—আগুই নালডোর মন্তব্য সম্পর্কে তোমার মতবাদ ভঙ্গুর। আমার মনে হয় তার বিচার্য বিষয় এখনও বুদ্ধির অতীত। যখন আমাকে তিনি হতাশা থেকে রক্ষা করে নতুন জীবন দিলেন, তখন তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে গবেষণা হিসেবে প্রমাণ করতে চান। আমার মনে হয় তাঁর গবেষণায় বামপন্থী রাজনীতিবিদদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে এবং তাঁর মতবাদ রাজনীতিজ্ঞদের মন্তব্যকে প্রভাবিত করবে।

—হ্যাঁ, সে বলে, তোমার মাধ্যমে সে এই কাজটি করতে চায়। তোমার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে তুমি নিশ্চয় জান যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্রে অনেক

দুর্বলতা থাকে। কেউ কেউ দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত, কারোর চরিত্রস্খলন ঘটেছে। অনেকে সাম্যবাদী সরকারের সঙ্গে বিতর্কিত সম্পর্কে লিপ্ত। এই জাতীয় লোকেরা আগুই নালডোর সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সে ঐ গুণ প্রয়োগ করে তাদের কাজে লাগায়।

যদিও আমার প্রাথমিক উদ্দীপনা কমে গিয়েছিল কিন্তু আমি কাজ থেকে বিরত হলাম না। কেননা যে পথে আমি চলেছি সেখান থেকে ফেরবার উপায় নেই। আমি জানতাম যে আমি আমার সময় ও মেধাকে কাজে লাগাচ্ছি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দিতে। ইরমা আমার উদাসীনতাকে ভেঙ্গে দিল তার শান্ত সৌন্দর্যের আবেগময়ী উৎস স্রোতে :

—তুমি কি দেখতে পাওনা যে প্রাচীন নিরাপত্তার অভাবে এই পৃথিবী ধ্বংসের পথে দ্রুত ছুটে চলেছে? সে বলে, হয়তো মাত্র কয়েকজন শোচনীয় মানুষ জন্তুর মত বেঁচে আছে। তুমি কি দেখতে পাওনা যে রাজতন্ত্র ধর্ম মহত্ত্বের প্রতি সম্মান এবং প্রাচীন শতাব্দীর সুসংবদ্ধ মতবাদ—এরা সব বিলীয়মান মানবসত্তার আলোড়িত ধার্মিক বোধকে শাসনে রাখবার উপায় মাত্র। ইতিহাসের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর! ইজিপট ও চীনদেশের প্রাচীন সম্রাটরা চারশো বছর ধরে রাজত্ব করেছেন! আমাদের সময়ে কোন সাম্রাজ্য দুটি দশক অতিবাহিত করলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। মানুষ হয়েছে অস্থির, বিধ্বংসী এবং অসংযমী। সবাই সন্দেহের আবর্তে ঘুরছে, কেউ কেউ পরিচালিত হচ্ছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা দ্বারা। মৃদু আঘাত অথবা পবিত্র প্রচারের দ্বারা এইসব ভয়াবহ অসত্যকে ধ্বংস করা যাবে না। সেই বোঝাপড়ার দিনগুলিকে আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। এখন একমাত্র আগুই নালডোর পদ্ধতি এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

যতক্ষণ সে কথা বলছিল তার চোখ দুটি জ্বলে ওঠে এবং তার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে আবেগ। আমার অজ্ঞাতসারে আমি তার শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের দ্বারা আংশিক আচ্ছন্ন হলাম, বাকিটুকু ছিল আমার নিজস্ব উৎসাহ। সেই মুহূর্তে আমি মনে মনে শপথ নিলাম যে কর্তব্য করে যাব আর তাঁর কুখ্যাত উদ্দেশ্যগুলির দিকে চোখ বন্ধ করে তাকিয়ে থাকবো।

ছয়

ঐ ঘটনার পর আমাকে ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের সদস্য পদ দেওয়া হল। আমি ল্যাটিন আমেরিকানের ছদ্মবেশে আমার নতুন নাম এবং নতুন সত্তা নিয়ে সাধারণ জীবন যাপন করতে শুরু করলাম। আমার স্বাধীনতার ওপর আরোপিত ছিল একটি মাত্র নিষেধ, আগুই নালডো আমাকে আদেশ করেছিলেন

যে আমি যেন সাইরেনের সাহচর্যে না আসি, সে আমাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে এসেছিলো।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের সাপ্তাহিক নৈশভোজে আমরা সাধারণ আলোচনা শুরু করতাম এবং তারপর আগুই নালডোর নেতৃত্বে বিভিন্ন সদস্যদের উপযোগী কর্তব্য দিয়ে দিতাম। আমাদের সর্বশেষ উদ্দেশ্য ছিল স্বচ্ছ, কিন্তু তাকে পাবার জন্যে যে পথগুলি ছিল, তারা স্বচ্ছ ছিল না। আমরা সর্বদা গণতন্ত্রের হাত থেকে রাজতন্ত্রকে রক্ষা করার চেষ্টা করতাম। এমন কি স্পেনে আমরা ফ্রাঙ্কোর ধার্মিক নিরাপত্তা ও কঠোর বিধি-নিষেধের মধ্যে থেকেও গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলাম। সেখানে আমরা সুপ্রাচীন রাজপরিবারের প্রতি আমাদের মহান কর্তব্য পালনে সচেষ্ট ছিলাম। এমনকি যখন এটি ঘোষিত হয় তখনও ছিল একটি সমস্যা। আমরা ডন করেলসের উত্তরাধিকারীকে অন্বেষণ করে করেলিস্ট পার্টির পুনরুজ্জীবন ঘটাবো? অথবা ১৯৩০ সালের বিপ্লব দ্বারা নিশ্চিহ্ন রাজপরিবারের পুনরুত্থানের মাধ্যমে তৃপ্ত থাকবো?

একই ভাবে জার্মানী আমাদের সামনে সমস্যার সৃষ্টি করে। বিসমার্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জার্মান সাম্রাজ্যকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করার মত মহান বলে মনে করতাম না। এবং কিছু বিতর্কের পরে আমরা জার্মান ঐক্য স্থাপনের পূর্বে যেসব স্বতন্ত্র রাজ্য ও অঞ্চলের অস্তিত্ব বজায় ছিল, সেগুলিকে পুনরায় স্থাপন করার স্বপক্ষে মত দিলাম। ইটালীতে আমরা অবশ্যই সমর্থন করলাম পাপাল রাজ্যগুলিকে এবং টুসকানির গ্রাণ্ড ডাচিকে এবং অন্যান্যদের। রাশিয়ার ক্ষেত্রে বিতর্ক ঘনীভূত হল, যখন ইরমার সঙ্গে আমাদের সকলের মতানৈক্য ঘটে! আমাদের সবাই রোমানদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ইরমা নিজেকে মঙ্গল বলে মনে করে রাশিয়ার রাজপরিবারের বিরোধিতা করল এবং ঘোষণা করল যে সেই পরিবার মহান সম্রাট চেঙ্গিস খানের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল। এই মতবিরোধের দরুণ আমরা স্থির করলাম, এখনকার মত রাশিয়াকে আমরা আমাদের কর্তব্যের বাইরে রাখব। আমাদের আলোচনায় যেসব বিরোধ দেখা দিত তার মধ্যে একটি হচ্ছে রাশিয়া সংক্রান্ত সমস্যা। আমরা প্রাচীন সভ্যতাকে ফিরিয়ে আনতে কতখানি চেষ্টা করবো। উদাহরণ স্বরূপ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা কি সম্রাট অশোকের আমলকে ফিরিয়ে আনবো অথবা মহান মোগলের দ্বারা তৃপ্ত হব? চীনদেশে আমরা কি মানচু-বংশকে গ্রহণ করবো?

আমাদের শনিবারের সমাবেশে আমরা গভীর আগ্রহ সহকারে এইসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতাম। সাধারণভাবে আগুই নালডোর সিদ্ধান্তকে সমর্থন.

করে আমাদের আলোচনা শেষ হত। কিন্তু দুটি সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে সংহতি অসম্ভব। এর একটু আগেই উল্লিখিত, মোগলদের প্রতি ইরমার সহানুভূতি। অন্যটি আরো সাংঘাতিক—আগুই নালডো এবং মেক্সিকো দেশীয় ডিয়াজ অথবা বর্তমানের কুইটজাল কোয়াটাল-এর মধ্যে মত পার্থক্য।

আগুই নালডো নিজেকে বিজয়ীদের উত্তর পুরুষ হিসেবে প্রচার করে গর্ববোধ করতেন। কিন্তু ডিয়াজ স্পেনীয়দের ঘৃণা করেন এবং তিনি মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকাকে তাদের প্রাক কলম্বিয়-যুগের অধিবাসীদের বংশধরদের হাতে তুলে দিতে চান। এই বিতর্কে আমাদের অধিকাংশ ডিয়াজের সমর্থনে কথা বলতো। বিশেষ করে ইরমা, যার মঙ্গলীয়ান সত্তা তাকে ইউরোপীয়ানদের প্রতি বিদ্বেষ উদ্রেক করায়, সে প্রধানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে চাইতো না।

আগুই নালডোকে সে প্রচণ্ড ভালবাসতো এবং প্রতিক্ষেত্রে তাঁকে সমর্থন জানাতো! কিন্তু ইউরোপীয়ানদের আধিপত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কথা শুনলে তার শিরার মধ্যে প্রবাহিত হত অ্যাটিলার রক্ত এবং সে দেখতো যে আত্মনিবেদন অসম্ভব। ধীরে ধীরে তার ওপরে আগুই নালডোর প্রভাব কমতে থাকে এবং তিনি তার অগ্রগতির দিকে সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখান।

তিনি আকৃষ্ট ছিলেন মহান কারণের প্রতি, এই আকর্ষণ ছিল শীতল এবং অনমনীয়। তাঁর জন্যে ইরমার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কোমল আনন্দ বিফল প্রতিপন্ন হয়। এই সকল ক্ষেত্রে আগুই নালডোর চরিত্র যেন প্রচণ্ড সংস্কারাচ্ছন্ন এবং জয় ছাড়া অন্য সব কিছুর প্রতি তিনি প্রকাশ করতেন সর্বব্যাপী অবহেলা।

প্রথমে ইরমা তার অন্তরের সুপ্ত বিদ্রোহকে জাগাতে চাইতো না। কিন্তু সে ইউরোপীয়ানদের আধিপত্য স্বীকার করতে চাইলো না। ক্রমে ক্রমে এই বিরোধ এত সাংঘাতিক হয়ে পড়ে যে ঐ মহান কর্তব্যের ভিত্তিকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

এই সমস্যাকে বাড়িয়ে দিলো ডিয়াজের ভাষণ। তিনি গোপনে বিভিন্ন কথা আমাদের জানালেন। দেখা গেল যে ল্যাটিন আমেরিকার ক্ষেত্রে আগুই নালডোর উদ্দেশ্য ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়নি। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রকে তাঁর নিজস্ব মহান ইসিড্রো প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে চান! তিনি বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন, যদি তারা তাঁর দেশকে সাহায্য করে! কিন্তু সান ইসিডোর ক্ষমতা বাড়াবার বিপক্ষে মত দিয়ে তিনি তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করেন!

আগুই নালডো ছাড়া এ সংগঠনের মধ্যে ডিয়াজই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি

ল্যাটিন আমেরিকার জটিল রাজনীতিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। প্রথমে ইরমা এবং পরে আমরা অনুধাবন করলাম যে তাঁর বক্তব্য অসত্য নয়। আমাদের ভাবনাকে কি আগুই নালডো প্রতিফলিত করছেন না।
এটা কি সত্যি যে তিনি বিষাক্ত মূল ব্যবহার করে তাঁর প্রস্তাবিত মহান অমানবিক সমাপ্তি ঘটাতে চান? নাকি সান ইসিডোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে চান? ইউনাইটেড স্টেটসের সঙ্গে তাঁর গোপন বাণিজ্যিক লেনদেনের তথ্যটি আকস্মিক-ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে! তাদের গোপন রাখবার জন্যে আগুই নালডোর নিরন্তর প্রয়াস সত্ত্বেও জানা গেল যে "দক্ষিণদের জন্যে সংগ্রাম" মতবাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

সাত

সপ্তাহের পর সপ্তাহ্ ধরে আমাদের হতাশা বাড়তে থাকে! ডিয়াজ সযত্নে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন। তারপর আগুই নালডোকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেন। তিনি ভাবতেন যে, এই-সব সমস্যাতাড়িত বিষয় সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অবশেষে আমরা সবাই স্থির করলাম একটিমাত্র কাজ করতে হবে। আমরা তাঁকে এ বিষাক্ত মূলের সামান্য খাওয়াবো। যাতে তাঁর মৃত্যু না ঘটে, যাতে তিনি উন্মাদ না হয়ে যান, কিন্তু তাঁকে এক সাজ্ঘাতিক ব্যাধি আক্রান্ত করবে। এটি বেলক কর্তৃক নিরূপিত এবং তিনি এর নাম দিয়েছেন ভারাসাই টিটিস।
কাজটি শক্ত ছিল না। আমরা আমাদের সঙ্গে বিষাক্ত মূলের চূর্ণ অংশ রাখতাম। যাতে আমাদের অতিথিদের সেবা করা যেতে পারে। আমরা শুধু সেই গুড়ো অংশকে সাধারণ বাক্সে রেখে দিলাম। আগুই নালডো এ গন্ধটাকে পছন্দ করেন! আমাদের ষড়যন্ত্রের সফলতা নির্ভর করছিল তাঁর অসাধারণ আসক্তির প্রতি। আমাদের প্রস্তুতি চলতে থাকে গোপনতম নিরাপত্তার মধ্যে। আমরা নিঃশ্বাস বিহীন উৎকণ্ঠার মধ্যে দেখলাম যে তিনি এ বাক্সটিকে নাড়াচ্ছেন। শনিবারের নৈশভোজ যতই এগিয়ে আসে তিনি ততই হয়ে ওঠেন উত্তেজিত, আত্ম-অহঙ্কারী এবং অসংযমী। অবশেষে তিনি ফেটে পড়েন সুতীব্র চীৎকারে।
আমার সম্পর্কে তোমরা কতটুকু জান? আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তোমাদের কতটুকু জ্ঞান আছে। তোমরা কি জান, তোমরা নির্বোধ বোকার দল? দক্ষিণ ও বামেদের মধ্যে লড়াই বাধানোর মধ্যে আমার কতটুকু স্বার্থ আছে? তোমরা কি সত্যই মনে কর যে আমি অবাস্তবতার মধ্যে এক রাজতন্ত্রকে

প্রতিষ্ঠিত করতে চাই? না, কখনোই না! এই হল সেই রাজতন্ত্র, যা আমাকে রাজা করে তুলবে। সেই রাজতন্ত্র, যা সমস্ত পৃথিবীকে এনে দেবে আমার পদতলে এবং সেই রাজতন্ত্র যেখানে প্রজাবৃন্দ আমার করুণা ভিক্ষা করবে। তাকে আমি খুঁজে পাইনি। তোমরা আমাকে সাহায্য করেছো, তোমরা শান্ত আদর্শবাদী অথবা অপরাধীর দল, পৃথিবীর সরকারগুলিকে জয় করতে আমায় সাহায্য করেছো। যেসব গোপন তথ্য তোমরা আমাকে জানিয়েছ তার মাধ্যমে সমস্ত দেশের জনগণকে উদ্দীপিত করে তাদের শাসকদের উৎপাটিত করা যায়! শাসকরা এই ভাগ্য বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হবে। সময় আগত প্রায়।

আমি, আগুই নালডো। আমি, সান ইসিড্রো দেশের এক সাধারণ মানুষ। আমি অনতিবিলম্বে পৃথিবীর সম্রাটরূপে প্রতিপন্ন হব। এইভাবে আমার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সমাপ্তি ঘটবে। এই সমাপ্তির জন্য তোমাদের গবেষণাকে কাজে লাগানো হবে। যারা বিরোধিতা করবে, তাদের মৃত্যু আসবে বিষাক্ত মূলের অপ্রত্যাশিত মাত্রা প্রয়োগে। আমার অধীনে সমস্ত পৃথিবী ঐক্যবদ্ধ হবে এবং ভুলে যাবে বর্তমানকালের নোংরা রাজনীতি।

আমরা ভীত অনুগত চিত্তে শ্রবণ করলাম। কেননা পূর্বেই আমরা স্থির করেছিলাম যে আমাদের ত্রাসকে গোপন রাখবো। আমরা জানতাম যখন আচ্ছন্নতা কেটে যাবে তখন তিনি কি বলেছেন সেটা আর মনে করতে পারবেন না; এবং আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পরিবর্তনকে সন্দেহ করতে পারবেন না।

কিন্তু যখন পরবর্তী শনিবারের নৈশ ভোজের সময় এল, তখন আমরা আমাদের পূর্ববর্তী কাজটি আবার সম্পাদিত করলাম। আমরা খাদ্যের মধ্যে এবং বাক্সের মধ্যে চূর্ণিত মূল রাখলাম। আবার তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, আগের চেয়ে অনেক বেশী।

তিনি চীৎকার করে ওঠেন—ক্রীতদাসরা, আমার সামনে নতজানু হও। যদি তোমরা আনুগত্য বজায় রাখ, তাহলে আমি বিশ্বের সম্রাট, তোমাদের যোগ্য পুরস্কার দেব। যদি তোমরা বিশ্বস্ত না হও, তাহলে ধ্বংস হবে।

ধীরে ধীরে তাঁর বচন অবোধ্য হয়ে ওঠে, তিনি হতাশ হয়ে আর্তনাদ করতে থাকেন এবং অবশেষে মারা যান।

হতবাক নীরবতা আমাদের ঢেকে দেয়। যে ঐক্য নিয়ে আমরা এক নায়কের অধীনে কাজ করবার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, সেটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদ্দেশ্য বিহীন বিচ্ছিন্ন সত্তা নিয়ে আমাদের কেউই পথ খুঁজে পায় না। একমাত্র

ইরমা শান্ত থাকে। সে বলে—বন্ধুরা, আমাদের প্রতারিত করা হয়েছিল। যে নেতাকে আমরা মহান বলে শ্রদ্ধা করতাম, যাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি নিবেদিত ছিল আমাদের শ্রেষ্ঠতম অভিবাদন তাঁর এই নির্মম পরিণতিতে আমরা ব্যথিত। তোমাদের কেউ কি নতুন কোন যুক্তি আনতে পারবে?

এই কথায় এক বিচিত্র অনুভূতি এসে আমাদের গ্রাস করে। আমাদের সবাই প্রচণ্ডভাবে ইরমার প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। কিন্তু আগুই নালডোর প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা সেই অনুভূতিকে সম্মানজনক দূরত্বে রেখেছিল। আমরা সকলে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম এবং আমাদের কথার সারাংশ সম্পূর্ণ এক। অবশেষে আমি একমাত্র চিন্তা করলাম যে অন্য সকলে কি উচ্চারিত করতে পারে। আমার নিজস্ব শব্দগুলিকে আমি গাঁথবার চেষ্টা করলাম! ইরমা, আমি চিৎকার করি, যে বিশ্বাসী ও আশাবাদী জাহাজটি ধ্বংস হয়ে গেল তার উদ্দেশ্য এখনও অবশিষ্ট আছে, একটি অনড় পর্বত। আমি তোমায় ভালোবাসি এবং যদি তুমি আমার অনুভূতির প্রত্যুত্তর দাও তাহলে আমার জীবন আবার উদ্দেশ্য ও আনন্দে ভরে উঠতে পারে।

যখন আমরা আবিষ্কার করলাম যে আমাদের সবাই একই কথা বলছি তখন ক্রোধান্বিত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালাম।

—তুমি, নরকের কীট, তুমি কি মনে কর যে অ্যাটিলার মহান আভিজাত্যের সত্তাকে জীবনে গ্রহণ করার মত অভিজ্ঞান তোমার আছে? তুমি কি মনে কর যে ইরমা তোমার প্রতি সামান্যতম অনুরক্তা?

তারপর শুরু হয় বিশৃঙ্খলা, দেখা দেয় বিবাদ। এবং মৃতদেহের সামনে ঘটে যায় রক্তপাত। কিন্তু ইরমা আবার দৃঢ় হয়ে ওঠে।

—বন্ধ কর! সে চীৎকার করে—তোমাদের মূর্খের ঝগড়া থামিয়ে দাও! আমি তোমাদের সকলকে ভালবাসি। তোমরা হলে আমার ক্ষণস্থায়ী গ্রহণপ্রাপ্ত সংস্কার সহকর্মী। তোমাদের সমস্যার সহজ সমাধান আছে। তোমরা জান, আমাদের বৃহত্তম সফলতার মধ্যে একটি হল তিব্বতের প্রাচীন-তন্ত্রকে উদ্ধার করা, নির্লজ্জ সাম্যবাদীরা যাকে আত্মস্থ করতে চায়। আমরা লাসায় যাব, এবং আমি তোমাদের সকলকে বিয়ে করবো।

তারা যাত্রা করে—এর পরের ঘটনা অজানা।

একটি মধুর প্রতারণা

পেনিলোপি কোহুন আস্তে সিঁড়ি পার হয়ে উঠল তার ছোট্ট বসবার ঘরে। বেতের চেয়ারে শান্তভাবে দেহটা এলিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আর ভালো লাগে না। বিরক্ত হয়ে উঠেছি আমি। এই একঘেঁয়েমি ভালো লাগে না।

তার রাগের অনেক কারণ আছে। তার বাবা ছিলেন শহর থেকে দূরে সাকোক গ্রামের ধর্মগুরু। ঐ অঞ্চলের নাম 'কোয়াই কম্ব ম্যাগনা।'

গ্রামটিতে আছে একটি গীর্জা, পাদ্রীর ঘর, ডাকঘর, জনগণের সম্পত্তি, একটি ছোট ঘর আর একটি সুন্দর প্রাচীন বাগানবাড়ী।

সে সময়ে, পঞ্চাশ বছর আগে, গ্রামটিতে ছিল বড়ো বাস, সেটা যেত কোয়াই কম্ব ম্যাগনা অবধি। গ্রামটিতে রেলস্টেশনও ছিল। লোকে অবশ্য কানাকানি করত যে স্টেশন থেকে লিভার পুল স্ট্রীট পৌঁছতে হলে অনেক সময় লেগে যাবে।

পেনিলোপির মা মারা গেছেন পাঁচ বছর আগে। তিনি ধর্ম ও আচরণ নিয়ে ছিলেন প্রাচীনপন্থী। তেমন এখন আর দেখা মেলে না। তাঁর স্ত্রীকে বলা যেতে পারে সব অর্থে সহধর্মিনী, অনুগত্যা ও অক্লান্ত পরিশ্রমী। পেনিলোপি অবশ্য বাবাকে সাহায্য করত, যীশুর জন্মদিনে ও ফসল তোলার উৎসবে গীর্জা সাজাত, মেয়েদের আসরে নেত্রী হত, বৃদ্ধাদের বিষয়ে দেখাশুনা করতো আর চাকরদের কাজে অবহেলা হলে রুষ্ট হত।

তবে তার দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক ছিল না। পিতা ভিকার মেয়েদের স্কুল-পোষাকের ওপর চটা ছিলেন। পেনিলোপি প্রাচীনাদের মত পোষাক পরত। উলের মোজা, সাদাসিধে কোট, আর স্কার্ট—সবেতেই জীর্ণতার ছাপ। চুলগুলো পেছন দিকে টান করে বাঁধা।

অলঙ্কার সে কখনো পরেনি। বাবা ভাবতেন যে গয়না পরা হলো নরকে যাবার পথ। একটা ঝি ভোরবেলা ঘণ্টা দুয়েক রান্না করে দিত, বাকী সব কাজ পেনিলোপিকে একলা করতে হত।

যখনই সে অন্য কিছু করার চেষ্টা করেছে, বাবা বাইবেলের বাণী উদ্ধৃত করে তার সব প্রয়াসকে বানচাল করে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বাইবেলের একলেসিয়া স্টিকার্স অংশের ভক্ত। জানতেন নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যে ঐ কথাগুলো খুবই দামী।

মায়ের মৃত্যুর পরে কোয়াইতে মেলা বসেছিল। পেনিলোপি সেখানে যাবার জন্যে

বায়না ধরলে বাবা বললেন—নিষিদ্ধ আনন্দে পাপ হয়। আনন্দের লোভ জয় করলে জীবন সার্থক হতে পারে।

একবার সাইকেলে চড়ে যেতে যেতে একটি পথিক বলে—ইরাস্‌উইচ যাবার পথ কোনদিকে? তাকে পথ বাতলে দিয়েছিল পেনিলোপি। খবর শুনে বাবা বলেন—যে মেয়ে স্বামীর সব লজ্জা নষ্ট করে, যে পিতা আর স্বামীর নাম ডোবায় সে উভয়েরই ঘৃণার উদ্রেক করে।

পেনিলোপি প্রতিবাদ করে বলে যে তারা কোন আপত্তিকর কথা বলে নি। তবুও পিতা বলেন—স্বভাব না ঠিক হলে গ্রামে একা চলতে পারবে না সে। নিজের বক্তব্যকে জোড়ালো করতে তিনি বাইবেলের উদ্ধৃতি করেন—তোমার কন্যা বেসরম হলে তাকে কঠিন বাধনে বেঁধে ফেল। সে যেন অত্যধিক স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে স্বেচ্ছাচারিণী না হয়ে ওঠে।

পেনিলোপি গান ভালবাসত। পিয়ানোও বাজাত সে। বাবা বললেন—মদ আর গান মনকে খুশী করে, তবে পড়াশুনার আকাঙ্ক্ষা এর চেয়ে অনেক দামী। পেনিলোপির জন্যে উন্মুখ তাঁর হৃদয়। তিনি থেকে থেকে বলতেন—কেউ যখন জাগে না তখনও পিতা, কন্যার জন্যে জেগে থাকেন। ঘুম হয় না তাঁর। কাপড় থেকে যেমন ময়লা বেরোয়, স্ত্রীলোক থেকে তেমন ভাবে আসে পাপ।

মা মারা যাবার পরে পাঁচ বছর পেনিলোপির ওপরে দারুণ অত্যাচার করা হয়েছিল। অবশেষে তার বয়স হল কুড়ি এবং তার বদ্ধ ঘরে ধরল ফাটল। ঐ বাগান বাড়ীতে থাকতে এলেন মালিক-পত্নী শ্রীমতী মেণ্টেইথ। জাতে উনি আমেরিকান আর বেশ বিত্তবতী। ইস্ট অ্যাংগ্লিয়ার অলস জীবনে অসহ্য হয়ে উনি এসেছিলেন ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে আর বাগানবাড ভাড়া দিতে।

ভদ্রমহিলা আমুদে। চটুল পোষাক ধারিনী আর চূড়ান্ত মাত্রায় জাগতিক বলে ভিকার তাঁকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু গীর্জার খরচ চালাতে উনিই দিতেন মোটা চাঁদা। তাই অর্বাচীন মানুষকে চটানোর বোকামি বিষয়ে তিনি "এক্লোসিয়াস্টিকান" থেকে বয়ান তুলে দিলেন আর কন্যাকে ঐ মহিলার সঙ্গে পরিচিত হতে কোন আপত্তি করলেন না।

অসহ্য ঐ একঘেয়ে জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা পেনিলোপি দরজাতে কড়া নাড়বার শব্দ শুনে দেখতে পেল শ্রীমতী মেণ্টেইথকে। তিনি সস্নেহে দুটি চারটি কথা বলতেই পেনিলোপি যেভাবে আত্মসমর্পণ করল সেটা শ্রীমতী মেণ্টেইথের নজর এড়াল না। তিনি বুঝতে পারলেন যে মেয়েটির মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে।

শ্রীমতী বলেন—তুমি জানো না কতটা রূপবতী তুমি। যদি একটু যত্ন নাও শরীরের—

—মিসেস মেণ্টেইথ, আপনি কি ঠাট্টা করলেন?

—উহুঁ, তোমার বাবাকে বোঝাতে পারলে আমি একথা প্রমাণ করে দেবো।

আরো কিছু কথা বলার পরে মিঃ কোহুন এলেন। মিসেস মেণ্টেইথ বলেন—মিঃ কোহুন, এক দিনের জন্যে আপনার মেয়েকে চাইছি। ইপসউইচে আমার কিছু কাজ আছে। একা হলে আমার খুব কষ্ট হবে। মেয়েকে যদি আমার গাড়ীতে করে যেতে দেন তাহলে খুব উপকার হবে।

কিছুটা অনিচ্ছা নিয়ে ভিকার রাজী হলেন। এল অভাবিত ঐ দিনটি, উন্মাদনাতে অধীর হল পেনিলোপি।

মিসেস মেণ্টেইথ বললেন—তোমার বাবা লোকটি বড় সাংঘাতিক। আমি চাইছি তুমি তাঁর অত্যাচার থেকে মুক্ত হবে। ওখানে গেলে আমি তোমাকে এমন ভাবে সাজিয়ে দেবো যে তোমাকে দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে। চুলের বাঁধনও যেমন হওয়া উচিত, তেমন করে দেবো।

সত্যি অবাক হল পেনিলোপি। লম্বা আয়নাতে নিজেকে দেখে সে ভাবল—একি আমি, না অন্য কেউ?

আত্ম গরবে সে আত্মহারা হল। উচ্ছ্বাস যেন প্লাবনের মত তাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। নতুন আশা জাগছে মনে। আর জাগছে নতুন সম্ভাবনা। ঐ জীবন তার জন্যে নয়। তাকে মুক্তি পেতেই হবে। তবে কি ভাবে?

পেনিলোপির চিন্তামগ্নতার মধ্যে মিসেস মেণ্টেইথ তাকে নিয়ে গেলেন রূপ-সাজানোর দোকানে। সেখানে সে কিছুটা সময় অপেক্ষা করল। অপেক্ষা করতে করতে পেনিলোপির চোখে পড়ল একটি বিয়ের খবরের কাগজ। সে মিসেস মেণ্টেইথকে বলে—মিসেস মেণ্টেইথ, আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন, তবু আমি আর কিছু চাইবো। আমি যে এত রূপবতী সেটা তো কারো চোখে পড়া দরকার। আমাদের গ্রাম কোয়াই কম্ব ম্যাগনাতে কোন দিনই কোন যুবকের দেখা মেলে না। আমি কি আপনার বাগানবাড়ীর ঠিকানাতে ঐ কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পারি? আর যারা বিজ্ঞাপনের জবাব দেবে তাদেরকে ঐ বাড়ীতেই দেখা করবার জন্যে আসতে বলতে পারি?

মিসেস মেণ্টেইথ সম্মতি দিলেন। ওরা দুজনে মিলে বিজ্ঞাপন দিল—

অনন্যা রূপবতী ও অপূর্ব চরিত্রের অধিকারিনী, নিভৃত প্রাণের যুবতী কন্যা বিয়ের জন্যে যুবকদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। যাঁরা উত্তর দেবেন, সঙ্গে ছবি পাঠাবেন। উপযুক্ত বিবেচিত হলে মেয়েটির ছবি ডাকে পাঠানো হবে।

ঠিকানা : মিস পি, স্তানর হাউস, কোয়াই কম ম্যাগনা।
দ্রষ্টব্য—কোন পাত্রী উত্তর দেবেন না।
বিজ্ঞাপনটি পাঠিয়ে পেনিলোপি ঐ দোকান থেকে সাজসজ্জা সেরে নিল। তারপর তার যৌবনের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশে ছবি তোলাল। এখানেই শেষ তার সুখের স্বপ্ন।
সুন্দর পোষাকগুলো খুলে ফেলতে হল। চুলের কারুকাজ শেষ, টেনে চুল বাঁধল সে। অবশ্য ঐ পোষাক শ্রীমতী মেণ্টেইথ সঙ্গে নিলেন। ঠিক হল যে পেনিলোপি উত্তরদাতাদের সঙ্গে ঐ পোষাক পরে দেখা করবে।
বাড়ী ফিরে পেনিলোপি খুব ক্লান্তির অভিনয় করল। বাবাকে জানাল, সলিসিটর আর অন্য লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।
বাবা বললেন—তুমি মিসেস মেণ্টেইথের উপকার করেছো। ধর্মে যাদের বিশ্বাস আছে, তারা অপরের উপকারের জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকে।
পেনিলোপি বাবার মন্তব্য মাথা পেতে নিল। তারপর শুরু হল তার প্রতীক্ষার প্রহর, কবে আসবে ঐ বিজ্ঞাপনের জবাব ?

দুই

পেনিলোপির বিজ্ঞাপনের উত্তরে একে একে অনেক চিঠি এসে জমা হল মেণ্টেইথের ঠিকানাতে। নানা ধরণের চিঠি। কতকগুলোতে আন্তরিকতার ছোঁয়া মাখা আবার কতকগুলো নেহাৎ অহমিকার প্রতীক। কেউ লিখেছেন যে তিনি ধনী, কেউ বা শীঘ্রই ধনী হবেন। অনেকে বিয়ের ব্যাপারটাকে সচেতনে এড়িয়ে গেছেন। কেউ বলেছেন মধুর স্বভাবের কথা। কেউ উল্লেখ করেছেন তাঁর শাসন করবার ক্ষমতা।
পেনিলোপি স্তানর হাউস থেকে চিঠিগুলো নিয়ে আসতো। কিন্তু অত চিঠির মধ্যে মাত্র একটি তার মনে ধরল। চিঠিটা হল এই রকম—প্রিয় কুমারী পি,
আপনার দেওরা বিজ্ঞাপনটি আমাকে অনুসন্ধিৎসু করেছে। কারণ পৃথিবীতে এমন মহিলা বিরলতমা যাঁরা নিজেকে অনন্যা সুন্দরী বলবার দুঃসাহস রাখেন এবং ঐ বিরলতমাদের মধ্যে দু একজন নিজেকে অকলঙ্ক চরিত্রের অধিকারিনী বলে দাবী করতে পারেন।
ঐ সঙ্গে আমি আপনার পাত্রীদের প্রতি বিরক্তির প্রশংসা করছি। আমার

অনুমান যে তরুণীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য চারিত্রিক পবিত্রতা আপনার আছে। প্রবল কৌতূহলে আমার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠছে। আপনাকে একবার চোখে দেখবার প্রবল প্রত্যাশাতে রইলাম। না হলে অশান্ত মন শান্ত হবে কি করে? আমার আশায় আশায় দিন কাটবে।

ইতি

পুঃ—আমার ছবি পাঠালাম।

ফিলিপ আরলিংটন

চিটিটা পড়ে একটু অবাক হল পেনিলোপি। নিজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একেবারে মৌন ঐ উত্তরদাতা। এ থেকে সে ভেবে নিল যে ভদ্রলোকের এত গুণ আছে যে তিনি তা উল্লেখ করাটা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন নি। ছবিটা ভালোভাবে সে দেখল। বেশ সতেজ আর বুদ্ধিতে ভরা। মনে হল ভদ্রলোক যেন মজার স্বভাবের, আর তার মধ্যে লুকানো আছে হালকা দুষ্টুমি।

পেনিলোপি ঐ চিঠির জবাব দিল। সঙ্গে পাঠাল তার ঐ জমকালো পোষাক পরা ছবি। স্যানর হাউসে তাকে নির্দিষ্ট দিনে দুপুরের ভোজনে আমন্ত্রণ করা হল। ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

অনেক অপেক্ষার পর এল সেই শুভ দিনটি।

স্যানর হাউসের বিরাটত্ব আর শ্রীমতী মেণ্টেইথের আভিজাত্য এই দুয়ের মিলনে ফিলিপ বেশ তৃপ্ত হলেন। খাওয়া শেষ হলে কথা শুরু হল। দু'জনের মধ্যে কোন বাধার প্রাচীর সৃষ্টি না করে মেণ্টেইথ সরে গেলেন।

প্রথমেই ফিলিপ মন্তব্য করলেন, পেনিলোপির সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এমন অনিন্দ্য সুন্দরীর স্বামী পাওয়া তো সহজ ব্যাপার। সে কেন ঐ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে!

পেনিলোপি তার পারিবারিক অবস্থা বুঝিয়ে বলল। পাদ্রী সম্পর্কে তার আপত্তির কারণ জানাল। ফিলিপ যেন তাকে প্রথম দিনেই প্রেম তীরে বিদ্ধ করেছে! তার কৌতুক মন্তব্য ও মধুরতর সংলাপ পেনিলোপিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। পেনিলোপির মনে হল যে পাদ্রী পিতার কঠিন বাধার মধ্যে এক ঘেয়ে জীবন কাটানোর থেকে ফিলিপের কাছে উদ্দাম জীবনের দাম অনেক বেশী। স্বাধীনতার স্বাদ পাবে সে।

দুঘণ্টা কথা বলে সে বুঝতে পারল যে ফিলিপ তার হৃদয় অধিকার করে নিয়েছে। ফিলিপের আচরণেও সে গভীর মনোযোগের ছায়া দেখতে পেল।

কিন্তু তার সমস্যাটা থেকেই গেল। সে চিন্তিত মনে বলে—আমার বয়েস হল

মোটে কুড়ি বছর। আমি এখনো নাবালিকা। বাবার অনুমতি না পেলে তো বিয়ে করতে পারবো না। বাবা পাত্রী ছাড়া আর কারোর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। আপনি যদি একবার বাবার সামনে পাত্রীর ভূমিকাতে অভিনয় করতে পারেন, তাহলে বাবা রাজী হবেন।

প্রশ্নটা শুনে হঠাৎ যেন চমকে উঠল ফিলিপ। বলল—হ্যাঁ, আমি তোমার বাবার সামনে পাত্রী সেজে যাবো। আমার অভিনয় একেবারে নিঁখুত হবে।

বাবাকে বোকা বানাবার কাজে একজন সহকর্মীকে পেয়ে আরো আনন্দিত হল পেনিলোপি। ফিলিপ যেন ক্রমেই তার হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে নিজের স্থান করে নিচ্ছে।

বাবার কাছে ফিলিপের কথা তুলল পেনিলোপি। ফিলিপ যেন মিসেস মেণ্টেইথের একজন বন্ধু। স্থানর হাউসে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে পেনিলোপির। মাইনে ছাড়া এমন একটি কাজের মেয়েকে হারাতে হবে ভেবে হতাশ হলেন পেনিলোপি বাবা। কিন্তু মিসেস মেণ্টেইথ ঐ যুবকটির ধর্মচেতনা ও ধর্মযাজক হিসেবে তার অবশ্যম্ভাবী উন্নতির এমন বর্ণনা দিলেন যে শেষ অবধি বুড়ো বাবা মত দিলেন। তিনি কথা দিলেন, যে অতুলনীয় পাত্রটিকে গ্রহণ করবেন তিনি। সন্তুষ্ট হলে ওদের বিয়েতে অমত করবেন না।

পেনিলোপির পড়ল ভীষণ বিপদে। প্রতি মুহূর্তে তার ভয়, বুঝি প্রিয় ফিলিপ ধরা পড়ে যাবে। অবশেষে সবকিছু ভালোভাবে শেষ হল। পেনিলোপির আনন্দ ধরে না।

ফিলিপ বলল যে প্যারিস-এ যে 'কেউরেট' তার ভিকার-এর কথা জানাল। তাদের পরিবারের একজন নব্বই বছরের পাত্রী আছেন। ফিলিপ নিজের জীবনকেও ধর্মযাজকের পবিত্র কর্তব্যে উৎসর্গ করবে। এ বিষয়ে বিরাট ভাষণ দিল সে। অবশেষে পেনিলোপির পিতা আত্মহারা হলেন। এমন সৎ পাত্র তিনি ভাবতেও পারেন নি।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। মধুনিশি যাপন করতে তারা গেল প্যারিসে। কারণ পল্লী-অঞ্চলে অনেক ঘুরেছে পেনিলোপি। তাছাড়া বিবাহিত জীবনের আনন্দ উপভোগ প্যারিসের পরিবেশেই উপযুক্ত হবে, বন্য প্রকৃতিতে নয়।

শুরু হল পেনিলোপির জীবনের বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখস্বপ্ন। প্রতিটি মুহূর্তে যেন সে প্রিয়তমকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চলেছে। এতদিন ধরে তৃষিত হৃদয় যেসব আনন্দ হতে বঞ্চিত ছিল, আজ তা বাঁধভাঙা বন্যার মত ধেয়ে এসেছে। স্বামী কোন বাধা দিল না। আনন্দের আকাশে আছে শুধু একটুকরো কালো মেঘ।

ফিলিপ যেন নিজের সম্পর্কে বড়ো বেশী নীরব। শুধু বলে যে তাকে অর্থের চেষ্টাতে সমারসেটের কাছে গপলটন গ্রামে যেতে হবে। ওখানে ফিলিপের বাড়ীর কাছে থাকেন স্যার রস্টে্ভর আর লেডি ফেলিয়ন। ফিলিপ হয়তো তাঁদের এজেন্ট।

মধুযামিনীর পুলকে শিহরণে এবং অনাস্বাদিত আনন্দে এমনই ভরপুর ছিল হৃদয় তার, যে ঐসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় নি সে। ফিলিপ বলল—শনিবারে তাকে গপলটনে যেতেই হবে।

অবশেষে গ্রামের বাড়ীতে এল তারা। রাই হাউসে যেতে যেতে বেশ রাত হয়েছে। অন্ধকার রাত। ক্লান্ত পেনিলোপির চোখে নেমেছে ঘুম। ফিলিপ তাকে ওপরে নিয়ে গেল। বালিশে মাথা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে ঘুম নেমে এল।

তিন

ভোরে পেনিলোপির ঘুম ভেঙেছে গীর্জার ঘণ্টা শুনে। চোখ খুলতেই দেখতে পেল যে তার স্বামী ধর্মযাজকদের পোষাক পরেছে। দেখেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে বলে—একি! তুমি ঐ পোষাক পরেছো কেন?

ফিলিপ হেসে বলে—প্রিয়তমা, তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি। তোমার বিজ্ঞাপনটা দেখে আমি শুধু কৌতূহলী হয়েছিলাম। একটু মজা করবার জন্যে দেখা করতে আসি। কিন্তু তোমাকে দেখেই ভালোবেসে ফেলি। স্যানর হাউসে ঐ ভালোবাসা ক্রমেই দৃঢ় হতে লাগল। আমি তোমাকে পাবার জন্যে শপথ নিলাম। প্রতারণার আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমি প্যারিসের কিউরেট। তোমাকে প্রবঞ্চিত করেছি। তবে মনে রেখো যে তোমার প্রতি আমার গভীর ভালবাসার কোন খাদ নেই। তোমাকে পেতে হলে এটাই ছিল আমার একমাত্র উপায়।

ফিলিপের কথা শেষ হতে না হতেই পেনিলোপি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বলে—তোমাকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারবো না। কখনো না, কখ্খনো না। আমি তোমাকে অনুতপ্ত হতে বাধ্য করবো। একটি অসহায় অবলা মেয়েকে তুমি জঘন্য উপায়ে প্রতারিত করেছ, তোমাকে দুঃখ পেতেই হবে। তুমি আমাকে যেমন বোকা বানিয়েছ, আমিও তোমাদের সকলকে তেমনভাবে পর্যুদস্ত করবো।

ফিলিপ পাদ্রীর পোষাক পরে নিয়েছে। পেনিলোপি তাকে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। সারাদিন একা সে প্রচণ্ড রাগে বসে রইল।

ফিলিপও চুপ করেছিল। অবশেষে রাতের খাবারের সময় হলে খাবারের থালা নিয়ে দরজাতে শব্দ করে ফিলিপ বলে—আমাকে শাস্তি দেবার জন্য তোমার বেঁচে থাকা দরকার। তার জন্যে নিয়মিত খেতে হবে। এই খাবার এনেছি। ভয় নেই, তোমার সঙ্গে কোন কথা বলবো না। তুমি শুধু খেয়ে নিও।

পেনিলোপি ভাবল, সে দরজা কিছুতেই খুলবে না। তবে ভোর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি তার। দুপুরটাও গেছে না খেয়ে, এক কাপ চাও মেলেনি তার। খিদেতে অস্থির হয়ে সে থালাতে যা ছিল সব খেয়ে নিল। তবে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা কিন্তু ভুলল না।

খেয়ে একটু সুস্থ হল পেনিলোপি। স্বামীর উদ্দেশ্যে চিঠি লিখতে বসল। তার ভবিষ্যৎ কর্মধারা বোঝাবার জন্যে। অনেকগুলো খসড়া করে মাথা খাটিয়ে সে লিখল—

মাননীয় মিস্টার ফিলিপ আরলিংটন,

আপনি জানবেন যে আপনার ঐ হীন ব্যবহারের পরে আপনার সঙ্গে আমি প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা বলবো না। তবে আপনার জঘন্য চক্রান্তের কাহিনী আমি সকলকে বলবো না। সেটা হবে আমারই বোকামির পরিচয়। সারা দুনিয়াকে আমি বলে দেব যে আমি আপনাকে একটুও ভালোবাসি না। যেটা আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল সেটা হচ্ছে ক্ষণিকের মোহ, অন্য যেকোন পুরুষ আমার কাছে আপনার মত হতে পারত।

ঐ কথা বলে আমি আপনাকে ছোট করবার চেষ্টা করবো। যদি পাত্রীদের মধ্যে আপনাকে হেয় করতে পারি তবেই আমার সফলতা।

এখন থেকে আমার একমাত্র লক্ষ্য হবে আমাকে যে আঘাত আপনি দিয়েছেন সেটা সমানভাবে আপনাকে ফিরিয়ে দেয়া।

ইতি—

আপনার নামমাত্র স্ত্রী

পেনিলোপি

চিঠিটা সে খাবারের থালার ওপরে রেখে দিল।

পরের দিন সকালে এল আর একটা থালা আর ছোট্ট একটি চিঠি। ঐ থালাতে রয়েছে সুস্বাদু প্রাতঃরাশ।

পেনিলোপি প্রথমে ভেবেছিল যে চিঠিটা সে পড়বেই না। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলবে, কিন্তু তার ঐ কঠোর ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্যেই সে চিঠিটা খুলে দেখল।

ওতে লেখা আছে—

অনেক ধন্যবাদ, প্রিয়া পেনিলোপি,

তোমার চিঠিটাকে অভিমানের অঞ্জলি বলতে পারি। তুমি আমার মত নিলে আমি ওটাকে আর একটু বদলে দিতাম।

প্রিয়তমা, প্রতিশোধ তো তোমার হাতের মুঠোয় বন্দী, যখন খুশী নিও। তবে যেভাবে ভাবছ তেমনভাবে নাও হতে পারে।

ইতি—

এখনও তোমার পাত্রী প্রিয়

ফিলিপ

আরও কিছু—উদ্যান আসরের কথা মনে রেখো।

মধুযামিনী কাটাবার সময় ফিলিপ ঐ অনুষ্ঠানের কথা বলেছিল। স্যার রস্টেভর আর লেডী ফেলিয়ন ঐ পার্টি দেবেন তাঁদের অভিজাত বাগানবাড়ি এলিজাবেথানে।

পার্টির উদ্দেশ্য হল নতুন বৌকে সবার সঙ্গে পরিচয় করানো। পেনিলোপি পার্টিতে যাবে কিনা ঠিক করতে পারছে না। চিঠির তলাতে লেখা পুনশ্চ শব্দটাই তাকে যেতে মানা করছে।

আবার সে ভাবছে যে ওখানে না গেলে সে স্বামীকে ঠিকমত জব্দ করতে পারবে না।

অনেকক্ষণ ধরে নিজে সাজল সে। রাগ যেন তার চাপা সৌন্দর্যের ধিকি ধিকি আগুনকে করে তুলল দাউ দাউ বহ্নি। এত রূপবতী আগে ছিল না পেনিলোপি।

স্বামীর সঙ্গে তার মনোমালিন্যের খবরটা সে জানতে দিল না। ফিলিপের সঙ্গে ওখানে এল। তার অপরূপ রূপে পুরুষেরা যেন পতঙ্গ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। পেনিলোপি কারোর সঙ্গে বিশেষ কথা না বলে ডিকার নামে এক বিগত-যৌবন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলল।

ডিকারের নাম মিস্টার রেভার্ডি। প্রত্নতত্ত্বে ঐ ভদ্রলোকের দারুণ জ্ঞান। তিনি জানালেন যে কাছেই একটি প্রাক-ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ আছে, তিনি সেখানকার মাটি খনন করতে চান।

পেনিলোপি তার কথা শুনে চোখ বড় বড় করে বলে—সত্যি নাকি?

পেনিলোপিকে রাজী করালেন তিনি। তাঁর গাড়িতে পরের দিন গপলটনের দশ মাইল দূরবর্তী ঐ ধ্বংস দেখতে পাবে পেনিলোপি।

ওদের দুজনকে একত্রে দেখা গেল, ওরা গ্রামের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চড়ে চলেছে,

রেভার্ডি কথা বলছেন আর পেনিলোপি একমনে শুনছে।
সবাই দেখতে পেয়েছে ওদের। মিসেস কুইগলির মত এক কলঙ্ক রটানো মহিলাও দেখলেন। তিনি মনে মনে তাঁর কন্যাকে মিস্টার আলিংটনের হাতে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন।
পেনিলোপি ও ডিকারকে একসঙ্গে যেতে দেখে কুইগলি ছোট মন্তব্য করলেন। আলিংটনের বুদ্ধিকে তিনি তারিফ করেন নি! গ্রামবাসীরা তাঁর মন্তব্য শুনতে পেল।
পরের দিন মিস্টার আলিংটন প্যারিসে বিয়ের কাজ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত ছিলেন। তখন ডিকার মোটা প্রত্নতত্ত্বের বই হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকেন। ভেতরে অনেকটা সময় তিনি কাটিয়ে গেলেন। ঝি চাকরদের কথাবার্তা থেকে জানা গেল যে স্বামী স্ত্রী আলাদা ঘরে থাকে। মিসেস কুইগলি ওকথা শুনতে পেলেন।
ডিকার সবার কাছে কিউরেট পত্নীর অসামান্য রূপের প্রশংসা করে চলেছেন। তিনি জানেন না যে তাঁর প্রতিটি কথা মিসেস কুইগলির কানে পৌঁছে গেছে। অবশেষে মিসেস কুইগলি আর সহ্য করতে না পেরে গ্রামের ডীন মিস্টার গ্রাসহাউকে আবেদন জানালেন যে ডিকারের ভালোর জন্যে যেন কিউরেটকে অন্যত্র বদলি করা হয়।
মিস্টার গ্রাসহাউস মিসেস কুইগলির স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি তাঁর কথার কোন গুরুত্ব দিলেন না। ভাবলেন যে ডিকারকে বুঝিয়ে দিলেই চলবে।
ডীন ডিকারের সঙ্গে দেখা করলেন। ডিকার তাঁকে জানালেন যে তিনি পেনিলোপির সঙ্গে নির্দোষ মেলামেশা করেছেন। কথা বলতে বলতে ডিকার পেনিলোপির সৌন্দর্য নিয়ে এত কথা বললেন যে ডীন ওটাকে বাড়াবাড়ি বলে ভাবতে বাধ্য হলেন।
অবশেষে তিনি নিজের চোখে পেনিলোপিকে দেখে আসবেন বলে ভাবলেন। রাই হাউসে তিনি গেলেন চায়ের আসরে। প্রত্নতত্ত্ব আর ডিকারের যুগল অত্যাচারে পেনিলোপি আতঙ্ক হয়ে উঠেছিল। সে গ্রাসহাউসকে উষ্ণ ভাবে অভিনন্দিত করল।
মিস্টার গ্রাসহাউস খুব সাবধানতার সঙ্গে মিসেস কুইগলি বর্ণিত কলঙ্ক কাহিনীর কথা তুললেন। পেনিলোপি ওটাকে একেবারে অস্বীকার করলেও গ্রাসহাউসের মনে হল যে ডিকার হয়তো শোভনতার সীমা অতিক্রম করেছিলেন। মিস্টার গ্রাসহাউস মুক্ত কণ্ঠে বললেন যে তাঁর অতীত নিয়ে কোন আকর্ষণ নেই, তিনি জীবন্ত বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চান।

তাঁর কথা শুনে উচ্ছ্বাসে অধীর হয়ে পেনিলোপি বলে—ওহো, আপনি যেন আমার মনের কথাটা বলেছেন! বলুন, কি ধরণের প্রাণী আপনি ভালোবাসেন?

ডীন বলতে থাকেন—সেজমুরের জলাতে যে পাখি পাওয়া যায়, ঐ দুষ্প্রাপ্য পাখি আমার দারুণ পছন্দ। সারবন্দী মাছরাঙার মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে হলুদ রঙা ওয়ানটেইল পাখি দেখা যাবে।

দুহাত নেড়ে কিশোরীর মত প্রগলভা হয়ে পেনিলোপি বলে যে, নয়গোকর জলাতে বহুবার গেলেও হলুদ ওয়ানটেইল পাখি সে দেখতে পায় নি।

গ্রামের ডীন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য একেবারে ভুলে গেলেন এবং ধর্মীয় কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে তিনি পেনিলোপিকে নির্জন অঞ্চলে আমন্ত্রণ জানালেন হলুদ ওয়ানটেইল পাখি দেখবার জন্যে। ডীন জানতেন যে ঐ জায়গাটিতে পাখিরা নির্ভয়ে উড়তে পারে।

পেনিলোপি হঠাৎ প্রশ্ন করে, মিসেস কুইগলি কি মন্তব্য করবেন?

অভিজ্ঞ মানুষের মত এ সমস্যাটাকে উড়িয়ে দিলেন ডীন। বললেন যে ওটা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। দ্বিতীয় দফায় চায়ের কাপ শেষ হতে না হতেই ডীনের প্রচণ্ড আমন্ত্রণে পেনিলোপিকে রাজী হতেই হল।

ঠিক হল যে আকাশ যেদিন নির্মেঘ থাকবে, সেদিন তারা পাখি দেখতে যাবে। পেনিলোপি হবে ডীনের সঙ্গিনী।

হলও তাই। নির্জনতম ঐ অঞ্চলে মিসেস কুইগলির গুপ্তচর ছড়ানো ছিল। তিনি সব জানতে পেলেন। তিনি বুঝলেন যে গীর্জার ডীনকে দিয়ে কিছু হবে না। তিনি লেডী ফেনিয়নের কাছে গেলেন।

মিসেস ফেনিয়নের কাছে গিয়ে তিনি ইঙ্গিত করে বললেন—ওরা শুধু পাখি দেখতেই যায় নি। ওরা অনেক কিছু দেখতে গেছে। আমি আর কিছু বলবো না। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ রঙ্গিনীকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে ধর্মপুরুষকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান।

মিসেস ফেনিয়ন কুইগলিকে চিনতেন, তাই গুরুত্ব দিলেন না!

তবে বিশেষ সূত্র থেকে খবর নেবার জন্যে পেনিলোপির সঙ্গে দেখা করলেন। অনেক কায়দা করে পেনিলোপির মুখ থেকে পুরো কাহিনীটা শুনে নিলেন। সব শুনে শুধু হেসে ওঠেন তিনি।

তুমি যা করেছো তাতে এসব শুকনো বুড়োদের মাথা তো ঘুরে যাবে। ওরা সারাজীবনে কখনো সুন্দরী রমনী দেখেনি।

পেনিলোপি তাঁকে বাধা দিয়ে বলে—কেন আপনি তো ছিলেন।

পেনিলোপির মন্তব্যকে স্বীকার না করে ফেনিয়ন বলেন—শোনো, তোমার

এই প্রতিশোধ সফল হতে পারে যদি তুমি যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে পারো। তুমি হেরে গেলেও আমি তোমাকে সাবাস বলবো। ঐ ভদ্রলোক হলেন গ্ল্যাস্টনবেরির বিশপ। যাঁর অধীনের পাদ্রীদের তুমি আকর্ষণ করে চলেছো। আমি লড়াইয়ের সব বন্দোবস্ত করে তোমাকে বলতে পারি আমি কারও দিকে পক্ষপাত মূলক আচরণ করব না। বিশপকে শ্রদ্ধা করলেও তোমাকেও আমি ভালোবাসি।

চার

পাণ্ডিত্যের জগতে গ্ল্যাস্টনবেরির বিশেপ ছিলেন বিশেষ সম্মানিত।
সেই প্রতিষ্ঠা তাঁকে দিয়েছিল অভাবনীয় উন্নতি। তবে তাঁর চরিত্রে এমন কটি কলঙ্ক ছিল যে তাঁর মত ব্যক্তির পক্ষে তা অভাবিত।
লোকে বলে তিনি নাকি সুন্দরী নারীদের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত ছিলেন। তাঁর ব্যবহার সব সময় শালীনতার সীমার মধ্যে থাকে না।
লেডী ফেনিয়ন ঐ বিশপকে ভালো চিনতেন। পেনিলোপির কথা তিনি বিশপকে বলেছেন, পাদ্রীদের ওপর পেনিলোপি কি কাণ্ড করেছে সেটাও বলে দিলেন।
—পেনিলোপি মেয়েটি খারাপ নয়, শুধু একটু বদরাগী। অবশ্য তার রাগের কারণ আছে। আমি তাকে শোধরাতে পারি নি তাই এসেছি আপনার কাছে। বিশপ, আমার বিশ্বাস যে আপনি তাকে ঠিক পথে আনতে পারবেন। আপনি রাজী হলে তাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি। তারপর যা হবার হবে।
বিশপ রাজী হলেন। মেনডিপ প্লেসে পেনিলোপির সঙ্গে দেখা হবে।
নিজের সৌন্দর্যের প্রতি আস্থা এত গভীর ছিল পেনিলোপির যে সে ভেবে নিল ঐ বিশপকে সে এক আঙুলে কাত করে দেবে।
বিশপকে সে তার কাহিনী শোনাতে বসল। কিন্তু জীবনের করুণতম অংশগুলো শুনেও কোন ভাবান্তর হল না বিশপের। এবং তিনি হেসে ওঠেন।
মোহিনী চোখে বিশপের দিকে তাকালেও কোন ফল হল না। তার ঐ চোখে সে ডিকার যে গ্রামের ডীনকে অভিভূত করে ফেলেছিল। বিশপ শুধু চোখের কিছু পলক ফেললেন একবার। পেনিলোপি একটু ভয় পেয়ে গেল।
সে সব কষ্ট স্বীকার করে নিল। বলল যে ফিলিপকে সে ভালোবাসে, শুধু অহংকারী বলে স্বীকার করতে পারে না।
অবশেষে বিশপ বললেন—শোনো, তোমার এই পদ্ধতি দিয়ে তুমি স্বামীকে জব্দ

করতে পারবে না। পৃথিবীতে অনেক বোকা লোক আছে যারা তোমার প্রেমে আগ্রহী, কিন্তু তুমি তো বোকাদের সঙ্গে প্রেম করতে পারবে না।

তোমার স্বামী যে তোমার গোটা হৃদয়টাকে দখল করে বসে আছে। অবশ্য আমি স্বীকার করি যে তার ব্যবহারটা ঠিকমত হয় নি। তোমাকে সে প্রতারিত করেছে। তুমি ওটাকে একেবারে উপেক্ষা করো না। তবে কতকগুলো বোকা পাদ্রীকে আরও বোকা বানাবার চেয়ে অন্য কিছু করার চেষ্টা করো।

তোমার কি করার ইচ্ছে আছে ভালো করে ভেবে নিও। প্রতিশোধের জন্য ভালো কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার করো।

তার হাতের ওপর হাত বুলিয়ে তিনি বললেন—কথাটা ভেবো, তারপর তোমার মনোভাব আমাকে জানিও।

পেনিলোপি কিছুটা দমে গেল। এই প্রথম সে বুঝতে পারল যে তার ধারা তাকে জিততে দিল না। ধারা বদলাতে জীবনে তাকে অন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

গ্রামের এক কিউরেটের স্ত্রী হতে সে রাজী ছিল না, অনুকূলে দিন কাটাতে তার চেয়ে বাবার কাছে ফিরে যাওয়াই ভালো ছিল তার কাছে।

রোজগারের একটা পথ তাকে খুঁজে নিতেই হবে। মিসেস মেণ্টেইথকে বিরাট চিঠি লিখতে বসলো সে। জানাল সব কাহিনী। বিয়ের পরে কি ঘটেছে সব কথা। সব শেষে লিখল বিশপের পরামর্শের কথা।

চিঠিটা সে শেষ করল এমন ভাবে—আপনার কাছ থেকে অনেক দয়া পেয়েছি তাই আর কিছু চাইতে পারছি না। আমার এখনো বিশ্বাস যে আপনি হয়তো আমাকে আর একটু সাহায্য করবেন। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, আপনি কবে রাজী হবেন।

দুজনের দেখা হল। মিসেস মেণ্টেইথ পেনিলোপিকে পোষাক পরা মডেলের কাজে নিযুক্ত করে দিলেন। লণ্ডনে গিয়ে পেনিলোপি স্বামীর সঙ্গে দেখা করল না। গপলটন তাকে ভুলে গেছে। সবার মধ্যে হারিয়ে গেল পেনিলোপি। শুধু মিসেস কুইগলি হয়তো তখনো ভাবতেন তাকে।

পেনিলোপির রূপ ছিল পোষাক-নির্মাতার কাছে এক অতুলনীয় সম্পত্তি! জানা গেল যে পোষাক পরিকল্পনাতেও তার মাথা আছে। তিন বছরের মধ্যে তার যথেষ্ট উন্নতি হল, বেতনও গেল বেড়ে। দোকানের অংশীদার করে নেবার কথা ভাবার সময় পেনিলোপি বাবার চিঠি পেল।

ঐ চিঠি দুঃখে ভরা। বাবা লিখেছেন যে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ, হয়তো বাঁচবেন

না, লিখেছেন—তোমার স্বামীর সঙ্গে আর আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহার মোটেই ভালো হয়নি। কিন্তু আমি চাই যে আমার মৃত্যুর আগে তোমাদের ঝগড়া মিটে যাক। তুমি তোমার পুরোনো বাড়ীতে এলে খুশী হবো!

আশীর্বাদ নিও

ইতি

তোমার বাবা

দুঃখে আহত মনে পেনিলোপি গেল লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে! বসবার জায়গা খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ ফিলিপের সঙ্গে দেখা।

পাদ্রী পোষাকে নয়, বিত্তবান মানুষের মত ফিলিপ ঢুকছে প্রথম শ্রেণীর কামরাতে।

এক লহমাতে দুজন দুজনের দিকে তাকাল, তারপর দুজনেই হেসে ওঠে।

পেনিলোপি বলে—ফিলিপ! ফিলিপ বলে—পেনিলোপি! তুমি আগের চেয়ে অনেক সুন্দরী হয়েছো। ফিলিপ বলে ওঠে।

—তোমার ঐ পোষাক কোথায় গেল যা নিয়ে আমাদের বিবাদ? পেনিলোপি প্রশ্ন করে।

—ওটাকে তুলে রেখেছি ন্যাপথলিন দিয়ে।

গর্বের সঙ্গে ফিলিপ বলতে থাকে—আমি এখন আবিষ্কার করে বেড়াই। চলেছি কেমব্রিজ সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেণ্ট মেকার্সে নতুন পেটেণ্ট করতে। তুমি কেমন আছো বলো? তোমার চেহারাতেও বেশ চাকচিক্য দেখছি, ব্যাপার কি?

—উহুঁ মশাই, আমি এখন দারুণ রোজগেরে মেয়ে।

পেনিলোপি তার সফলতার কাহিনী শোনাল।

—আমি চিরদিন জানি যে তুমি বোকা নও। ফিলিপ তাকে বলল।

—আর আমি কি ভেবে এসেছি জানো?

আমি জানতাম তুমি খুব চতুর পুরুষ।

এতদিন বাদে উন্মুখ স্বামী-স্ত্রী চাইছে আলিঙ্গন। উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে।

গার্ড বলে—এবার উঠে পড়ুন ট্রেনে।

ট্রেনে ছেড়ে দিল।

এরপর থেকে তারা আর কখনো বিবাদ করত না।

পার্নেসাস-রক্ষীরা

এক

বর্তমানের এই যুদ্ধ সংক্রান্ত কল্পনার যুগে অনেকে দুঃখিত হৃদয়ে পেছন দিকে ফিরে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকান যখন সবকিছুই ছিল চিরস্থায়ী। যখন তাঁদের পূর্বপুরুষগণ এমনভাবে কালাতিপাত করতেন যেটাকে এখন মনে হতে পারে উদ্বেগ বিহীন। কিন্তু এই অপরিবর্তনীয় এবং নিস্পন্দ স্থায়িত্বকে পেতে হলে অনেক দাম দিতে হবে। মূল্য দিয়ে যা পাওয়া যায় তা মূল্যের সমান দামী কিনা সে ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ আছে। আমার যখন জন্ম হয় তখন বাবার বেশ বয়েস হয়েছে। অনেকে বলেন সেটা ছিল আদর্শ যুগ। বাবার মুখে সেই যুগের কিছু কিছু কথা শুনতাম। তাদের মধ্যে একটি গল্প তিনি আমায় বার বার বলতেন। এখন আমি সেই কাহিনীটিই তাঁর মুখে আপনাদের শোনাতে চলেছি।

সে অনেক বছর আগের কথা। আমি ছিলাম অক্সব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-স্নাতক বিভাগের ছাত্র। তখন আমার এই খেয়ালটি ছিল। আমি সেই অতীত রূপসা নগরের নির্জন পথে প্রান্তরে এখানে সেখানে অলস ভ্রমণ করতাম।

প্রায়ই আমার চোখে পড়ত ঘোড়ার পিঠে চলেছেন এক পাদ্রী এবং তার মেয়ে। কি এক অজ্ঞাত কারণে আমি তাদের দিকে বার বার তাকাতাম। মনে হত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির জীর্ণ মুখে কি এক দুঃখের ছাপ পড়েছে, তার সঙ্গে মিশেছে অভাবিত ত্রাস। এ আতঙ্কের কোন উৎস নেই, এ হল অনির্দিষ্ট এবং অপরিমাপ্য রোমাঞ্চ ভরা আতঙ্ক। ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাঁরা যেতেন। আমি বুঝতে পারতাম যে তাঁরা দুজনেই দুজনকে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালবাসার চোখে অবলোকন করেন।

কন্যার বয়েস উনিশের কাছাকাছি। কিন্তু তার মুখমণ্ডলে প্রথম যৌবনের রূপ মাধুর্যের চিহ্ন ছিল না। পক্ষান্তরে তার চেহারায় লাবণ্যের অভাব ছিল। মুখে ফুটে থাকত আত্ম সচেতনতা এবং উদ্ধত অহঙ্কারের ভাব যাকে হতাশা বললে অত্যুক্তি হয় না। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম যে তিনি কখনো হেসেছেন কিনা, কোনদিন আনন্দিত হয়েছেন কিনা এবং যে মনোভাব তাঁর মুখের ওপর এনে দিয়েছে অহংকারের ছাপ, সেই মনোভাবের অন্তর্নিহিত কারণটি তিনি কখনও অনুধাবন করতে পেরেছেন কিনা?

ওঁদের দুজনকে একাধিকবার পর্যবেক্ষণ করার পর অবশেষে আমি এক ভদ্রলোককে বৃদ্ধলোকটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম।

তিনি স্মিত হাস্যে জবাব দিলেন—উনি হলেন সারমেয়দের প্রধান। (এই সারমেয়দের অধ্যক্ষ ছিলেন সেণ্ট মিলিকাসের প্রাচীন কলেজের প্রধান। এই কলেজটিকে ব্যঙ্গ করে আমরা ডাকতাম সারমেয়বৃন্দ বলে।)

ভদ্রলোকের হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি অবাক হয়ে বললেন, আপনি কি বুড়ো লোকটির গল্প শোনেন নি?

আমি বললাম—না তো। ওঁর চেহারা দেখে তো মনে হয় না যে উনি কোন অন্যায় করেছেন। যদি অনুগ্রহ করে ওঁর জীবন কাহিনী আমাকে শোনান তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

ভদ্রলোক বললেন, সে এক পুরোনো কথা। যদি শুনতে চান তবে বিবৃত করতে পারি।

আমি বললাম—হ্যাঁ, শুনতে চাই। বৃদ্ধলোকটি আমার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর মেয়েও। আমি তাঁর সম্পর্কে আরো কথা শুনতে চাই।

ভদ্রলোকের মুখে আমি যে কাহিনীটি শুনেছিলাম সেটি নাকি অকস ব্রিজের লোকেদের জানা। তবে প্রাক স্নাতক ছাত্রেরা সেই গল্পটি সম্বন্ধে অবহিত নয়।

সেই গল্পটি হল এরকম!

মিঃ ব্রাউন হচ্ছে ঐ ভদ্রলোকের নাম। অনেকদিন আগে একটা নিয়ম ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোদের গাত্রী হতে হবে এবং তাঁরা বিয়ে করতে পারবেন না।

মিঃ ব্রাউনের বয়স তখন বেশী হয়নি। কিন্তু তখন তিনি অধ্যক্ষ হতে চলেছেন। অধ্যক্ষ হতে না পারলে তিনি ঐ পদে ইস্তাফা দিয়ে বিবাহিত জীবন উপভোগ করবেন কলেজে চাকরী নিয়ে। তবে সস্ত্রীক কলেজের আয়ে সংসার প্রতিপালন করা সম্ভব হয় না।

মিঃ ব্রাউনের পূর্ববর্তী অধ্যক্ষ পরিণত বয়স অবধি বেঁচে ছিলেন। তাঁর উত্তরসূরী মনোনয়নে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। মিঃ ব্রাউন আর মিঃ জোনসএর মধ্যে একজনকে সম্ভাব্যপ্রার্থী হিসেবে চিহ্নিত করা হল। ওঁদের দুজনেই বিয়ের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। দুজনের মনে ধারণা ছিল যে অন্যজন অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হবেন আর তিনি বৈবাহিক জীবন উপভোগ করবেন।

অবশেষে বৃদ্ধ অধ্যক্ষ মারা গেলেন! মিঃ ব্রাউন এবং মিঃ জোনসের মধ্যে চুক্তি হল যে একে অন্যকে ভোট দেবেন! মিঃ ব্রাউন একটিমাত্র ভোট বেশী পেয়ে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু মিঃ জোনসের পক্ষে যাঁরা মত দিয়েছিলেন

তাঁদের অন্বেষণে ধরা পড়ল যে মিঃ ব্রাউন শেষ অবধি নিজেকে ভোট দিয়েছেন। আইনের মাধ্যমে এর বিচার করা অসম্ভব, কিন্তু কলেজের ফেলোরা যাঁরা ছিলেন মিঃ ব্রাউনের সমর্থক তাঁরা স্থির করলেন যে তাঁকে কভেন্ট্রিতে পাঠানো হবে।

তাঁরা অন্বেষণ করে যে তথ্যটা আবিষ্কার করেন সেটা ক্রমশঃ প্রচারিত হয়ে যায়। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই তাঁর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন। মিঃ ব্রাউনের স্ত্রী যে এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন এমন কোন তথ্য অবশ্য পাওয়া যায় নি। তবু তাঁকেও সামাজিকভাবে বর্জন করা হল। এই অবস্থায় তাঁদের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মেয়েটি বিষাদক্লিষ্ট নিঃশব্দ এবং নির্জন পরিবেশের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। মিঃ ব্র্যাউনের স্ত্রী ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে অবশেষে সামান্য অসুখে দেহত্যাগ করলেন। আমি যখন এই কাহিনীটি শ্রবণ করি তার কুড়ি বছর আগে নির্বাচন পর্ব শেষ হয়ে গেছে।

তখন আমার বয়স ছিল অল্প, ধর্মে শ্রদ্ধা ছিল না। তাই কোন মানুষকে নির্যাতন করতে পারতাম না। কাহিনীটি শুনে আমি শিহরিত হয়ে যাই। ঐ বৃদ্ধের চাতুরির কথা ভেবে নয়, অকসব্রিজের মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ হৃদয়হীনতার কথা স্মরণ করে। মিঃ ব্রাউনের অন্যায় সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কুড়ি বছরের মধ্যে কোন লোক এ বিষয়ে বিতর্ক প্রকাশ করেনি। সেই কারণে এতজনের মতের বিরুদ্ধে আমি একা দাঁড়াতে পারতাম না। কিন্তু আমার মনে হল যে মিঃ ব্রাউনের প্রতি না হলেও তাঁর মেয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখানো যেত।

খবর নিয়ে জানলাম যে অনেকে কন্যাটির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু যারা তার পিতাকে অসম্মান করে এমন কোন মানুষের সখ্যতা তার কাম্য ছিল না। এইসব কথা বিবেচনা করতে করতে আমার নীতি সম্বন্ধীয় বিশ্বাস কেঁপে উঠল। আমি সন্দিগ্ধ চিত্তে এই চিন্তা করলাম যে অন্যায়ের শাস্তি দেওয়াই ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রধান কর্তব্য কিনা। দৈব ঘটনার ফলে আমার এইসব নৈতিক চিন্তাধারায় বাধা পড়ে এবং অকস্মাৎ আমি সাধারণের পর্যায় হতে অসাধারণত্বে উন্নিত হলাম।

দুই

একদিনের ঘটনা মনে আছে। যখন আমি একা ভ্রমণ করছিলাম তখন একটি ঘোড়া দ্রুত বেগে ছুটে চলে যাচ্ছিল। কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি রাস্তার এক কোণে শায়িতা আছে হতভাগ্য অধ্যাপকের সেই নির্বাসিতা কন্যাটি।

পরে শুনেছিলাম যে শারীরিক দুর্বলতার জন্যে মিঃ ব্রাউন অশ্বারোহণে বেরোতে অসমর্থ হয়ে ছিলেন, কিন্তু তার জেদী কন্যা একাকিনী ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বের হন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি লর্ড জর্জ স্যাঙ্গারার ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দলের সামনে চলে আসেন। ঐ দলটির আগে আগে চলছিল কয়েকটি বিরাট চেহারার হাতি। মহিলাটির ঘোড়া ঐ বিকট দর্শন হাতীগুলোকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিমায় দ্রুত ছুটতে শুরু করে দেয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যান।

আমি কাছে গিয়ে দেখলাম যে তখনো তাঁর জ্ঞান আছে। কিন্তু একটি পা ভেঙ্গে যাওয়ায় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছেন। আমি ঐ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর একটি দু'চাকার গাড়ি দেখতে পেলাম। গাড়িটির গন্তব্যস্থল ছিল অকসব্রীজ। আমি ঐ গাড়ির চালককে অনুরোধ করলাম যে সে যেন কোন হাসপাতালে গিয়ে একটা এ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্যে বলে আসে।

এ্যাম্বুলেন্স আসতে আসতে দেড়ঘন্টা সময় কেটে গেল। ঐ দীর্ঘ সময় আমি সেই আহত মেয়েটিকে আরাম দেবার চেষ্টা করলাম। এবং তার সহযোগিতার মাধ্যমে তাঁকে ঘিরে রাখলাম। তাঁর আসল পরিচয় যে আমার জানা সেটাও তাঁকে জানতে দিলাম না।

মেয়েটির বাবাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল, সেটা জেনেও আমি পরের দিন অনুসন্ধান নিয়ে জানলাম যে মেয়েটির পা ঠিক হলে তিনি আবার আগেকার মত হাঁটতে পারবেন—কোন ক্ষতি হবে না। এরপর আমি রোজই তাঁর পায়ের খবর আনতে যেতাম এবং যখন তিনি সোফাতে বসতে পারলেন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম।

প্রথমে তিনি ঝিকে দিয়ে বলে দিলেন যে দেখা করা অসম্ভব। কিন্তু পরে আমি একটা কাগজে আমার মনের ভাব লিখে জানালাম যে তাঁর বাবার সঙ্গেও আমি দেখা করবো, তখন তিনি সম্মত হলেন।

ঐ বৃদ্ধ অধ্যক্ষের সঙ্গে আমার সাধারণ আলোচনা হল। তাঁর একাকীত্বের যন্ত্রণার কথা তিনি জানতে দিলেন না। কিন্তু তাঁর আরণ্যক বিহঙ্গিনীর মত সন্দেহ-পরায়ণা কন্যাটি প্রথমে আমাকে উপেক্ষা করলেও পরে আমার সঙ্গে ঘনিষ্টতা স্থাপন করলেন। আমাকে বিশ্বাস করলেন। তাঁর মুখ থেকে এবং অধ্যক্ষের কাছ থেকে আমি গল্পটা শুনে নিলাম।

কন্যা বললেন যে যৌবনে তাঁর পিতা ছিলেন হাসিখুশী ও চঞ্চল স্বভাবের। তাঁর দুর্বার কৌতুকপ্রিয়তা হয়তো কখনো অতিরিক্ত বলে মনে হত, কিন্তু তাতে এমন একটা নির্মলতার ছোঁয়া ছিল যে, কেউ রাগ করতো না। তিনি

মিলড্রেডকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং নির্বাচনে বিজয়ী হওয়াতে প্রেয়সীর সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আরও আনন্দিত হলেন। গরমের শেষের দিকে নির্বাচন হল। আর তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন কয়েক সপ্তাহ বাদে।

শরতের আগে তাঁকে অকসব্রিজে ফিরতে হবে না তাই যুগল দম্পতির গরমের দিনগুলো দুরন্ত সুখে কেটে গেল। অধ্যক্ষ সহধর্মিনীর কাছে অক্সব্রিজের পরিচয় রাখলেন তেজদৃপ্ত ভঙ্গিমাতে। সেখানকার ভাস্কর্য সৌন্দর্যের প্রশংসা করে তিনি আনন্দমুখর সমাজের উল্লেখ করলেন। তাঁদের যুগ্ম স্বপ্নের সামনে প্রবাহিত হল অনাগত দিনের সুখতৃপ্ত দৃশ্যাবলী।

তখনই জানা গেল যে বিবাহিত সুখকে স্থায়ী করতে এক নবজাতকের আগমন আসন্ন প্রায়।

অক্সব্রিজে এসে অধ্যক্ষ নিশ্চিন্ত মনে তাঁর সম্মানিত পদে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু বিস্মিত চিত্তে তিনি দেখলেন যে কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন না। কেউ তাঁর কাছে ছুটির দিনগুলোর কথা জানতে চাইলেন না, এমনকি কোন সদস্য তাঁর অর্ধাঙ্গিনীর বিষয়ে জানতে চাইলেন না।

তিনি তাঁর দক্ষিণদিকে উপবিষ্ট মিঃ-একে কিছু বললেন, কিন্তু মিঃ-এ তাঁর বামদিকে বসে থাকা ভদ্রলোকদের সঙ্গে এমন আত্মনিমগ্ন হয়ে কথা বলছিলেন যে অধ্যক্ষের সংলাপ তাঁর কানে প্রবেশ করল না। বাঁ দিকে বসে থাকা মিঃ বি-র ক্ষেত্রেও একই অভিজ্ঞতা হল।

তারপর তিনি সেই আহারের আসরে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। কিন্তু সদস্যদের হাসি আর কথার আওয়াজ ক্রমেই বেড়ে গেল। কেউ তাঁর দিকে দেখছেন না। ঐ অদ্ভুত ব্যবহারে তিনি বিস্ময়বোধ করলেন। তখনো তাঁর মনে আশা ছিল যে কমনরুমে মদ্য পানের সময়ে তিনি-ই হবেন সভাপতি।

কিন্তু সেখানেও তাঁর এক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হল।

তিনি মদের পাত্রটি দিলেন পাশে বসা লোকটির হাতে, যিনি নিস্পৃহমুখে এমন-ভাবে গ্রহণ করলেন যে মনে হল ওটি যেন অদৃশ্যলোক থেকে ভেসে এসেছে। তারপরে পাত্রটি যখন একবার ঘুরে ফিরে এল তখন তাঁর এক পাশের ভদ্রলোক তাঁকে অবজ্ঞা করে তাঁর অন্যদিকের লোকের কাছে জানতে চাইলেন যে আর একবার মদ পরিবেশিত হবে কিনা।

এই নিদারুণ ঘটনায় মিঃ ব্রাউনের মনে হল যে তিনি শারীরিক সত্তা হারিয়েছেন, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে স্ত্রী মিলড্রেডকে স্পর্শ করে তিনি বুঝতে পারলেন যে রক্ত-মাংসের চেতনা অবলুপ্ত হয়নি। তিনি অশরীরী হননি।

যখন তিনি তাঁর আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বলতে চলেছেন তখনই বাড়ির

পরিচারিকা একটি খাম হাতে নিয়ে এল আর বলল—একজন অজানা লোক এই খামটি চিঠির বাক্সে রেখে গেছে।

অধ্যক্ষ খামটি ছিঁড়লেন। ওখানে পাওয়া গেল একটা বেনামা চিঠি। সেটি দেখে মনে হল ইচ্ছে করে হাতের লেখাকে ওলটানো হয়েছে, পাছে লেখা দেখে যিনি লিখেছেন তাঁকে সনাক্ত করা যায়।

চিঠিটা শুরু হয়েছে এইভাবে—

"আপনার বিচার শুরু হয়েছে এবং আপনি শাস্তি পেয়েছেন। যদিও আইন আপনাকে শাস্তি দিতে পারবে না, কিন্তু একটি অটল প্রতিশ্রুতির জন্যে আপনাকে শাস্তি পেতেই হবে। আইন না মানলে যে সাজা দেওয়া হয়, আপনার শস্তি তার মতই নির্মম হবে।"

তাঁর দোষ প্রমাণের জন্য যত প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছিল চিঠিতে তার বর্ণনা ছিল! চিঠিতে বলা ছিল যে সদস্যরা, বিশেষ করে নির্বাচনে পরাজিত মিঃ জোনস, প্র'মে বিশ্বাসই করতে চাননি, তাঁদেরই একজন সতীর্থ এমন একটি জঘন্য কাজ করতে পারেন, কিন্তু খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করবার পর তাঁরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। চিঠির সমাপ্তিটা প্রায় বাইবেলে-বর্ণিত অভিসম্পাতের মতো।

আপনার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ জড় হয়েছে, কথার চাতুরিতে তা এড়িয়ে যেতে পারবেন, এমন কল্পনাও করবেন না। ভাববেন না কাঁদুনি গেয়ে মার্জনা লাভ করবেন সহানুভূতির উদ্রেক করে। যতদিন এই কলেজের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন শুধু কলেজের কাজের জন্য যেটুকু কথা না বললেই নয় সেটুকু ছাড়া একটি কথাও কেউ বলবে না আপনার সংগে। হয়তো আপনি এমন ভান করতে পারেন যে আপনার অপরাধে আপনার স্ত্রীর শাস্তি পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু আপনি বিশ্বাসঘাতকতা না করলে, যে মহিলা এখন মিঃ জোনস-এর পত্নী হতেন, আপনার স্ত্রী তাঁরই জায়গা জুড়ে বসেছেন। সুতরাং তিনি যতদিন আপনার পাপকার্যের সুফল ভোগ করবেন ততদিন তার শাস্তিও ভোগ করতে হবে তাঁকে। শুধু এই কথা কটি বলে, আপনাকে আপনার অপরাধী শিক্ষকের যাতনার ওপর ছেড়ে আমরা বিদায় নিলাম।

ইতি—

আপনার অনিচ্ছুক সহকর্মীরা,
নৈতিকবোধ-সম্পন্ন বিচারক মণ্ডলী।

চিঠিখানা পড়া শেষ হতে অধ্যক্ষ দারুণ আঘাত পেলেন। কিন্তু চিঠিখানা যাতে তাঁর স্ত্রীর হাতে না পড়ে তার জন্যে কোন ব্যবস্থাই তিনি করলেন না।

পরিশেষে নিজেকে শান্ত করে তিনি চিন্তাচ্ছন্ন চোখে তাকালেন তাঁর স্ত্রীর দিকে।

বললেন, মিলড্রেড'তুমি কি বিশ্বাস কর যে এসব অভিযোগ সত্যি?

তাঁর স্ত্রী সজোরে প্রতিবাদ করেন, পিটার, তুমি কি করে ভাবলে যে এসব কথা আমি বিশ্বাস করবো? যদি নরকের সবকটা অপদেবতা এসে ঐ নৃশংস কলেজের সভ্যদের মূর্তি ধারণ করে অঙ্গীকার করে যে এই ব্যাপারের সত্যতা সম্পর্কে তাদের কোন সন্দেহ নেই, তাহলেও আমি সেকথা বিশ্বাস করতাম না।

অধ্যক্ষ বললেন, তোমার এই মন্তব্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ জানাই। যতদিন আমার প্রতি তোমার এই জাতীয় বিশ্বাসের স্রোত অব্যাহত থাকবে, ততদিন জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতার মধ্যেও আমি জানবো যে রমনীয় সহানুভূতি পাবার একটি পান্থনিবাস আমার আছে। আর যতদিন তোমার এই অনমনীয় মনোভাব অটুট থাকবে ততদিন ধরে আমি ঐসব হীন কলঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবো। আমি আমার কাজে ইস্তফা দেব, কেননা তাহলে ওদের অভিযোগকে মেনে নেওয়া হবে। আমি আজ থেকে সত্য অনুসন্ধানে ব্রতী হব এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একদিন না একদিন সত্য উদ্ভাসিত হবেই। কিন্তু শুধুমাত্র একটি কথা ভেবে আমি কষ্ট পাচ্ছি, প্রিয়তমা, আমার আশা ছিল তোমাকে সুখী করার। কিন্তু আমার সঙ্গে তোমাকেও ওরা নির্বাসিত করবে, এই যন্ত্রণা আমি কেমন করে সহ্য করবো? আমি জানি, যদি তোমাকে বলি আমায় ছেড়ে চলে যেতে, তাহলে তুমি সেটা মানবে না। অনাগত দিনগুলি অন্ধকারে ঢাকা কিন্তু দুর্জয় সাহস, বিনিদ্র একাগ্রতা আর তোমার পবিত্র ভালোবাসা, এই ত্রয়ীর সমন্বয়ে আমি একদিন সফল হবই।

অধ্যক্ষ প্রথমে চিন্তা করলেন যে এই রহস্যের সমাধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তিনি সুদৃঢ় মনের সাহায্যে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়ে প্রত্যেক সদস্যকে চিঠি লিখলেন। বেশীরভাগ সদস্য চিঠিকে অবহেলা করলেন। কিন্তু তাঁর প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ জোনস সেই চিঠির জবাব দিলেন। তিনি লিখলেন, অন্বেষণ হয়ে গেছে, সবাই জানিয়েছেন যে কোন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হয়েছে, তাই হিসাব করে দেখা গেল যে অধ্যক্ষের ভোটটি বাদ দিলে দুজন প্রার্থীর ভোট সমান সমান হয়। এই তথ্য থেকে একটি মাত্র সমাধানে আসা যেতে পারে, যদিও জানি সেটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক কিন্তু এর পর সত্য আবিষ্কারের আর কোন যুক্তি নেই।

মিঃ জোনসের চিঠি পড়ে নিরাশ হয়ে মিঃ ব্রাউন আলোচনা করলেন গোয়েন্দা

এবং আইন বিশারদদের সঙ্গে। তাঁদের সকলেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। কেউ তাঁর মুক্তির পথ বলতে পারলেন না। তখন থেকে পরিচিত পরিজনেরা মিঃ ব্রাউনকে এবং তাঁর স্ত্রী মিসেস ব্রাউনকে অবজ্ঞা করতে শুরু করলেন। এমন কি মিসেস ব্রাউনের কুমারী জীবনের বন্ধুরাও তাঁর কথা ভুলেই গেলেন।

এমন অবস্থায় তাদের একটি মেয়ের জন্ম হয়! অন্য সময় হলে ঐ ঘটনায় তাঁরা আনন্দে উদ্বেল হতেন, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সন্তানের জন্মলাভ কোন সুখের কারণ ঘটাতে পারলো না। কেননা এই পরিস্থিতিতে মেয়েটিকে সুখী করার কোন পন্থা তাঁদের জানা ছিল না।

বিষাদক্লিষ্ট চিত্তে তাঁরা মেয়েটির নাম রাখলেন ক্যাথেরিন। হয়তো বা তাঁরা ভেবেছিলেন যে আলেকজান্দ্রিয়ার হতভাগিনী সন্ন্যাসিনী ক্যাথেরিনের মত তাঁদের কন্যাটিকেও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাঁদের মনে হল এই নিদারুণ দুঃখের সময় একটি সন্তানকে ডেকে আনা চরমতম অবিবেচনার কাজ।

সেই সময় তাঁদের পারস্পরিক ধর্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত লাগলো। তার ফলে ধ্বংস হয়ে গেল তাঁদের দৈনন্দিন সহবাসের আনন্দ। রইলো প্রেম, রইলো দুঃখভরা দিনযাপনের কালিমা নিয়ে। কিন্তু সেই প্রেমকে উজ্জীবিত করার মত তাগিদ রইলো না।

ধীরে ধীরে কেটে যায় একটির পর একটি বছর, কিন্তু তাঁদের দুঃখের অবসান হল না। মিসেস ব্রাউন ক্রমশঃ শীর্ণ হতে হতে শেষকালে মারা গেলেন। ক্যাথেরিন জন্ম অবধি কখনো হাসি শোনেনি, পাঁচ বছর বয়সেই সে আশি বছরের বুড়ির মতন গম্ভীর, চুপচাপ এবং জবুথবু হয়ে বসল। তাকে স্কুলে পাঠানো গেল না। কারণ স্কুলে গেলেই অন্য ছেলেমেয়েরা তাকে জ্বালাতন করবে। তাকে পড়াবার জন্য পর পর অনেক বিদেশিনী গভর্নেস রাখা হল। তাঁরা এখানকার অদ্ভুত পরিস্থিতির কথা না জেনে আসতেন, কিন্তু এসে জানতে পেরেই নোটিশ দিয়ে কাজ ছেড়ে চলে যেতেন। সব ব্যাপারটা মেয়ের কাছে খুলে বলতেই হয়েছিল, কারণ বাবা-মার কাছ থেকে না শুনলেও মেয়েটি ঝি-চাকরদের মুখে সবই শুনতে পেত। অধ্যক্ষ, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর মেয়েকে আদরে আদরে ছেয়ে রেখেছিলেন তাকে সমাজে এক ঘরে হয়ে থাকার দুঃখ ভুলিয়ে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াসে। মেয়েটিরও তেমনি যে ভালবাসা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ছড়িয়ে পড়ত অনেকের ওপর, তা এখন সম্পূর্ণ পড়ল তার বাবার ওপর। তারপর মেয়েটি যখন সাবালিকা হয়ে উঠল তখন তার মনে দুরন্ত বাসনা জাগল তার বাবার নির্দোষিতা প্রমাণ করে তাঁকে

মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, এবং সারা দুনিয়াকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া বিচারকরা অন্যায় করে তাঁর কি অমানুষিক নিষ্ঠুর দণ্ডবিধান করেছে! অবিচার যে হয়েছেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না মেয়েটির মনে। কিন্তু পিতা আর কন্যা দুজনেই সমান অসহায়! বিরূপ পৃথিবীতে কোনঠাসা অবস্থায় ছোট্ট গণ্ডির ভেতর শুধু তাদের দুজনের পারস্পরিক ভালোবাসা কাউকেই তৃপ্তি দিতে পারত না। কারণ দুজনেরই মনে হত দুজনের দুঃখের কথা। আর দুজনে প্রত্যেকেই ভাবতেন, যদিও মুখে বলতেন না, যে চোখের সামনে অন্যের দুঃখ দেখতে না হলে তাঁর নিজের দুঃখ অপেক্ষাকৃত কম দুঃসহ মনে হত।

ক্যাথেরিন যখন সেরে উঠেছিলেন তখন পর পর কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপ করে এই ইতিহাস আমি জানতে পেরেছিলাম। তাঁর বলা কাহিনী আমি কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারলাম না, কিন্তু তাঁর বাবার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ ছিল তারও কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। ভদ্রমহিলার কথা মতো তাঁর বাবা যদি নির্দোষই হয়ে থাকেন, তাহলে এ ব্যাপারটার পিছনে একটা অনাবিষ্কৃত রহস্য রয়ে গেছে বলে আমার মনে হল। কোন গোপন সত্য উদ্ধার করবার কোনো রকম উপায় আছে বলে মনে হলে আমি সেই নির্বাচনের সময়কার ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতাম, কিন্তু এত বছর পরে তা আর সম্ভব বলে মনে হল না। যাইহোক, আমার এই ধাঁধাঁগ্রস্ত অবস্থায় সত্য হঠাৎ প্রকাশ পেল—সম্পূর্ণ বিস্ময়কর, ভয়ঙ্কর।

তিন

ক্যাথেরিনের আরোগ্যলাভ যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তাঁর বাবা মারা গেলেন। এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কারণ জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা তাঁকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে এনেছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হল তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই কলেজের ভেতর তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ভগবৎতত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ গ্রেটোরেক্স-এর মৃত্যু। বিস্ময় সীমা ছাড়াল যখন জানা গেল অধ্যাপক বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন! সারা জীবন তিনি ছিলেন পাপের নির্মম শত্রু এবং পুণ্যের একটি স্তম্ভবিশেষ। তাঁর বিশেষ অনুরাগিনী ছিলেন অনেক বয়সের অবিবাহিতা মহিলারা, পবিত্রতা বজায় রেখে যাদের মাধুর্যের কিঞ্চিৎ অভাব ঘটেছিল এবং আমাদের এই দুর্বল যুগে নৈতিক আদর্শের

ক্ষুদ্রতা যাদের স্পর্শ করতে পারেনি, বিদ্যায়তন সংশ্লিষ্ট সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি অধ্যাপক থাকার ফলেই সবাই ভাবতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন উচ্চমানের আবহাওয়া বজায় থাকা সম্ভব হয়েছিল যে বাবা-মায়েরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তাঁদের সন্তানদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। নির্বাচনের আগেকার দিনগুলিতে তিনি ভীষণভাবে ডাঃ ব্রাউনের বিপক্ষে এবং মিঃ জোনস-এর পক্ষে ছিলেন। ডাঃ ব্রাউনকে যখন নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হল তখন ডাঃ গ্রেটোরেকসই প্রথম তদন্তের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন এবং তাঁরই চেষ্টার ফলে সবাই অধ্যক্ষকে দোষী বলে বিশ্বাস করেছিলেন। অধ্যক্ষ যখন মারা গেলেন, তখন কেউ ভাবেননি এতে ডাঃ গ্রেটোরেকস খুব দুঃখ পাবেন। আর তাঁর মত নিষ্পাপ চরিত্রের লোক আত্মহত্যার মতো মহাপাপ করে নিজের জীবনের অবসান ঘটাবেন। এ কথা কল্পনা করা তো সকলের পক্ষে আরো অসম্ভব ছিল। অবশ্য এ কথা সত্যি যে অধ্যক্ষের মৃত্যুর পরের রাববার কলেজের উপাসনা ঘরে যে উপদেশ বাণী দিয়েছিলেন তাতে তাঁর কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত পর্যন্ত চমকে উঠেছিলেন। তাঁর বাণীর বিষয়বস্তু ছিল, 'যেখানে তাদের কৃমিকীটের মৃত্যু নেই, সেখানে আগুন নেবে না।' তিনি একটি বিষয়ে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন : বাইবেলের কোনো পাঠক ঈশ্বর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ভাবেন তিনি পাপীদের ক্ষমা করবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহবান এবং সম্ভবতঃ অনন্ত নরকও তাঁর অভিপ্রেত নয়। এই বিদ্বান অধ্যাপক ভদ্রলোক বললেন উপাসনাকালীন ভাষণের জন্য তিনি যে বাণীটি বেছে নিয়েছেন, সেটি নেওয়া হয়েছে মার্ক লিখিত সুসমাচার থেকে, এবং সুসমাচার-গুলির অন্তর্নিহিত শিক্ষা যথার্থভাবে গ্রহণ করতে হলে এই বাণীটিকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এ পর্যন্ত তাঁর উপদেশ ভাষণ সবার সমর্থন লাভ করতে পারত কিন্তু শ্রোতাদের কাছে যা অনন্ত বেদনাদায়ক এবং কুরুচিপূর্ণ বলে মনে হল, তাহল এই যে পাপীদের অত্যন্ত নরকবাসটা যেন তাঁর কাছে খুব আনন্দের বিষয়, এবং তার চাইতে আরো ভয়ানক কথা এই যে স্পষ্ট বোঝা গেল অনন্ত নরকবাস প্রসঙ্গে তিনি লোকান্তরিত অধ্যক্ষের কথাই ভাবছিলেন। সবাই অনুভব করলেন যে ভগবদতত্ত্বের একটা নিজস্ব মূল্য আছে বটে, কিন্তু তা সুরুচির দাবিকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। উপদেশাবলী শুনে সবাই মনে মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে ফিরলেন। মিঃ জোনস বরাবরই তাঁর সফল প্রতিদ্বন্দ্বীর শাস্তিবিধানের বিরোধী ছিলেন। তিনি ঠিক করলেন প্রফেসর গ্রেটোরেক্স-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলবেন অমন করে দোষারোপ করার সময় বোধহয় পার হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা তিনি প্রফেসারের দরজায়

টোকা দিলেন কিন্তু কোনো সাড়া পেলেন না। তিনি আবার টোকা দিলেন আগের চাইতে আরো জোরে আওয়াজ করে। তারপর প্রফেসরের আলো তখনো জ্বলছে দেখে তাঁর মনে ভয় হল হয়তো অঘটন কিছু ঘটেছে। এই ভেবে তিনি ঢুকে পড়লেন ঘরের ভেতর। ঢুকে দেখলেন প্রফেসর তাঁর দেরাজের ধারে বসে আছেন। তাঁর দেহে প্রাণ নেই! করোনারকে উদ্দেশ্য করে লেখা বড একতাড়া পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে তাঁর সামনে। মিঃ জোনস নিজে এই পাণ্ডুলিপি পড়া ঠিক মনে করলেন না, তুলে দিলেন পুলিশের হাতে। পুলিশের নির্দেশে ময়না তদন্তের সময় এই পাণ্ডুলিপি পড়া হল। এতে প্রফেসর গ্রেটোরেক্স লিখেছিলেন :

'আমার জীবনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন শুধু পৃথিবীর কাছে বলা বাকি রয়েছে কি সেই কাজ; এবং কিভাবে আমি পাপের শাস্তি বিধানের যন্ত্রস্বরূপ হয়েছি। ব্রাউন এবং আমি যৌবনে পরস্পরের বন্ধু ছিলাম। সেসময় ব্রাউন আমার চাইতে অনেক বেশি সাহসী আর অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ছিল। আমাদের দুজনেরই ইচ্ছা ছিল ধর্মযাজক হয়ে শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণ করা এবং যাজকজীবনে প্রবেশ করলে যেসব আনন্দ উপভোগ করা অশোভন বলে বিবেচিত হবে, সে ধরণের আনন্দ কিছু কিছু তার আগেই উপভোগ করে নিতে লাগলাম। একজন তামাকুবিক্রেতার দোকানে আমাদের দু'জনেরই যাতায়াত ছিল। মুরিয়েল নামে তার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। মেয়েটি মাঝে মাঝে দোকানে কাজ করত। তার দুটি উজ্জ্বল চোখে ছিল দুষ্টুমি আর আমন্ত্রণের আভাস। আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের সঙ্গে হাসি তামাশায় মেয়েটি ছিল বেশ চটপটে কিন্তু আমি অনুভব করতাম ঐ বাইরের চাঞ্চল্যের অন্তরালে রয়েছে গভীর অনুভূতি এবং গভীর ভালবাসার ক্ষমতা। আমি প্রচণ্ড ভাবে আকাঙ্ক্ষা করলাম মেয়েটিকে। কিন্তু আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, যে ধর্মবিশ্বাস আমি গ্রহণ করতে চলেছি তাতে বিবাহ সম্ভব নয়। এবং আমার যোগ্য যেকোন পদ আমি গ্রহণ করি না কেন সেখানে একজন সামান্য মানুষের মেয়েকে বিয়ে করলে সেটা আমার উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে। পরবর্তী জীবনের মত এখনো নিজেকে শারীরিক ব্যভিচার থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলাম। মুরিয়েলের সঙ্গে অসামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার বিন্দুমাত্র অসম্ভাবনাকে আমি স্থান দিতাম না।

ব্রাউনের মনে কিন্তু এ ধরণের কোন ইচ্ছা ছিল না। একদিকে সুখী জীবনের হাতছানি, অন্য দিকে অসাধারণ ভালবাসা—এই দুয়ের মধ্যে আমি যখন আলোড়িত হচ্ছি তখন ব্রাউন সজাগ হল।

তার ভাবনাবিহীন কৌতুকপ্রিয় মন দিয়ে সে মেয়েটির হৃদয় জিতে নিল।

এবং তাকে প্ররোচিত করে অবৈধ কাজে নিয়োগ করল। এই ঘটনার সাক্ষী ছিলাম শুধু মাত্র আমি। মুরিয়েলের নিদারুণ অবস্থার কথা ভেবে আমি যে যন্ত্রণা বোধ করি সেটা ভাষায় অপ্রকাশ্য। এ বিষয়ে আমি ব্রাউনের মত জানবার চেষ্টা করে বিফল হলাম। মুরিয়েল জেনে গেল যে আমি তার লুকোনো কলঙ্কের কথা জানি। সে আমাকে দিয়ে অঙ্গীকার করাল, আমি যেন সে কথা কাউকে না বলি।

কয়েক মাস বাদে ঘটলো সেই অঘটন। মুরিয়েল হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কি হয়েছে সেটা আমি জানতে পারলাম না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ব্রাউন তার পরিণতির কথা জানে। পরে আমার এই বিশ্বাস ভেঙ্গে গেল। কিছুদিন ধরে অস্বস্তিকর অবস্থায় কাটাবার পরে আমি মুরিয়েলের একটা চিঠি পেলাম। সে জানিয়েছে যে, সে তখন গর্ভবতী, কিন্তু ব্রাউনের প্রতি প্রেম এত প্রগাঢ় যে তাকে বিরক্ত করতে চায় না। তাই ব্রাউনকে সে নিজের অবস্থার কথা জানায়নি, এমনকি তাকে ঠিকানা পর্যন্ত বলেনি।

আমার কঠিন অঙ্গীকারের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানতে চেয়েছিল যে সন্তানের জন্ম অবধি কয়েকটা দিন আমি তাকে সাহায্য করবো কি না।

আমি গিয়ে দেখলাম মুরিয়েলের অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু তার বাবা নৈতিক চেতনা-সম্পন্ন মানুষ বলে মুরিয়েল তাঁর কাছে অপরাধ স্বীকার করতে পারে নি। সৌভাগ্যক্রমে তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় অক্সব্রিজে অনুপস্থিতি কোন বিতর্কের ঝড় তুললো না। আমি তার উদ্দেশ্যে প্রসারিত করলাম আমার সহযোগিতার হাত। সঠিক সময়ে প্রসূতি সদনে তার জন্যে একটি শয্যার ব্যবস্থা করে দিলাম। কিন্তু আমার শুভ কামনাকে উপহাস করে মুরিয়েল এবং তার নবজাতক শিশুটি মারা গেল। ঐ ঘটনা আমাকে নিজের প্রতি ক্রুদ্ধ করে দিল। কেন যে আমি এতদিন ধরে কঠিন আত্মসংযম করে ছিলাম সে কথা ভেবে নিস্ফল আক্রোশে ভরে উঠলো আমার সত্তা। মুরিয়েলের শেষ পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ব্রাউন সম্পর্কে আমার মন বিতৃষ্ণায় ঢেকে যায়।

আমি সকলের সামনে তার আসল চরিত্র উন্মোচিত করতে ব্যর্থ হলাম। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলাম যে একদিন না একদিন তার ভদ্রতার মুখোশ আমি টেনে ছিঁড়ে দেব এবং ওই কাজে যদি আমার জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে হয় তাও করবো। অনেকদিন পরে সুযোগ এসে গেল। শুরু হলো অধ্যক্ষ পদের জন্য প্রতিযোগিতা! আমি ছিলাম মিঃ জোনসের সমর্থক এবং ইচ্ছা হলে ঐ নির্বাচনে তাঁকে বিজয়ী করতে পারতাম। কিন্তু সেই পরাজয় ব্রাউনকে যথেষ্ট অপমানিত করতে পারত

না। ধীরে ধীরে সে ঐ গ্লানির কথা ভুলে যেত এবং এই দুঃখ মুরিয়েলের যন্ত্রণার কাছে কিছুই নয়।
কিভাবে ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যায় সে কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মাথায় একটা সূক্ষ্ম এবং ভয়াল প্রতিশোধের কল্পনা বাসা বাঁধল। গোপন ভোটের সময় আমি মিঃ ব্রাউনকে সমর্থন করলাম। এমন যে হতে পারে এটা ছিল সকলের চিন্তার বাইরে। ভোটপত্রগুলি পরীক্ষা করার সময় আমার দিক থেকে কোনরকম নির্দেশ ছাড়া সবাই ভেবে নিলেন যে আমি মিঃ ব্রাউনের বিপক্ষে ভোট দিয়েছি! এর ফলে আমার সুপ্ত বাসনা সফল হল। সবাই ভাবলেন মিঃ ব্রাউন নিজেই নিজেকে ভোট দিয়ে জিতে গেছেন। যে ধরনের প্রচার করলে ব্রাউনের ক্ষতি হত আমি সেই কথাই বলে চললাম। ষড়যন্ত্র মত সবকিছু ঘটে গেল। শুরু হল ব্রাউনের নিদারুণ দুঃখ ভোগের পালা। আমি জানি তাঁর যন্ত্রণার পরিণাম মুরিয়েলের চেয়ে অনেক নির্মম দীর্ঘস্থায়ী এবং নিদারুণ। আমার চোখের সামনে তার স্ত্রীর দুটি সজীব গালের গোলাপী আভা বিবর্ণ হতাশায় বিলীয়মান হল। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মনে মনে বললাম 'মুরিয়েল, এই হল তোমার দুঃখের প্রতিশোধ।'
আমার কাছে ব্রাউনের তরুণ বয়সের একটি সতেজ মুখের ছবি ছিল! প্রতি সন্ধ্যায় প্রার্থনা করার আগে আমি সেই ছবিটি বের করে তার তখনকার বিধ্বস্ত রক্তশূন্য এবং ভয়ার্ত চাহনিভরা চেহারার কথা আনন্দিত হৃদয়ে ভাবতাম। পরবর্তী বছরগুলিতে আমি উল্লসিত চিত্তে অবলোকন করি যে নিঃসঙ্গতার জ্বালা তার কন্যার প্রতি প্রসারিত স্নেহকে বিকৃত করে দিয়েছে। তার দুঃখ ভোগের কথা ভেবে আমি প্রচণ্ড আনন্দ পেলাম, জীবনে আমার আর কিছু চাইবার ছিল না।
তার প্রতি আমার যে ঘৃণা সেটা অন্যান্য সতীর্থদের মন থেকে উৎসারিত অবহেলার চেয়ে অনেক বেশী নির্মম এবং কঠিন। আমার জীবনে আমি ভালোবাসার অমৃত আস্বাদন করতে পারি নি কিন্তু ঘৃণার বিষকে গ্রহণ করেছি। জানিনা এই দুটির মধ্যে কোনটি মহান? এখন আমার একমাত্র শত্রুর মৃত্যু হয়েছে, পৃথিবীর কোন আকর্ষণ আজ আর নেই। কিন্তু আমার একটিমাত্র ইচ্ছা আছে।
সেটি হলো—আমি আত্মঘাতী হব! কেননা আত্মহত্যার পাপ আমাকে অনন্তকাল নরকবাসী করবে। সেখানে আমি ব্রাউনের দেখা পাব। এবং নরকে যদি ন্যায় বিচার থাকে তাহলে ব্রাউনের অশেষ যন্ত্রণার পরিধি আরও ভীষণ করে তুলতে সমর্থ হব। এই ভয়ঙ্কর আশা নিয়ে আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

কন্যা অগ্নিসম্ভবা

এক

কিছুদিন আগে আমার বিশিষ্ট বন্ধু প্রফেসার এন-এর সঙ্গে দেখা করি। তার আগে আমি তাঁর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। সেই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল ডেনমার্ক দেশের প্রাক-কেলটিক শিল্প। সেই প্রবন্ধ পাঠের পর আমি তাঁর সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চাই। তাঁর সঙ্গে দেখা হল পড়ার ঘরে। তার মুখে যে কৌতুকভরা প্রতিভাদীপ্ত ছায়া দেখা যায় তার পরিবর্তে কেমন একটা রহস্যময় বিহ্বলতা দেখতে পেলাম। যে বইগুলো থাকার কথা চেয়ারের ওপর এবং যে বইগুলো তাঁর পড়ার কথা সেগুলো মেঝের ওপর ছড়ানো ছিল। যে চশমাটা তাঁর নাকের ওপর থাকার কথা সেটি পড়ে আছে টেবিলের ওপর অলসভাবে। তাঁর মুখে ধরা পাইপটা তামাকের ধোঁয়া ছাড়ছে, কিন্তু সেটা যে তাঁর ঠোঁটে নেই, সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন। তাঁর নির্লিপ্ত ধরণের সার্বজনীন ভঙ্গিমা ও শান্তদৃষ্টি তখনকার মতো অন্তর্হিত হয়েছিল। তাঁকে গ্রাস করেছিল হতবুদ্ধিতা, আতঙ্ক, এবং উদাসীনতা।

আমি বললাম, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, ব্যাপারটা হচ্ছে আমার সেক্রেটারী একস-য়ের ব্যাপার। আমি অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করছি যে মেয়েটি বেশ শান্তশিষ্ট সরল স্বভাবের, আর কাজে বেশ মন আছে। যুবতী বয়সে যে ধরণের আবেগ আসে তা থেকে সে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে, কিন্তু কেন যে আমি তাকে শিল্প সম্পর্কীয় কাজ থেকে পনের দিনের ছুটি দিলাম সেটা ভেবে পাচ্ছি না। মিস একস ছুটির দিনগুলো কর্সিকাতে কাটাবে বলে স্থির করলো। সেখানেই ঘটে গেল অঘটন।

কর্সিকা থেকে ফিরে আসার পর আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, ছুটির দিনগুলো কেমন ভাবে কাটিয়ে এলে?

মিস একস যেন স্বগতোক্তির মত বলল, তাইতো কিভাবে কাটিয়ে এলাম?

দুই

সেই সময় সেক্রেটারী ঘরে ছিলেন না। তাই আশা ছিল যে তিনি হয়তো মিস একসের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করবেন। কিন্তু আমার আশা ভেঙ্গে গেল। তিনি আমাকে জানালেন যে কুমারী একস-এর মুখ থেকে আর একটি শব্দও বের করা সম্ভব হয়নি এবং যখনই তিনি কর্সিকার বিষয়ে প্রশ্ন করতেন তখন একস-এর

মুখে গভীর আতঙ্কের ছাপ পড়তো। এর চেয়ে বেশী কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

আমি জানতাম যে মেয়েটি খুব কাজের এবং নিষ্পাপ! যে ভীষণ শিহরণ তার কোমল মনকে আচ্ছন্ন করে তাকে বিষণ্ণ করেছে, সেই কারণটা জানতে সর্বস্ব নিবেদন করবো বলে সঙ্কল্প করলাম। যদি তাকে ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমার আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার। আমার তখন মনে পড়ল এক পৃথুলা মধ্য বয়সী মহিলার কথা। নাম তাঁর মিসেস মেনহেনেট। তিনি নাকি যৌবনকালে অসাধারণ রূপবতী হিসেবে পরিচিতা ছিলেন। সে কথা আমি শুনেছিলাম তাঁর নাতি নাতনীদের মুখে। সেই মহিলাটি ছিলেন কর্সিকার এক নির্মম পুরুষের নাতনী। সেই হৃদয়হীন দস্যু স্বভাবের লোকটি এক অসতর্ক মুহূর্তে, যে মুহূর্তগুলি করসিকা দ্বীপে বার বার আসতো, একটি অভিজাত বংশের সুরুচিসম্পন্না তরুণীর ওপর বলাৎকার করেছিলেন। তার ফলে একটি শিশুর জন্ম হয়। সেই শিশুটির নাম হল মিঃ গরম্যান।

পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে সাংঘাতিক মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করেন।

বিশেষ কাজে মিঃ গরম্যানকে শহরে আসতে হয়েছিল। যে অবৈধ ঘটনায় তাঁর জন্ম তিনি নিজেই সেই জাতীয় বেআইনী কাজ করতেন। বড়লোকরা তাঁকে দেখে শিহরিত হতেন, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং উদ্যমী ব্যাংক কর্মচারীগণ তাঁর কথা শুনে কারাগারের দুঃস্বপ্নের কথা ভাবতেন। যেসব বণিকরা ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাচ্য দেশ থেকে ধন সম্পদ আনতেন, শেষরাতে শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের কথা চিন্তা করে তাদের মুখ বিবর্ণ হয়ে যেত! এই ধরণের বিপদের অন্তরালে মিঃ গরম্যান যে দায়ী এ বিষয়ে কারোর মনে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট রইল না! এহেন মিঃ গরম্যানের কন্যা মিসেস মেনহেনেট তাঁর পিতামহের দেশে কোন অদ্ভুত এবং অসাধারণ উপদ্রব ঘটে থাকলে নিশ্চয়ই তার খবর পেয়েছেন। এই ভেবে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলাম। সে প্রার্থনা তিনি বেশ সদয়ভাবেই মঞ্জুর করলেন। নভেম্বর মাসের এক অন্ধকার বিকেল চারটের সময় আমি তাঁর চায়ের টেবিলে হাজির হলাম।

এবার বলুন কি হেতু আপনার আগমন, বললেন তিনি! আমার রূপের আকর্ষণে এসেছেন এমন কথা বলবেন না। এরকম ভাবনার সময় পার হয়ে গেছে। দশ বছর আগে অমন কথা বললে সেটা সত্যি হত, তার পরের দশ বছর ওকথা আমি বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন সেকথা সত্যিও নয়, আমি বিশ্বাসও করি না। অন্য কোনো উদ্দেশ্য আপনাকে এখানে এনেছে। সেই উদ্দেশ্যটা কি তাই জানতে গভীর আগ্রহবোধ করছি।

এভাবে অগ্রসর হওয়াটা আমার রুচির পক্ষে বড়ো বেশী দ্রুত এবং সোজাসুজি মনে হল। আমি সোজা রাস্তায় না এসে নানাভাবে ঘুরে ফিরে তারপর আমার বিষয়ে পৌছতে আনন্দ পাই। আমি পছন্দ করি আমার লক্ষ্য থেকে বেশ কিছু দূরে কোনো কিছু থেকে শুরু করতে অথবা কখনো কখনো যদি আমার শেষ লক্ষ্যের কাছাকাছি কোথাও থেকে শুরু করি তাহলে আমি চাই বুমেরাং-এর গতিতে লক্ষ্যে পৌছতে। অর্থাৎ লক্ষ্যের দিকে এগোবার আগে আমার শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করে দেবার উদ্দেশ্যে চলে যাই লক্ষ্য থেকে দূরে। কিন্তু মিসেস মেনহেনেট আমাকে অমন সূক্ষ্ম কৌশলের সুযোগ দিলেন না। ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। খোলাখুলি সোজা কথার মানুষ। তিনি ছিলেন সহজ প্রত্যক্ষ পন্থায় বিশ্বাসী। চরিত্রের এই বিশেষত্ব তিনি বোধকরি পেয়েছিলেন তার কর্সিকান পিতামহ থেকে। সুতরাং আমি আর ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা না করে সোজাসুজি আমার কৌতূহলের কেন্দ্রভূমিতে এসে পড়লাম।

বললাম, মিসেস মেনহেনেট, আমি জানতে পেরেছি, সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ ধরে করসিকাতে ঘটে চলেছে একের পর একটি অদ্ভুত ব্যাপার। যার কোন কারণ নেই। অথচ যার প্রত্যক্ষদর্শী হলাম আমি। আমি নিজের চোখে দেখেছি বাদামী রঙের চুল কেমন করে হয়ে গেছে বর্ণহীন এবং যৌবনের প্রাণ-চাঞ্চল্য ভরা ছন্দকে গ্রাস করেছে বার্ধক্য। আমার কানে এসেছে দুটো একটি উড়ো খবর যা থেকে আমার মনের মধ্যে এই ধারণা বাসা বেঁধেছে যে করসিকার ঘটনাবলীর অন্তরালে বৃহত্তর কোন গুরুত্ব আছে।

জানি না কোন নতুন নেপোলিয়ন মস্কো জয়ের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন কিনা অথবা কোন তরুণ কলম্বাস হয়তো অচেনা মহাদেশে পদক্ষেপ রাখতে চলেছেন। কিন্তু আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঐ বন্য-পার্বত্য অঞ্চলে ঐ ধরণের ভয়ঙ্কর কী বীভৎস ষড়যন্ত্র চলেছে।

যেসব মানুষ ঐ রহস্যের জাল ভেদ করতে চায় তাদের কাছ থেকে নানা জটিল এবং রোমাঞ্চকর উপায় গোপন রাখা হচ্ছে সত্য ঘটনা। আমার মনে হয় যদিও আপনার চায়ের টেবিল নিখাদ, আপনার চীনামাটির বাসনপত্র সৌখিন এবং আপনার ফুলের সৌরভ মনোলোভা, তবুও একটা বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনার পিতার কার্যধারার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়নি। আমি জানি যে, যেসব বিষয়ে তাঁর অসাধারণ উৎসাহ এবং মনোনিবেশ ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে আপনি নিজে সেইসব অসম্পূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আমরা এও জানি যে আপনার পিতার জীবনে অন্যতম আশা ছিলো তাঁর পিতা।

উজ্জ্বল আলোর মত, প্রথম বর্ষার বৃষ্টিধারার মত অথবা নক্ষত্রের ভাস্বরতার মতো তাঁর পিতা তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আলোকিত করেছিলেন। তিনি পিতৃপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছিলেন জীবনের যা কিছু শুভবোধ।

আপনার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর আরাধ্য কার্যধারার অধিকার এসে পড়েছে আপনার কাঁধে। কিন্তু আপনার কম বোধশক্তিসম্পন্ন অনুগামীরা আপনার ছদ্মবেশ ভেদ করতে পারেনি। এই নীরব ও হতাশাক্লিষ্ট নগরে একমাত্র আপনিই হয়তো বলতে পারেন সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন মহত্ত্বের ঐসব শ্রদ্ধেয় উত্তরাধিকারীদের মনের মধ্যে কি ষড়যন্ত্র বাসা বেঁধেছে, যা মধ্য দিনের রৌদ্রকেও অন্ধকারে ঢেকে দিতে পারে।

আপনার প্রতি আমার অশেষ বিশ্বাস। আমি আশা করবো আপনি কি স্বীয় জ্ঞান এবং অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন? আপনি দয়া করে বলুন, এ বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য। প্রফেসার এনের জীবন হয়তো বিপন্ন হয়নি কিন্তু তাঁর মনের অবস্থা শোচনীয়।

আপনি জানেন তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ব্যক্তি। আপনার আমার মতো ভয়ংকর না। স্নেহপ্রীতি দয়াদাক্ষিণ্যে ভরা। তাঁর চরিত্রের এই বিশেষত্বের জন্যই তিনি তাঁর সুযোগ্যা সেক্রেটারী কুমারী একস-এর মঙ্গল অমঙ্গলের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কুমারী একস কর্সিকা থেকে কাল ফিরেছেন। যাবার সময় গিয়েছিলেন হাসিখুশি মেয়েটি। মনে কোন ভাবনা চিন্তা নেই, ফিরে এলেন যেন বিড়ম্বিত, অবসন্ন মহিলা। ললাটে চিন্তার রেখা, নুয়ে পড়েছেন দুনিয়ার নানা দুঃখের ভারে। কি যে তাঁর হয়েছিল তিনি তা কিছুতেই প্রকাশ করছেন না, কিন্তু তা যদি জানতে পারা না যায় তাহলে খুব বেশি রকম আশংকা করা যায় যে প্রায় চেল্টিক অলংকরণ শিল্পের ব্যাখ্যাসম্পর্কিত বহু জটিল সমস্যাকে যে অসামান্য প্রতিভা সমাধানের প্রায় কাছাকাছি পৌছে দিয়েছে ভেনিস নগরীর পুরানো ক্যাম্প নাইলের মতোই তা টমমল করে খসে খসে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। আমি নিশ্চয় জানি, এহেন সম্ভাবনার কথা চিন্তা করলে আপনি আতংকিত না হয়ে পারবেন না। সেইজন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, আপনি আপনার পিতৃভূমির ভয়ংকর গোপন রহস্যগুলোর আবরণ যথাযোগ্য উন্মোচন করুন।'

মিসেস মেনহেনেট নীরবে আমার কথাগুলো শুনলেন। আমি নীরব হবার পরেও কিছুক্ষণ তিনি কোনো জবাব দিলেন না। আমার কথার ভেতর এক জায়গায় তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি ভীষণ রকম আঁৎকে উঠলেন। বেশ একটু চেষ্টা করে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। দু হাত ভাঁজ করলেন

এবং জোর করে নিজের শ্বাসপ্রশ্বাস সংযত করলেন।

তারপর তিনি বললেন, আপনি আমায় ভীষণ এক দোটানায় ফেলেছেন। আমি নীরব থাকলে প্রফেসর এন আর কুমারী একস পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু আমি যদি কথা বলি—এই পর্যন্ত বলেই তিনি শিউরে উঠলেন। আর একটি কথাও তাঁর মুখ থেকে বেরুল না।

এমন সময়, যখন আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম না তার পর কি হবে, শ্রীমতীর পরিচারিকা এসে খবর দিল, চিমনি পরিষ্কারক এসে তার পুরো গোগমাশকরী পোষাকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন বিকেল বেলাই বসবার ঘরের চিমনি পরিষ্কার করে দিয়ে যাবার জন্য তাকে ঠিক করা হয়েছে।

শ্রীমতী মেনহেনেট চিৎকার করে বলে উঠলেন, কি সর্বনাশ! আপনি আর আমি তুচ্ছ কথা নিয়ে ব্যস্ত থেকে এই স্বভাবগর্বী লোকটিকে, যাকে নানা মহৎ কর্তব্য পালন করতে হবে, এতক্ষণ দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি! এ কিছুতেই চলবে না। আমাদের সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ করতে হবে। তবে, শেষ একটা কথা আপনাকে বলি। আপনাকে বুদ্ধি দিচ্ছি, যদি সত্যিই আপনার গরজ থাকে আপনি জেনারেল পিশ-এর সঙ্গে একবার দেখা করুন।

তিন

সবারি মনে আছে, জেনারেল পিশ প্রথম তাঁর স্বদেশ পোল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। সম্প্রতি কয়েক বছর পোল্যাণ্ড তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে। ফলে তিনি একটি অপেক্ষাকৃত কম গোলযোগপূর্ণ দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। দীর্ঘকাল বিপদ বৈচিত্র্যে ভরা জীবন যাপন করার ফলে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চুল পেকে গেলেও শান্ত জীবনে ডুবে যেতে মন রাজি হয় নি। তাঁর ভক্তবৃন্দ তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন ওয়ার্দিং-এ একটি বাগানবাড়ি। বেলটেনহ্যামে একটি সৌখিন বাসভবন অথবা সিংহলের পাহাড়ে একটি বাংলো। কিন্তু একটিও তাঁর মনঃপুত হয়নি। শ্রীমতি মেনহেনেট তাঁকে তাঁর কর্সিকার অপেক্ষাকৃত দুরন্ত আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন এবং এঁদের মধ্যেই জেনারেল পিশ আবার পেয়েছিলেন সেই প্রাণশক্তি। সেই আগুন এবং সেই উদ্দম উৎসাহ যা তাঁর জীবনের প্রথম দুঃসাহসিক কার্যধারায় প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু যদিও করসিকা হলো তাঁর আত্মার স্বদেশভূমি বছরের মধ্যে বেশী সময় তিনি সেখানে বাস করতেন, তা সত্ত্বেও তিনি মাঝে মাঝে চলে যেতেন পশ্চিম

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ! লৌহপ্রাচীরের আড়ালে কাটিয়ে আসতেন কয়েকটা দিন।

ঐসব রাজধানীতে গিয়ে তিনি প্রবীণতম রাজনীতি বিশারদদের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতের আলোচনা করতেন। তাঁরা সাম্প্রতিক রাজনীতির গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং তাঁদের মতামত তাঁকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করত। আলোচনার সময় তিনি সামান্য কিছু বলতেন। যে বক্তব্য তাঁর শ্রোতারা সশ্রদ্ধ চিত্তে শ্রবণ করতো শুধুমাত্র তাঁর বয়স এবং সাহসিকতার কথা ভেবে।

তিনি এই ভেবে করসিকায় তাঁর ঐ পাবত্য বাসভূমিতে ফিরে যেতেন যে ভবিষ্যতে একদিন করসিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় অংশ নেবে।

মিসেস মেনহেনেটের বন্ধু হিসেবে তিনি ঘনিষ্ঠ মহলে স্থান পেয়ে যান। তাঁকে স্থান দিয়ে ছিল যেসব মানুষ তারা আইনের মধ্যে থেকে অথবা বাইরে থেকে সজীব করে রেখেছিল স্বাধীনতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। যাকে বহন করেছিলেন গিয়েলাইন পূর্বপুরুষেরা, উত্তর ইতালীর অনেক সজীব গণতন্ত্র থেকে। যারা পাহাড, মেষপালকদের কুঠীব আর ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখেনি সেই ধরণের ভ্রমণকারীদের চোখের আডালে পাহাড় ঘেরা গোপন অঞ্চলে ছিল তাঁর বাধাহীন পদক্ষেপ। তিনি মধ্যযুগের ঐশ্বর্যে ভরা প্রাচীন প্রাসাদে অনায়াসে যেতে পারতেন। সেখানে দেখা যেত অনেকদিনের পুরোনো গণভ্যালিয়ারদের বর্শা এবং বিশ্ববিখ্যাত কমটিয়ারদের রত্নরাজিমণ্ডিত তরবারি।

এই প্রাসাদের বিরাট হলে সুপ্রাচীন অভিজাতদের গর্বিত বংশধরেরা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উৎসব পালন করতেন। তাদের সেই উৎসবে পরিচ্ছন্ন রুচির ছিল অভাব কিন্তু প্রাণখোলা উল্লাসের কোন ঘাটতি ছিল না। সামরিক বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করার সময় তাদের সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান গোপন ব্যাপারগুলি নিয়ে তাঁরা একটি শব্দও বলতেন না। এ ব্যাপারে তাঁদের নীরবতা ছিল দর্শনীয় ব্যাপার। অবশ্য মাঝে মাঝে এই সতর্কতার বাঁধ যেত ভেঙে যখন আনন্দঘন উৎসবের আতিশয্যে তাঁরা মানসিক ধৈর্য্য হারাতেন। অন্য সময়ে যে সাবধানী বুদ্ধি তাঁদেরকে দমিয়ে রাখতো, তখনকার মত নিজেদের সুমহান পবিত্র মনোভাবের কথা স্মরণ করে তাঁরা সেই সতর্কবাণী সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হতেন। এমনি ধরণের এক উৎসবের কথা।

সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনেছিলেন যে এদের মনের মধ্যে এমন একটি পরিকল্পনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যেটি সারা পৃথিবীকে আলোড়িত করবে

এবং ঐ পরিকল্পনাই তাদেরকে জাগ্রত অবস্থায় ও স্বপ্নের মধ্যে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। উৎসবের সময় তাঁরা প্রায়ই স্বপ্ন দেখতেন।
নিজের মনকে সম্পূর্ণ ভাবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করে সামরিক বাহিনীর প্রধান পিশ পোল্যাণ্ডের প্রাচীন অভিজাত বংশসুলভ দুঃসাহসী মন নিয়ে আত্মনিবেশ করলেন তাঁদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। তিনি এই কথা ভেবে সর্বশক্তিমান মহান ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন যে, যে বয়েসে অধিকাংশ মানুষ শুধু মাত্র ফেলে আসা অতীতের গৌরব গাঁথা স্মরণ করে, কেননা তাদের আর কিছু করার থাকে না, সেই বয়েসে তিনি দুর্বার দুঃসাহসের অভিযানে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতে চলেছেন। চন্দ্রালোকিত রজনীতে তিনি বিচরণ করতেন পাহাড়ের ওপর তাঁর বিরাট ঘোড়ায় চড়ে। যে ঘোড়াটির বাবা মা তাঁকে সাহায্য করেছিল ঐ দুর্দশালাঞ্ছিত মাতৃভূমিতে অনন্ত অহঙ্কারের শিখাকে অনির্বাণ রাখতে। মধ্য রাতের বাতাসের মধ্যে দ্রুত গতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর চিন্তাধারা প্রবাহিত হত অতীত দিনের বীরত্ব এবং অনাগত ভবিষ্যতের গৌরবের সম্মিলিত স্বপ্নের মধ্যে। সেই স্বপ্নের কোমল দেহে দূর অতীত আর নিকট ভবিষ্যত মিলিত হয়ে মিশে যেত তাঁর সুতীব্র মানসিকতার মধ্যে। তিনি যখন এই ধরণের আশাব্যাঞ্জক মনোভাবে নিজেকে ক্রমশঃ উৎসাহী করে তুলছেন তখন মিসেস মেনহেনেট তাঁর রহস্যঘেরা বক্তব্যটি রাখলেন। তখন সামরিক বাহিনীর প্রধান তাঁর রেওয়াজ অনুযায়ী পাশ্চাত্য জগতের প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা করতে বেরিয়েছিলেন। অতীতে পশ্চিম গোলার্ধের প্রতি তাঁর একটি সেকেলে ধরণের বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। কিন্তু তাঁর দ্বীপের বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি যখন জানলেন কলম্বাস ছিলেন কর্সিকার লোক, তখন থেকে তিনি সেই দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর বেপরোয়া কার্যকলাপের ফলাফল সম্পর্কে উন্নততর ধারণা পোষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ঠিক কলম্বাসের অনুচর করতে নিজেকে রাজী করাতে পারছিলেন না। কারণ তাঁর মনে হল কলম্বাসের মত ভ্রমণ করতে গেলেই তার ভেতর একটু ব্যবসার গন্ধ থাকবে, কিন্তু তিনি যথারীতি আগাম জানান দিয়ে সেন্ট জেমস-এর দরবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। রাষ্ট্রদূত তাঁর বিশিষ্ট অতিথির জন্য প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে পাওয়া একটি ব্যক্তিগত চিঠি মজুত রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকবেন। তিনি অবশ্য উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে দেখা করতে দেবেন কিন্তু সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীদের অস্তিত্ব স্বীকার করার মতো হীনতা স্বীকার করতেন না।
চার্চিলের সঙ্গে নৈশভোজ সেরে তিনি সেখানকার সম্মানী সভ্য, সেই প্রাচীন

ক্লাবেই বিশ্রামসুখ উপভোগ করছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁকে সেখানে পাবার সৌভাগ্য আমার হল। তিনি আমাকে তাঁর প্রাক ১৯১৪, স্টোকে মদ-এর গ্লাস দিয়ে সম্মানিত করলেন। হাঙ্গেরীর যে বিখ্যাত সেনাপতির সঙ্গে লড়াই করে তিনি তাকে তাঁর সাহসের যথাযোগ্য প্রশংসা করে সেই গৌরবময় রণক্ষেত্রে মৃত রেখে এসেছিলেন, এই মদ তারই ভাণ্ডার লুটে পাওয়া নানা বস্তুর অন্যতম। হাঙ্গেরীর সেনাপতিরাও যুদ্ধে যাবার সময় স্টোকে মদ দু-চার পেতলের বেলি তাঁদের ঘোড়ার জিনের সংগে বেঁধে নিয়ে যান। এহেন মূল্যবান মদ পুরো একগ্লাস নিয়ে আমি ধীরে ধীরে আমাদের কথাবার্তার মোড় ঘুড়িয়ে দিলাম কর্সিকার দিকে। বললাম, 'শুনেছি করসিকা দ্বীপটি আগে যা ছিল এখন আর তা নেই। শিক্ষার ফলে নাকি সেখানে দস্যুরা হয়ে গেছে কেরানী, ছোরাগুলো হয়ে গেছে কলম! পুরোনো দিনের মতো প্রতিহিংসার ধার এখন আর বংশপরম্পরায় চলতে থাকে না। এমন ভয়ঙ্কর কাহিনীও শুনেছি যে আটশো বছর ধরে যে দুটি পরিবারে রেষারেষি ছিল, তাদের ভেতরও নাকি বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সে বিবাহে রক্তারক্তি ব্যাপার কিছুই ঘটেনি। যদি এসব সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমি না কেঁদে পারছি না। আমার সর্বদাই মনে মনে এই ইচ্ছা ছিল যে, আমার চেষ্টা যদি সফল হয় তাহলে বাহমহামে যে স্বাস্থ্যপূর্ণ নিবাসে আমি বাস করি তার বদলে আমি প্রাচীন রোমান্সের লীলাভূমি করসিকার কোনো ঝটিকাসংকুল চূড়ায় এসে বসবাস করব। সেখানেও যদি রোমানসের মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বুড়ো বয়সের আশা আমার আর কি রইল? হয়তো আপনি কিছু আশার বাণী শোনাতে পারেন আমাকে, এখনো হয়তো রহস্য রোমাঞ্চও কিছু রয়ে গেছে সেখানে। এখনো বোধকরি বজ্রবিদ্যুতের ভেতর দেখা যায় ফারিনাটা দেগ্নি উবার্টির প্রেতাত্মা মহা ঘৃণাভরে চারিদিকে তাকাচ্ছে! আজ রাতে আমি আপনার কাছে বসেছি এই আশায় যে, আপনি এইরকম কিছু আশ্বাস হয়তো আমাকে দিতে পারেন, কারণ তা না হলে একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবনের বোঝা বইবার কোনো উপায় খুঁজে পাব না।

আমার মুখে একথা শুনতে শুনতে তাঁর দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেখলাম তিনি দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ফেললেন এবং দাঁতে দাঁত চেপে ধরলেন। আমি না জানা পর্যন্ত তিনি যেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারছেন না বলে মনে হল। আমি নীরব হতে না হতেই তিনি বলে উঠলেন:

'যুবক, তুমি যদি মিসেস মেনহেনেটের সখ্যতা অর্জন না করতে তাহলে আমার এই ভেবে দুঃখ হত যে আমি তোমাকে ঐ অমূল্য অমৃত আস্বাদন করতে দিয়েছি। একথা ভাবতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে যে তুমি অযোগ্য

লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছো। আমি জানি সমুদ্র তীরবর্তী বন্দরে এমন অনেক হীন স্বভাবযুক্ত লোক বাস করে যারা ভদ্রতার মুখোস এঁটে আমলাতন্ত্রের কুৎসিত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। তাদের ভেতর এমন অনেকে আছে যাদের সম্পর্কে তোমার ঐ ভীষণ ইঙ্গিতগুলো প্রযোজ্য। কিন্তু তারা কেউ করসিকার আসল অধিবাসী নয়। তাদের মধ্যে কেউ হয়তো ফরাসী দেশের অবৈধ সন্তান, কেউ বা বহিরঙ্গে চাকচিক্যে ভরা ইটলীয়ান অথবা অন্তঃসারশূন্য কাটালাস।

করসিকার আসল অধিবাসীরা যেমন ছিল তেমনই আছে। তাদের কোন রূপান্তর ঘটেনি। তারা স্বাধীন জীবনকে শ্রদ্ধা করে। গোষ্ঠি প্রধানদের প্রতিনিধিরা সেই স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে গেলে তাদের ভাগ্যে নেমে আসে বিপদ। আমার মনে হয়, বীরদের মহান তীর্থ করসিকার অবস্থা আজও পুরোপুরি ভালো আছে।

কথা বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দাঁড়িয়ে উঠে দুহাতে তার ডানহাত ধরে ফেলি।

আবেগভরা কণ্ঠে বলতে থাকি, আজ আমার খুব গৌরবের দিন। কেননা আমার মনে জমে থাকা সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটেছে। আমি আমার পুরোনো বিশ্বাসকে আবার ফিরে পেয়েছি এবং আপনি আমার কাল্পনিক দৃষ্টিতে যেসব মানুষদের সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছি। আপনি যদি তাদের মধ্যে থেকে যেকোন একজনকে আমার সামনে হাজির করেন তাহলে আমি তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করবো এবং আমার জীবন নব আস্বাদিত সুখ চেতনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। বাহমহামের বৈচিত্র্যহীন জীবনকে মনে হবে আগের চেয়ে অনেক কম দুঃখভরা।

আর কিছু বলার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। আমি কম্পিত হৃদয়ে এই কটি কথা বলে তার উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অনতিবিলম্বে তিনি বললেন, হে আমার নবীন বন্ধু, তোমার এই অসাধারণ উৎসাহ আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছে। তোমার এই ঔৎসুক্যকে প্রশংসা না করে পারছি না। যদিও আমার ঘোষণা তোমাকে অতিরিক্ত আত্মসচেতন করে তুলতে পারে তবুও তোমার কৌতূহলের কথা স্মরণ করে আমি তোমার মনোবাসনা পূরণ করবো বলে স্থির করলাম।

তিনি সাময়িকভাবে চুপ করলেন। তাঁর বক্তব্যে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে হল।

তিনি আবার বলতে শুরু করেন।

মানবজাতির স্বর্ণযুগের প্রতিনিধি এখনো যারা বেঁচে আছেন তাঁদের একজনের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে। আমি জানি তাঁদের একজন, তাঁদের ভেতর আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন, আমি অ্যাসপ্রান্টির ডিউকের কথা বলছি— অ্যাজাকশিও থেকে তাঁর ঘোড়াদের জন্য জিন নিয়ে যাবার জন্য পাহাড়ী এলাকা থেকে নিচে নেমে আসতে বাধ্য হবেন। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে এই জিনগুলো তাঁর জন্যে বিশেষভাবে তৈরী করে দেয় সেই লোকটি। আর যাতে রয়েছে অ্যাশো-বি-স্থ-জুচ-এর ডিউকের দৌড়বাজ ঘোড়ার আস্তাবলের ভার। এই ডিউক আমার একজন পুরাতন বন্ধু। আমাকে তিনি বিশেষ খাতির করেন। সেইজন্যেই আমার সেসব বন্ধুদের আমি এই অমূল্য উপহার পাবার যোগ্য বিবেচনা করি। তাঁদের ব্যবহারের জন্য খানকয়েক ঘোড়ার জিন তিনি আমাকে তাঁর কাছ থেকে কিনতে দেন। আগামী হপ্তায় তুমি যদি অ্যাজাকশিও যেতে চাও তাহলে আমি তোমাকে অ্যাসপ্রানটির কাউন্টের কাছে একটা চিঠি দিতে পারি। তাঁর পাহাড়ী এলাকায় চাইতে সেখানেই তাঁকে বেশী সহজে পাওয়া যাবে।

সজল চোখে আমি তাঁকে তাঁর সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ দিলাম। নত হয়ে তাঁর হস্ত চুম্বন করলাম। তাঁকে যখন ছেড়ে এলাম, তখন আমাদের এই হীন পৃথিবী থেকে যে কত কৌলিন্য লোপ পেয়ে গেছে সে কথা ভেবে আমার মন দুঃখে ভরে উঠল।

চার

জেনারেল পিশ-এর উপদেশ মতো আমি পরের হপ্তায় বিমানপথে অ্যাজাকশিও চলে গেলাম এবং প্রধান হোটেলগুলোতে অ্যাসপ্রানটির কাউন্টের অনুসন্ধানে গেলাম। তিনবারের বার অন্বেষণ করে জানতে পারলাম যে তিনি হোটেলের সবচেয়ে দামী ফ্ল্যাটে আছেন। কিন্তু তিনি হলেন অত্যন্ত দরকারী মানুষ। আগে থেকে ঠিক করে না রাখলে কারোর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেন না। হোটেলের কর্মচারীদের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল যে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

আমি হোটেলের প্রধানের সঙ্গে কথা বলে তাঁর হাতে জেনারেল পিশ-এর লেখা চিঠিটি দিয়ে তাঁর কাছে আবেদন করলাম যে ঐ চিঠিখানা যেন অনতিবিলম্বে কাউন্টের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

হোটেলটিতে ভিড় করেছে একদল ভ্রমণকারী, কিন্তু তারা বেশীদিন থাকবে না। জেনারেল পিশ-র কাছ থেকে ঘুরে আসার পর এই নগণ্য হোটেলের নিষ্প্রভ

পরিবেশকে কেমন যেন চাকচিক্য বিহীন বলে মনে হল, এটা আমার ঠিক পছন্দ হল না। পোল্যাণ্ডের সেই বিশিষ্ট বংশের মহান লোকটির সঙ্গে কথা বলে আমি ভেবেছিলাম যে তাঁর কল্পনার রূপায়ণ হয়তো সম্ভব, কিন্তু এই নোংরা পরিবেশে এসে সেই আশাটা আমার অন্তর্হিত হয়ে গেল। তবে আর কোন পথ না থাকায় বাধ্য হয়ে আমি এখানেই থাকতে মনস্থ করলাম।

নৈশভোজে খাওয়া হল বেশ ভালো। তার সঙ্গে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, কলকাতা অথবা জোহানসবার্গ শহরের শ্রেষ্ঠ হোটেলের খাবারের কোন পার্থক্য ধরা গেল না। ডিনার শেষে দুঃখিত মনে বসে ছিলাম লনে। হঠাৎ নজরে পড়ল এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন যাঁর বয়েস সবে মাত্র যৌবনকে বিদায় জানিয়ে পা রেখেছে প্রৌঢ়ত্বে। তাঁকে দেখে আমার মনে হল তিনি হয়তো এক সাধারণ মাতাল মার্কিন ভ্রমণকারী মাত্র। তিনি বেশ দ্রুততার সঙ্গে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। সমাজের সেই শক্তিশালী অংশের মানুষদের যে চৌকো ধরণের মুখ দৃঢ় পদক্ষেপ এবং ওজন করা কথাবার্তা তাঁদের বিশেষ লক্ষণ আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। দেখলাম এ ভদ্রলোকের সেগুলো সবই রয়েছে। কিন্তু বিস্মিত হলাম যখন তিনি আমাকে সম্ভাষণ করলেন, আমরা ইংল্যাণ্ডে যে ইংরাজি বলি ঠিক সেই রকম ইংরাজীতে। শুধু তাতে একটু 'কন্টিনেণ্টাল' বা বিদেশী টান ছিল। আরো বিস্মিত হলাম, তিনি যখন বললেন তিনিই অ্যাসপ্রানটির কাউণ্ট।

তিনি বললেন, আমার স্যুইটের বসবার ঘরে আসুন। এখানকার এই গোলমালের চাইতে সেখানে বেশ নিরিবিলিতে কথা কওয়া যাবে।

গিয়ে দেখলাম তাঁর স্যুটটি বেশ সুঅলংকৃত এবং জমকালো ধরণের আড়ম্বর-পূর্ণ। তিনি আমাকে কড়া হুইস্কি আর সোডার সঙ্গে একটি বড় চুরুট দিলেন। তারপর বললেন:

আপনি তো দেখছি আমার সেই প্রিয় বৃদ্ধ ভদ্রলোক জেনারেল পিশ-এর বন্ধু। আশা করি তাঁকে ঠাট্টা করবার লোভ আপনার কখনো হয় নি। আমরা আধুনিক জগতে বাস করি ঐ লোভটি মনে মনে নিশ্চয় আছে, ওঁর বুড়ো বয়সের প্রতি শ্রদ্ধার দরুণ আমি ঐ লোভটা সংবরণ করি।

আপনি আর আমি মশাই আধুনিক জগতের মানুষ। পুরানো দিনের সেসব স্মৃতি আর আশা-আকাঙ্ক্ষা এই ডলার-তন্ত্রের যুগে অচল। সেসবে আমাদের কোনো দরকার বা উৎসাহ নেই। আমার কথাই বলি, যদিও আমি পৃথিবীর এক দুর্গম অঞ্চলে থাকি, আর নিজেকে প্রাচীন ঐতিহ্যের হাতে ছেড়ে দিলে আমিও সেই জেনারেল মহোদয়ের মতোই ঝাপসা স্বপ্নে মশগুল হয়ে যেতে পারি, আমি ঠিক করেছি বর্তমানের সঙ্গেই আমি নিজেকে মানিয়ে নেব।

আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ডলার অর্জন করা। শুধু আমার নিজের জন্য নয়, আমার দ্বীপের জন্যেও। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, আপনার জীবনযাত্রা প্রণালী, আপনাকে ডলার অর্জনে কিভাবে সাহায্য করবে? জেনারেলের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব, সেই জন্যেই আপনার এই স্বাভাবিক কৌতূহল তৃপ্ত করা আমার কর্তব্য বলে মনে করছি।

যে পাহাড়ে আমার বাড়ি, সেই অঞ্চলটা দৌড়ের ঘোড়া উৎপাদন এবং তাদের শিক্ষা দিয়ে তৈরী করার পক্ষে চমৎকার উপযুক্ত জায়গা। আমার পিতৃদেব নানা দেশে ভ্রমণকালে যেসব আরবী ঘোড়া এবং ঘুড়ী সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের বাচ্চাগুলো অসামান্য বলবান এবং দ্রুতগামী হয়েছিল। আর আপনি তো জানেনই, আশবি-দ্যা-লা জুচের ডিউকের ইচ্ছা বিরাট ধনী হওয়া, এবং আমার মাধ্যমেই তিনি তাঁর এই উচ্চাশা সফল করে তুলবেন বলে আশা করেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য প্রধানত নিয়োজিত। ডারবির ঘোড়ার দৌড় মার্কিন পর্যটকদের আকর্ষণ করবার একটি উপায়। এই কারণে তাঁর আয়করের হিসাব থেকে তাকে তাঁর ঘোড়া এবং ঘুড়ীদের খরচ বাদ দিতে সমকক্ষ কুলীনদের অনেকেই পারেন নি। এই ডিউকই আমার একমাত্র খরিদ্দার নন। আমার সেরা ঘোড়াগুলির কয়েকটি গেছে ভার্জিনিয়ায়, কয়েকটি অস্ট্রেলিয়ায়। পৃথিবীর যেখানেই ঘোড়দৌড় পরিচিত, সেখানেই আমার ঘোড়াদের খ্যাতি আছে। এদেরই দৌলতে আমি আমার প্রাসাদটিকে ভালোভাবে রাখতে পেরেছি, কর্সিকার পার্বত্য অঞ্চলের শক্ত মানুষগুলোর জীবনধারাও অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি।

আমার জীবন আপনি দেখবেন জেনারেল পিশের জীবনের চেয়ে আলাদা। আমি থাকতে ভালোবাসি বাস্তবতার মধ্যে। আমার মনকে আকর্ষণ করে না গিবেলাইন বংশের ধারা, আমি ভাবি ডলার লেনদেনের পদ্ধতির কথা। প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর স্মৃতি চিহ্নের চেয়ে আমাকে বেশী হাতছানি দেয় অশ্ব বনিকের হাবভাব।

কিন্তু গৃহে থাকাকালীন আমাকে ঐতিহ্যশালী পরিবারের নিয়মনীতি যত্ন সহকারে পালন করতে হয়। জেনারেল পিশ-এর চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে যে আপনি এক রহস্য উন্মোচনের ইঙ্গিত পেতে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। আমার প্রাসাদে গেলে হয়তো সেই সূত্র পাওয়া যাবে। আগামী পরশু আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে প্রাসাদে ফিরবো। দূরত্ব কম নয়, অনেকটা পথ। ভোরের দিকে যাত্রা শুরু করতে হবে। আপনি যদি বেশ সকালে চলে আসতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে সহযাত্রা করে নেব। আমার দেওয়া ঘোড়ায় চড়ে আপনি সহজেই আমার প্রাসাদে যেতে পারবেন।

পাঁচ

নির্দিষ্ট দিনে ভোর হবার আগে আমি পৌঁছে গেলাম কাউন্টের হোটেলের সামনে। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সকালের বাতাস বয়ে চলেছে, যেকোন মুহূর্তে তুষারপাত শুরু হতে পারে। সেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে চটপটে তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন কাউন্ট। তাঁকে দেখে মনে হল আকাশ আজ পরিষ্কার থাকবে। কাউন্টের চোখে মুখে দুর্ভাবনার সামান্য চিহ্নটুকু পর্যন্তও নেই।

তাঁর চাকর আমার জন্যে আর একটি চমৎকার তেজী ঘোড়া নিয়ে এল। আমাকে সেই ঘোড়ার পিঠে উঠতে অনুরোধ করা হল। আমরা যাত্রা শুরু করলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে সংকীর্ণ পথ পার হয়ে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা অর্জিত পথে ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা দুজন ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠতে লাগলাম। প্রথমে পড়লো অরণ্যের সীমানা, তারপর উন্মুক্ত উদ্যান, সবুজ ঘাস আর রুক্ষ পাথরের ওপর দিয়ে ছুটে চলতে হল।

হতাশা, ক্ষুধা অথবা পিপাসা কাউন্টকে যেন স্পর্শ করতে পারছে না। দীর্ঘ যাত্রাপথের মধ্যে সামান্য অবসরে আমরা খেলাম শুকনো রুটি আর খেজুর এবং পার্বত্য তটিনীর বরফ-শীতল জল। পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কাউন্ট যেভাবে উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করে চললেন তাতে মনে হল যে তিনি বিশ্বের সব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। ঘোড়া সম্পর্কে আগ্রহ আছে এমন অনেক বিত্তবান মানুষকে তিনি চেনেন।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল এই যে, যে কারণে আমি কর্সিকায় এসেছি সে সম্পর্কে একটি কথাও তিনি সারাক্ষণের মধ্যে বললেন না। মনোহর ভাষায় কাউন্ট বর্ণনা করলেন নিসর্গ প্রকৃতির শোভা, আর শোনালেন নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনী। কিন্তু ক্রমেই আমার মনসংযোগের অভাব ঘটলো।

অবশেষে আমি বলি, শ্রদ্ধেয় কাউন্ট, আপনার পিতৃপুরুষদের পবিত্র জন্মভূমিতে পদার্পণ করার অনুমতি পেয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা তো ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তবে বিনম্র চিত্তে আমি আপনাকে শুধু এই কথা বলতে চাই যে আমার আগমনের উদ্দেশ্য বিশেষ একটি কাজে। আমি আমার এক কৃতী বন্ধুর জীবন অথবা মানসিক অবস্থার উন্নতি কল্পে এখানে এসেছি। সেই বন্ধুটিকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। তবে আপনার কাছ থেকে এখনো জানতে পারলাম না যে এই দীর্ঘপথ ঘোড়ার পিঠে

চড়ে পাড়ি দেওয়ার মধ্যে আমি কি আমার ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি? অনুগ্রহ করে আপনি আমার সন্দেহ নিরসন করুন।
কাউন্ট জবাব দিলেন, আপনার অধৈর্য মনের খবর আমি শুনতে পেয়েছি। তবে একটা কথা শুনে রাখুন, আধুনিকতার প্রতি আমি যতই শ্রদ্ধাশীল হই না কেন, আমাদের এই পবিত্র বাসভূমিতে আমি চিরন্তনকাল ধরে প্রবাহিত ধারাকে বন্ধ করতে পারি না। সন্ধ্যা শেষ হবার আগেই আপনি আপনার অভীষ্ট পথে অনেকদূর অগ্রসর হবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে বিশদ কিছু বলা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ ব্যাপারটা আমার ওপর নির্ভর করছে না।
ওই ধাঁধাঁ ভরা উত্তরে আমাকে তৃপ্ত থাকতে হলো।
সূর্য গেছে অস্তাচলে, যখন আমরা এসে পা রাখলাম তাঁর প্রাসাদে। প্রাসাদটি দাঁড়িয়ে আছে একটি ঋজু উঁচু জায়গাতে। স্থাপত্য বিদ্যার রসিক জনেরা উপলব্ধি করবেন যে এই প্রাসাদের সর্বত্র ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রভাব পড়েছে। আমরা একটি আন্দোলিত এবং সংকোচন ও প্রসারণশীল সেতু পার হয়ে গথিক তোরণকে পেছনে রেখে প্রবেশ করলাম অলিন্দে। আমাদের ঘোড়া দুটিকে নিয়ে গেল এক সহিস। তারপর কাউন্ট এসে আমাকে ডেকে হলের ভেতরে নিয়ে গেলেন।
সেখান থেকে একটি সংকীর্ণ পথ পার হয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল আমার নিশি যাপনের কক্ষে। ঘরের মাঝখানে রয়েছে একটি মস্ত চাঁদোয়া দেওয়া অভিজাত খাট আর চারপাশে ছড়ানো আছে সুপ্রাচীন কারুকার্যমণ্ডিত নক্সাকাটা মূল্যবান আসবাবপত্র।
আনমনে আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। নজরে পড়লো ছড়ানো উপত্যকা। যা বিস্তৃত হয়েছে অনেক দূর অবধি, সেটা যেন হারিয়ে গেছে বহু দূরের সাগরে।
কাউন্ট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আশা করি এই সেকেলে ধরণের বাসস্থানের সঙ্গে আপনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন।
বিরাট চুল্লীতে জ্বলছে বড় বড় কাঠের টুকরো, যেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো। সেদিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আমি জবাব দিলাম, অবশ্যই, এখানে আমার কোনরকম অসুবিধা হবে না।
কাউন্ট বললেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের ডাক পড়বে নৈশভোজে। তারপর আপনার অন্বেষণের সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা হবে। অবশ্য যদি এর মধ্যে কোন অঘটন না ঘটে।
দারুণ আহারের পর কাউন্ট আমাকে ঘরে পৌঁছে দিলেন। তখন তিনি বলতে থাকেন, এবার আমি আপনার সামনে হাজির করছি এই বাড়ির এক

বুড়ো কর্মচারীকে! সে দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করে এই অঞ্চলের সমস্ত রহস্য সূত্র জেনে গেছে। আশা করি সে নিশ্চয়ই আপনার সমাধানে সাহায্য করতে পারবে।

এই কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। ঘণ্টা শুনে ছুটে এল এক ভৃত্য। তিনি সেই কর্মচারীকে ডেকে পাঠালেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেখানে এসে হাজির হলেন সেই বৃদ্ধ লোকটি! তিনি বয়সের ভারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। যাঁর চুলগুলো সব পেকে গিয়েছে এবং চোখেমুখে ফুটেছে এমন একটা ভাব যেটা দেখে বোঝা যায় যে তিনি জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন!

কাউণ্ট আমার দিকে তাকিয়ে সাধারণভাবে বললেন, আপনার অনুসন্ধান সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে এই প্রাসাদে যত তথ্য পাওয়া সম্ভব, সবই আপনি এর কাছ থেকে পাবেন। বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি বললাম, ওহে বৃদ্ধ, জানি না, এত বেশী বয়সে তোমার মাথা ঠিক আছে কি-না। কাউণ্ট যে আমাকে তোমার ওপর নির্ভর করতে বললেন, এতে সত্যি বলছি, আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি তো নিজেকে এতদিন আমার সমকক্ষদের সঙ্গেই কারবার করার যোগ্য বলে মনে করতাম। বার্ধক্যে অথর্বপ্রায় চাকুরেদের সঙ্গে কারবার করতে হবে ভাবিনি।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। যাকে আমি বৃদ্ধ বলে ভেবেছিলাম সহসা তাঁর বার্ধক্যে নুয়ে পড়া চেহারা দূর হয়ে গেল। তিনি সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। পুরো ছয় ফুট তিন ইঞ্চি, মাথার ওপর থেকে খসিয়ে ফেললেন সাদা পরচুলা, যার তলায় লুকিয়ে ছিল তাঁর কয়লার মতো কালো প্রচুর চুল। এতক্ষণ যে প্রাচীন আলখাল্লাটি পরে ছিলেন, সেটি ছুঁড়ে ফেলতেই দেখা গেল তার তলায় তিনি পড়ে রয়েছেন প্রাসাদটি যে যুগে তৈরী হয়েছিল সে যুগের ফ্লোরেন্স-এর অভিজাত বংশীয়দের পুরো পোষাক। তলোয়ারে হাত রেখে আমার দিকে আগুন ঝরানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন:

যুবক, তোমাকে যদি কাউণ্ট নিয়ে না আসতেন, যাঁর বিচক্ষণতায় আমার আস্থা আছে, তাহলে এখানে এই মুহূর্তে তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবার আদেশ দিতাম। তুমি একটি উদ্ধত নির্লজ্জ ভুঁইফোড়। জীর্ণ আলখাল্লার ছদ্মবেশের তলায় অভিজাত-রক্ত টের পাবার ক্ষমতা তোমার নেই।

আমি যথোচিত বিনয় করে বললাম, মহাশয় আমার এই ভুলের জন্যে আমি সবিনয়ে ক্ষমা চাইছি। আপনি এবং কাউণ্ট দুজনে মিলেই কায়দা করে আমার ভুলটি ঘটিয়েছেন বলেই আমার বিশ্বাস। আপনি যদি দয়া করে আমাকে ক্ষমা

করেন, তাহলে কার সামনে দাঁড়াবার গৌরব লাভ করেছি জানতে পারলে আমি সুখী হব।

তিনি বললেন মহাশয়, আমি আপনার একথা মেনে নেব। কারণ আপনার আগেকার ধৃষ্টতার অপরাধ এতে কিছুটা কেটে গেছে এবং আপনি জানবেন আমি কে, আমার আদর্শ কি! আমি আর্মেকিলির ডিউক। কাউন্ট আমার ডান হাত। সব ব্যাপারেই তিনি আমাকে মেনে চলেন। কিন্তু বর্তমান দুঃসময়ে সাপের মত জ্ঞান দরকার। আপনি তাঁকে দেখেছেন ব্যবসাদাররূপে, এ যুগের রীতিনীতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে, এবং যে মহান নীতিদ্বারা তিনি এবং আমি সমান অনুপ্রাণীত, কোনো একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারই বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক উক্তি করতে। আমি আপনার চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ পাবার জন্যই আপনার সামনে ছদ্মবেশে হাজির হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আপনি আমার পরীক্ষায় পাশ করেছেন। আপনার অযোগ্য প্রফেসার বন্ধুটির জীবনে যে উপদ্রব উপস্থিত হয়েছে সে সম্পর্কে যেটুকু তথ্য প্রকাশ করবার আমার অধিকার আছে সেটুকু আমি এখন আপনাকে বলে দেব।

এ কথার জবাবে আমি অনেকক্ষণ ধরে বেশ বাগ্মিতার সঙ্গে প্রফেসারের এবং তাঁর প্রচুর পরিশ্রমের কথা বললাম। কুমারী এক্স এবং তাঁর যৌবনসুলভ সারল্যের কথা বললাম। বললাম এই বন্ধুত্বের ফলে আমার অশক্ত ঘাড়ে যে দায়িত্বের ভার চেপেছে বলে আমার বিশ্বাস।

তিনি কোন কথা না বলে দৃঢ়ভাবে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা প্রতিটি শব্দ শ্রবণ করে বলতে শুরু করলেন, আমি আপনার স্বার্থে একটিমাত্র কাজ করতে পারি। এবং আমি তাই করবো।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ময়ূরের পাখা দিয়ে তৈরী একটি বড় কলম হাতে লিখতে বসলেন এক টুকরো পার্চমেনট কাগজে। তিনি লিখলেন, কুমারী একস-এর উদ্দেশ্যে। আপনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন, আজ থেকে সেই প্রতিজ্ঞা হতে আপনাকে সাময়িক ভাবে ছুটি দেওয়া হল। অনুগ্রহ করে আপনি সব কথা শোনাবেন এই চিঠির বহনকারীকে এবং প্রফেসর একসকে। তারপর কাজ করে যাবেন।

চিঠি লেখা শেষ করে তিনি রাজকীয় ভঙ্গিমাতে নাম স্বাক্ষর করলেন।

তারপর বললেন, আপাততঃ আপনার জন্যে এর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারছি না। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম এবং সেই রাতের মত বিদায় দিলাম। সেটা ছিল আমার নিদ্রাহীন রাত। সারারাত ধরে বইলো বাতাস, ঝুরুঝুরু পড়লো তুষার, এবং ক্রমশঃ মরে গেল আগুন। আমি বালিশের

ওপর এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। তারপর যখন ক্লান্ত চোখের পাতায় নেমে এল ক্ষণস্থায়ী বিরক্তিভরা নিদ্রা তখন আমাকে দংশন করলো বিচিত্র সব স্বপ্ন! সকাল হবার পরেও একটা বিশ্রী বোঝা যেন আমাকে গ্রাস করলো। আমি কাউন্টের কাছে গিয়ে সব কথা জানিয়ে এলাম।

তাঁকে বললাম, আমার হাতে যে চিঠিটি রয়েছে, সেটি নিয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়া উচিত। আরো একবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আপনার উন্নত সহৃদয়তার জন্য।

এই কথা বলে আমি যে অশ্বপৃষ্ঠে ওখানে এসেছিলাম আবার সেটির সওয়ার হয়ে ফিরে চললাম। সঙ্গে রইলো পথপ্রদর্শক এক সহিস। ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমি তুষারপাত, শৈত্য, ঝঞ্ঝা আর শিলাবৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আমার ঈপ্সিত পথে এগিয়ে চললাম।

অবশেষে পৌঁছে গেলাম অ্যাজকোলিওতে। সেখান থেকে এলাম ইংল্যাণ্ডে।

ছয়

পরের দিন সকালে হাজির হলাম প্রফেসার এন-এর কাছে। সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে তিনি প্রচণ্ড হতাশার মধ্যে মরতে বসেছেন। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান হারিয়ে গেছে এবং কুমারী একস আসেননি।

আমি উচ্চারণ করি, প্রিয় বন্ধু, আপনাকে এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দেখে আমি আন্তরিক বেদনা বোধ করছি। আপনার তরফে আমি কয়েকটি কাজ শেষ করে গতকাল রাতে করসিকা থেকে ফিরেছি। স্বীকার করতে বাধা নেই যে আমি সম্পূর্ণ সফল হতে পারি নি কিন্তু সম্পূর্ণ বিফলতাও আমাকে আক্রমণ করেনি। আমি একটি চিঠি নিয়ে এসেছি কুমারী একস্-এর জন্যে। এই চিঠিটি তাঁকে আনন্দ না দুঃখ দেবে সে কথা আমার অজ্ঞাত কিন্তু আমার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এমন ব্যবস্থা করে দেন, যাতে তিনি আপনার সামনে এসে চিঠিটি গ্রহণ করেন তাহলে আমি অনুগৃহীত হব।

তিনি বললেন, আচ্ছা আপনার মনের বাসনা পূর্ণ হবে।

যে বৃদ্ধা পরিচারিকা তাঁর বাড়ীর সব কাজ করতো তিনি তাকে ডাকলেন। তিনি বললেন, শোন, কুমারী একসকে তাড়াতাড়ি এখানে পাঠিয়ে দাও তাকে বলো যে যত দরকারী কাজই থাকুক না কেন, সে যেন অবশ্যই এখানে চলে আসে।

বৃদ্ধা চলে যাবার পর আমরা দুজন হতাশ ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘণ্টাদুয়েক বাদে সে ফিরে এসে জানালো, কুমারী একস্ কেমন এক অপার্থিব

নিদ্রার কোলে হারিয়ে গিয়েছিলেন। বিছানায় শুয়ে ছিলেন কিন্তু প্রফেসার এনের কথা শুনে তাঁর সত্তার মধ্যে ফিরে এলো দুঃখিত চেতনা এবং তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবেন।
বৃদ্ধার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন কুমারী একস। কিন্তু তার মুখে মদিরতার ছাপ। চোখের তারায় ভীত বিহ্বল দৃষ্টি এবং নিষ্প্রাণ তার পদক্ষেপ।
আমি বললাম, মিস এক্স, আপনার পরিচিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে আমি বহন করে এনেছি একটি সংবাদ, যেটি আপনার হাতে তুলে দেওয়া আমার কর্তব্য। তবে আমি জানি না যে সেই বার্তা আপনাকে দুঃখিত অথবা সুখী করবে কিনা।
এই বলে আমি তাঁর হাতে তুলে দিলাম পার্চমেন্ট কাগজে লেখা চিঠিটা। হঠাৎ তিনি যেন মৃতার্ত অবস্থা থেকে উপনীত হলেন সজীব জীবনের মধ্যে এবং চকিতে পড়ে নিলেন চিঠির লাইনকটি।
তারপর বললেন, যে মুক্তি আমার কাঙ্ক্ষিত ছিল, এ চিঠি তাকে বহন করছে না। আমার দুঃখের ইতিহাস এতে শেষ হবে না। কিন্তু এর ফলে আমি রহস্যের জাল ছিঁড়তে পারব।
গল্পটা বিরাট, তবে শেষ হলে মনে হবে কাহিনীর পরিধি আরেকটু বড় হলে হয়তো ভালো হতো। কেননা আতঙ্ক অপেক্ষা করে আছে শেষ অধ্যায়ে।
এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কুমারী এক্স যেন শোকে দুঃখে টলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসার তাকে একটু ব্রাণ্ডি দিয়ে উদ্দীপ্ত করে দিলেন। তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, মিস এক্স তোমার গল্প বলা শুরু হোক।
কুমারী একটু বলতে শুরু করেন। কাহিনীর শুরু করসিকায় যাত্রা থেকে। সেখানে আমি সুখী নিরাপদ আনন্দ ভরা এক নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছিলাম। যখন আমি ভাবতাম তরুণ মনের উপযুক্ত উল্লাসের কথা, নিত্য নতুন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর স্বর্নালী রৌদ্র দেখার মাদকতা আমাকে মুগ্ধ করতো। আমি একলা ঘুরে বেড়াতাম কাছের দূরের পাহাড়ী উপত্যকায় এবং ক্রমেই বেড়ানোর মুহূর্ত গেল বেড়ে। অক্টোবর মাসের আকাশে সূর্যের আলো রাঙিয়ে দিত নিভৃত বনানীর সবুজ পাতাদের। শেষে একদিন আমি পা রাখলাম এমন এক পথে, যেটি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল অরণ্যের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা ফাঁকা পাহাড়ের চূড়ায়।
সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে অবাক বিস্ময়ে হঠাৎ আমার নজরে পড়লো একটি বিরাট প্রাসাদ। সেটি আমার মনে উৎসাহের সঞ্চার করে। এখন ভাবি সেই ঘটনা না ঘটলেই ভাল হত। সেদিন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে আমি আর

দুর্গের দিকে গেলাম না কিন্তু পরের দিন কিছু খাবার নিয়ে পাড়ি দিলাম সেই পাহাড়ের দিকে।

সেদিন আমার মনের মধ্যে এই সংকল্প ছিল যে যেমন করেই হোক ঐ পাহাড়ের রহস্য ভেদ করতেই হবে। শরতের উজ্জ্বল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আমি পাহাড় বেয়ে ক্রমেই উঁচু দিকে উঠতে লাগলাম। একটি মানুষের সঙ্গেও আমার দেখা হল না। আমি যখন সেই দুর্গটির কাছাকাছি গেলাম, তখন আমার মনে হল প্রাণের চিহ্নহীন এ পুরী সে কোনো ঘুমন্ত সুন্দরীর।

আমাকে ঠেলে নিয়ে চলল কৌতূহল! আমাদের আদি জননী ইভের সেই মারাত্মক দোষটি। আমি দুর্গের দেওয়ালের বাইরে ঘোরাঘুরি করে খুঁজতে লাগলাম কোনও পথ দিয়ে ভেতরে যাওয়া যায় কিনা। বহুক্ষণ ধরে আমার সন্ধান ব্যর্থ হল। আহা, যদি ব্যর্থ হয়েই থাকতো। কিন্তু দুষ্ট বিধাতার ইচ্ছা ছিল আলাদা রকম। তাই অবশেষে পেছন দিকের একটা ছোট্ট দরজা পেয়ে গেলাম। সেটা আমার হাতের একটু ঠেলা খেয়েই খুলে গেল। আমি একটি পরিত্যক্ত অন্ধকার বহির্বাটিতে এসে পড়লাম। সেখানকার অন্ধকারে আমার চোখ অভ্যস্থ হয়ে গেলে পর আমি দেখলাম, ঘরের ওপাশের দরজা ভেজানো অবস্থায় হা করে রয়েছে। আমি পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিলাম। যা দেখলাম তাতে আমি চমকে উঠলাম, আরেকটু হলেই বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠতাম।

আমার চোখের সামনে দেখলাম এক বিরাট হল। যার একেবারে মাঝখানে একটা লম্বা কাঠের টেবিল ঘিরে বসে আছেন একদল গম্ভীর লোক। কতক বৃদ্ধ, কতক তরুন, কতক মধ্যবয়সী। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের চেহারায় দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। প্রত্যেকেরই চেহারা দেখে মনে হয় বিরাট বিরাট কাজ করবার জন্যই এঁদের জন্ম। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, এঁরা কারা? আপনি শুনে বিস্মিত হবেন না যে আমি কিছুতেই সেখান থেকে সরে আসতে না পেরে সেই ছোট্ট দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথাগুলো শুনতে লাগলাম। সেদিন ছিল আমার প্রথম পাপ। তাই থেকে পরে আমি যে পাপের কত গভীরে ডুবে গেলাম তা ভাবা যায় না।

প্রথমে আমি তাদের কথা বুঝতে পারছিলাম না। যদিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলছে এটা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন আমার কান তাঁদের বাকভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠল, তাঁদের কথাগুলো আমি বুঝতে লাগলাম। আর প্রত্যেকটি কথার সংগে আমার বিস্ময় বাড়তে লাগল। সেদিন কি আমরা একমত হয়েছিলাম? প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করেন।

আমরা একমত হই। সম্মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

তাহলে এটাই হোক। তিনি বলেন, আমি ঘোষণা করছি, পনেরোই নভেম্বর হবে আমাদের সঠিক দিন। আমরা সকলে আমাদের কাজ সম্পর্কে একমত? তিনি বলেন।

হ্যাঁ, আমরা সবাই একমত। একই কণ্ঠস্বরের শব্দ শোনা যায়।

তাহলে, তিনি বলেন, আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সেটা আমি আবার বলতে চাই। সেটা বলে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সেটিকে মিটিংয়ের সামনে উপস্থাপিত করবো আর তোমরা ভোট দেবে। এখানে উপস্থিত আমরা সবাই একটি ব্যাপারে একমত যে মানবজাতি এক ভীষণ রোগে ভুগছে। সেই রোগটির নাম হল সরকার। আমরা সকলে বলেছি যে মানুষ যদি তার আনন্দকে পুনরায় পেতে চায়, যে আনন্দ সে উপভোগ করেছিল হোমারের যুগে এবং যাকে আমরা এই ভাগ্যবান দ্বীপপুঞ্জে, কিছু পরিমাণে ধরে রাখতে পেরেছি, তাহলে প্রথম প্রয়োজন হল সরকারকে উচ্ছেদ করা।

আরেকটা বিষয়ে আমাদের ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। সরকারকে উচ্ছেদ করতে হলে গভর্নরদের বাতিল করতে হবে। এখানে আমাদের মধ্যে একুশ জন উপস্থিত আছে। আমরা জানি যে পৃথিবীতে একুশটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র আছে। আমাদের সকলে বৃহস্পতিবার ১৫ই নভেম্বর, ঐ একুশটি রাজ্যের রাজ্যপালদের মস্তক ছেদন করবো। আমি তোমাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে একুশটি রাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত এবং বিপজ্জনক রাজ্যপালকে হত্যা করার সুবিধা পেতে পারি। আমি অবশ্যই·········কিন্তু আমি এখন নামটি ঘোষণা করতে চাইছি না। একুশ জন লোককে তাদের উপযুক্ত পরিণতির দিকে ঠেলে দিলেই আমাদের কাজ শেষ হবে না। আরেকজন মানুষ আছে এত অযোগ্য, ত্রুটি যুক্ত, মিথ্যা প্রচারে চতুর যে, তাকে হত্যা করতেই হবে। কিন্তু অন্য একুশ জনের মত সে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত নয়। আমি যেকোন লোককে নিযুক্ত করতে পারি তাকে হত্যা করার জন্যে। তোমরা সবাই বুঝতে পারবে যে আমি প্রফেসর এনের কথা বলছি। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে চলেছেন যে লিথুয়ানীয়া থেকে প্রাক-ফেকলটিক আলঙ্কারিক শিল্প ইউরোপে বিস্তৃত হয়েছে। অথচ আমরা জানতাম এটি এসেছে কর্সিকা থেকে। আমায় এই খবর দিয়েছে সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা। অতএব তাকেও মরতে হবে।

এই প্রসঙ্গে মিস এক্স বলতে থাকেন, আমি নিজেকে যুক্ত রাখতে চাই না। আমার চাকুরী কর্তা তার মনোভাবের জন্যে মৃত্যু বরণ করুক কিন্তু আমার নিজস্ব বেদনা আছে। সেটি আমি বলছি। সব কটি মাথা দরজার দিকে তাকাল। যার ওপর প্রফেসার এনের তথ্য দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সে দাঁড়িয়ে

আছে। আমি পালিয়ে যাবার আগেই সে আমায় ধরে ফেলে আর একুশ জনের কাছে নিয়ে যায়।

তুমি কে? সে প্রশ্ন করে। আমার গোপন প্রাসাদে এত দ্রুত প্রবেশ করেছো? কে তোমাকে এখানে আসতে অনুপ্রাণিত করেছে? কোন ক্ষণস্থায়ী ভাষণ তোমাকে প্রলুব্ধ করেছে? তুমি কি বলতে পারবে যে এখানে প্রবেশ করার জন্যে তোমাকে কেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না?

এত অবধি বলার পর মিস এক্সকে আবৃত করে দিল ইতস্তত ভাব। তিনি তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। ক্যাসেলের ঐ ক্ষণস্থায়ী সংলাপকে বলতে পারলেন না। তিনি কিছু বাদে আবার বলতে শুধু করেন—

এবার আমি আমার গল্পের সবচেয়ে বিষাদময় অংশটি বলতে চলেছি। এটা হল প্রভিডেনসের এক দাক্ষিণ্যে ভরা বিচার যে ভাবনা থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। আমার প্রথম কান্না শুনে আমার মা কিছুই করতে পারেন নি। কেননা তিনি জানতেন যে নবজাতক ক্রন্দন করবেই। সেক্রেটারিয়াল কলেজে ভর্তি হবার পর আমি সামান্যই ভেবেছিলাম। পিটম্যান পড়ার পর আমি যে ছোট্ট স্বপ্ন দেখি সেটি হল সফলতার তোরণ। কিন্তু আমি অনর্থক স্মৃতিচারণে সময় নষ্ট করতে চাই না। য ঘটে গেছে তা ঘটেই গেছে এবং আমার কর্তব্য হল কোনরকম মন্তব্য না করে সেই সোজা সরল কাহিনীটি বলে যাওয়া।

প্রেসিডেন্ট যখন আমার দ্রুত মৃত্যুর কথা ঘোষণা করলো তখন আমি মধুর সূর্যালোকের দিকে তাকালাম। আমি আমার যৌবনের ভাবনাবিহীন বছরগুলির কথা চিন্তা করলাম। সেই নিঃসঙ্গ পাহাড়ে ওঠবার সময় ঐ সকাল আমাকে সুখের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার কথা আমি ভাবলাম। আমার কল্পনা শক্তিকে আচ্ছন্ন করে দিল গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতের, শৈতালী উন্মাদনার, বাসন্তী উদ্যানের, শারদ সৈকতের দৃশ্যাবলী। আমি পবিত্র শৈশবের স্বর্ণালী বছরগুলির কথা চিন্তা করলাম, যারা চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে।

আমি লজ্জা অবনত মনে সেই চোখ দুটির কথা ভাবলাম। যেখানে আমি প্রথম ভালবাসার আলো দেখেছিলাম। এইসব অভিজ্ঞতা এক মুহূর্তের মধ্যে আমার মনকে আলোড়িত করে প্রবাহিত হল। আমি ভাবলাম যে জীবন কত মধুর। কেননা এখনও আমি যুবতী। আর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় আমার সামনে পড়ে আছে। যে দুঃখ এবং যে বেদনা মানব জীবনে আশা নিরাশার সৃষ্টি করেছে তাদের সঙ্গে পরিচিত না হয়েই আমি কি বিদায় নেব?

না, আমি ভাবলাম, এই চিন্তার কোন অর্থ নেই। যদি যেকোন উপায়ে জীবনকে দীর্ঘায়ত করা যেত তাহলে আমি অসম্মানের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করতাম।

যখন শয়তান আমাকে ভয়াবহ পরিণতির কথা বললো তখন আমি কর্তৃত্বব্যঞ্জক নীরবতার মধ্যে বলতে থাকি, শ্রদ্ধেয় মহাশয়, আমি একজন অনিচ্ছুক এবং অসহায় অপরাধী। ঐ মারাত্মক দরজা দিয়ে দেখবার সময় আমার মনে কোনরকম কুচিন্তা আসেনি। যদি আপনি আমার জীবন বাঁচিয়ে দেন তাহলে আমি যত কঠিনই হোক না কেন, আপনার কথা শুনবো। আমি দাক্ষিণ্য প্রার্থনা করছি। আপনি নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন না যে আমার মত এক রূপবতী তরুণীর অকাল মৃত্যু ঘটবে। আমাকে শুধু আপনার ইচ্ছার কথা জানতে দিন এবং আমি তা পালন করবো।

যদিও তিনি আমার দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ চোখে তাকাননি, কিন্তু আমি যেন তার চোখে অন্য আলো দেখলাম। তিনি কুড়ি জনের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমাদের মত কি? আমরা কি এর প্রতি সুবিচার করবো, না কি একে পরীক্ষার দিকে ঠেলে দেবো। এটিকে আমি ভোটে দিলাম।

দশজন ভোট দিলেন সুবিচারের পক্ষে, দশজন দিলেন পরীক্ষার দিকে।

চূড়ান্ত ভোটটি দিলাম আমি, তিনি বলেন, আমি ভোট দিলাম পরীক্ষার পক্ষে।

তারপর তিনি আবার আমার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, তোমাকে কয়েকটা শর্তে বাঁচিয়ে রাখা হবে। সেই শর্তগুলি এখন আমি তোমাদের সামনে বিশ্লেষণ করবো। প্রথমত তোমাকে একটি কঠিন শপথ গ্রহণ করতে হবে। এই হলে যে শিক্ষা পেয়েছ তাকে কখনো কথায় অথবা কাজে, ইঙ্গিতে অথবা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে না। যে শপথটি আমি এইমাত্র তোমাকে বললাম, সেটি তুমি এইভাবে আমার সামনে উচ্চারণ কর। এই শব্দগুলি বার বার বলতে থাক।

আমি জোরোয়াসটার, শ্মশ্রুধারী সেই মহাত্মার কাছে ইউরেনস, পেমন ইনিয়ন এবং আনাইমনের কাছে, মার্চুয়েল, এ্যাসিয়েল, বারবাইয়েল, সেফিচেষ্টা সেফিয়েন এবং পাপাডিয়েলের কাছে, ডিরাসিয়েলে, অ্যাসনোডিয়েল, এ্যামুডিএল টাগরিয়েল এবং রিকোয়েলের কাছে এবং নরকের কাছে, সমস্ত শয়তান শক্তির কাছে এই শপথ গ্রহণ করছি যে এই হলে আমি যা দেখেছি এবং শুনেছি তার সামান্যতম ইঙ্গিতও আমি কখনও প্রকাশ করব না অথবা জানতে দেব না।

আমি যখন শান্তভাবে বার বার বলতে থাকি, তখন তিনি সেটি আমার কাছে বিশ্লেষণ করে বললেন যে সেটি হল পরীক্ষার প্রথম পর্ব। এবং আমি হয়তো সম্পূর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছি না। যেসব মহান নামগুলি আমি উচ্চারণ করেছি সেগুলির নিজস্ব যন্ত্রণার শক্তি আছে। নিজের ওপর

স্থাপিত যাদুকরের শক্তিতে সে ঐসব শয়তানদের শাসন করতে সক্ষম হয় না।

আমি যদি শপথ ভঙ্গ করি, তাহলে প্রত্যেকে সর্বশক্তি নিয়ে সে যে বিষয়ে দক্ষ সেই বিশেষ অত্যাচারটি প্রয়োগ করবে। কিন্তু সেটি হবে আমার শক্তির ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র।

এবার আমি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আসছি, সে বলে।

প্রহরীর দিকে তাকিয়ে সে আদেশ করে—গোবলেট দিয়ে যাও।

প্রহরী পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং প্রেসিডেন্টের সামনে গোবলেট এনে দেয়।

এটি হলো—আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে, গরুর রক্ত ভরা গোবলেট। তুমি এটি নিঃশ্বাস বন্ধ করে পান করবে। যদি তুমি তা না পার, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হবে গরুতে এবং যে গরুর রক্তকে তুমি ঠিকমত পান করতে পারনি, তার আত্মা এসে তোমাকে চিরদিনের জন্যে অভিশাপ দেবে।

আমি তার কাছ থেকে গোবলেট তুলে দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করে পান করে ফেললাম।

পরীক্ষার দুই-তৃতীয়াংশ এখন সমাপ্ত হয়ে গেল। শেষ অংশটি কিছু মাত্রায় জটিল। আমরা ঘোষণা করেছি যে এই মাসের পঁচিশ তারিখে একুশটি রাজ্যের প্রধানকে হত্যা করা হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি সেই ঘোষণাটি শুনে ফেলেছো। আমরা আরো স্থির করেছি যে, দেশের গৌরব প্রফেসার এনে'র মৃত্যু কামনা করব। কিন্তু আমরা অনুভব করি যে শুধুমাত্র হত্যা করলে ধারাবাহিকতায় ছেদ থেকে যাবে। আমরা কেউ তাকে মারবো না। সে দায়িত্ব দেওয়া হবে আমার রক্ষককে। কিন্তু তোমার আগমন, সব গোলমাল করে দিয়েছে। আমরা সেই নিখুঁত পরিকল্পনার কথা বুঝতে পেরেছি যাকে উপেক্ষা করাটা হবে বোকা এবং মূর্খের কাজ। তুমি, আমার রক্ষক নয়, সেই হত্যার কাজটি করবে। যেভাবে তুমি গোপনীয়তার শপথ নিয়েছিলে সেইভাবে তোমার এই শপথটা নিতে হবে।

ওহো স্যার! আমি বলি, আমার কাঁধে এই ভয়ানক বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। আপনি অনেক জানেন কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে আপনি হয়তো জানেন না অধ্যাপক এন'কে তাঁর গবেষণার কাজে সাহায্য করা আমার কর্তব্য এবং আনন্দ। তাঁর প্রতি আমার মহানুভবতা ছাড়া আর কিছু নেই। এটা হয়তো সত্যি যে আলঙ্কারিক শিল্প সম্পর্কে তাঁর মনোভাব আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আপনারা কি আমাকে আগের মত তাঁকে সেবা করার অনুমতি দিতে পারেন না? ধীরে ধীরে আমি তাঁকে ত্রুটিমুক্ত করবো।

আমি তাঁর ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হব না। কয়েক বছরের ঘনিষ্ঠতা আমাকে শিখিয়েছে যে কিভাবে আমি তাঁকে প্রভাবিত করতে পারি! আমি একথা জোরের সঙ্গে বলছি যে যদি আমাকে অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে আমি প্রাক-কেলটিক আলঙ্কারিক শিল্পে কর্সিকার অবদান সম্পর্কে আপনাদের মতের সঙ্গে তাঁর মতের মিলন ঘটাতে পারবো। এই মহান বৃদ্ধ মানুষটিকে হত্যা করা হবে অসম্ভব কাজ। কেননা আমি দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে বন্ধু হিসেবে ভেবে এসেছি এবং তিনিও এখনো পর্যন্ত আমার সঙ্গে সেই সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তাছাড়া এই সম্পর্কে, আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, জীবনকে এই মূল্যে কেনা যায় কিনা।

না, আমার প্রিয় মহিলা, সে বলে, আমার মনে হয় যে তুমি এখনো বিভ্রমের মধ্যে পড়ে আছ। যে শপথটি তুমি গ্রহণ করলে সেটি এক পাপী এবং অসৎ অঙ্গীকার। সেটি তোমাকে চিরদিনের জন্যে শয়তানি শক্তির প্রতি অনুগত করেছে। একমাত্র আমিই আমার যাদুকরী বিদ্যা দ্বারা শয়তানদের নিবৃত্ত করতে পারি। তোমাকে এখন ছাড়া হবে না! হয় তুমি আমার কথা শুনবে নয় শাস্তি ভোগ করবে।

আমি কাঁদতে শুরু করি। আমি তাঁকে বোঝাতে থাকি। হাঁটু মুড়ে তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরি।

দয়া করুন, আমি বলি, দয়া করুন।

কিন্তু তিনি অটল থাকেন। আমি বলেছি, যদি তুমি পনেরোটি আলাদা রকমের অত্যাচার পেতে না চাও তাহলে এখনই প্রফেসর এন'কে হত্যার কাজটি শুরু কর। মনে রেখ আমার সামনে ঐ পনেরো জন শয়তানের নাম উচ্চারণ করে তুমি তাদের প্রভাবের মধ্যে পড়ে গেছ।

হায়, প্রিয় প্রফেসার! আমি জানি যে আপনি কখনও আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না। কিন্তু আমার দুর্বলতার মধ্যে দ্বিতীয় শপথটি উচ্চারণ করতে চলেছি। পঁচিশ তারিখটি আর দূরে নেই, সেটি দ্রুত এগিয়ে আসছে এবং কিভাবে আমি নিষ্কৃতি পাব জানি না। সেই দিনে আমার ভয়াবহ শপথের মারাত্মক পরিণামগুলি দেখা যাবে। যে মুহূর্তে আমি সেই বিভীষিকাময় দুর্গ হতে চলে এলাম, শয়তানরা আমাকে অধিকার করেছে আর আমার শক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। যদি আমি আনন্দের সঙ্গে পনেরোটি শয়তানের সঙ্গে অত্যাচারকে গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে আমার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা হত!

কোনটি বেশী পাপ? যাঁকে আমি সম্মান করি সেই ভালো মানুষটিকে হত্যা করা? অথবা সম্মানীয় শর্তের প্রতি অনুগত থাকা? আমি জানি

না। কিন্তু আপনি, প্রিয় প্রফেসার, আপনি তো এত জ্ঞানী! আমি জানি, জানি, আপনি আমার সন্দেহ নিরসন করে আমাকে কর্তব্যের সঠিক পথ দেখাতে পারবেন।

আট

মিস একসের বর্ণনা যখন তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে তখন প্রফেসার আকস্মিকভাবে আনন্দ এবং নীরবতাকে পুনরুদ্ধার করলেন। দয়ালু হাসিতে মুখ ভরে রেখে হাত দুটি মুড়ে এবং সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভঙ্গিতে তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন।

আমার প্রিয় যুবতী, এই পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা কিনা শপথের শর্তকে লঙ্ঘন করতে পারে। তুমি অবশ্যই তোমার অঙ্গীকারের প্রতি অবিচল থাকবে। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট বছরগুলির সামান্য গুরুত্ব আছে। সেই কারণে আমি তোমাকে জোরের সঙ্গে বলছি যে যেমন করেই হোক তোমার শপথকে সম্পূর্ণ করা হোল তোমার কর্তব্য। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, এই কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে আমি আরো বেশী দুঃখ অনুভব করছি যে শ্রদ্ধার প্রতি বিনম্র বোধের জন্যে তুমি তোমার জীবনকে শয়তানের হাতে সমর্পণ করবে। তবে একটিমাত্র ঘটনা, শুধু একটি ঘটনা তোমাকে তোমার শপথ রক্ষা করাতে পারে। সেটি হল শারীরিক অসম্ভবতা। তুমি একজন মৃত লোককে হত্যা করতে পারো না। এই বলে, তিনি তাঁর তর্জনী এবং বুড়ো আঙ্গুল তাঁর ওয়েস্ট কোটের পকেটে ঢুকিয়ে কিছু একটা বের করে মুখে পুরে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটলো।

ওহো, আমার প্রিয় অধ্যাপক? মিস একস চীৎকার করে ওঠে। প্রফেসার এনে'র জীবনহীন দেহের ওপর আছড়ে পড়ে। তারপর বলতে থাকে, আপনি আমার স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করেছেন, এই কথা ভেবে আমি কেমন করে দিনের আলো দেখবো? সূর্যালোকের প্রতিটি প্রহরে আমিও কিভাবে সেই লজ্জাকে অনুভব করবো? বিষাদময় আনন্দের প্রতিটি মুহূর্তে কি আমার আত্মাকে আচ্ছন্ন করবে না? এক মুহূর্তের জন্যে আমি এই যন্ত্রণাকে সহ্য করতে পারছি না।'

এই কথা বলে সে সেই বিষ পান করে তাঁর মত ভঙ্গিতে বিদায় নিল।
আমি বললাম, আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না, কেননা আমি দুটি মহান মৃত্যু অবলোকন করলাম।
কিন্তু যখন আমার মনে পড়ল যে আমার আরাধ্য কাজ এখনো শেষ হয়নি, কেননা পৃথিবীর শাসকদের এখনো বিনষ্ট হবার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এই কথা চিন্তা করে আমি ধীরে ধীরে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দিকে হাঁটতে থাকি।

অজানা সেই আতঙ্ক

এক

লেডি মিলিসেণ্ট পিনটার্ক, সকলের কাছে রূপসী মিলিসেনট নামেই পরিচিতা তাঁর শখের নিরালা ঘরে একা আরাম কেদারায় বসে ছিলেন। সে ঘরের সবগুলো চেয়ার আর সোফাই কোমল। বিজলী বাতিও আবরণ দিয়ে অল্প করা। তাঁর পাশে একটি ঘাঘরা পরিহিতা বড় পুতুল। দেওয়াগুলো ঢাকা ছিল জল রঙের ছবিতে। প্রত্যেকটি ছবিতে নাম সই করা 'মিলিসেণ্ট', ছবিগুলি আল্পস পাহাড়, ভূমধ্যসাগরের ইতালীয় উপকূল, গ্রীসের দ্বীপপুঞ্জ এবং টেনেরিফ দ্বীপের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের। আরেকটি জল রঙের ছবি ছিল তাঁর হাতে। তিনি সেটিকে খুব যত্ন করে মন দিয়ে দেখছিলেন। শেষে তিনি পুতুলটির দিকে হাত বাড়িয়ে একটি বোতাম টিপলেন। পুতুলটির মাঝখান ফাঁক হয়ে গেল। দেখা গেল ভেতরে রয়েছে একটি টেলিফোন। তিনি রিসিভারটি তুলে নিলেন। সেই তোলার ভঙ্গিতে তাঁর স্বভাবসুলভ মাধুরী ফুটে উঠলেও তাতে একটু যেন উত্তেজনার ভাব দেখা যাচ্ছিল। যা থেকে মনে হচ্ছিল তিনি এইমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি একটি নম্বর চাইলেন এবং সেটি পেয়েই বললেন, আমি স্যার বালবাসের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

স্যার বালবাস ফ্রুটিগার সারা পৃথিবীতে খ্যাত ছিলেন 'ডেলি লাইটনিং' নামক দৈনিক কাগজটির সম্পাদক রূপে। দেশের ক্ষমতা যে রাজনৈতিক দলের হাতেই থাকুক না কেন, তিনি সর্বদাই আমাদের দেশের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত হতেন। জনসাধারণ থেকে তাঁকে আড়াল করে রাখতেন একজন সেক্রেটারি এবং ছয়জন সেক্রেটারির সেক্রেটারি। খুব অল্প লোকই তাঁকে ফোনে ডাকতে সাহস পেতেন এবং এই খুব অল্পদের ভেতরও একটি অতিক্ষুদ্র অংশই ফোনে তাঁর কাছে পৌঁছতে

পারতেন। নিশীথে তিনি যে কাজকর্মে বড় ব্যস্ত থাকতেন, তা এত মূল্যবান যে তিনি কোনোরকমের ব্যাঘাত চাইতেন না। পাঠকদের শান্তিভঙ্গ করবার নানারকম পরিকল্পনা উদ্ভাবনে মাথা খাটাবার সময় তিনি নিজের শান্তির কোনো-রকম ব্যঘাত ঘটতে দেবেন না। এই ছিল তাঁর নীতি। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে গড়া এই আবরণ সত্ত্বেও তিনি মিলিসেণ্টের ডাকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন। তিনি বললেন, লেডি মিলিসেণ্ট, তোমার কি খবর? 'সব কিছু তৈরী আছে।'

এই কথা বলে লেডি মিলিসেণ্ট রিসিভারটি নামিয়ে রাখলেন।

দুই

এই সংক্ষিপ্ত কথার আগে বলতে হবে এক দীর্ঘতম ইতিহাস। রূপবতী মিলিসেণ্টের স্বামী স্যার থিওফিলাস পিণ্টার্ক পরিচিত ছিলেন অর্থনৈতিক পৃথিবীর প্রথম সারিদের মধ্যে একজন হিসেবে। এছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিত্তবান লোক কিন্তু তাঁর হৃদয়ে প্রোথিত আছে একটি দুঃখ। এখনও তাঁর সমকক্ষ লোক পৃথিবীর বুকে রয়ে গেছে। যাদেরকে পদদলিত করলে তিনি খুশী হতে পারতেন। তখনও পৃথিবীর এমন অনেকে ছিল যারা তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারতো এবং সীমাহীন বিত্তের লড়াইতে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো শেষ অবধি জিতেও যেত।

লেডি মিলিসেণ্টের স্বামীর চরিত্র ছিল অনেকটা বিশ্ববিখ্যাত বীর নেপোলিয়ানের মত। তিনি সবসময় এমন একটি উপায় অন্বেষণ করতে চাইতেন যার মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠবে না।

তিনি স্থির ভাবে এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন যে পৃথিবীর মধ্যে মানুষের একমাত্র শক্তি হচ্ছে অর্থের শক্তি এবং পৃথিবীতে এখনও আরও তিনটি বিরাট শক্তির আধিপত্য চলেছে, সেগুলো হলো যথাক্রমে সংবাদ পত্র, বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞান। যদিও শেষেরটিকে কুঞ্চিত করে দেখা হয়। তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে পৃথিবীর মানুষের ওপর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করতে হলে এই চারটি শক্তিকে একত্রিত করতে হবে। সেই মহান উদ্দেশ্যে তিনি এই চারটি শক্তির এক গোপন সংগঠন স্থাপন করলেন। সেই সংগঠনের প্রধান হলেন তিনি নিজে। তাঁর ঠিক নীচের আসনটি দেওয়া হল স্যার বালবাস ফ্রুটিগারকে যিনি ছিলেন ক্ষমতায় ও সম্মানে স্যার থিওফিলাসের নীচে। স্যার বালসাস এই নীতিতে বিশ্বাস করতেন যে জনসাধারণ যা চায় তাদের তাই দেওয়া উচিত।

এই সংবাদপত্রগুলি ঐ নীতিকে অনুসরণ করতে থাকে। এই সংগঠনের আরেকজন সদস্য ছিলেন বিজ্ঞান জগতের সুপ্রতিষ্ঠিত সম্রাট স্যার পাবলিয়াস হারপার। যারা তাৎক্ষণিক অলসতার লিফটে ওটা নামা করতো এবং শুধু মাত্র বিজ্ঞাপন পাঠ করতো। তারা জানতো না যে ঐসব বিজ্ঞাপন দাতারা হল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এই ধারণাটি ছিল ভুল। কেননা সমস্ত বিজ্ঞাপন এসে জমা হত একটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞাপন ভবনে। এবং সেখান থেকে স্যার হারপারের ইচ্ছানুসারে বিজ্ঞাপনগুলো বিভিন্ন কাগজে পাঠানো হত। আপনার তৈরী দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বিজ্ঞাপিত হত কিন্তু যদি তাঁর ইচ্ছা না থাকতো তাহলে সেটি কখনো স্থান পেতো না: এমন ভাবে তিনি নিজের খামখেয়ালে বিজ্ঞাপন জগতকে প্রভাবিত করেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য যাঁরা ভালো ভাবে বিজ্ঞাপিত করতে পারতেন না তাঁরা ছিলেন নির্বোধ।

আবার শুধু মাত্র বিজ্ঞাপনের জোরে অনেক নিকৃষ্ট ধরণের দ্রব্য বাজারে বিক্রী হত। এই ব্যাপার সমস্ত লোককে পথে বসাতে হলে অথবা উন্নত করতে হলে স্যার পাবলিয়াসের সাহায্য ছিল অপরিহার্য।

কিন্তু স্যার বালবাসের প্রতি স্যার পাবলিয়াসের ছিল দাক্ষিণ্যভরা ঘৃণার মনোভাব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্যার বালবাসের মনোভাবে কোমলতা রয়ে গেছে। স্যার পাবলিয়াসের নীতি ছিল—তুমি যা দিতে পারবে জনসাধারণকে তাই দাও। কেননা সাধ্যের অতীত দিলে তারা ক্রমশঃ লোভী হয়ে পড়ে! এব্যাপারে তিনি স্যার বালবাসকে ঘৃণা করতেন।

খুব নিকৃষ্ট ধরণের মদ হু-হু করে বিক্রি হত। কেননা স্যার পাবলিয়াস জনগণকে বোঝাতেন যে ঐ মদের অন্তরালে আছে উৎকৃষ্ট উপাদান। তারা যেকথা দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করতো। আসলে বিশ্বাস না করে তাদের কোন উপায় ছিল না।

যে সমস্ত অঞ্চলগুলি তার নোংরামী ও মলিনতার জন্যে কুখ্যাত সেখানকার যাত্রীনিবাসকে ধরে রেখেছে মলিনতা এবং যেগুলো পূর্ণ জোয়ারের সময় ছাড়া ঢেকে থাকে পিছল কাদায় সেই সমস্ত অঞ্চলগুলি স্যার পাবলিয়াসের ঘোষণায় পরিণত হল স্বাস্থ্যসম্মত বাতাস উত্তাল সমুদ্র এবং অতলান্তের মনোরম অঞ্চল হিসেবে।

সাধারণ নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা এই সংগঠনের সাহায্য নিতেন। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্যান্য লোকেরা উপযুক্ত টাকা দিয়ে ঐ গোষ্ঠীর কৌশলকে কিনতে পারতেন। সমকালীন পৃথিবী সম্পর্কে যাঁদের সম্যক জ্ঞান আছে তাঁরা সবাই স্যার পাবলিয়াসের সাহায্য ছাড়া কোন

প্রচার অভিযান শুরু করার কথা ভাবতে পারতেন না।

সাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচার অভিযানে স্যার বালবাস এবং স্যার পাবলিয়াস পরস্পরের সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত থাকলেও চেহারায় ছিলেন দুজনে দুজনের বিপরীত। দুজনেই নিজেদের বেশ তোয়াজে রাখতেন, দুজনেই ছিলেন শৌখিন জীবন বিলাসী। কিন্তু স্যার বালবাসের প্রফুল্ল, স্নিগ্ধ, চেহারাতেই তা ফুটে উঠত আর স্যার পাবলিয়াস ছিলেন একটু রোগা এবং রুক্ষ চেহারার! স্যার পাবলিয়াসের পরিচয় জানা না থাকলে তাঁকে দেখে মনে হতে পারত তিনি অতীন্দ্রিয় দিব্য দৃষ্টির জন্য একমাত্র সাধনা করেছেন। কোন আহার্য বা পানীয় জিনিসের বিজ্ঞাপনে তাঁর চেহারার ছবি ব্যবহার করা যেত না।

যাইহোক প্রায়ই যখন এঁরা দুজন এক সঙ্গে খানা খেতেন কোন নতুন বিজয়ের পরিকল্পনা বা নীতি পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ করবার উদ্দেশ্যে, তাঁরা আশ্চর্যরকমে একমত হয়ে যেতেন। একে অন্যের মনের গতিবিধি বেশ ভালোই বুঝতেন। দুজনেই বুঝতেন এদের একের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে অপরের সহায়তার প্রয়োজন। স্যার পাবলিয়াস বুঝিয়ে দিতেন স্যার বালবাস একটি ছবির কাছে কতটা ঋণী। ছবিটিতে সুন্দর চেহারায় সুসজ্জিত একদল যুবক যুবতী প্রত্যেকের হাতে একখণ্ড 'ডেলি লাইটনিং পত্রিকা', অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে একজন অপরিণত মস্তিষ্ক লোকের দিকে যে 'ডেলি লাইটনিং' পড়ে না। ছবিটি দেখা যেত রাস্তার ধারে সবগুলো বড় বড় বিজ্ঞাপনের জায়গায়। স্যার পাবলিয়াসের কথার পালটা জবাবে স্যার বালবাস বলতেন, তা বটে। কিন্তু কানাডার জঙ্গলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব দখল করবার জন্য আমার কাগজগুলোতে যে বিরাট আন্দোলন চালিয়েছিলাম, তা না চালালে আপনি আজ কোথায় থাকতেন? কাগজ না মিললে আপনি কোথায় থাকতেন? আর আমি যদি আমাদের অতলান্তিকের ওপরের সেই মহা উপনিবেশটিতে সেই মোক্ষম নীতিটি চালিয়ে না যেতাম তাহলে কাগজ আপনার মিলতই বা কি করে?

আহারের শেষ পর্ব পর্যন্ত তাঁদের দুজনের ভেতর এই ধরণের প্রীতিপূর্ণ কথার লড়াই চলত তারপর তাঁরা দুজনেই গুরুগম্ভীর হয়ে যেতেন। তাঁদের পারস্পরিক সহযোগিতাও আরো জোরালো এবং সৃজনশীল হয়ে উঠত।

তাঁদের গুপ্ত গোষ্ঠীর চার নম্বর সদস্য পেনড্রেক মার্কল ছিলেন অন্য তিনজন থেকে একটু আলাদা ধরণের। তাঁকে গোষ্ঠীতে নেওয়া উচিত হবে কি? না সে বিষয়ে স্যার বালবাস এবং স্যার পাবলিয়াসের মনে কিছুটা সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাঁদের সেই সন্দেহের আপত্তি বাতিল করে দিয়েছিলেন স্যার থিওফিলাস। এঁদের সন্দেহ কিন্তু অযৌক্তিক ছিল না। প্রথমতঃ অন্যান্য তিনজনের মতো

পেনড্রেক মার্কল নাইট হবার সম্মান লাভ করেননি, অর্থাৎ 'স্যার' হননি। এছাড়াও তাঁর সম্পর্কে আরও গুরুতর আপত্তি ছিল। তাঁর ঔজ্জ্বল্য আছে একথা কেউই অস্বীকার করতেন না, কিন্তু কিছু কিছু বিচক্ষণ ব্যক্তি সন্দেহ করতেন, তিনি অপ্রকৃতিস্থ।

যদি তাঁর নাম কোম্পানীর চুক্তিপত্রে দেওয়া হত তাহলে সেই কোম্পানীর শেয়ার বিক্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি হত না।

স্যার থিওফিলাস দুটি কারণে তাঁকে সংগঠনের অংশীদার করে নিলেন। এই কারণ দুটির মধ্যে একটি হলো যে তিনি ছিলেন অসাধারণ কৃতি আবিষ্কারক এবং দ্বিতীয় হল যে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মতো তাঁর মনে কোনরকম আদর্শবাদের বিচ্ছুরণ ছিল না।

মানুষ জাতটার প্রতি তিনি পোষণ করতেন নির্মম ঘৃণা। অবশ্য এর কারণ ছিল এবং সেই কারণটা জানতেন তাঁর পরিচিতরা। তাঁর পিতা ছিলেন একজন নন-কনফারমিস্ট অর্থাৎ তিনি আবহমান ধর্মে বিশ্বাস না করে অন্য ধারার প্রতি বিশ্বাসী পাদ্রী ছিলেন। তাঁর ধর্মপ্রীতি ছিল অসাধারণ। তিনি বালক পেনড্রেককে বলতেন এলিসার পাপের ফলে ভাল্লুকদের হাতে পড়ে টুকরো হয়ে গেল যেসব অসহায় শিশু তাদের কাহিনী। তাকে তিনি বোঝাতেন যে এলিসার সিদ্ধান্ত ঠিকই হয়েছিল।

এইভাবে তিনি বিগত যুগের এক চলমান প্রতীক হয়ে ওঠেন। অবসরের দিনটির প্রতি সম্মান এবং বাইবেলে উল্লিখিত প্রতিটি শব্দের আক্ষরিক বিশ্লেষণের প্রতি দ্বন্দ্ববিহীন বিশ্বাস তাঁর পারিবারিক সংলাপের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করতো। এর ফলে অল্প বয়সেই পেনড্রেক বুদ্ধিমান হয়ে ওঠেন।

একদিন হঠাৎ তিনি কোন রকম ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে খরগোস রোমন্থন করে এই সত্যে অবিশ্বাসী হলে সঠিক খ্রীশ্চান হওয়া যায় কিনা।

পুত্রের কথা শুনে পিতা প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়ে এমন নির্মম প্রহার করেন যে এক সপ্তাহ তিনি চলাচল করতে পারেন নি। এই ধরণের অযত্ন এবং সতর্ক লালন পালনের মধ্যে বড হয়ে উঠে তিনি কিন্তু তাঁর পিতার মত বিদ্রোহী ধর্মযাজক হতে সম্মত হলেন না।

সম্মান ও দক্ষিণা পেয়ে তিনি কৃতিত্বসহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন সমাপ্ত করলেন। তাঁর প্রথম গবেষণার সিদ্ধান্তটি আত্মসাৎ করে তাঁর এক শিক্ষক পেয়ে গেলেন রয়্যাল সোসাইটির একটি মূল্যবান স্বীকৃতি। তিনি যখন প্রতিবাদ করলেন তখন সবাই তাঁকে অশিক্ষিত মূর্খ সন্দেহে ফিরিয়ে দিলেন এবং সবাই তাঁকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন।

এই নিদারুণ ঘটনা তাঁর হৃদয়ে জন্ম দিল মানবজাতির প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা এবং নির্মম ঘৃণার ! ঐ ঘটনার পর থেকে নিজের আবিষ্কারের বিষয়ে অতি-মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি। পেটেণ্ট সম্পর্কে গোপন দেনা-পাওনার অনেক কলংকিত ইতিহাস জানা গেল। কিন্তু প্রমাণ করা গেল না। কেননা একটি কাহিনীর সঙ্গে অন্য কাহিনীর সীমাহীন বৈসাদৃশ্য আর গুজবের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে কতটুকু সত্যি আছে সে সম্পর্কে কোন সংবাদ জানা ছিল না।

ক্রমশঃ তিনি অজস্র অর্থ উপার্জন করে নিজের গবেষণাগার স্থাপন করলেন। যেখানে কোন প্রতিযোগীকে প্রবেশ করতে দিতেন না। ধীরে ধীরে তাঁর কৃতিত্ব অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাবী করলো স্বীকৃতি।

সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে অনুরোধ জানান হল যে তিনি যেন তাঁর অসীম ক্ষমতা রোগ জীবাণুর গবেষণাতে নিয়োজিত করে যুদ্ধের উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

ঐ অনুরোধের উত্তরে তিনি যা জবাব দিলেন সেটা সকলকে বিস্মিত করলো। কেননা তাঁর মত বৈজ্ঞানিকের মুখ থেকে ঐ কথা আশা করা যায় না।

তিনি জবাব দিলেন—রোগ জীবাণু সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

তাঁর এই অদ্ভূত মন্তব্য সম্পর্কে সকলের মত হল যে তিনি কারারুদ্ধ সমাজের প্রতিটি প্রাণীকে অবজ্ঞা করেন। প্রধানমন্ত্রী থেকে সাধারণ রক্ষী সকলের প্রতি তাঁর সমান ঘৃণা।

বিজ্ঞানের জগতে অনেকেই তাঁকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু কেউই তাঁকে সরাসরি আক্রমণ করতে সাহসী হতেন না। এর অন্তরালেও যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা তর্কের সংগ্রামে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অবিশ্বাস্য এবং তিনি তীক্ষ্ণ নির্মম শব্দাবলী দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করতে সমর্থন হতেন। সমস্ত পৃথিবীর একটিমাত্র জিনিসের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন আকর্ষণ। সেটি হল তাঁর নিজের গবেষণাগার !

কিন্তু ঐ গবেষণাগারের যন্ত্রাদি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে তাঁর ব্যয়ের মাত্রা এত বৃদ্ধি পেলো যে অবশেষে ধার শোধ করতে বীক্ষণাগার বিক্রি করার কথা উঠলো।

ঐ সংকটজনক মুহূর্তে স্যার থিওফিলাস এসে প্রস্তাব করলেন যে তিনি পেনড্রেককে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন, বিনিময়ে তাঁকে হতে হবে ঐ গোপন গোষ্ঠীর চতুর্থ সদস্য।

সংগঠনের প্রথম অধিবেশনে স্যার থিওফিলাস তাঁর পরিকল্পনার কথা বিশদ-ভাবে বুঝিয়ে বললেন। তিনি কি ভেবে রেখেছেন এবং কিভাবে তাঁর

কল্পনার বাস্তব রূপায়ণ হবে এ সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যদের সুচিন্তিত পরামর্শ চাইলেন। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে তাঁরা চারজন সমস্ত পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন। পৃথিবীর কোন খণ্ডিত অংশের ওপর নয়, শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপের ওপর নয়, সেই পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকার ওপর নয়, সঙ্গে লোহার অন্তরালে অবস্থিত থাকা অর্ধেক পৃথিবীকেও কব্জার মধ্যে আনা যাবে।

সুচিন্তিত ভাবে তাদের প্রতিভা এবং সুযোগের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার করলে কোন ঘটনাই তাদেরকে দমিত করতে পারবে না।

প্রথম অধিবেশনের ভাষণে তিনি বললেন, আমাদের দরকার একটি লাভ জনক প্রকল্প। যেটির রূপরেখা নির্ধারণ করবে মার্কল। প্রকল্পটি উপযুক্ত বিবেচিত হলে আমি অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করবো। এই পরিকল্পনাকে জন সমক্ষে প্রচার করবেন হারপার এবং এই প্রকল্পকে যারা আক্রমণ করবে তাদের বিরুদ্ধে জনতাকে ক্ষেপিয়ে দেবে ফ্রুটিগার। তবে আমাদের তিনজনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা উদ্ভাবনে মার্কল যে কিছুটা সময় নেবেন সেটা সহজেই অনুমেয়। তাই আমার অনুরোধ, এ সপ্তাহের মত আলোচনা বন্ধ থাক। তবে আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি দৃঢ়ভাবে এই কথা বলছি যে, উপযুক্ত সময়ে চারটি মহান শক্তির অন্যতম রূপে বিজ্ঞান তার যুক্তিযুক্ত দাবী জানাবে। অবশেষে আমি মার্কলকে অভিনন্দিত করছি। আশা করি তিনি সবদিক বিবেচনা করে, সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে অচিরেই এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কারে সমর্থ হবেন, যেটি আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দেবে এই পৃথিবীকে।

সাতটি দিন কেটে গেল। তারা আবার মিলিত হলেন, মার্কলের দিকে তাকিয়ে স্যার থিওফিলাস একটু যেন হেসে ওঠেন। তারপর তিনি বলতে শুরু করেন, মার্কল—আশা করি বিজ্ঞান তার দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাই না? আমরা সবাই অধীর আগ্রহে সেই কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। বক্তব্য শুরু হোক, আমরা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করবো।

মার্কল গলা পরিষ্কার করে একটু কেশে বলতে শুরু করেন, স্যার থিওফিলাস স্যার বালবাস, এবং স্যার পাবলিয়াস! গত সাতটি দিন ধরে আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার মধ্যে সময় কাটিয়েছি। এ বিষয়ে আপনারা নিঃসন্দেহ হতে পারেন যে আমার মানসিক চিন্তা অতি উৎকৃষ্ট ধরণের। গত সপ্তাহের অধিবেশনে যে ধরণের প্রকল্পের কথা আলোচিত হয়েছিল আমি সেই বিষয়েই চিন্তা করছিলাম। একটির পর একটি ভাবনা এসে আমার মনে ভিড় করে, আবার হারিয়ে যায়।

নিউক্লিয়ার শক্তির নানা আতঙ্কের কথা স্মরণ করার পর জনগণ সে সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আমি ভেবে দেখলাম যে এই বিষয়টা হয়ে গেছে একেবারে আকর্ষণ হীন এবং প্রাচীন কালের। তাছাড়া নিউক্লিয়ার ক্ষমতার বিভীষিকা নিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার এত বেশী সচেতন যে এ ব্যাপারে কিছু করতে গেলে আমাদের প্রচণ্ড বাধা দেওয়া হবে।

তারপর আমি চিন্তা করলাম যদি বীজাণু তথ্যের সাহায্যে কোন একটা কিছু করা যায়। কেননা আপাততঃ অদৃশ্য হলেও অতি সূক্ষ্ম এই বীজাণু, যে কোন জাতির সর্বনাশ ডেকে অনেতে পারে। আমি ভাবলাম সমস্ত রাষ্ট্রের প্রধানদের জলাতঙ্ক রোগ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে আমাদের কি কি লাভ হবে সেটা খুব স্পষ্ট নয়। তাছাড়া তাঁদেরও মধ্যে একজন তাঁর রোগ নির্ণীত হবার আগেই আমাদের একজনকে কামড়ে বসতে পারে। তারপর অবশ্য একটা পরিকল্পনা ছিল যে পৃথিবীর এমন একটি উপগ্রহ তৈরী করা হবে, যেটা তিন দিনে একবার করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। তাতে একটি ঘড়িযন্ত্রে এমনভাবে সময় ঠিক করে দম দেওয়া থাকবে যে উপগ্রহটি যখন রাশিয়ার ক্রেমলিন প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাবে তখন তার ওপর গুলি চালাবে। কিন্তু এ হল বিভিন্ন দেশের সরকারের ব্যাপার। আমাদের থাকতে হবে এসব লড়াই ঝগড়ার উর্দ্ধে। পূর্ব আর পশ্চিমের ঝগড়ায় আমরা কোন দিকেই যোগ দেব না। এটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে যাই ঘটুক না কেন আমরাই যেন থাকি সবার ওপর। সেইজন্যই এমন সব পরিকল্পনা বাতিল করে দিলাম যাতে আমাদের নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না।

একটি পরিকল্পনা আমি আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। যাতে আমার মনে হয়, অন্যান্য পরিকল্পনার দোষত্রুটিগুলো অনুপস্থিত। সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে জনসাধারণ ইনফ্রা-রেড ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে শুনেছে। জনসাধারণ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে যেমন অজ্ঞ এ বিষয়েও তেমনি। তাদের এই অবজ্ঞার সুযোগ নিয়ে আমরা লাভবান হব না কেন, তার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ আমি দেখছি না। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আমরা একটি যন্ত্র আবিষ্কার করব। তার নাম হবে 'ইনফ্রা রেডিওস্কোপ'। আমরা জনসাধারণকে বোঝাব যে এই যন্ত্রটিতে ইনফ্রা-রেড রশ্মির সাহায্যে এমন সব জিনিসের ফোটোগ্রাফ উঠবে যা অন্য কোন উপায়েই দৃশ্য নয়! যন্ত্রটি হবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এবং খুব সতর্কভাবে ব্যবহৃত না হলে সহজেই বিকল হয়ে যাবার মতো। যাদের ওপর আমাদের কর্তৃত্ব চলে না, তাদের হাতে পড়লেই যন্ত্রটি বিকল হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমরা যত্নবান হব। ঐ যন্ত্রটি দিয়ে কি দেখা যাবে তা আমরাই ঠিক করে দেব এবং আমার মনে হয় আমাদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে অবস্থা এমন

দাঁড়াবে যে এই যন্ত্রের চোখে যা ধরা পড়ছে বলে আমরা প্রচার করব, সারা পৃথিবীর লোক তাও বিশ্বাস করবে। আপনারা যদি আমার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহলে আমি যন্ত্রটি তৈরী করবার ভার নেব। কিন্তু কিভাবে এটিকে কাজে লাগাবেন সেটা ঠিক করবেন স্যার বালবাস এবং স্যার পাবলিয়াস।

এঁরা দুজনেই পেনড্রেক মার্কল-এর কথাটা বেশ মন দিয়ে শুনছিলেন। দুজনেই এঁর মতলবগুলি বেশ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, দুজনেই দেখেছিলেন এ পরিকল্পনায় রয়েছে তাঁদের দক্ষতা কাজে লাগাবার অসামান্য সম্ভাবনা।

স্যার বালবাস বললেন, 'এ যন্ত্রটি কি প্রকাশ করবে তা আমি জানি। যন্ত্রটি প্রকাশ করবে মঙ্গলগ্রহ থেকে এমন ভয়ংকর প্রাণীদের এই পৃথিবীর ওপর গুপ্ত আক্রমণ অভিযান, আমাদের যন্ত্র না থাকলে যাদের অদৃশ্য সেনা-বাহিনীর জয়লাভ নিশ্চিত। আমি আমার সবগুলো খবরের কাগজে এই ভীষণ বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলব। তাদের ভিতর লক্ষ লক্ষ লোক এই যন্ত্র কিনবে। স্যার থিওফিলাস এর ফলে যে অর্থ সম্পদের মালিক হবেন অত অর্থ কোন এক জনের হাতে কখনো সঞ্চিত হয়নি। আমার খবরের কাগজও অন্য সব কাগজের চাইতে বেশি বিক্রি হবে এবং এমন দিন শীগগিরই আসবে যখন আমার কাগজ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো কাগজই থাকবে না। এ অভিযানে বন্ধুবর পাবলিয়াসও কিছু কম যাবেন না। তিনি প্রত্যেকটি বড় বিজ্ঞাপনের জায়গা ঢেকে দেবেন সেই ভয়ংকর জীবগুলোর ছবি দিয়ে। ছবির তলায় লেখা থাকবে 'আপনি কি এদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সবকিছু হারাতে চান?' এছাড়াও সবগুলো বড় রাস্তার ধারে, স্টেশনে এবং আরো যেসব জায়গায় লোকেরা এ ধরণের জিনিষের দিকে তাকিয়ে দেখবার অবসর পাবে সেখানে তিনি ব্যবস্থা করবেন বিরাট বিরাট হরফের বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিতে। যাতে বলা হবে পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দ—তোমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে। জেগে ওঠ তোমরা, লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই মহাজাগতিক বিপদে ভীত হয়ো না। সাহসেরই জয় হবে। যেমন হয়ে এসেছে আদিমানব আদমের সময় থেকে। একটি ইনফ্রা রেডিওস্কোপ কিনে প্রস্তুত হও।'

এইখানে স্যার থিলফিলাস একটু বাধা দিলেন।

তিনি বললেন, পরিকল্পনাটি ভালো। এতে এমন একটি জিনিস বাকি রইল সেটি হচ্ছে মঙ্গল-গ্রহের বাসিন্দার এমন একটি ভয়ংকর ছবি, যা দেখে সত্যি-সত্যি আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আপনারা সবাই লেডি মিলিসেণ্টকে জানেন।

কিন্তু শুধু তাঁর কমনীয় গুণাবলীর সঙ্গেই আপনারা পরিচিত। তাঁর স্বামী-রূপে আমি তাঁর কল্পনার এমন কতকগুলো বৈচিত্র্যের কথা জানতে পেরেছি যা অধিকাংশ লোকের কাছে অজ্ঞাত। আপনারা জানেন জলরঙের ছবি আঁকতে তিনি সুপটু। তিনি মঙ্গলগ্রহবাসীর একটি জলরঙা ছবি আঁকুন, এবং তাঁর ছবির ফোটোগ্রাফি-ভিত্তি করেই আমাদের অভিযান চালু হোক।

অন্য সবাইকে প্রথমে একটু সন্দিহান দেখা গেল। লেডি মিলিসেণ্টকে তাঁরা দেখেছিলেন একজন কোমল স্বভাবের, হয়তো বা স্বল্প-বুদ্ধি মহিলা রূপে। এমন একটি ভয়ংকর অভিযানে অংশগ্রহণ করবার মতো মানুষ বলে তাঁকে ভাবতে পারেন নি। কিছুক্ষণ বিতর্কের পর ঠিক হল তাঁকে চেষ্টা করে দেখতে দেওয়া হবে, এবং তাঁর আঁকা ছবি মিঃ মার্কল যথেষ্ট ভয়ংকর বলে মনে করলে পর স্যার বালবাসকে জানানো হবে যে অভিযান শুরু করবার জন্য সব কিছু তৈরি।

এই মহা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক থেকে বাড়ি ফিরে স্যার থিওফিলাস সুন্দরী মিলিসেণ্টকে বোঝাতে বসলেন, তিনি কি চান, তিনি এই অভিযানের বিশদ বিবরণ তাঁর কাছে তুলে ধরলেন না। কারণ স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করে কোনো গোপন কথা বলতে নেই—এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শুধু বললেন, কতকগুলো ভয়ংকর চেহারার কাল্পনিক জীবের ছবি তিনি চান। ছবিগুলো তিনি ব্যবসায় যেভাবে কাজে লাগাবেন তা মিলিসেণ্টের পক্ষে বুঝতে পারা শক্ত হবে।

লেডি মিলিসেণ্ট ছিলেন বয়সে স্যার থিওফিলাস-এর চাইতে অনেক ছোট। পড়তি অবস্থার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে তিনি। তাঁর বাবা একজন দরিদ্র দশায় পতিত আর্ল ছিলেন, রাণী এলিজাবেথের যুগের একটি পল্লীভবনের মালিক। এই ভবনটির প্রতি গভীর আকর্ষণ তিনি পুরুষানুক্রমে চেয়েছিলেন। পূর্ব পুরুষদের এই ভিটা তিনি কোনো ধনী আর্জেন্টিনাবাসীর কাছে বেচে ফেলতে বাধ্য হবেন, অবস্থা অনেকটা এই রকম দাঁড়িয়েছিল এবং এই সম্ভাবনা ভেবে ভেবে ধীরে ধীরে তাঁর মন ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

মিলিসেণ্ট তাঁর বাবাকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবাসতেন। তিনি স্থির করলেন তাঁর বাবার জীবনের বাকী দিনগুলো যাতে বেশ শান্তিতে কাটে, সেই উদ্দেশ্যে নিজের চোখ-ধাঁধানো রূপ কাজে লাগাবেন। পুরুষমাত্রই রূপে মুগ্ধ হত। এই মুগ্ধ ভক্তদের ভেতর স্যার থিওফিলাস ছিলেন সেরা ধনী। মিলিসেণ্ট তাই তাঁকেই বেছে নিলেন। এই বেছে নেওয়ার শর্ত ছিল স্যার থিওফিলাস এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে মিলিসেণ্টের বাবা সবরকম আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। মিলিসেণ্ট স্যার থিওফিলাসকে অপছন্দ করতেন না, কারণ স্যার থিওফিলাস

তাঁকে দেখতেন সশ্রদ্ধ ভালোবাসার দৃষ্টিতে এবং তাঁর যে কোন খেয়াল মেটাতে কিন্তু স্যার থিওফিলাসকে ভালোবাসেন নি মিলিসেণ্ট। সত্যি কথা বলতে তখন পর্যন্ত কোনো পুরুষই তাঁর হৃদয়ে দোলা দেয়নি। স্যার থিওফিলাসের কাছ থেকে তিনি যা পেয়েছিলেন বা পেতেন তার বিনিময়ে তিনি যখনই সম্ভব তাঁর আদেশ মানা কর্তব্য বলে মনে করতেন।

একটি ভয়ঙ্কর জীবের জলরঙা ছবি এঁকে দেবার অনুরোধটি তাঁর একটু যেন কেমন কেমন মনে হল, কিন্তু তিনি স্যার থিওফিলাসের এমন অনেক কাণ্ডকারখানা দেখে দেখে অভ্যস্ত, যার মানে তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি এবং তাঁর ব্যবসাসংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলি বুঝবার জন্যেও তাঁর চিন্তা ছিল না। মিলিসেণ্ট সুতরাং কাজে লেগে গেলেন। স্যার থিওফিলাস তাঁকে এই পর্যন্ত বলেছিলেন যে, ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে কি দেখতে পাওয়া যাবে তাই দেখবার জন্য ঐ ছবিটি দরকার। কয়েকবার চেষ্টা করেও যখন কোনো ছবি নিজেরই পছন্দ হল না, মিলিসেণ্ট তখন একটি জীবের ছবি আঁকলেন, যার দেহ অনেকটা গোবরে পোকার মতো কিন্তু উচ্চতা ছয় ফুট। সাতটি পা লোমে ভরা। মুখ মানুষের মতো, মাথা ভরা টাক, দৃষ্টি কট-মটে, আর দাঁতগুলো বিশ্রী হাসির ভঙ্গিতে বার করা। দুটি ছবি আঁকলেন তিনি। প্রথমটিতে আঁকলেন একটি লোক ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই জীবটিকে দেখেছে, দ্বিতীয়টিতে আঁকলেন ঐ লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে যন্ত্রটিকে হাত থেকে ফেলে দিয়েছে, এবং লোকটি তাকে দেখে ফেলেছে বুঝতে পেরে সেই ভয়ঙ্কর জীবটি তার সাত নম্বর পায়ের ওপর সোজা হয় দাঁড়িয়ে বাকি ছটি লোমশ পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে লোকটির শ্বাসরোধ করে ফেলেছে। স্যার থিওফিলাসের আদেশে তিনি এই ছবি দুটি মিঃ মার্কলকে দেখালেন। মিঃ মার্কল ছবি দুটিকে প্রয়োজনের উপযোগী বলে গ্রহণ করলেন, এবং তিনি বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই লেডি মিলিসেণ্ট টেলিফোনে স্যার বালবাসকে সেই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি জানিয়ে দিলেন।

তিন

স্যার বালবাসের কাছে এই খবরটি যেইমাত্র পৌঁছল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গুপ্ত গোষ্ঠীর পরিচালনাধীন বিরাট ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেল। স্যার থিওফিলাস পৃথিবীর সর্বত্র অসংখ্য কারখানায় ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ যন্ত্রটির উৎপাদন শুরু করিয়ে দিলেন। যন্ত্রটি ছোট তাতে অনেকগুলো চাকা ঘরঘর আওয়াজ করত, কিন্তু ঐ যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো

কিছুই দেখার সাহায্য হত না। স্যার বালবাস বিজ্ঞানের বিস্ময় সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ দিয়ে তাঁর খবরের কাগজগুলো ভরে ফেললেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধে ইঙ্গিত রইল ইনফ্রা রেডিওস্কোপ সম্পর্কে। ওদের ভেতর কতকগুলো প্রবন্ধে বিজ্ঞান জগতের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি বিজ্ঞানের কিছু কিছু খাঁটি তথ্য পরিবেশন করলেন। অন্য প্রবন্ধগুলোতে ছিল কল্পনার বিস্তার। স্যার পাবলিয়াস প্রাচীর-পত্রে সর্বত্র বাণী ছড়ালেন, 'ইনফ্রা রেডিওস্কোপ আসিতেছে। পৃথিবীর অদৃশ্য বিস্ময় প্রত্যক্ষ . করুন। এবং ইনফ্রা রেডিওস্কোপ কি? ফ্রুটিগারের সংবাদপত্রগুলি আপনাকে বলিয়া দিবে। বিচিত্র জ্ঞানলাভের এই সুযোগ হারাইবেন না।'

অনেকগুলো ইনফ্রা রেডিওস্কোপ নির্মিত হল। তারপর লেডি মিলিসেণ্ট জন সমক্ষে এই সংবাদ প্রচার করলেন যে তাঁর শয়নকক্ষে ঐ অদ্ভুত প্রকৃতির যন্ত্রটি রেখে তিনি বিচিত্র বিভীষিকার স্বাদ আস্বাদন করেছেন।

লেডি মিলিসেণ্টের অদ্ভুত বক্তব্য শুনে হাজির হলেন স্যার বালবাসের কর্তৃত্বাধীনে প্রত্তিটি সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা। সংবাদ পরিবেশনে এমন রোমহর্ষক উত্তেজনার ছোঁয়া দেওয়া হল যে অন্যান্য কাগজের প্রতিনিধিদের ছুটে আসতে হল। স্বামীর পরামর্শ অনুসারে লেডী ধীরে ধীরে সীমাহীন বিভীষিকার ভান করে এমন কথা বললেন যা গোপন সংগঠনের সাহায্য করলো।

জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কয়েকজন নির্বাচিত বিদগ্ধ মানুষকে একটি করে ইনফ্রা রেডিওস্কোপ উপহার দেওয়া হল। স্যার থিওফিলাস তাঁর গোপন কর্মচারীদের মাধ্যমে এই সংবাদ পেয়েছিলেন যে ওঁরা অত্যন্ত অর্থনৈতিক দুরাবস্থার মধ্যে আছেন। থিওফিলাসের নির্দেশে ওদেরকে এক হাজার পাউণ্ড করে দেওয়া হল। এবং জানানো হলো যে ঐ ভয়ঙ্কর প্রাণীদের অবলোকন করতে হলে যন্ত্রটির সাহায্য নিতেই হবে।

স্যার পাবলিয়াসের বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান সর্বত্র প্রকাশ করলো লেডি মিলিসেণ্টের আঁকা চিত্র দুটি। সেই সঙ্গে শোনানো হলো এই বাণী—

সাবধান! আপনার ইনফ্রা রেডিওস্কোপ যন্ত্রটি কখনও হাত থেকে ফেলে দেবেন না। কেননা এই যন্ত্র রক্ষা করে আপনি যাকিছু গুপ্ততাকে প্রত্যক্ষ করুন।

কিছুদিনের মধ্যে ইনফ্রা রেডিওস্কোপের চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে গেল। এবং পৃথিবী জুড়ে সৃষ্টি হল অজানা সেই আতঙ্ক।

পেনড্রেক মার্কল একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। সেটি শুধুমাত্র তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত হত। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত হল যে ঐ অদ্ভুত দর্শন

প্রাণীদের আবির্ভাব হয়েছে রহস্যমাখা মঙ্গলগ্রহ থেকে।

সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজ পেনড্রেক মার্কলের অবিসংবাদিত খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হলেন। কিন্তু তাঁর এক অত্যন্ত সাহসী প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটি এমন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যাতে ঐ জীবনের মনের কথা ধরা যায়। তিনি প্রচার করলেন যে মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীরা পৃথিবী থেকে মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার পরিকল্পনা করেছে, এরা হল তারই অগ্রগামী দল। গোড়ার দিকে যাঁরা ঐ যন্ত্রটি কেনেন তাঁদের কাছ থেকে ওই অভিযোগ শোনা যায় যে ওটির মধ্য দিয়ে কিছুই দৃশ্যমান হচ্ছে না। বিক্ষুব্ধদের মন্তব্য স্যার বালবাসের পরিচালিত কোন কাগজেই প্রকাশিত হল না। তার ফলে সীমাহীন আতঙ্ক এসে গ্রাস করলো সমস্ত পৃথিবীকে এবং যদি কোন মানুষ এই কথা বলতেন যে তিনি মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাকে অবলোকন করেন নি তাহলে নির্দ্বিধায় ধরে নেওয়া হত যে তিনি হলেন বিশ্বাসঘাতক অথবা মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত শত্রুদের সাহায্যকারী।

এই ধরনের কয়েক হাজার বিশ্বাসঘাতককে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হল। ক্রুদ্ধ জনতার হাতে তাঁদের লাঞ্ছনার কাহিনী শুনে বাকি সবাই ভাবলেন যে নীরব থাকাটাই শ্রেয়। কিন্তু এরও ব্যতিক্রম ছিল। কয়েকজন সামান্য প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে। তাদেরকে করা হলো কারারুদ্ধ।

আতংক এসে গ্রাস করেছে গোটা পৃথিবীকে। যাঁরা ছিলেন নিরীহ তাঁরা হলেন সন্দেহভাজন। অসাবধানী মুহূর্তে যদি কেউ নিশীথরাত্রের আকাশে দৃশ্যমান মঙ্গলগ্রহের সৌন্দর্যকে ভাল বলতেন, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি বর্ষিত হত কটুবাক্য। যেসব জ্যোতির্বিজ্ঞানী মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন তাঁদের সকলকে করা হল গৃহবন্দী। মঙ্গলগ্রহে জীবন নেই বলে যাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেইসব চিন্তানায়কদের ওপর নেমে এলো দীর্ঘকালীন কারাদণ্ডের শাস্তি!

কিন্তু কিছু মানুষ তখনো মঙ্গল গ্রহের প্রতি তাঁদের সখ্যতার মনোভাব ছাড়তে পারেন নি। আতংকের প্রথম যুগে তাঁরা রয়ে গেলেন ঐ গ্রহের বন্ধু। আবিশিনিয়ার সম্রাট ঘোষণা করলেন যে ছবিটি যত্ন সহকারে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাদের সঙ্গে জরডা সিংহের সাদৃশ্য আছে। কাজেই তারা শত্রু হতে পারে না।

তিব্বতের অধিবাসীরা মন্তব্য করলেন সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা অতিথি হলেন একজন মহাজ্ঞানী বোধিসত্ত্ব। তিনি ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছেন নৃশংস চীনাদের হাত থেকে উদ্ধার করতে।

পেরুদেশের ইণ্ডিয়ানরা পুনরায় সূর্যদেবতার উপাসনা চালু করতে চাইলেন। কেননা তাদের মত হল, মঙ্গলগ্রহ সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। তাই তাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। তাঁদেরকে শোনানো হল যে মঙ্গলের অধিবাসীরা ঘাতক এবং হত্যাকারী। তাঁরা তর্ক করলেন এই বলে যে, সূর্য উপাসনার অন্যতম অংশ হল নরহত্যা। সুতরাং মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা প্রকৃত সূর্য উপাসকদের বিরক্তির কারণ হতে পারে না।

বিদ্রোহীরা ঘোষণা করলেন, মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত প্রাণীর দল পৃথিবীর বর্তমান শাসন ব্যবস্থা অবলোকন করবে। সুতরাং তারা বহন করবে সুবর্ণযুগ। অতএব পৃথিবীর মানুষদের উচিত দ্বিধাহীন চিত্তে নিঃশঙ্ক মনে মহান অতিথিদের অভিবাদন করা।

শান্তিবাদীদের মত হল ওদের সম্মুখীন হতে হবে অনন্ত ভালবাসা নিয়ে। যদি প্রেম হয় মহান এবং তার মধ্যে নিহিত থাকে শত্রু জয়ের অস্ত্র, তাহলে সেই প্রেম ওদের মুখ থেকে মুছে দেবে কুৎসিত ভঙ্গিমা, ওদের মুখ পরিপূর্ণ হবে পবিত্র নির্মল হাসিতে।

এইসব বিভিন্ন দলের লোকেরা সামান্য কিছুদিনের জন্য নিরাপদে রইলেন বটে কিন্তু তাঁদের শোচনীয় অবস্থা আসতে বেশী দেরী হল না। যখন সাম্যবাদী জগৎকে মঙ্গল বিরোধী অভিযানের মধ্যে নেওয়া হল তখন শুরু হলো তাদের অপমানের পালা। গোপন সংগঠন কৃত্তিত্বের সঙ্গে এই ঘটনাকে সম্ভব করলেন। এঁরা প্রথমে পশ্চিম জগতের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। এঁরা সোভিয়েত সরকারের প্রতি সখ্যতা সম্পন্ন মনোভাব পোষণ করতেন বলে জানা ছিল। এঁদের কাছে গিয়ে পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য বলা হল। বলা হল যে, মঙ্গলগ্রহ বাসীদের আতঙ্ক প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে গড়ে তুলবে সখ্যতার বাঁধন।

তাছাড়া এঁরা সাম্যবাদে বিশ্বাসী ঐসব বিজ্ঞানীদের এই সত্যটা বোঝাতে সমর্থ হলেন যে যদি পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের সংগ্রাম শুরু হয়, তাহলে পূর্বাচলের পরাজয়ের সম্ভাবনা প্রবল। এইসব দিক বিবেচনা করলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে উদ্ভাবিত যেকোন প্রচেষ্টাকে কমিউনিস্টদের স্বাগত জানানো উচিত। এঁরা আরো বললেন যে, যদি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের প্রতিটি দেশের শাসকগণ স্থির ভাবে বিশ্বাস করেন যে মঙ্গলগ্রহীরা অচিরেই পৃথিবী আক্রমণ করবে, তাহলে তাদের সম্পর্কে সীমাহীন ভীতি প্রতিষ্ঠা করবে মহামিলন।

সাম্যবাদে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকরা এইসব যুক্তি শ্রবণ করে অনিচ্ছা সত্বেও মত দিলেন। কেননা তাঁরা বাস্তবতাকে যেকোন মূল্যে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী

ছিলেন। এর চেয়ে বেশী বাস্তব আর কিছু আছে কি। তাছাড়া বস্তু কেন্দ্রিক যন্ত্রবাদ যা কামনা করে, এ হলো তারই সমাবেশ।
এই কারণে তাঁরা সম্মত হলেন যে সোভিয়েত সরকারের কাছে আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত হবেন। শুধু তাই নয়, সোভিয়েত সরকারকে তার নিজের কারণেই তাঁরা ঘৃণিত ব্যবসায়ীদের দ্বারা তাদের পুঁজিবাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সাজানো ঐ কল্পনাকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য করবেন। এর ফলে পক্ষান্তরে লাভ হবে গোটা মানব সমাজের। কেননা একদিন না একদিন ঐ মিথ্যার আবরণ যাবে ছিঁড়ে, সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর মানুষ আকর্ষিত হবে সোভিয়েত সরকারের প্রতি।
এই যুক্তিকে বিশ্বাস করে তাঁরা মস্কোর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন কয়েকটি গোপন অথবা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। তাঁরা বললেন যে মানবজাতি ধ্বংস হতে চলেছে এবং আপাততঃ যাদের ত্রাণকর্তা বলে মনে হচ্ছে সেই মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীরা হলো প্রকৃতপক্ষে নির্মম হন্তারক। তাদের ঐ মতামত অনুধাবন করার পর মস্কো শেষ অবধি মঙ্গলগ্রহ বিরোধী অভিযানে পশ্চিমী দেশগুলির সাথী হল।
তারপর থেকে আবিশিনিয়া, তিব্বত এবং পেরু প্রদেশের নৈরাজ্যবাদীরা ও শান্তিবাদীরা আর নির্বিঘ্নে থাকতে পারলেন না। তাঁদের ওপর নানা অত্যাচার শুরু হলো। অনেকে আগেকার মত ত্যাগ করলেন। অনেকের কাঁধে চাপানো হলো বাধ্যতামূলক পরিশ্রমের বোঝা। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যে এমন একজনও রইলেন না যিনি মঙ্গলগ্রহীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেন।
মানুষের মনে আতঙ্ক ক্রমশঃ বিস্তারিত হতে থাকে। তাঁরা শুধু মঙ্গলগ্রহ বাসীদের প্রতি ভয় পেয়েছেন তাই নয়, তাঁরা ভয় পেলেন বিশ্বাসঘাতকদের ওপর। নতুন প্রচার শুরু হলো। বলা হল যে অন্যান্য গ্রহের বাসিন্দা থেকে পৃথিবীর মানুষদের পৃথক করে বোঝাবার জন্যে একটি নতুন শব্দ আনতে হবে। যাতে পৃথিবীর মানুষদের সবকটি বোধকে ধরে রাখা যায়।
এতদিন ধরে প্রচলিত "পার্থিব" শব্দটিকে আর গ্রহণ করা হল না। মর্ত শব্দটিও যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করা হল না। স্বর্গীয় অথবা জাগতিক শব্দ দুটিকে বাতিল করা হল তাদের দুর্বলতার জন্যে। অবশেষে অনেক আলোচনার পর নতুন একটি শব্দ গৃহীত হল। এ ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখালেন দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা।
মূলতঃ তাঁদের প্রচেষ্টায় নতুন শব্দটি উদ্ভাবিত হল। 'টেলুরীয়' শব্দটিকে অধিকাংশ

সদস্য সম্মতি জানালেন। যুক্ত জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল যে অটেলুরীয় কাজকর্মকে প্রতিহত করা হবে। এই সংঘ এক কমিটি স্থাপন করল, যারা ঐ ব্যাপারে সর্তক দৃষ্টি রাখবে। সেই কমিটি সারা পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। স্থির করা হল যে জাতিপুঞ্জের অধিবেশন বছরের সবসময় সংঘটিত হবে। যতদিন না ঐ সঙ্কট কেটে যাচ্ছে, ততদিন অধিবেশন চালু থাকবে এবং সেখানে সভাপতিত্ব করবেন একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

সভাপতিকে নিযুক্ত করা হল প্রবীণ রাজনীতিবিদদের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে। তিনি অজস্র অর্থ, মহান মর্যাদা, বিরাট অভিজ্ঞতা দ্বারা সুসজ্জিত। দলগত দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং বিগত দুটি মহাযুদ্ধের জ্ঞানে তিনি আরও ভয়ার্ত একটি যুদ্ধের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন।

কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রথম দিনের ভাষণে তিনি বলেন—

বন্ধুগণ, পৃথিবীর অধিবাসীগণ, টেলুরীয়গণ, আমি জানি আপনারা আজ আগের চেয়ে অনেক বেশী ঐক্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমি আপনাদের কাছে কিছু বলতে চাই। আমি কিন্তু পৃথিবীব্যাপী শান্তি বজায় রাখার স্বপক্ষে সওয়াল করবার জন্যে এখানে আসিনি। আমি এসেছি তার চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারী একটি বিষয়ের ওপর আপনাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে।

বিষয়টি হল এই যে, পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত হতে চলেছে আমাদের সহস্র বছরের সযত্নে পালিত এবং নব নব আবিষ্কারে গৌরবান্বিত মানব জাতির অস্তিত্ব, মূল্যবোধ, সুখদুঃখ এবং আনন্দ বেদনা। আমি ঘোষণা করছি যে আমরা মহাশূন্যের পথে ভেসে আসা এক অজ্ঞাত প্রাণীদের আক্রমণ থেকে মানবসত্তাকে রক্ষা করবো। এই প্রসঙ্গে আমি কৃতী বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি আমাদের অভিনন্দন। কেননা তাঁরাই ঐ অজ্ঞাত শয়তানদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং ইনফ্রা রেডিওস্কোপের সাহায্যে আমাদের চোখের সামনে এনে দিয়েছেন সেই অদ্ভুত ভংকর এবং ঘৃণিত প্রাণীগুলিকে। যারা আমাদের আশেপাশে হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে বেড়ায় কিন্তু ঐ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া খালিচোখে তাদের দেখা যায় না।

ওরা শুধু ঘুরেই বেড়ায় না, আমাদের ভেতর সংক্রামিত করে দূষিত পদার্থ। আমাদের কল্পনাশক্তিকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে, চিন্তাধারাকে করে বিষাক্ত, যার ফলে আমাদের নৈতিক জীবনের ভীত্তি যাবে ধ্বংস হয়ে এবং আমরা পরিণত হব পশুর চেয়েও ঘৃণিত জীবে। কেননা আমাদের পশুরাও টেলুরীয় বলে কিছুটা গৌরব পাবার যোগ্য। ওরা আমাদের নামিয়ে দেবে মঙ্গলগ্রহীদের

স্তরে। এর চেয়ে শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না।

এই পৃথিবীকে আমরা সবাই ভালবাসি। এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করে এবং এই পৃথিবীর মধ্যে আমরা হাজার হাজার বছর কাটিয়েছি জীবনকে ভালোবেসে। আমাদের কোন ভাষাতেই মঙ্গলগ্রহর চাইতে জঘন্য আর কুৎসিত শব্দ নেই! আপনারা ধীর মনে চিন্তা করুন যে এমন ঘটনা ঘটতে দিলে মানবসমাজের কি অবস্থা হবে।

আশা করি, বক্তব্য বিষয়ের সম্যক গুরুত্ব আপনারা দ্বিধাহীন চিত্তে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে আমি আপনাদের আহ্বান করছি যে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অংশ গ্রহণ করুন। এই মহাসংগ্রাম আমাদের পৃথিবীর মূল্যবান সবকিছুকে রক্ষা করবে, ভীন গ্রহীদের গোপন কৌশল দ্বারা পরিচিত শিহরিত আক্রমণের হাত থেকে। মঙ্গলগ্রহীদের সম্পর্কে আমাদের একটিমাত্র বক্তব্য আছে—তারা যেখান থেকে এসেছে সেখানেই যেন ফিরে যায়।

তাঁর বক্তব্য শেষ হল। তারপর শুরু হল সহর্ষ অভিবাদনের করতালি। পাঁচ মিনিট ধরে আর কিছু শোনা গেল না। অবশেষে উত্তেজনা শান্ত হল। করতালির শব্দ থেমে গেলে, উঠে দাঁড়ালেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি। এবার তিনি ভাষণ দেবেন।

তিনি বলতে শুরু করলেন—

পৃথিবীর সমস্ত নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলছি, আজ আমরা সবাই বাধ্য হয়েছি সেই জঘন্য গ্রহটি সম্পর্কে সমালোচনা করতে। আমরা ষড়যন্ত্র প্রণোদিত কুচক্রের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে ধৈর্যসহকারে সংগ্রাম করবো।

এই প্রসঙ্গে অজ্ঞাত রহস্যময় ঐ গ্রহটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। আমরা সবাই জানি যে মঙ্গলগ্রহের মাথায় কয়েকটি অদ্ভুত সোজা দাগ আছে। যেগুলোকে সাধারণভাবে বলা হয় মঙ্গলগ্রহের খাল। কিন্তু যে কোন অর্থনীতির ছাত্রের কাছে এটা নিশ্চয় জলের মতো পরিষ্কার যে, এই খালগুলো সামগ্রিক শাসনের ফল। সর্বগ্রাসী সামগ্রিক শাসন চালু না থাকলে মঙ্গলগ্রহে অতগুলো খাল তৈরী হতে পারত না। সুতরাং আমাদের অধিকার আছে, উচ্চতম বিজ্ঞানের প্রমাণ অনুসারে আমরা বিশ্বাস করতে পারি এই আক্রমণকারীরা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকেই গ্রাস করবে না, আরও ধ্বংস করে ফেলবে সেই জীবনধারা যা আমাদের পূর্বপুরুষেরা চালু করে গেছেন প্রায় দুশো বছর আগে। সেই জীবনধারাই এতদিন আমাদের বেঁধে রেখেছে ঐক্যবন্ধনে। মনে হচ্ছে সেই ঐক্য ধ্বংস করে দিতেই এগিয়ে আসছে একটি শক্তি যে শক্তির নাম উল্লেখ করা এ সময়ে সুবুদ্ধির হবে না। হতে পারে

মহাবিশ্বের জীবনের বিবর্তনে মানুষ একটা অস্থায়ী স্তর মাত্র! কিন্তু একটি নিয়ম আছে যা মহাবিশ্ব সর্বদাই মানবে, সেটি ঐশ্বরিক নিয়ম। যে নিয়মটি হচ্ছে চিরন্তন অগ্রগতি। পৃথিবীর সহ-নাগরিকগণ, এই নিয়মটির রক্ষাকবচ হচ্ছে কর্মপ্রচেষ্টার স্বাধীনতা, যে অমর ঐতিহ্য পাশ্চাত্যই দিয়েছে মানুষকে। যে লাল গ্রহটি এখন আমাদের মহা অকল্যাণ করতে উদ্যত তাতে এই কর্ম প্রচেষ্টার স্বাধীনতা বহু আগেই লোপ পেয়েছে নিশ্চয়। কারণ সেখানে যে খালগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো আজকের জিনিস নয়। শুধু মানুষের নামে নয়, কর্মপ্রচেষ্টার স্বাধীনতার নামেও আমি এই সভাকে আহ্বান জানাচ্ছি তার শ্রেষ্ঠ দান দিতে, সকল দুঃখ স্বীকার, এতটুকু কার্পণ্য না করে স্বার্থের কথা মোটেই না চিন্তা করে, নিশ্চিত আশা বুকে নিয়েই আমি এই আবেদন জানাচ্ছি—এখানে সম্মিলিত অন্য যে-যে জাতির প্রতিনিধি রয়েছেন তাদের সকলের কাছে।

ঐক্যের বাণী যে শুধু পাশ্চাত্যের তরফ থেকেই ধ্বনিত হল তা নয়। যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বসে পড়বার পরেই ভাষণ দিতে উঠলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি মিঃ গ্রোলোভস্কি। তিনি বললেন:

সময় এসেছে সংগ্রাম করবার, বক্তৃতা দেবার নয়! আমি যদি বক্তৃতা দিই তাহলে এইমাত্র যে ভাষন শুনলাম তার অনেক জিনিসই উড়িয়ে দিতে পারি। জ্যোতির্বিদ্যা হচ্ছে রাশিয়ার বিদ্যা। অন্যান্য দেশের অল্প কিছু লোক এ বিষয়ে একটু-আধটু চর্চা করেছে বটে, কিন্তু সোভিয়েত পণ্ডিতরা দেখিয়ে দিয়েছেন তাদের জ্ঞান কত ফাঁকা, পরের থেকে ধার করা। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে, যার নাম মুখে আনতেও ঘৃণা হয়, সেই জঘন্য গ্রহের খালগুলো সম্বন্ধে যে কথা হল। মহান জ্যোতির্বিদ লুকুপকি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছেন যে ঐ খালগুলো তৈরী হয়েছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, এবং তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে প্রতিযোগিতার ফলে। কিন্তু এসব আলোচনার সময় এখন নয়। এখন হচ্ছে কাজের সময়। তারপর যখন বাইরের এই আক্রমণ প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে তখন দেখা যাবে সমস্ত পৃথিবী এক হয়ে গেছে। এবং এই যুদ্ধের প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্য দিয়ে আমাদের ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অনিবার্য ভাবে সামগ্রিক শাসন হয়েছে বিশ্বব্যাপী।

এ সময়ে অনেকের মনে ভয় হল বৃহৎ শক্তিগুলোর ভেতর এই নবলব্ধ ঐক্য এই ধরণের বিতর্কের ধাক্কায় টিকবে কি না! ভারত, প্যারাগুয়ে এবং আইসল্যাণ্ড এই অশান্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করলেন, অবশেষে অ্যাসডোরার গণতন্ত্রের প্রতিনিধির মিষ্টি কথায় সভার সদস্যরা মুখের চেহারার যে ঐক্য এবং সম্প্রীতির উজ্জ্বলতা নিয়ে বিদায় নিলেন, তার মূলে ছিল পরস্পরের ভাবাবেগ

সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সভা ভাঙবার আগে সমবেতভাবে ঘোষিত হল বিশ্বশান্তি এবং এই গ্রহের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাদলের একীকরণ। এই আশা পোষণ করা হল যে এই একীকরণের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হয়তো মঙ্গলগ্রহীদের প্রধান আক্রমণ শুরু হবে না। কিন্তু তার আগে সমস্ত প্রস্তুতি এবং সম্প্রীতি সত্ত্বেও বাইরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে ভয় জেগে রইল সবার মনেই—এ ভয় থেকে মুক্ত রইলেন শুধু সেই গোষ্ঠীর কয়েকজন এবং সহযোগীরা।

চার

ঐ সর্বগ্রাসী উন্মাদনা এবং বিস্তৃত ভয়ের পরিবেশের মধ্যে কয়েক জনের মনে সন্দেহ ছিল। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে কেউ প্রকাশ্যে বিরোধীতা করার চেষ্টা করেন নি। রাষ্ট্রপুঞ্জের শাসকদের সদস্যরা জানতেন যে কেউ মঙ্গলগ্রহের ঐ ভয়ঙ্কর জীবকে চাক্ষুষ দেখেন নি। সেই সংবাদ জানা ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত সচিবদেরও। কিন্তু আতঙ্ক যখন বাতাসকে গ্রাস করেছে, তখন তাঁরা আর সন্দেহ প্রকাশে সাহসী হলেন না। কেননা অবিশ্বাসী হলেই পদচ্যুতি ঘটতে পারে। শুধু তাই নয়, উন্মত্ত জনতার হাতে প্রাণ বিসর্জনের সম্ভাবনাও ছিল।

স্যার থিওফিলাস, স্যার বালথাস এবং স্যার পাবলিয়াসের বিরুদ্ধবাদীরা সঙ্গত কারণেই তাঁদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। এবং তাঁরা সর্বদা অন্তরে এই ধারণা গ্রহণ করতেন যে সামান্যতম সুযোগ এলেই ওদেরকে অবদমিত করা হবে।

আগে সংবাদপত্রের জগতে ডেলি লাইটনিং এবং ডেলি থাণ্ডার প্রায় সমান সমান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু ঐ আতঙ্ক প্রচারের অভিযানে ঠিক মত দক্ষতা দেখাতে না পারায় ডেলি থাণ্ডারের চিৎকার আর্তনাদে পর্যবসিত হল।

ঐ কাগজের সম্পাদক বিচক্ষণ মানুষ। তিনি অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে প্রচণ্ড রেগে গেলেন। কিন্তু বাস্তবকে স্বীকার করে ধৈর্য্য হারালেন না। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জনগণের মতের বিরুদ্ধে যাওয়া মূর্খের কাজ। বিশেষ করে যতদিন তার প্রবল প্রতিপত্তি বজায় থাকে।

যে বিজ্ঞানীরা পেনড্রেক মার্কলের বিরোধিতা করতেন, তাঁরা যখন দেখলেন যে তাঁকে নিয়ে অস্বাভাবিক বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে এবং অন্যায়ভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে তিনি নাকি সর্বযুগের এবং সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তখন তাঁরা

ধৈর্য বজায় রাখতে পারলেন না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইনফ্রা রেডিওস্কোপ যন্ত্রটি খুলে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝেছিলেন যে ওটি আসলে একটি প্রতারণা মাত্র। কিন্তু নিজেদের সম্মান ও জীবন বাঁচাবার তাগিদে ত াঁরা প্রতিবাদ করলেন না।

টমাস শভেলপেনি নামে এক বেপরোয়া-প্রকৃতির যুবক অত সব চিন্তার মধ্যে গেলেন না। ইংরেজ পাড়ার লোকেরা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখত। কেননা তাঁর পিতামহ ছিলেন জার্মান, নাম ছিল তাঁর শিমেলফেনিগ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি নাম পরিবর্তন করেন।

স্বভাবে টমাস শভেলপেনি ছিলেন শান্ত। জটিল ব্যাপারে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, রাজনীতি অথবা অর্থনীতি বিষয়ে ছিল না কোন দক্ষতা। তিনি শুধুমাত্র পদার্থ বিজ্ঞানে কৃতিত্ব অর্জন করেন।

ইনফ্রা রেডিওস্কোপ যন্ত্র কেনবার মত যথেষ্ট অর্থ তাঁর ছিল না। তাই সেটি যে নিছক একটা প্রতারণা, তা জানবার কোন সুযোগ পেলেন না। যাঁরা সেই তথ্যটা জানতেন ত াঁরাও সেটি প্রকাশ করতে পারতেন না। এমন কি অন্তরঙ্গ মদ্যপানের আসরেও এ বিষয়ে তাঁদের মুখ থেকে একটি কথাও নির্গত হত না।

কিন্তু বিভিন্ন মানুষের মুখ থেকে মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীদের বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা শুনে ত াঁর মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন এসে ভিড় করলো। সরল মন নিয়ে তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না যে এইসব ধাঁধাঁ সৃষ্টি করে কি লাভ হবে। ক্রমশঃই তিনি এ ব্যাপারে সন্দেহ পরায়ণ হয়ে উঠতে লাগলেন। তিনি নিজে ছিলেন অত্যন্ত সরল এবং সৎ স্বভাবের, কিন্তু তাঁর এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ও চতুর মনের বন্ধু ছিল, যে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মত যুবকের সুহৃদ হবার যোগ্যতা পেতে পারে না।

ঐ বন্ধুটির নাম ছিল ভেরিটি হগ পনকাস। ভেরিটি প্রায় সবসময় নেশা করত এবং সাধারণ পানশালার বাইরে তাকে বিশেষ কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। সে বাস করতো লণ্ডন শহরের বুকে অবস্থিত একটি নোংরা কদর্য বস্তিতে! বলা যেতে পারে সে ওখানে রাত্রি যাপন করতো মাত্র। সেই সংবাদটিও কাউকে শোনাতে চাইতো না। সাংবাদিকতায় অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিল সে।

যখনই তার অর্থে টান পড়তো তখনই সে সাময়িক ভাবে মদ্যপান বন্ধ রেখে স্বাভাবিক মনে কলম হাতে বসতো এবং অসাধারণ হাস্যরসে পরিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে পাঠক সমাজকে চমকিত করে দিত। সে জানতো যেকোন ধরনের কাগজে তার লেখা ছাপা হতে পারে। সে বেছে বেছে ঐসব

কাগজে লেখা পাঠিয়ে দিত। অবশ্য একটু উঁচু ধরনের কাগজে তার প্রবন্ধ স্থান পেত না।

এর কারণ ছিল, প্রতিষ্ঠিত এবং অভিজাত কাগজের সম্পাদকরা সাধারণতঃ প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিপক্ষে কথা বলার মত সাহসিকতা অর্জনে অক্ষম। ভেরিটি প্রতিটি লেখায় সমাজের বিরুদ্ধে আক্রমণ করত। সে ধাপ্পাবাজিকে ছেড়ে কথা কইত না। রাজনীতি-জগতের নিচুতলার সব খবরই তার জানা ছিল, কিন্তু তার এই জানাকে কিকরে নিজের পক্ষে লাভজনক করা যায় সেটা তার জানা ছিল না।

পর পর অনেক চাকরিই সে পেয়েছিল। কিন্তু একটিও রাখতে পারে নি। প্রতি বারই তার মনিবরা টের পেয়েছিলেন তাঁরা গোপন রাখতে চান এমন অনেক অসুবিধাজনক গুপ্তকথা সে জানতে পেরেছে, এবং টের পেয়েই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধির অভাবেই হোক, বা কিছুটা নীতিজ্ঞান অবশিষ্ট থাকার জন্যই হোক, গোপন কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে এঁদের বা অপর কারও কাছ থেকে একটি কানাকড়িও আদায় করবার চেষ্টা সে কখনো করে নি। তার জানা গুপ্তকথা নিজের লাভের জন্য ব্যবহার না করলে সে সস্তা মদের আড্ডায় যেকোন সদ্য পরিচিত লোকের সঙ্গে পান করতে করতে সেগুলো একটু একটু করে ছাড়ত।

ধাঁধাঁয় পড়ে শভেলপেনি এরই সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বললেন, আমার মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটাই ধাপ্পাবাজি, কিন্তু বুঝতে পারছি না এই ধাপ্পার পদ্ধতিটা কি, আর উদ্দেশ্যই বা কি? লোকে কি কি জিনিস গোপন রাখতে চায় এবিষয়ে তো তোমার জ্ঞান প্রচুর। কি ব্যাপার চলেছে, তুমি হয়তো আমাকে তা বুঝতে সাহায্য করতে পারবে।

হগ-পনকাস ব্যঙ্গমিশ্রিত তাচ্ছিল্যের চোখে লক্ষ্য করে আসছিল, কি করে জনসাধারণের আতঙ্কের হিড়িক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্যার থিওফিলাসের ঐশ্বর্যও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শভেলপেনির কথা শুনে সে খুশি হয়ে উঠল। বলল, ঠিক তোমাকেই আমার দরকার। ব্যাপারটা আগাগোড়া ধাপ্পা, এতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রেখো ওকথা বলা নিরাপদ নয়। তুমি বিজ্ঞান যতটা জানো আর আমি রাজনীতির যতটুকু জানি, তাই মিলিয়ে আমরা হয়তো এ রহস্য ভেদ করতে পারব। কিন্তু যেহেতু কথা বলা বিপজ্জনক, এবং পেয়ালায় চুমুক দিলেই আমার মুখে খই ফোটা শুরু হয়ে যায়, তোমার দরকার হবে আমাকে তোমার ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা। তা, তুমি যদি ঘরে আমার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মদ রেখে দাও তাহলে আমার এই অস্থায়ী কারাবাস আমি সহজেই সয়ে নিতে পারব।

প্রস্তাবটা শভেলপেনির মনঃপুত হল কিন্তু তাঁর পকেটের অবস্থা ভালো ছিল না। হগ পনকাসকে হয়তো বেশ কিছুদিন রাখতে হবে, তার এতদিনের মদ তিনি জোগাবেন কি করে? যাইহোক, হগ-পনকাস বরাবরই যে সমাজের নিচু তলায় ছিল তা নয়, এককালে লেডি মিলিসেণ্টের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। দুজনেরই তখন বাল্যকাল। দশ বছর বয়সে লেডি মিলিসেণ্টের কি কি গুণ ছিল, সে সম্বন্ধে একটি বেশ জ'াকালো প্রবন্ধ লিখে সে একটি ফ্যাশন সম্পর্কিত সাময়িক পত্রে ভালো দামে বিক্রি করল। ভেবে দেখা গেল এই টাকার সঙ্গে স্কুলের শিক্ষকরূপে শভেলপেনির বেতন যোগ করে যে টাকা হবে, তা থেকেই এই কিছু-দিনের মদের খরচ চলে যাবে।

তখন থেকেই হগ-পনকাস বেশ মনোযোগ দিয়ে অনুসন্ধানকার্যে লেগে গেল। অভিযানটা যে 'ডেলি লাইটনিং' থেকেই শুরু হয়েছিল সেটা তো পরিষ্কার বোঝাই গেল। নানা জনের নানা খবর হগ-পনকাসের নখদর্পণে। সে জানত ডেলি লাইটনিং-এর সঙ্গে স্যার থিওফিলাসের নিবিড় সম্পর্কের কথা। এও সবারই জানা ছিল যে, লেডি মিলিসেণ্টই সর্বপ্রথম একজন মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাদের দেখেছিলেন এবং এই ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক অংশটুকু প্রধানত মার্কলএরই অবদান। এব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছে তার একটা মোটামুটি কাঠামো অস্পষ্টভাবে গড়ে উঠল হগ-পনকাসের উর্বর মস্তিষ্কে, কিন্তু তার মনে হল এ বিষয়ে যাঁরা জানেন তাঁদের কোনো একজনের মুখ থেকে কথা বার করতে না পারলে আরো স্পষ্টভাবে কিছু জানা যাবে না। হগ-পনকাস শভেলপেনিকে পরামর্শ দিল লেডি মিলিসেণ্টের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করতে। এর কারণ ছবিটি তাঁরই তোলা। সুতরাং এসব সহজেই বোধগম্য যে ব্যাপারটির সঙ্গে তিনি প্রথম থেকেই জড়িত আছেন। হগ পনকাস যেভাবে পুরো ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলেন সেটা অবশ্য শভেলপেনির পক্ষে গ্রহণযোগ্য হল না। তিনি সম্পূর্ণভাবে বন্ধুর বক্তব্যকে বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞান পরিচালিত মন বলে দিল যে অনুসন্ধান শুরু করার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে, হগের কথামত লেডি মিলিসেণ্টের সঙ্গে দেখা করা।

অনেক ভেবে চিন্তে তিনি একটি চিঠি লিখলেন, সেখানে বিনীত ভাবে তিনি প্রার্থনা করলেন যে লেডি মিলিসেণ্ট যেন তাকে কিছুক্ষণ সময় দেন। কেননা তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করতে লেডির সঙ্গে দেখা করতে চান।

শভেলপেনিকে অবাক করে দিয়ে লেডি মিলিসেণ্ট সেই চিঠির জবাব দিলেন। তিনি দেখা করার জন্যে একটি নির্দিষ্ট সময় ও তারিখের কথা বললেন।

নির্দিষ্ট দিনে শভেলপেনি চুল ব্রাশ করে, পোষক পরিষ্কার করে এবং নিজেকে অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন করে সেই সাক্ষাৎকারের জন্যে যাত্রা করলেন।

পাঁচ

নানা সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে আবর্তিত হতে হতে শভেলপেনি পৌছে গেলেন লেডি মিলিসেণ্টের বাড়ীতে। পরিচারিকা তাকে নিয়ে গেল লেডির নির্জনকক্ষে। সেখানে তিনি আগের মত বসে আছেন তাঁর আরাম কেদারায় আলতো করে পা এলিয়ে। পাশে রাখা ছোট্ট টেবিলে রয়েছে একটি মিনি টেলিফোন।

লেডি মিলিসেণ্ট বলেন, মিঃ শভেলপেনি, আপনার চিঠি পেয়ে আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে গেছি। কেননা আপনি হলেন একজন কৃতী বিজ্ঞানী এবং আমি হলাম এক অস্থির মনের সাধারণ মহিলা। ধনী স্বামী ছাড়া যার আর কোন গৌরবের সামগ্রী নেই। আমি ভেবে পাচ্ছি না যে এই পৃথিবীতে এমন কি বিষয় থাকতে পারে যার সম্পর্কে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি। আপনার চিঠি পাবার পরে আমি আপনার আর্থিক অবস্থা এবং কর্মজীবন সম্পর্কে বিশেষ অন্বেষণ করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তার মাধ্যমে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, টাকার সন্ধানে আপনি আমার সাহায্যপ্রার্থী হন নি। আশা করি আপনি অচিরেই আমার সন্দেহের অবসান ঘটাবেন।

এই কথা বলে তিনি নয়নভোলানো হাসি হাসলেন।

শভেলপেনি এর আগে আর কখনও লেডি মিলিসেণ্টের মত এমন কোন রমনীর সংস্পর্শে আসেননি যিনি একাধারে বিত্তবতী এবং রূপবতী। প্রথম দর্শনে অশান্তচিত্তে যে অভাবিত আবেগের স্পন্দন হল সেটা উপলব্ধি করে তিনি চমৎকৃত এবং বিরক্ত হলেন।

আত্মগত সম্ভাষণে তিনি বললেন, শভেলপেনি, তুমি এখানে এসেছো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে। এই পরিস্থিতিতে তোমার মনে আন্দোলিত শিশুসুলভ ভাবাবেগ শোভা পায় না।

প্রবল চেষ্টায় নিজের মনকে কঠিন সংযমের বন্ধনে আবদ্ধ করে তিনি জবাব দিলেন, লেডি মিলিসেণ্ট, আশা করি অন্যান্য লোকেদের মত আপনিও নিশ্চয়ই দেখেছেন মঙ্গলগ্রহবাসীদের সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় সমগ্র মানব সমাজ কি ভীষণ ভাবে শিহরিত হয়েছে। আমি যতদূর জানি তা যদি

সঠিক হয় তাহলে বলতে বাধ্য হব যে আপনি হলেন সমগ্র পৃথিবী বাসীদের মধ্যে প্রথম যিনি, মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত অজ্ঞাত প্রাণীকে পরিদর্শন করেন। আমি যা বলতে চাই তা অত্যন্ত রূঢ়, কিন্তু আমার কর্তব্য আমাকে বলতে বাধ্য করাচ্ছে।

দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের ফলে আমার মনে এই প্রশ্ন জেগেছে যে সত্যিই কি আপনি অথবা আর কেউ ঐ অজ্ঞাত জীবকে দেখেছেন? সত্যিই কি ইনফ্রা রেডিওস্কোপের সাহায্যে কিছু দেখা যায়? যদি আমার জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব না পাই তাহলে বাধ্য হয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে সমস্ত ব্যাপারটাই হল মিথ্যে এবং আপনি সেই মিথ্যের প্রথম প্রবক্তা। আমার এই কথা শোনার পর যদি আপনি আপনার সামনে থেকে বলপ্রয়োগ করে আমাকে অপসারিত না করেন এবং আপনার ভৃত্যদের এই আদেশ না দেন যে তারা যেন ভবিষ্যতে আমাকে এখানে ঢুকতে না দেয়, তাহলে আমি অবাক হব। এই ধরণের প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক যদি আপনি অপরাধী হয়ে থাকেন। তবে এখনও আমার বিশ্বাস যে হয়তো এমন কিছু আছে যা আমার চিন্তার মধ্যে আসে নি। যা আপনার মত রূপসীকে দোষী করবে না, তাহলে সেটি আমি এখনই জানতে চাই।

আপনার শুচিস্মিতা হাসি দেখে মনে হয় যে আপনি কোন পাপ করতে পারেন! যদি বৈজ্ঞানিক সত্যকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে আমার যে সংস্কার আপনার স্বপক্ষে রায় দিচ্ছে তাকেই আমি বিশ্বাস করে নিতে পারি, তাহলে আপনাকে আমি মিনতি জানাচ্ছি, আমার প্রাণের শান্তির জন্য আপনি সম্পূর্ণ সত্য আমাকে জানতে দিন।

সন্দেহাতীত সরলতা এবং লেডি মিলিসেন্টের দিকে হৃদয় ঝুঁকলেও তাঁকে তোষামোদ করার অনিচ্ছা শভেলপেনির এই দুটি গুণ লেডি মিলিসেন্টকে যেমন অভিভূত করল তেমন অভিভূত তাঁকে তাঁর পরিচিতদের মধ্যে কেউ কখনো করে নি। স্যার থিওফিলাসকে বিয়ে করবার জন্য পিতাকে ছেড়ে আসবার পর এই তিনি সর্বপ্রথম সত্যিকারের সহজ সরল অকপট মানুষের সংস্পর্শে এলেন। স্যার থিওফিলাসের বিরাট ভবনে প্রবেশ করার পর থেকেই তিনি যে কৃত্রিম জীবন যাপনের চেষ্টা করে আসছিলেন, তা তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল। মিথ্যা, ষড়যন্ত্র এবং হৃদয়হীন ক্ষমতার জগৎ তিনি আর সইতে পারছেন না বলে তাঁর মনে হচ্ছিল।

তিনি বললেন, মিঃ শভেলপেনি, কিভাবে আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দেব? আমার স্বামীর প্রতি আমার একটি কর্তব্য আছে, মানবজাতির প্রতি কর্তব্য আছে, সত্যের প্রতি কর্তব্য আছে। এই তিনটির অন্ততঃ একটির প্রতি

আমাকে মিথ্যাচরণ করতেই হবে। শেষটির প্রতি আমার কর্তব্য সবচেয়ে বেশি, কি করে আমি তা ঠিক করবো?

পভেলপেনি বললেন, লেডি মিলিসেণ্ট—আপনি আমার মনে আশা এবং কৌতূহল দুই সমান ভাবে জাগিয়ে তুলেছেন। আপনার পরিবেশ দেখে বুঝতে পারছি আপনি কৃত্রিম জীবন যাপন করেন, কিন্তু তবু যদি আমি ভুল করে না থাকি, তাহলে আপনার ভেতর এমন একটি জিনিষ আছে যা কৃত্রিম নয়, যা অকপট এবং সরল, যার সাহায্যে পারিপার্শ্বিক নোংরামি থেকে আপনি এখনো মুক্তি পেতে পারেন। আপনাকে কাতর অনুরোধ জানাচ্ছি, সব কথা আপনি খুলে বলুন। সত্যের পবিত্র আগুনে পুড়ে আপনার আত্মা দোষমুক্ত হোক।

লেডি মিলিসেণ্ট এক মুহূর্ত নীরব রইলেন।

তারপর তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন:

হ্যা, আমি কথা বলব! বড় বেশি দিন আমি নীরব রয়েছি। অচিন্তনীয় অকল্যাণে আমি গা ঢেলে দিয়েছিলাম, কি করছি তা না বুঝে। তারপর একদিন বুঝলাম, তখন মনে হল বড় বেশি দেরী হয়ে গেছে, আর কোনো আশা নেই। কিন্তু আপনি আমাকে নতুন আশা দিয়েছেন! হয়তো এখনো খুব বেশি দেরি হয়ে যায় নি। হয়তো এখনো কিছু বাঁচানো যেতে পারে—এবং আর কিছু যদি বাঁচাতে না পারি অন্তত আমার সেই সততা ফিরে পাব, যা বাবাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্য আমি নির্বাসিত করেছিলাম।

স্যার থিওফিলাস যখন মধুঝরা কণ্ঠে দাম্পত্য জীবনে স্বভাবত আমার মন রাখবার জন্য যে খোসামোদ করে কথা বলতেন তার চাইতেও বেশী খোসামুদে সুরে কথা বলে আমাকে ঐকান্তিক অনুরোধ জানালেন আমার শিল্প প্রতিভা কাজে লাগিয়ে একটি অদ্ভুত জীব তৈরী করতে। তখন, ভবিষ্যৎ নাটকীয় ঘটনাবলীর সূত্রপাতের সেই মুহূর্তে আমি জানতাম না কি ভীষণ উদ্দেশ্যে আমার আঁকা এই ছবিটির প্রয়োজন। আমি অনুরোধটি রক্ষা করলাম। আমি অদ্ভুত জীবটির ছবি আঁকলাম। আমি এই ভীষণ জীবটিকে দেখেছি বলে প্রচারিত হতে দিলাম, কিন্তু তখন জানতাম না কি নীচ উদ্দেশ্যে আমার স্বামী—হায়, এখনো তাঁকে ঐ নামেই ডাকতে হবে—আমাকে তাতে রাজি করালেন। ক্রমে ক্রমে যতোই তাঁর অদ্ভুত অভিযানটির রূপ ফুটে উঠেছে, ততোই বিবেকের তাড়না আমি বেশি করে অনুভব করেছি। প্রতি রাত্রে আমি নতজানু হয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি। কিন্তু আমি জানি স্যার থিওফিলাস বিলাস বৈভবে আমায় ঘিরে রাখতে ভালোবাসেন! আমি যতদিন তার ভেতর থাকব, ততদিন ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন না। এ সমস্ত

ত্যাগ করে যেতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমার আত্মা মালিন্যমুক্ত হবে না। আপনার এই আগমন উটের পিঠে শেষ খড়ের কাজ করেছে। আপনি এসে সরল সহজভাবে সত্যের আবাহন করে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন আমার কি করা উচিত। আমি আপনাকে সব বলব। আপনি জানতে পারবেন আপনি যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কইছেন সে কত নীচ। আমার অপরাধের সামান্যতম অংশও আমি আপনার কাছে গোপন করব না। এবং সবকিছুই যখন আমার খুলে বলা হয়ে যাবে, তখন হয়তো যে নোংরা অপবিত্রতা আমাকে আক্রমণ করেছে তা থেকে মুক্ত হয়ে আবার আমি নিজেকে নির্মল বোধ করব।

লেডি মিলিসেণ্ট এই বলে তারপর শভেলপেনিকে সব কথা খুলে বললেন। বলবার সময় তিনি শ্রোতার মুখে যে নিদারুণ আতঙ্কের অভিব্যক্তি দেখবেন বলে ভেবেছিলেন তার বদলে দেখলেন তাঁর দুচোখে ফুটে উঠেছে প্রসন্ন মুগ্ধতার ভাব। এর আগে শভেলপেনি হৃদয়ে কখনো প্রেমভাব অনুভব করেননি, এইবার করলেন। শ্রীমতীর যখন সব কথা বলা হয়ে গেল, শভেলপেনি তাঁকে বুকে টেনে নিলেন, শ্রীমতীও ধরা দিলেন তাঁর বাহুবন্ধনে।

আঃ, মিলিসেণ্ট! বললেন শভেলপেনি। মানুষের জীবন কী জটিল, কি ভয়ংকর! হগ-পনকাস আমাকে যা যা বলেছে সব সত্যি, কিন্তু তবু, এই হীন ব্যাপারের উৎস মূলেই আমি পেয়েছি তোমাকে! যে তুমি এখনো মনের গহনে অনুভব করতে পারছ সত্যের পবিত্র অগ্নিশিখা। এখন যখন তুমি নিজের সর্বনাশ করেও সব কথা স্বীকার করেছ, তোমার মধ্যে আমি পেয়েছি একজন কমরেড একজন আত্মার আত্মীয়, যেমনটি এই পৃথিবীতে কোথাও আছে বলে আমি আশা করিনি। কিন্তু এই অদ্ভুত জট পাকানো অবস্থায় কি করা উচিত, তা আমি এখনও ঠিক করতে পারছি না। এ বিষয়ে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। তারপর ফিরে এসে আমি তোমাকে আমার সিদ্ধান্ত জানাব।

আপন আবাসে যখন ফিরে গেলেন শভেলপেনি তখন তাঁর মোহাচ্ছন্ন অবস্থা কি অনুভব করছেন বা কি চিন্তা করছেন কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। হগ পনকাস তখন বিছানায় শুয়ে মদের নেশায় চুর হয়ে নাক ডাকছে। এই লোকটার ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য শুনতে তাঁর ইচ্ছা হল না, মিলিসেণ্ট সম্পর্কে তাঁর মনে যে অনুভূতির উদয় হয়েছিল তার সঙ্গে এর দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য ছিল না। মিলিসেণ্টের রূপে মুগ্ধ শভেলপেনি মিলিসেণ্টকে দোষী ভাবতে পারলেন না। তিনি হগ পনকাসের বিছানার ধারে এক বোতল হুইস্কি আর একটা গ্লাস রেখে দিলেন। তিনি জানতেন আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে এই

ব্যক্তিটি যদি এক মুহূর্তের জন্যেও জেগে ওঠে, তাহলে সামনে মদ দেখে সে লোভ সামলাতে পারবে না, এবং তার ফলে আবার ডুবে যাবে আত্মবিস্মৃতির তলায়। এভাবে বিনা ব্যাঘাতে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাবার পাকা ব্যবস্থা করে তিনি গ্যাসের আগুনের ধারে চেয়ারের ওপর বসে পড়লেন এবং মন স্থির করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য এবং ব্যক্তিগত কর্তব্য, দুরকম কর্তব্য নির্ধারণ করাই শক্ত হয়ে উঠল! যাঁরা এই ষড়যন্ত্রটি তৈরী করেছিলেন তাঁরা সবাই দুষ্ট লোক, তাদের উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত হীন, এবং তাঁদের কাজের ফলে মানবজাতির ভালো হবে, না মন্দ হবে তা নিয়ে তারা আদৌ মাথা ঘামাননি। ব্যক্তিগত লাভ ও ব্যক্তিগত ক্ষমতাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। মিথ্যা প্রতারণা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি ছিল তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়। তিনি কি নীরব থেকে নিজেকে এই জঘন্য ব্যাপারের অংশীদার করবেন? যদি তা না করেন যদি মিলিসেণ্টকে রাজি করান প্রকাশ্যে সবকিছু স্বীকার করতে যা তিনি পারবেন বলে জানতেন তাহলে মিলিসেণ্টের পরিণতি কি হতে পারে?

তাঁর স্বামী তাঁর প্রতি কি ধরণের ব্যবহার করবেন? সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে ঠকেছেন তাঁরাই বা তাঁকে কি শাস্তি দেবেন? কাল্পনিক চোখে শভেলপেনি দেখতে পেলেন যে রূপসীর শ্রেষ্ঠা মিলিসেণ্ট ধূলি ধূসরতা হয়ে শুয়ে আছেন, তাঁর ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে অনেক মানুষ, ক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। এ দৃশ্য অবলোকন করে তিনি শিহরিত হলেন কিন্তু তিনি ভাবলেন যে তাঁদের কথাবার্তার সময় মহানুভবতার যে অগ্নিশিখা তিনি লেডি মিলিসেণ্টের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন তাকে আর নেভানো যাবে না। মহতী মিলিসেণ্ট চিরদিন কি তাঁর দিনযাপন করবেন অর্থকরী মিথ্যা দ্বারা আবৃত কোমল বিছানায় শুয়ে?

শভেলপেনির মন পরিবর্তিত হল। তিনি বিকল্প উপায়ের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন! তাঁর মনে এই প্রশ্ন জাগলো যে, স্যার থিওফিলাস ও তাঁর অনুচরদের জয়লাভ করতে দেওয়া হবে কি না?

এই যুক্তির স্বপক্ষে একাধিক মতবাদ প্রচলিত ছিল। কেননা ঐ অজানা আতঙ্ক শুরু হবার আগে প্রাচ্য এবং প্রতিচ্যের মানুষের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। অনেকে এই ধারণা করেছিল যে মানুষ নিজেই তার অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটাবে। কিন্তু এখন একটা কাল্পনিক বিপদের ফলে প্রকৃত বিপদ দূরীভূত হয়েছে।

মঙ্গলগ্রহীদের প্রতি উৎসারিত সাধারণ ঘৃণাকে প্রচার করে সোভিয়েত রাশিয়ার ক্রেমলিন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস এখন পরিণত

হয়েছে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে। পৃথিবীর সৈন্যদলগুলিকে এখনো যুদ্ধের জন্যে উজ্জীবিত করা যায় কিন্তু তারা এখন সমবেত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এমন এক শত্রুর মোকাবিলা করবে বলে বদ্ধপরিকর, বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই। এর ফলে তাদের মানব সভ্যতা বিধ্বংসকারী সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রগুলি আর কাজে লাগবে না। সম্ভবত শভেলপেনি চিন্তা করলেন, মিথ্যার আশ্রয় ছাড়া মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। কেননা, মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চিরন্তন সত্যকে বিপদ উদ্রেককারী বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। নিজের ধারাবাহিক সত্যানুরাগকে উপহাস করতে চাইলেন তিনি। তাঁর মনে হল, সত্যের পথে থেকে তিনি ভুল করেছেন। কেননা, স্যার থিওফিলাস বেশী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছেন। এই অবস্থায় তিনি এমন কোন আচরণ করবেন না যা তাঁর প্রিয়া লেডি মিলিসেণ্টকে আরও সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেবে!

অতঃপর তাঁর চিন্তা অন্য ধারায় প্রবাহিত হল। তিনি ভাবলেন যে একদিন না একদিন এই মিথ্যা ভাষণ ধরা পড়বেই। অসত্য পরিকল্পনার রহস্য উন্মোচন করবেন হয়তো তাঁর মত কোন সত্যানুরাগী অথবা তাঁরা যদি বিফল হন তাহলে ভবিষ্যতে স্যার থিওফিলাসের চেয়ে চতুর ও কুটিল কোন ব্যক্তির হাতে তার ধাপ্পাবাজি আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হবে।

কিন্তু ঐ প্রতারণার মুখোস খুলে দেবার পর কিভাবে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগানো হবে?

একথা স্বীকার করতেই হবে যে স্যার থিওফিলাসের প্রবন্ধ টেলুরীয়দের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে সম্প্রীতির মনোভাব। ভবিষ্যতে কি তাঁরা ঘৃণা বাড়িয়ে তুলবেন? একদিন না একদিন যখন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মুখোস যাবে খুলে, তখন সেটা কোন ঈর্ষাকাতর প্রতিদ্বন্দ্বীদের তরফ থেকে সঙ্ঘটিত হবে। সেটা কেন হবে না সত্যের মহান পথপ্রদর্শক দ্বারা।

শভেলপেনি ভাবলেন যে এ ব্যাপারে চরম মত দেবার মত যোগ্যতা তাঁর নেই। তিনি তো ঈশ্বর নন, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নন। যেদিকে তাকান শুধু অন্ধকার, আর অন্ধকার। তিনি বুঝতে পারছেন না যে এখন কি করতে হবে।

দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে নিজের মনের দিকে তাকিয়ে উত্তর অন্বেষণ করতে থাকেন তরুণ বিজ্ঞানী শভেলপেনি। নিজের মনকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন—এখন আমি কি করব? আমার কি উচিত স্বার্থান্বেষী লোকেদের মহৎ কাজে সহায়তা করা? নাকি সৎ লোকেদের পাশে দাঁড়িয়ে পৃথিবী ধ্বংস করবো? কে বলে দেবে উত্তর? আমার সামনে কোন জবাব নেই।

এই কথা ভাবতে ভাবতে সারাদিন সারারাত তিনি নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন

তাঁর চেয়ারে। খাওয়ার কথা ভুলে গেলেন। আন্দোলিত হলেন বিপরীতধর্মী চেতনার তরঙ্গে। অবশেষে আবার এসে গেল লেডি মিলিসেণ্টের কাছে দেখা করার পূর্ব নির্দিষ্ট ক্ষণটি। ক্লান্ত মনে, শ্রান্ত শরীরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গম্ভীরভাবে এগিয়ে গেলেন লেডির বাড়ির দিকে।

লেডি মিলিসেরেণ্ট অবস্থাও তাঁরই মত শোচনীয়। তিনিও মানসিক অস্থিরতার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি পৃথিবীর ঘটনাবলীর প্রতি নিজের চিন্তাশক্তিকে আবিষ্ট করতে পারছেন না। তিনি ভাবছেন তাঁর স্বামী এবং সদ্য আলাপিত প্রেমিক টমাসের কথা।

রাজনৈতিক চিন্তা করার অভ্যাস তাঁর ছিল না। তাঁর জগৎ গড়ে উঠেছিল এমন ব্যক্তিদের নিয়ে যাদের কার্যকলাপের ফলাফল ছিল তাঁর চেতনার সীমার বাইরে। এই ফলাফলগুলি তিনি বুঝবার চেষ্টা করতেন না। তিনি বুঝতেন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জগতের গণ্ডীর ভেতরকার নর-নারীদের মানবিক সুখ-দুঃখের কথা। এই চব্বিশ ঘণ্টা ধরে তিনি ভেবেছেন শুধু টমাসের স্বার্থহীন গুণাবলীর কথা। আর দুঃখবোধ করেছেন স্যার থিওফিলাসের ফাঁদে ধরা পড়বার আগে এহেন চরিত্রের কোন মানুষের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য কেন তাঁর হয়নি। এতগুলো ঘণ্টার উৎকণ্ঠা, প্রতীক্ষার দুঃসহতা ভোলবার জন্য তিনি স্মৃতির সাহায্যে টমাসের একটি ছোট ছবি এঁকে সেটিকে একটি লকেটের ভেতর পুরে রেখেছিলেন। এই লকেটে আগে জীবনের আরও হালকা সময়ে তিনি তাঁর স্বামীর ছবি পুরে রাখতেন। এই লকেট তিনি গলার হারের সংগে ঝুলিয়ে দিলেন। উৎকণ্ঠা যখন অসহ্য হয়ে উঠল, তিনি তখন একটু শান্তি পাবার জন্য তাকিয়ে রইলেন টমাস শভেলপেনির ছবির দিকে, যে টমাসকে প্রেমাস্পদ বলবার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল।

অবশেষে শভেলপেনি এলেন তাঁর কাছে। কিন্তু তখন তাঁর পদক্ষেপে নেই সজীবতা। চোখে নেই উজ্জ্বল দৃষ্টি। কণ্ঠস্বরে নেই উজ্জ্বল প্রাণশক্তির স্পন্দন। বিষণ্ণভাবে ধীরে ধীরে তিনি নিজের একহাতে শ্রীমতীর একটি হাত তুলে নিলেন। অন্য হাতে পকেট থেকে একটি বড়ি তুলে নিয়েই গিলে ফেললেন।

তিনি বললেন, মিলিসেণ্ট আমি এই বড়িটি যে গিলে ফেললাম এর ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার মৃত্যু হবে। আমি কোনটা বেছে নেব কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বয়স যখন কম ছিল তখন আমার ছিল অনেক অনেক উচ্চাশা। তখন ভাবতাম জীবন উৎসর্গ করতে পারব সত্য এবং মানবজাতির সেবায়। হায়! তখন জানতে পারিনি যে তা হবার নয়।

আমি কি সত্যের সেবা করে মানবজাতিকে ধ্বংস হতে দেব, না মানবজাতির সেবা করে সত্যকে ধুলোয় পদদলিত হতে দেব? সেকথা ভাবতেও ভয় হয়। এই দোটানার মাঝখানে পড়ে আমি বেঁচে থাকা কেমন করে সহ্য করব? সেই সূর্যের তলায় কি করে আমি নিঃশ্বাস গ্রহণ করব, যে সূর্য হয় দেখবে ভীষণ হত্যাকাণ্ড, না হয়তো ঢেকে যাবে মিথ্যার মেঘে? না, এ অসম্ভব। তুমি মিলিসেণ্ট, তুমি আমার পরম প্রিয়, আমার ওপর তোমার আস্থা আছে। তুমি জানো আমার প্রেম কত সত্য···কিন্তু তবু···এই দোটানায় পড়া অবস্থায় আমার নির্যাতিত আত্মার জন্য তুমি কিই বা করতে পার? তোমার ঐ কোমল বাহু, ঐ অপরূপ সুন্দর চোখ দুটি অথবা তুমি আমাকে যা দিতে পার তার কোনো কিছুই আমাকে এই দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারে না। না, মরতে আমাকে হবেই। কিন্তু মরবার সময়ে আমার পরে যাঁরা থাকবেন তাঁদের জন্য আমি রেখে যাচ্ছি একটি ভীষণ দায়িত্ব, সত্য এবং জীবন এই দুটির ভেতর একটিকে বেছে নেবার দায়িত্ব। কোনটি বেছে নেওয়া উচিত, তা আমি জানি না। বিদায়, বিদায়, প্রিয় মিলিসেণ্ট। যেখানে অপরাধী আত্মাকে কোনো সমস্যায় জর্জরিত হতে হয় না সেই দেশে আমি চললাম। বিদায়···

অন্তিম আবেগে একবার মুহূর্তের জন্য তিনি মিলিসেণ্টকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর টমাসের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে অনুভব করেই মিলিসেণ্ট মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেলেন। মূর্ছা ভঙ্গের পর তিনি তাঁর গলা থেকে লকেটটি ছিনিয়ে নিলেন। কমনীয় আঙুল দিয়ে লকেট খুলে তিনি টমাস শভেলপেনির ছোট ছবিটি তার ভেতর থেকে বার করে নিলেন। ছবিটি চুম্বন করে তিনি বললেন—

'ওগো মহাপ্রাণ' যদিও তুমি মৃত যদিও তোমার যে অধরে আমি এখন বৃথা চুম্বন এঁকে দিচ্ছি, তারা আর কথা কইতে পারবে না। তবু তোমার কিছুটা এখনো বেঁচে আছে, বেঁচে আছে আমার বুকের ভেতর। আমার মধ্য দিয়ে এই তুচ্ছ আমার মধ্য দিয়েই মানুষকে তুমি যে বাণী দিতে চেয়েছ, মানুষের কাছে সে বাণী পৌছবে।

এই বলে তিনি টেলিফোন তুলে ডাকলেন 'ডেলি থাণ্ডার'কে।

ছয়

ইতিমধ্যে কেটে গেল কয়েকটি দিন। লেডি মিলিসেণ্টকে ডেলি থাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী রক্ষা করলেন তাঁর স্বামী এবং তাঁর অনুচরবর্গের হাত থেকে। লেডি মিলিসেণ্টের কাহিনীকে সবাই বিশ্বাস করল এবং এখন একথা স্বীকার করলো যে ইনফ্রা রেডিওস্কোপের মাধ্যমে আসলে তারা কিছুই দেখতে পাননি। মঙ্গলগ্রহীদের সম্পর্কে আতঙ্ক যেমন দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল তেমন ভাবে সেটা অবলুপ্ত হয়ে গেল।

কিন্তু এই আতঙ্কের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো আবার পূব ও পশ্চিমের মধ্যে সেই বিবাদ। এবং সেই মন কষাকষি গিয়ে দাঁড়ালো সামনাসামনি যুদ্ধে।

রণসাজে সজ্জিত মানুষ সমবেত হল সুবিস্তৃত কেন্দ্রীয় সমতল ভূমিতে। আকাশের রঙ গেল হারিয়ে, সে কালো হল এরোপ্লেনের পর এরোপ্লেনে। শুরু হল আণবিক বিস্ফোরণ। বিরাট বিরাট স্বয়ংক্রিয় উৎক্ষিপ্ত গোলা নির্দিষ্ট পথে গেল ছুটে।

হঠাৎ সমস্ত আওয়াজ গেল থেমে। প্লেনগুলো নেমে এলো মাটির ওপর। থেমে গেল কামানের আওয়াজ। রণাংগণের অনেকদূরে বসে যেসব সাংবাদিক তাঁদের স্বভাবসুলভ কৌতূহলবশে ঐ ভয়াল যুদ্ধের শেষ পরিণতি অবলোকন করেছিলেন তাঁরা লক্ষ্য করলেন ঐ নীরবতা। কিন্তু এর কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। অবশেষে আরেকটু সাহস সঞ্চয়ন করে তাঁরা রণাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে সারি সারি সৈন্যের মৃতদেহ পড়ে আছে কিন্তু তাঁরা শত্রুর আক্রমণে নিহত হয়নি, নিহত হয়েছে কোন এক অজ্ঞাত কারণে। সাংবাদিকরা ঐ দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা টেলিফোন করলেন। খবর পাঠালেন তাঁদের নিজের নিজের রাজধানীতে, কিন্তু ঐ শহরগুলো প্রকৃত রণাঙ্গণ থেকে অনেকদূরে অবস্থিত বলে বিশদ বিবরণ পৌছোল না।

শুধু সংবাদপত্রের প্রথম পাতার, শেষ সংবাদ বিভাগে ছাপা হল—

যুদ্ধ থেমে গেছে!

এর বেশী আর কিছু ছাপা সম্ভব হল না। কেননা যারা ছাপছিল তারা হঠাৎ মরে গেল। ছাপার যন্ত্রগুলো গেল নীরব হয়ে। এতদিনে মৃত্যু এসে হানা দিয়েছে পৃথিবীতে, কেননা মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীরা অবশেষে এসে পড়েছে।

মঙ্গলগ্রহের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষার অধ্যাপনা করেন এমন একজনের দ্বারা এই বিবৃতিটি প্রচারিত হল—

মহাবীর মার্টিন কর্তৃক অনুরক্ত হয়ে আমি পৃথিবীর মানবজাতির শেষ কয়টি বছরের উপরিলিখিত ইতিহাস বিবৃত করলাম! সেই মহান মঙ্গলগ্রহীরা তাদের প্রজাদের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে তাঁরা এখনো ঐ ঘৃণিত মানুষদের প্রতি দুর্বলতা পোষণ করে (যে দ্বিপদীদের আমরা নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করেছিলাম)।

মহাত্মা মার্টিন তাঁর জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ঠিক করেছেন যে তাঁর অভিযানে আগেকার ঘটনাবলী সঠিকভাবে উপস্থাপিত করার জন্যে উপযুক্ত পণ্ডিতদের অনুরোধ করা হবে কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে ঘৃণিত জন্তুর দল যেন আমাদের বিশ্বকে বিষাক্ত করতে না পারে। আমার এই বিশ্বাস আছে যে এই বিবরণের প্রতিটি শব্দ তাঁর মতবাদের সমর্থক।

আমাদের সাতটি পা আছে বলে নিন্দা করা হয়েছিল। এটা কি কল্পনা করা যায়? পরিবর্তনীয় ঘটনাবলীকে আমরা যে আন্তরিক হাসির দ্বারা অভিনন্দিত করি তাকে টেলুরিয়রা বলে চিরন্তন ব্যঙ্গহাসি। এই জাতকে কি ক্ষমা করা যেতে পারে?

স্যার থিওফিলাসের মত ঘৃণিত মানবপশুকে যে সরকার সহ্য করে তার সম্পর্কে কি ধারণা থাকবে। যে ঘৃণিত চক্রান্ত সে করেছিল এবং ক্ষমতা লোভ তাকে যে অন্যায় অভিযানে প্রবৃত্ত করেছিল তা আমাদের মধ্যে আইনগত ভাবে রাজা মার্টিনের হৃদয়ের মধ্যে প্রোথিত! যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্ঘের আলোচনায় বক্তব্য বিষয়ের যে অবাধ স্বাধীনতা দেখা যায় তার স্বপক্ষে কিছু বলতে পারে কি?

জীবন এখানে মহত্তর এক উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত। আমরা কি চিন্তা করি যে সেটা নির্ধারণ করেন মহান রাজা মার্টিনের আদেশ। এবং সাধারণ মানুষ অবনত মস্তকে শুধু সেই আদেশ পালন করেন।

এখানে যে বিবরণ দেওয়া হল তা সত্যের প্রতি আস্থাশীল। এই বিবরণের অন্তরালে আছে টেলুরীর যুদ্ধ এবং আমাদের অসম সাহসী যুবকদের আক্রমণের পর অবশিষ্ট খবরের কাগজের টুকরো এবং গ্রামাফোন রেকর্ডের ভাঙা অংশের মধ্যে। এই বিবরণে প্রকাশিত কয়েকটি ব্যাপারে, বিশেষ করে কয়েকটি বিষয়ের অন্তরঙ্গতায় হয়তো কেউ বিস্মিত হবেন। বিশেষ করে লেডি মিলিসেণ্টের নিভৃত শয়ন কক্ষের মধ্যে কথিত সংলাপগুলি সম্পর্কে বিস্ময়ের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু স্যার থিওফিলাস স্ত্রীকে না জানিয়ে ঐ ঘরে একটি ডিকটোফোন যন্ত্র

লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেটা আমরা জানি! সেই যন্ত্র থেকেই ঐ সংলাপ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ঐ জীবন্ত পশুগুলি আজ আর জীবিত নেই, এই কথা ভেবে মঙ্গলগ্রহবাসীরা স্বস্তিবোধ করবে। পৃথিবী বিজয়ের পর আমরা প্রার্থনা করবো যে শুক্র গ্রহের ঘৃণিত অধিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে আমাদের মহান রাজা মার্টিন যে অভিযানের পরিকল্পনা করেছেন, তা যেন পৃথিবী বিজয়ের মত সম্পূর্ণ ভাবে সফল হয়।

আমাদের মহান রাজা মার্টিন দীর্ঘজীবী হোন।

(সমাপ্ত)